ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক

রেজিস্ট্রেশন নং : ০৮/২০১৭-২০১৮

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক

রেজিস্ট্রেশন নং : ০৮/২০১৭-২০১৮

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ রফীকুল ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **“ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা” (“Market Management in Islam : An Analysis”)** শিরোনামে রচিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি কোন যৌথ প্রয়াস নয়। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ আমি দেশের বা বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

তারিখ : ঢাকা
০৩ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.

(মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং : ০৮/২০১৭-২০১৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ রফীকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dr. Md. Rafiqul Islam
Associate Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত **"ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা" ("Market Management in Islam : An Analysis")** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যৌথ গবেষণাকর্ম নয়; বরং গবেষকের একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি অতীব মনোযোগ ও যত্ন সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব ও মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমি এ অভিসন্দর্ভটি মূল্যায়নের নিমিত্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করছি।

তারিখ : ঢাকা
০৩ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.

(ড. মোঃ রফীকুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমাকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার তাওফীক প্রদান করেছেন। আমি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করি। অতঃপর আমার সর্বশেষ উচ্চতর গবেষণা তথা পিএইচ.ডি. ডিগ্রি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্জন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে লালন করতে থাকি। ২০১৭-১৮ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ রফীকুল ইসলাম স্যারের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আল্লাহ্‌র অশেষ করুণায় স্যার আমার প্রস্তাবে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্যারের সহায়তায় "ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে একটি গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তির আবেদন জমা দেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে আমার প্রস্তাবনাটি গৃহীত হয় এবং আমাকে পিএইচ.ডি. গবেষক হিসেবে ভর্তির অনুমতি প্রদান করা হয়। অনুমতি পাওয়ার পর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে গবেষণাকর্মে যোগদান করি।

আমার এ পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে সুসম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্‌র নিকট শোকর আদায় করছি এবং প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করছি। অতঃপর আমার এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ রফীকুল ইসলাম স্যারের প্রতি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশনার মাধ্যমে আমার এ গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন হয়েছে। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সার্বিকভাবে গবেষণা সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সহধর্মিনী মাহ্‌মুদা ইসলাম, দুই পুত্র হাসান ইবনে রফীক ও হুসাইন ইবনে রফীক (হা-মীম) এবং বাড়ির কর্মচারী মোঃ মহিউদ্দিন দীর্ঘ দিন আমাকে সহযোগিতা করেছেন, যা আমার অভিসন্দর্ভ রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান ও অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম এবং বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. ছানাউল্লাহ্‌ স্যারসহ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা এ অভিসন্দর্ভ রচনায় পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। আমি

মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের কল্যাণ ও নাজাতের জন্য দু'আ করছি। বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা বিভিন্নভাবে আমার গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন।

আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে অনেক জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ও গবেষকের গ্রন্থ ও লেখনি থেকে তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক চট্টগ্রাম শহরের বাকলিয়াস্থ মজিদিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি, আমার বন্ধু চকরিয়া থানাধীন ডুমখালী আল হেরা দাখিল মাদ্‌রাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ ছলিম উল্লাহ, কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানাধীন জামেয়া ইসলামিয়া আশরাফুল 'উলুম মাদ্‌রাসার নায়েবে মুহ্‌তামিম মুফ্‌তী মোঃ হেলাল উদ্দীন ভূঁইয়া, চট্টগামের বাঁশখালী নিবাসী মাওলানা মোঃ আতিক উল্লাহ্, চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ নিবাসী মোঃ শহীদ উল্লাহ্, রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানাধীন দুরছড়ি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মুজিবুর রহমান ও মিন্টু দেবনাথ, স্নেহের ছাত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুর নিবাসী মোঃ মোফাজ্জল হোসাইন, স্নেহের ভাতিজা চট্টগ্রামের চন্দনাইশ নিবাসী এস. এম আমানুল হাসান ঈষাৎ, আমার সহকর্মী সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্, প্রভাষক মোঃ সামসুল আলম, প্রদর্শক বাবলুর রহমান, সহকারী লাইব্রেরীয়ান জুবায়ের হুসাইন। তাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার সাথে বিভিন্ন বাজারে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গমন করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আলোচ্য গবেষণাকর্মকে তথ্যসমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্যে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, টি এন্ড টি মহিলা কলেজ লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন লাইব্রেরী ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি এ সকল লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট যেতে হয়েছে। কোন কোন স্থানে একাধিকবার গিয়ে

মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন স্থানে যাঁরা আমাকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাকর্মটি দ্রুত সম্পাদনের ব্যাপারে সর্বদা খোঁজ নিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতি ক্যাপ্টেন মোঃ জাকারিয়া, চট্টগামের বন্ধুবর জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, স্নেহের ভাতিজা প্রকৌশলী মোঃ ওবায়দুল কবির, আমার চাকুরীস্থল টি এন্ড টি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো. মহসীন হোসেন, সহকারী অধ্যাপক মনোয়ারা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক সুলতান মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক মোঃ গোলাম হাক্কানী ভূঁইয়া, সিনিয়র প্রভাষক মিসেস আলপনা সেন, মাসুদ আহমেদ সিদ্দিকী, নাঈমা নাসরিন, সৈয়দা পূর্ণিমা পারভীন, চাঁদ সুলতানা, মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মুনিরা আখতার, মোছাম্মৎ আয়েশা ছিদ্দিকা, মোঃ মিজানুর রহমান খন্দকার মোঃ শাহ আলমসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। তাঁদের প্রতি আমার অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বাবা ও মায়ের প্রতি যাঁদের উসিলায় আমি পৃথিবীতে মানব সন্তান হিসেবে বিচরণ করছি। আমার সহধর্মিনী নূরজাহান বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমার গবেষণাকর্মের ব্যস্ততার মধ্যে দিনের পর দিন সংসারের সকল কর্ম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমার স্নেহের দুই কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পবিবেশ বিভাগ হতে সদ্য মাস্টার্স পাশকৃত ছাত্রী সুমাইয়া সিদ্দিক ও সামিয়া সিদ্দিক এর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করছি, যারা সর্বদা এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমাকে শ্রদ্ধাভরে তাগিদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের সকল সৎকর্মের উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করেন এবং এ গবেষণাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিফল প্রদান করে ধন্য করেন।

(মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক)

পিএইচ.ডি. গবেষক

শব্দ সংক্ষেপ

শব্দ সংক্ষেপ	শব্দের পূর্ণ রূপ
(আ.)	'আলাইহিস সালাম/'আলাইহিমুস সালাম
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
ড.	ডক্টর
তা. বি.	তারিখ বিহীন
পৃ.	পৃষ্ঠা
প্রাগুক্ত	পূর্বে উল্লিখিত
মৃ.	মৃত্যু
(র.)	রহ্মাতুল্লাহ 'আলাইহি
(রা.)	রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু/'আনহুমা/'আনহুম/'আনহা/'আনহুন্না
লিঃ	লিমিটেড
(স.)	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি.	হিজরী
Co	Company
Dr.	Doctor
Inc.	Incorporation
Ibid	In the same place, From the same source, ibidem.
Ltd.	Limited
loc. cit	In the place cited, loco cito.
op. cit	The work cited, open cito.
p.	Page
Ph.D.	Doctor of Philosophy
pp.	Pages
Pvt/Pte/(P)	Private
vol.	Volume

প্রতিবর্ণায়ন

(‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

‘আরবী হরফ	বাংলা উচ্চারণ
ا	আ
ب	ব
ت	ত
ث	ছ/স
ج	জ
ح	হ
خ	খ
د	দ
ذ	য
ر	র
ز	য
س	স
ش	শ
ص	স
ض	দ/য
ط	ত
ظ	য
ع	আ/‘
غ	গ
ف	ফ
ق	ক
ك	ক
ل	ল
م	ম
ن	ন
و	ও/ওয়া
ه	হ
ء	আ/’
ي	য়

‘আরবী হরকতের প্রতিবর্ণায়ন

‘আরবী হরকত	বাংলা
যবর (−)	আ/ া
যের (−)	ই/ ি
পেশ (−)	উ/ ু
মাদ্‌যুক্ত যবর (−)	আ/ া
মাদ্‌যুক্ত যের (−)	ঈ/ ী
মাদ্‌যুক্ত পেশ (−)	ঊ/ ূ

❖ এ অভিসন্দর্ভে ‘আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রচলিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বাংলা ও অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

❖ উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণে কিছু কিছু বিদেশী শব্দের বানানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

❖ যে সকল ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, সে সকল শব্দের বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ঘোষণাপত্র	ii
	প্রত্যয়ন পত্র	iii
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
	শব্দ সংক্ষেপ	vii
	প্রতিবর্ণায়ন	viii
	সূচিপত্র	x
	সার-সংক্ষেপ	১
	ভূমিকা	৪
প্রথম অধ্যায়	**ইসলাম পরিচিতি**	১০
	১.১ ইসলাম শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ	১১
	১.২ মানব জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	১৫
	১.২.১ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	১৭
	১.২.২ পারিবারিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	১৯
	১.২.৩ সামাজিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	২২
	১.২.৪ রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	২৪
	১.২.৫ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	২৭
	১.২.৬ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা	২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**বাজারের পরিচয়**	৩৫
	২.১ বাজার শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ	৩৫
	২.২ বাজারের প্রকারভেদ	৩৯
	২.৩ বাজারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৪১
	২.৪ বাজারের গঠন ও কাঠামো	৪৭
	২.৫ বাজারের প্রধান কাজ	৪৮
	২.৬ বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন কৌশল	৪৮
	২.৭ বাজারের সামাজিক সম্পর্ক	৪৮

	২.৮ চিত্তবিনোদনে বাজারের ভূমিকা	৪৯
	২.৯ পণ্য বিনিময় ও মুদ্রার ব্যবহার	৫০
	২.১০ কুরআন ও হাদীসে মুদ্রা প্রসঙ্গ	৫১
তৃতীয় অধ্যায়	**ব্যবস্থাপনা পরিচিতি**	৫৬
	৩.১ ব্যবস্থাপনা শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ	৫৭
	৩.২ ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৬০
	৩.২.১ প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা	৬১
	৩.২.২ মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনা	৬৫
	৩.২.৩ শিল্পবিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা	৬৭
	৩.২.৪ শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগে ব্যবস্থাপনা	৬৮
	৩.২.৫ আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা	৬৯
	৩.৩ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭০
	৩.৪ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী	৭১
	৩.৫ ইসলামে ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য	৭২
চতুর্থ অধ্যায়	**বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা**	৮৩
	৪.১ বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন	৮৩
	৪.২ বাংলাদেশের কতিপয় বাজার সমীক্ষা	৯২
	৪.৩ বাজার সমীক্ষার ফলাফল	৯৬
	৪.৪ বাংলাদেশে প্রচলিত বাজারসমূহের বাস্তব অবস্থার চিত্র	১২৭
পঞ্চম অধ্যায়	**ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনার স্বরূপ**	১৪২
	৫.১ ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা	১৪২
	৫.২ বাজার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	১৪৫
	৫.৩ আল্-হিস্বা (اَلْحِسْبَةُ) বা প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা	১৪৭
	৫.৪ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি	১৫২
	৫.৫ মুহ্তাসিবের বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী	১৫৫
	৫.৬ প্রচলিত আইনে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব	১৯৮
	৫.৭ প্রচলিত আইনে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	১৯৮

	৫.৮ সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ীদের কতিপয় ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯৯
	৫.৯ ব্যবসায়ীদের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা	২১০
	৫.১০ সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২১৬
	৫.১১ ইসলামপূর্ব আরবে বাজার ব্যবস্থাপনা	২২৩
	৫.১২ মহানবী (স.)-এর যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা	২২৪
	৫.১৩ খুলাফায়ে রাশিদীনের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা	২২৬
	৫.১৪ উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩১
	৫.১৫ ‘আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩২
	৫.১৬ ফাতেমীয় শাসনামলে (৯১০-১২৫০ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩৪
	৫.১৭ ‘উসমানীয় (১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.) খিলাফতের যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩৭
	৫.১৮ ভারতীয় উপমহাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনা	২৪২
ষষ্ঠ অধ্যায়	**ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা**	২৫১
	৬.১ বা‘য় বা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান	২৫১
	৬.২ বা‘য় বা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ	২৫৪
	৬.৩ পণ্যের পরিচয়	২৫৯
	৬.৪ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের বিধান	২৬১
	৬.৫ ক্রেতা-বিক্রেতার খিয়ার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা	২৬৮
	৬.৬ ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদারাবা পদ্ধতি	২৭৬
	৬.৭ ব্যবসা-বাণিজ্যে মুশারাকা পদ্ধতি	২৭৯
	৬.৮ ব্যবসা-বাণিজ্যে ইজারা পদ্ধতি	২৮৩
সপ্তম অধ্যায়	**ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা**	২৯৩
	৭.১ ব্যবসায় শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ	২৯৪
	৭.২ ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও ফযীলত	৩০১
	৭.৩ ইসলামে সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা	৩০৩
	৭.৪ বাংলাদেশে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও সুপারিশমালা	৩০৫
উপসংহার		৩১৭
গ্রন্থপঞ্জি		৩২০
পরিশিষ্ট		৩৫৫

সারসংক্ষেপ (Abstract)

[মানুষ মহান আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নৈতিক চেতনাবোধ তার সহজাত প্রবৃত্তি। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের অনুভূতি রয়েছে এবং সে কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মহান আল্লাহ্‌ আল্‌-কুরআনে ইরশাদ করেন, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا "শপথ নফ্‌স তথা মানুষের এবং সেই সত্তার, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার পাপ ও পূণ্যের জ্ঞান দান করেছেন" (সূরা আশ্‌-শাম্‌স, আয়াত : ৭-৮)। তাই সমাজে সদ্‌গুণের অধিকারী মানুষের অস্তিত্ব যেমন বিদ্যমান তেমনি কিছু অপরাধপ্রবণ মানুষের অস্তিত্বও লক্ষণীয়। অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তির তাড়নাই তার অন্যায় ও অনৈতিক কাজের অন্যতম কারণ। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের অন্যায় কাজের মাত্রা এতই বেশি হয় যে, যার কারণে মানবসমাজের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। যেমন- বিভিন্ন পণ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, পারস্পরিক যোগসাজশে মূল্য বৃদ্ধি, সুদ, জুয়া, প্রতারণামূলক ব্যবসা, হারাম পণ্যের ব্যবসা ইত্যাদি। এসব কারণে জনস্বাস্থ্য যেমন মারাত্মক হুমকির মুখে পতিত হয়েছে তেমনি আর্থিক বিশৃঙ্খলাও চরম আকার ধারণ করেছে। ফলে সাধারণ ক্রেতা বা ভোক্তাগণ আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে জনগণের ও রাষ্ট্রের চিকিৎসা ব্যয় এবং চিকিৎসা অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাজারের ব্যবস্থাপনা কমিটি, সরকারী সংস্থাসমূহ ও সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব হচ্ছে না; বরং বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যে উক্ত অপরাধসমূহের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারের বিভিন্ন অব্যবস্থাপনা ও ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক 'বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪', 'হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০২', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯', 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' ইত্যাদি আইন প্রণয়ন করা হলেও বাজারের উক্ত অপরাধসমূহ বন্ধ হচ্ছে না। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বাজার ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ না করা, সার্বক্ষণিক বাজার তদারকির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকা, আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন, ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশের সততা ও নৈতিকতার অভাব ইত্যাদি বাজারে অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য কারণ। তাই এ সমস্যাসমূহ নিরসনের উপায় অনুসন্ধানের জন্য **"ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা"** বিষয়ে গবেষণা করা বর্তমান সময়ে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, যা জ্ঞানের জগতে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করবে।

এ গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো, বাজার ব্যবস্থাপনায় সকল অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার লক্ষ্যে প্রচলিত আইন-কানুনের পাশাপাশি মানবতার কল্যাণকামী জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য যে শাশ্বত, কার্যকর ও সুন্দরতম নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রদান করেছে এবং ইসলামী শাসনামলে খলীফা ও শাসকগণ সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার আলোকে আমাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে কীভাবে একটি সুষ্ঠু, অনুকরণীয় ও নিয়মতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা যায় তা গুরুত্ব সহকারে অনুসন্ধান করে একটি যুক্তিসঙ্গত উপায় খুঁজে বের করা।

গবেষণা পদ্ধতি মূলত তথ্য উদঘাটন ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একটি প্রক্রিয়া, যা গবেষণাকর্মকে সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক, সহজ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনের প্রচলিত আন্তর্জাতিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পরীক্ষামূলক, অনুসন্ধানমূলক, জরীপ, মূল্যায়ন, কার্যোপযোগী, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। এ গবেষণাকর্মে প্রথমে গবেষণার পরিকল্পনা বা নকশা তৈরি করা হয়েছে। অতঃপর গবেষণাটি পরিচালনার জন্য ঐতিহাসিক, বিশ্লেষণাত্মক, বিচারমূলক, বর্ণনামূলক, পর্যালোচনামূলক, জরীপ, আলোচনা ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত গবেষণা শিরোনামের উপর রচিত অভিসন্দর্ভে প্রত্যাশিত যে ফলাফল অর্জিত হবে তা হলো :

ক) ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণার ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আইন-কানুনের পাশাপাশি ইসলামের শিক্ষা ও অনুশাসনের আলোকে বাজারের সকল অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে একটি সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক, যুগোপযোগী ও জনকল্যাণমূলক বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে বলে।

খ) বাজারের অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরীভূত হলে বাজারে ভেজাল ও রাসায়নিকমুক্ত নিরাপদ পণ্যসামগ্রী সহজলভ্য হবে; জনস্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত হবে; প্রতারণা, মওজুদদারী, সিন্ডিকেট ইত্যাদির কবল থেকে জনগণ রক্ষা পাবে এবং সরকারী রাজস্ব তথা ভ্যাট, ট্যাক্স, শুল্ক ইত্যাদি আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের বার্ষিক জিডিপি (Gross Domestic Product) বা 'মোট দেশজ উৎপাদন' উর্ধ্বমুখী হবে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

গ) ইসলাম প্রচারের পূর্বে ও পরে বাজার ব্যবস্থাপনার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যাবে।

ঘ) বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে, যার ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করা সহজতর হবে।

ঙ) ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জিত হবে। যার ফলশ্রুতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা ব্যবসা-বাণিজ্যে হারাম বা নিষিদ্ধ কার্যক্রম থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারবে।

চ) সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা এবং ক্রেতাদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যাবে। ফলে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদেরকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলবে, যা সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ছ) ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং সৎ ব্যবসায়ীদের ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হবে। ফলে সাধারণ মানুষ ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট হবে। ব্যবসায়ীদের সৎ, আমানতদার ও বিশ্বস্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং অসততা, অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিহার করতে প্রেরণা যোগাবে।

এ অভিসন্দর্ভে বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে গবেষকের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে একটি সুষ্ঠু, নিয়মতান্ত্রিক, জনবান্ধব, কল্যাণকর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে বলে আশা করা যায়।]

(মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং : ০৮/২০১৭-২০১৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, যিনি জ্ঞানীদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন এবং প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক ও মুক্তির দূত, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি, যিনি এ মহাবিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বিস্তৃত করেছেন। বাজার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে বাজারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুসংহত এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করা। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা বলতে ইসলামী আইন ও নীতিমালা অনুসারে বাজারের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বোঝায়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-খাদ্যপণ্য, ঔষধ, প্রসাধনী সামগ্রী, পশুখাদ্য ইত্যাদিতে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে দেশে হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিক, কিডনী রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, চর্মরোগ ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করেছে। এছাড়া ওযন ও পরিমাপে কারচুপি, নানা অজুহাতে বা বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে পণ্যদ্রব্য মওজুদ রেখে কিংবা পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যমূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এসব কারণে পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এর ফলে জনগণ চরম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। আবার অনেক ব্যবসায়ীর সততার সাথে ব্যবসা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অসৎ ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না। এক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক ত্রুটি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হলে বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্য মানসম্মত ও ভেজালমুক্ত হওয়া এবং বাজারের সকল অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত করে সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা করা একান্ত আবশ্যক। বিষয়টি সমাজের সকল স্তরের মানুষ তথা জ্ঞানী-গুণী, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও সুশীল সমাজের গভীর ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সকলেই বাজারের এ সমস্যাগুলোর একটি স্থায়ী সমাধান কামনা করেন।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

বর্তমান সময়ে বাজার ব্যবস্থাপনা একটি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়। এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাও এ কাজের আওতাভুক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত বাজার ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানভিত্তিক দিকনির্দেশনা, বাস্তবসম্মত ও সুন্দরতম নীতিমালা রয়েছে ইসলামে, যা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণকারিতার দিক বিবেচনায় প্রণীত হয়েছে। উক্ত নীতিমালার বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা, গবেষণা, শিক্ষা ও প্রয়োগের অভাবে বর্তমানে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম, দুর্নীতি ও

বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা এবং বাণিজ্যনীতির মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছে বিশ্বমানবতার স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণকামী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত মহানবী মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামী বাণিজ্যিক দর্শন। এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত যার মূল লক্ষ্য হলো জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি নৈতিকতা অর্জন ও মানবতার সেবা করা। তাই বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও নীতিমালার সাথে সমন্বিতভাবে ইসলামের অনুশাসন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী। অতএব এ বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন বিধি-বিধান ও পদ্ধতি, পণ্য ও পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, পণ্যে ভেজাল, মওজুদদারী, ভোক্তা অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে স্বনামধন্য শিক্ষক ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের রচিত বেশকিছু গবেষণা প্রবন্ধ পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা থেকে জনগণ উপকৃতও হচ্ছে। ইসলামী ফিক্হশাস্ত্রে বাজার ব্যবস্থাপনার ইসলামী নীতিমালা ও বিধি-বিধানসমূহ উল্লেখ থাকলেও তা আধুনিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত অবস্থায় নেই। এসব তথ্য-উপাত্ত অদ্যাবধি গবেষণা পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে ইসলামী নীতি ও আদর্শে বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি; বরং তা বরাবরই উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে। তাই বিষয়টির ব্যাপারে যে শূণ্যতা ও অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যে "ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে একটি মৌলিক গবেষণা সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন।

গবেষণার এলাকা

বর্তমান পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বাজারসমূহের পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতির বিভিন্ন ধরণের বাজার উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন-বিপণি বিতান, সুপার মার্কেট, গ্রিণ মার্কেট, ডিজিটাল মার্কেট, অনলাইন বিপণন বাজার, তথ্য প্রযুক্তি ও সফ্টওয়্যার পণ্য মার্কেট, ব্যাংক ও বীমা বাজার, শেয়ার বাজার, ট্যুরিজম মার্কেট, চেইন স্টোর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদি। এসবই মূলত পণ্য ও সেবা বিপণনের অত্যাধুনিক পদ্ধতি। উল্লিখিত সকল বাজারের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এ অভিসন্দর্ভে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত সাধারণ স্থানভিত্তিক বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণাকর্ম সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

"ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভকে মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম মহাবিশ্বের প্রতিপালক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মানব জাতির জন্য অবতারিত শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ অধ্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে।

মানবজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা তথা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের নির্দেশনা, পারিবারিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা, সামাজিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা, রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের নির্দেশনা, অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাজারের পরিচয়

মানব জীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলো বাজার। বর্তমান বিশ্বে যে কোন দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে শক্তিশালী বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এ অধ্যায়ে বাজারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাজারের শ্রেণিবিভাগ, বাজারের উৎপত্তি, বাজারের ক্রমবিকাশ, বাজারের গঠন ও কাঠামো, বাজারের প্রধান কাজ, ক্রয়-বিক্রয়ের কৌশল, বাজারের সামাজিক সম্পর্ক, চিত্তবিনোদনে বাজারের ভূমিকা, মুদ্রার ব্যবহার ও বিনিময় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ ও সাফল্য নির্ভর করে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর। তাই এ গবেষণাকর্মের বিষয়ে তথা বাজার ব্যবস্থাপনার উপর আলোচনার পূর্বে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা আবশ্যক। এ কারণে এ অধ্যায়ে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রচলিত ও ইসলামী ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, শিল্প বিপ্লবের যুগ, শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগ ও আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী এবং ইসলামে ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা

ইসলামের বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এর ফলে পাঠকের পক্ষে ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে তুলনামূলকভাবে বিচার করা সম্ভব হবে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা ও তৎসংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনার বর্তমান বাস্তব অবস্থা যাচাই ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য বিশটি জেলা হতে বিশটি বাজারকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করে এ বাজারসমূহের নির্বাচিত নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রেতা, বিক্রেতা ও বাজারের সভাপতির নিকট হতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার আলোকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাঁদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করে অভিসন্দর্ভে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া

সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম, জার্নাল ইত্যাদিতে প্রচারিত ও প্রকাশিত বাজার ব্যবস্থাপনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনার স্বরূপ

বাজার মানব জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল হওয়ায় ইসলাম বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, শাশ্বত ও জনকল্যাণকর নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রদান করেছে। তাই এ অধ্যায়ে ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনার স্বরূপ তথা বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুহ্তাসিবের কার্যাবলী, বাজারের শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজারে বিক্রেতাদের জন্য পালনীয় নির্দেশনাসমূহ, বাজারের বিধি-নিষেধ অমান্য করার মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে শাস্তির বিধানসমূহ, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ক্রেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচিত হয়েছে। অতঃপর ইসলামপূর্ব 'আরবে বাজার ব্যবস্থাপনা, ইসলাম পরবর্তী বিভিন্ন যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা

বাজারের প্রধান কাজ হলো ক্রয়-বিক্রয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিচয়, রুকন, হুক্ম, শর্তাবলী, প্রকারভেদসহ প্রয়োজনীয় নীতিমালা, ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্য, পণ্যের মূল্য ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রেতা-বিক্রেতার খিয়ার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা ও এর বিভিন্ন ধরণ এবং ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বহুল প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে মুদারাবা, মুশারাকা ও ইজারা পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : ইসলামে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হালাল পেশা, যা মহানবী (স.) সহ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল, সাহাবী ও ইসলামী মনীষীগণ অবলম্বন করেছেন। এ অধ্যায়ে ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব, ফযীলত এবং সৎ ব্যবসায়ীর ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল অধ্যায় আলোচনার পর উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভে যা উপস্থাপন করা হয়েছে তা কোন ফাতাওয়া কিংবা বিচারিক রায় নয়; বরং তা হলো, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত। যে কোন প্রকার বিভ্রান্তি নিরসন, অধিকতর গতিশীল ধারণা ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির মানসে এ মতামতসমূহ অন্যদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণির মানুষ তথা ক্রেতা, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, সরবরাহকারী, পরিবহনকারী, কর্মকর্তা, মালিক,

শ্রমিক, কর্মচারী, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, জ্ঞানী, গুণী, সুশীল সমাজ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ সকলের নিকট একটি বিশেষ শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় হিসেবে ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনাকে উপস্থাপন করা।

ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়টি মানবজীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, যা ব্যাপক পরিসরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তাই এর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করে জ্ঞানপিপাসু মানব হৃদয়কে তুষ্ট করা নিতান্তই কষ্টসাধ্য। এতদসত্ত্বেও গবেষকের সীমিত জ্ঞান দ্বারা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হৃদয়ের চাহিদা যোগানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণাকর্ম জ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন হবে, যা হতে সাধারণ পাঠক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, গবেষকসহ সর্বশ্রেণির মানুষ উপকৃত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। বাংলাদেশের প্রতিটি শহর, বন্দর ও গ্রাম সর্বত্র ছোট-বড় বাজার বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা ছিল অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও নতুন কিছু সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে যতদূর সম্ভব প্রতিটি স্থানে নিজে উপস্থিত হয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এ কাজ করতে গিয়ে ভালো ও মন্দ উভয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, তবে কখনও হীনবল ও নিরাশ হইনি। কোন কোন ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত আচরণ মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলেও ঐ সকল ব্যক্তির কথা মনে করে প্রশান্তি লাভ করেছি, যাঁরা অপরিচিত হয়েও প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সহযোগিতা করেছেন। এ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তারপরও যা কিছু হস্তগত হয়েছে তার মূল্যও নিতান্ত কম নয়। তাই এ বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ কাজ হয়েছে বলে দাবী করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। অদূর ভবিষ্যতে অনেক গবেষক আরও ব্যাপক পরিসরে এ বিষয়ের অনুদ্‌ঘাটিত দিকগুলো নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে এগিয়ে আসবেন বলে আমার প্রত্যাশা।

মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক

পিএইচ.ডি. গবেষক

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম পরিচিতি

১.১ ইসলাম শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ	১১
১.২ মানব জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	১৫
১.২.১ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	১৭
১.২.২ পারিবারিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	১৯
১.২.৩ সামাজিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	২২
১.২.৪ রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	২৪
১.২.৫ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা	২৭
১.২.৬ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা	২৯

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম নিখিল বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হিদায়াত বা পথনির্দেশ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্তে ইসলামকে তিনি মানবজাতির জীবন বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মর্যাদা এবং মানুষের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ইসলাম সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে এবং মানুষের নৈতিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও আধ্যাত্মিক সকল কর্মতৎপরতা পরিচালনার সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন করেছে। ইসলামের মূল বিষয় হল, আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁর আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ্ তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিতে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বিশ্বমানবতার হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান গ্রন্থ আল্-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর কোন নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের আগমন ঘটবে না। যে ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এরই ভিত্তিতে 'আমল করে সেই ব্যক্তি মুসলিম নামে অভিহিত। মহান আল্লাহ্ মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য করেননি। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে এ পরীক্ষা সম্পন্ন হবে অতঃপর শেষ বিচার দিনের আগমন ঘটবে। যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ জীবন বিধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ অর্জন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরই আনুগত্য করার মাধ্যমে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি দ্বারা পুরস্কৃত হবে। আর যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধানকে অমান্য করবে তারা সেদিন অকৃতকার্য হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই পার্থিব জীবনে শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর। মানব প্রকৃতি শান্তি পছন্দ করে এবং বিশৃঙ্খলাকে ঘৃণা করে। আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার ফলেই পৃথিবীতে শান্তির আগমন ঘটে, আর আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করার ফলেই বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। একারণেই ইসলামকে دِيْنُ الْفِطْرَةِ বা প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়।

১.১ ইসলাম শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ

ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) শব্দটি سِلْمٌ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। سِلْمٌ দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে الصّحّة والعافية বা সুস্থতা ও নিরাপত্তা বুঝায়। এর অপর অর্থ হলো, فالسّلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى 'মানুষকে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট হতে নিরাপদ রাখা'। মহান আল্লাহ্ السّلام বা শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, তিনি সকল ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তাদানকারী।[১] পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন অর্থে 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

ক. ইসলাম শব্দের অর্থ اَلْإِنْقِيَادُ الظَّاهِرِيُّ বা প্রকাশ্য আনুগত্য করা, বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালন করা।[২] আল্-কুরআনের বাণী, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ "আরব মরুবাসীগণ বলে, আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আনয়ন করনি; বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ (প্রকাশ্য আনুগত্য) করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি"।[৩] বেদুঈনগণ তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অভিপ্রায়ে বাহ্যিকভাবে ঈমান আনয়নের দাবী করত, কিন্তু তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনয়ন করেনি। কেননা, ইসলাম অর্থ হল, বাহ্যিক আনুগত্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করা।[৪]

খ. ইসলাম শব্দের অর্থ اَلْإِسْتِسْلَامُ বা আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ বাহ্যিক 'আমলসমূহের দ্বারা আনুগত্য করা, যেমন তাওহীদ[৫] বা আল্লাহ্র একত্ববাদ ও রিসালাতের[৬] সাক্ষ্য প্রদান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট

---

[১]সালিহ্ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হামীদ ইমাম ওয়া খতীবুল হারাম আল্-মাক্কী, *নাদ্রাতুন না'ঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*, ২য় খণ্ড, জেদ্দা : দারুল ওয়াসীলাহ্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী', ৪র্থ প্রকাশ, তা. বি. পৃ. ৩২০

[২]আবু ইসহাক আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আস্-সা'লাবী, *আল্-কাশ্ফু ওয়াল বায়ান 'আন তাফসীরিল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, জেদ্দা : দারুত্ তাফসীর, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি. পৃ. ৫৯

[৩]সূরা আল্-হুজুরাত, আয়াত : ১৪

[৪]'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আলী আল্-জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী 'ইল্মিত তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাব আল্-ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি. পৃ. ৪৭৬

[৫]তাওহীদ : তাওহীদ আরবী শব্দ। এর অর্থ একত্ববাদ, একক উপাস্যের উপাসনা করা, আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ বলতে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে বুঝায়। (*আল মু'জামুল ওয়াসীত*, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি. পৃ. ১৪৭ ; 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আবুল হাসান নূরুদ্দীন আল্-মোল্লা আল্-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্*, প্রথম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৫৪)

[৬]রিসালাত : এটি 'আরবী শব্দ। এর অর্থ পয়গাম, বার্তা, চিঠি, Massage ইত্যাদি। রিসালাত শব্দ থেকে রাসূল শব্দের উৎপত্তি। রাসূল অর্থ বার্তাবাহক, পয়গম্বর, দূত ইত্যাদি। (আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী (রহঃ), *মিসবাহুল লুগাত*, অনুবাদ হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৮৮) আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট মানব জাতির মধ্য হতে তাঁর মনোনীত একদল ব্যক্তির নিকট তাঁর বিধি-বিধান ও আদেশ-উপদেশ সম্বলিত ঐশী বাণী ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন। এ সকল ঐশী বার্তা বা বাণীকে ইসলামী পরিভাষায় রিসালাত বলা হয় এবং যে সকল মনোনীত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয় তাঁদেরকে নবী বা রাসূল বলা হয়। (মাস'উদ ইব্ন 'উমর ইব্ন 'আবদুল্লাহ তাফতাজানী, *শরহে 'আকা'ইদ লিন্নাসাফী*, সম্পাদনা মাওলানা মুহাম্মদ গোলামুন্নবী, ঢাকা : নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি. পৃ. ১১৬)

'ইবাদাতসমূহ[৭] পালন করা।[৮] মহান আল্লাহ্‌র বাণী, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সব কিছু তাঁরই (আল্লাহ্‌র) নিকট আত্মসমর্পণ করেছে"।[৯] জ্ঞানীদের মধ্যে যাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে সৃষ্টিগত ও জন্মগতভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন-ফেরেশতাগণ। আবার অনেকে দলীল-প্রমাণ ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের কারণে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা মৃত্যুর সময় কঠিন পরিণতি অবলোকন করে কাফিরগণ ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু তাদের ঈমান তখন গ্রহণযোগ্য হয় না।[১০]

গ. অবিচল বা দৃঢ় থাকা (اَلْإِسْتِقَامَةُ) : মহান আল্লাহ্ বলেন, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ "যখন তাঁর (ইব্‌রাহীম আ.) প্রতিপালক তাকে বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর; তিনি বললেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম"।[১১] আয়াতে اَلْإِسْتِقَامَةُ তথা অবিচল ও দৃঢ় থাকা অর্থে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তুমি ইসলামের উপর অবিচল ও অটল থাক। কারণ, ইব্‌রাহীম (আ.)-কে যখন এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি মুসলিম ছিলেন।[১২]

ঘ. ইসলাম অর্থ اَلْإِخْلَاصُ لِلّٰهِ الْعِبَادَةَ 'আল্লাহ্‌র জন্য নিষ্ঠার সাথে 'ইবাদাত করা'।[১৩] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ "আর তার অপেক্ষা কার দীন উৎকৃষ্ট, যে সৎকর্মশীল অবস্থায় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে?[১৪] অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে একমাত্র

---

[৭]"ইবাদাত : এটি 'আরবী শব্দ। অর্থ আনুগত্য করা, দাসত্ব করা, বিনয়ী হওয়া, অনুগত হওয়া, দীনের নিদর্শনসমূহ প্রতিষ্ঠা করা। (নাসির সাইয়েদ আহ্‌মাদ ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১) ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার (মৃত্যু-৭২৮ হি.) মতে, "ইবাদাত হচ্ছে রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা মেনে চলা"। ইমাম কুরতুবীর (মৃত্যু-৫৯৫ হি.) মতে, "ইবাদাত হলো আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া এবং তাঁর দীনের বিধানসমূহ পালন করা। আর 'ইবাদাতের মূল হলো বিনয় এবং নিজেকে তুচ্ছ করে প্রকাশ করা"। (অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, অনুবাদ অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৩৪৬)

[৮]কাসিম ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমীর 'আলী আল্-কাওনাবী, *আনীসুল ফুকাহা ফী তা'রীফাতিল আল্‌ফাযিল মুতাদাওলাতি বাইনাল ফুকাহা*, ১ম খণ্ড, জেদ্দা : দারুল ওয়াফা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি. পৃ. ৯৬; ইব্‌নুল মুল্‌কিন সিরাজুদ্দীন আবু হাফ্‌স 'উমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল্-মিস্‌রী, *আল্-মু'ঈনু 'আলা তাফাহ্‌হুমিল আরবা'ঈন*, কুয়েত : মাক্‌তাবাহ্ আহ্‌লিল আসার লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্ তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ১০৪

[৯]সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত : ৮৩

[১০]আশ্-শাইখ মুহাম্মদ আত্-তাহির ইব্‌ন আ'শুর, *আত্-তাহ্‌রীর ওয়াত্ তানভীর*, ৩য় খণ্ড, তিউনিশ : দারু সাহ্‌নূন লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্ তাওজী', ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৩০১

[১১]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ১৩১

[১২]আবু ইসহাক আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আস্-সা'লাবী, *আল্-কাশ্‌ফু ওয়াল বয়ান*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./ ২০০২ খ্রি. পৃ. ২৭৯

[১৩]সালিহ্ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হামীদ ইমাম ওয়া খতীবুল হারাম আল্-মাক্কী, *নাদ্‌রাতুন না'ঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

[১৪]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১২৫

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দীনের[১৫] বিধান অনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উৎকৃষ্ট, যে দীনের বিধান অনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেনি কিংবা কোন 'আমলই করেনি।[১৬]

ঙ. ইসলাম অর্থ اَلْخُضُوْعُ বা অবনত হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা।[১৭] আল্-কুরআনের বাণী, فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا "যারা অবনত হয় তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়"।[১৮] অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নিকট অবনত হল এবং শির্‌ক[১৯] থেকে নিজেকে মুক্ত রাখল, সে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করল এবং সফলকাম হল।[২০]

চ. ইসলাম অর্থ اَلدِّيْنُ বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা"।[২১] ইসলাম অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ ও রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আনীত বিধানের প্রতি নিজেকে সমর্পিত করা এবং তদনুযায়ী আনুগত্য করা ও 'আমল করা।[২২]

হাদীসে মহানবী (স.) ইসলামের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা ফেরেশতা[২৩] জিব্‌রাঈল (আ.) সাহাবাগণের (রা.) উপস্থিতিতে তাঁদেরকে দীন শিক্ষাদানের

---

[১৫]দীন : 'দীন' 'আরবী শব্দ। এর অর্থ ধর্ম, বিচার দিবস, চরিত্র, অভ্যাস, আনুগত্য, প্রতিদান, শক্তি, মালিকানা, জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে উক্ত অর্থগুলোতে দীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (নাসির সাইয়েদ আহ্‌মাদ ও অন্যান্য, *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, লন্ডন : আল কোরআন একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৪০)

[১৬]আবু হাফ্‌স 'উমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আদিল আদ্-দিমাশকী আল্-হাম্বলী, *আল্-লুবাব্ ফী 'উলূমিল কিতাব*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৫৬

[১৭]আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হাজর আল্-হাইতামী আস্-সা'দী আল্-আনসারী, *আল্-ফাত্‌হুল মুবীন বিশার্‌হিল আরবা'ঈন*, জেদ্দা : দারুল মিন্‌হাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ১৫৪

[১৮]সূরা আল্-জিন, আয়াত : ১৪

[১৯]শির্‌ক : শির্‌ক শব্দের অর্থ সংযুক্তি, অংশীদার স্থাপন করা। (আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী (রহঃ), *মিসবাহুল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯) আল্লাহর সঙ্গে কাউকে সঙ্গী হিসেবে জুড়িয়ে দেওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করা ও বহু ঈশ্বরবাদকে ইসলামী পরিভাষায় শির্‌ক বলা হয়। (সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩)

[২০]জাবির ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন 'আব্দুল কাদির ইব্‌ন জাবির আবু বকর আল্-জাযায়েরী, *আইসারুত্ তাফাসীর লিকালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর*, ৫ম খণ্ড, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : মাক্‌তাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ৫ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৪৫০

[২১]সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত : ১৯

[২২]আহমাদ ইব্‌ন 'আলী আর্-রাজী আল্-জাস্‌সাস আবু বকর, *আহ্‌কামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি. পৃ. ২৮২; আবুল হুসাইন আহ্‌মাদ ইবনু ফারিস ইব্‌ন যাকারিয়্যা, *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাত*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ৩১৯-৩২০

[২৩]ফেরেশতা : ফেরেশতা ফার্সি শব্দ। আরবীতে ফেরেশতাকে 'মালাইকা' বলা হয়। এটি 'মালাক' শব্দের অনিয়মিত বহুবচন। শাব্দিক অর্থ দূত, সংবাদ বাহক। তাঁদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত ও আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যের এক বিশাল কর্মী বাহিনী। তাঁরা নূরের তৈরি অশরীরী আত্মা বিশেষ, বিভিন্ন রূপ ধারণে সক্ষম,সর্বদা আল্লাহর গুণকীর্তণ ও আদেশ পালনে রত থাকেন, কখনো তাঁর অবাধ্য হন না। তাঁদের আহার, নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি নেই। তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্টিজগতে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকেন। যেমন : নবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর বাণী বহন করে নিয়ে আসা, মেঘ বৃষ্টি পরিচালনা করা, ফসল ফলানো, সৃষ্টজীবের মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদি। (অধ্যাপক এ. এম. ফয়েজ আহ্‌মদ চৌধুরী, এম. এ. সংকলিত, *বাংলা-উর্দূ অভিধান*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫ খ্রি. পৃ. ১০০৮; সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১৬২-১৬৪; সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৩৪১-৩৪৮)

উদ্দেশ্যে মহানবী (স.)-এর নিকট এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। মহানবী (স.) উত্তরে বলেন, الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁরই প্রেরিত রাসূল। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযান মাসে সাওম পালন করবে এবং (আর্থিক ও শারীরিক) সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ পালন করবে"।[২৪] এ হাদীসে ইসলামের পরিচয়ে যে পাঁচটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে, অপর হাদীসে সেগুলোকে ইসলামের বুনিয়াদ বা খুঁটি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল; সালাত প্রতিষ্ঠা করা; যাকাত প্রদান করা; বায়তুল্লাহ্র হাজ্জ করা এবং রমাযান মাসের সাওম পালন করা"।[২৫] অতএব এ পাঁচটি বিষয় ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ। আল্-মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে ইসলামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, إظهار الخضوع والقبول لما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم "মুহাম্মদ (স.) যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তার প্রতি বিনয় সহকারে আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তা কবুল করা"।[২৬] ইমাম বাগবী (মৃ. ৫১৬ হি.)-এর মতে, الإسلام: اسم لما ظَهر من الأعمال، والإيمان: اسم لما بطن مِنَ الاعتقاد "ইসলাম হলো প্রকাশ্যভাবে 'আমল করার নাম আর ঈমান হলো অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের নাম"।[২৭] তাফসীর আহ্কামুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে, هو التسليم لأمر الله وما جاءت به رسله والانقياد له والعمل به "ইসলাম হল আল্লাহ্র আদেশ ও তাঁর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং তদনুযায়ী 'আমল করা"।[২৮]

একজন মুসলিম মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে ইসলামের পাঁচটি আরকানের মাধ্যমে আল্লাহ্র আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। তাই ইসলামের আরকানকে পঞ্চ আরকানে সীমিত করা

---

[২৪]ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি. পৃ. ৩৬; আবু বকর আহ্মাদ ইব্নুল হুসাইন আল্-বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল্-কুব্রা*, ৪র্থ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্রামাহ্ : মাক্তাবাহ্ দারুল বায্, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ৩২৪

[২৫]ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল্ ওয়া দারুল আফাক আল্-জাদীদাহ্, তা.বি. পৃ. ৩৪

[২৬]ইব্রাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : দারুদ্ দা'ওয়াহ্, তা. বি. পৃ. ৪৪৬

[২৭]আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ বদরুদ্দীন আল্-'আইনী, *শর্হে সুনান আবু দাঊদ*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ২৩২

[২৮]আহমদ ইব্ন 'আলী আর্-রাযী আল্-জাস্সাস আবু বকর, *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

হয়েছে। শুধুমাত্র খুঁটি বা ভিত্তি স্থাপন করলেই যেমন ঘর কিংবা দালান নির্মিত হয়ে যায় না, তেমনি শুধুমাত্র উক্ত পাঁচটি কাজ সম্পন্ন করলেই পরিপূর্ণভাবে ইসলামের সকল বিধান ও দায়িত্ব প্রতিপালিত হয় না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ পাঁচটি স্তম্ভের বাইরেও ইসলামের বিধি-বিধান রয়েছে। তাই একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব এবং মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতকে মেনে নিয়ে সালাত, যাকাত, হাজ্জ, সাওম ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ‘ইবাদাত যথাযথভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং এর উপর ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদ রচনা করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো।[২৯]

১.২ মানব জীবনে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম মানবীয় গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে ব্যক্তি জীবনে মহান আল্লাহ্‌র সৎ ও যোগ্য বান্দা হিসেবে গড়ে তোলে। জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের পরিধি মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপৃত। জীবন ও জগতের এমন কোন দিক নেই, যার নির্দেশনা ইসলামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যমান নেই।[৩০] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ “আমি কিতাবে কোন বিষয় বাদ রাখিনি”।[৩১] এখানে কিতাব দ্বারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মধ্যে লাওহে মাহ্‌ফুযেই নিশ্চিতভাবে সবকিছুর বর্ণনা রয়েছে। মহানবী (স.)-এর সুন্নাহ্ বা জীবনাদর্শও ইসলামী জীবন বিধানের অন্তর্ভুক্ত।[৩২] স্থান, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় এ আদর্শ সর্বকালীন ও সর্বজনীন। সাদা-কালো, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ‘আরব-অনারব সকলের জীবন পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনায় সমুজ্জ্বল এ জীবন বিধান।[৩৩] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ “আমি মুসলিমদের জন্য সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথ নির্দেশিকা, করুণা ও সুসংবাদস্বরূপ আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি”।[৩৪] এ কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ দীনের সকল বড় ও ছোট বিষয়ের হুক্‌ম বর্ণনা ও নির্দেশনারূপে প্রদান করেছেন এবং মহানবী

---

[২৯]‘আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর আবুল ফয্‌ল আস্-সুয়ূতী, *শরহুস্ সুয়ূতী লিসুনান আন্-নাসায়ী*, ৮ম খণ্ড, হালব (সিরিয়া) : মাক্‌তাবাতুল মাতবু‘আতিল ইসলামিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১০৮-১০৯

[৩০]মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, “ইসলামে বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি : একটি পর্যালোচনা”, সম্পাদনা পরিষদ, *প্রবন্ধাবলী সেমিনার প্রবন্ধাবলীর সংকলিত সাময়িকী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, খণ্ড ৬, আগস্ট-২০১০ খ্রি. পৃ. ৮৬

[৩১]সূরা আল্-আন‘আম, আয়াত : ৩৮

[৩২]মুহাম্মদ আল্-আমীন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুখ্‌তার আশ্-শান্‌কীতী, *আয্‌ওয়াউল বয়ান ফী ইযাহীল কুরআন বিল্ কুরআন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র লিত্তাবা‘আতি ওয়ান্-নাশ্‌র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৪২৭

[৩৩]ড. মুস্তফা সুবায়ী, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত, *ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ২৯-৩২; মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি. পৃ. ২৪১

[৩৪]সূরা আন্-নাহ্‌ল, আয়াত : ৮৯

(স.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সবই তিনি সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।[৩৫] ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট পৌঁছেছে যে, মহানবী (স.) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ "আমি তোমাদের জন্য দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর (স.) সুন্নাহ্"।[৩৬] অতএব কুরআন ও সুন্নাহ্র সামগ্রিক বিধি-বিধান মানব জীবনের সর্বব্যাপী বিস্তৃত।

যে সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে কোন জীবন বিধান বা মতাদর্শকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা যায় তার সকল বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট, নির্ভুল, যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মতভাবে ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলাম ব্যতীত বিশ্বের অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার মানদণ্ডে প্রত্যেকটি ধর্ম ও মতবাদে কোন না কোন অসম্পূর্ণতা রয়েছে। ইসলামে রয়েছে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক বক্তব্য; অদৃশ্য বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা; মানুষের পরকালীন জীবন সম্পর্কে নির্ভুল ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অখণ্ডতার ধারণা; ব্যক্তিগত জীবনকে সার্থক ও পরিশীলিত করার মূলনীতি; বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার মূলনীতি; সামাজিক ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের মূলনীতি; রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনের মূলনীতি; আইন ও বিচার বিধান; সমরনীতি; অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ও সুষম নীতিমালা; সম্পদের সুষম বণ্টন সম্বলিত উত্তরাধিকার বিধান এবং আন্তর্জাতিক সুসম্পর্কের নীতিমালা। ইসলামে আরও রয়েছে চিরন্তন হালাল ও হারামের বিবরণ; মানবজাতির সত্য ও বাস্তব ইতিহাস; সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব; চিন্তা-গবেষণা ও উন্নয়নের নীতিমালাসহ মানব জীবনের উদ্ভূত সকল সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও মূলনীতি। শাশ্বত নৈতিক দৃষ্টিকোণ তথা সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারি, ন্যায়নীতি, সৎকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি সদ্গুণাবলীর জন্য পরকালীন মুক্তি ও পুরস্কার লাভের অঙ্গীকার এবং অন্যায়, অপরাধ, দুষ্কর্ম, পাপাচার, যুল্ম ইত্যাদি অসৎকর্মের জন্য উপযুক্ত ইহকালীন দণ্ডবিধি ও পরকালীন শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইসলামে।[৩৭] নিম্নে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা উপস্থাপন করা হলো।

---

[৩৫] আহ্মাদ ইব্ন 'আলী আর্-রাযী আল্-জাস্সাস আবু বকর, *আহ্কামুল কুরআন*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৩৬] মালিক ইব্ন আনাস আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-আস্বাহী, *মুয়াত্তা আল্-ইমাম মালিক*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতু যায়েদ ইব্ন সুলতান আল-নাহিয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি. পৃ. ১৩২৩

[৩৭] ড. আবদুলহামীদ আহমদ আবু সুলায়মান, অনুবাদ : ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর ও মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন আল-আযহারী, *মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৯ খ্রি. পৃ. ৪১-৪৪; প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ও অন্যান্য, *ইসলাম পরিচিতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৩০; মাওলানা আবদুর রশীদ ও মাওলানা আবদুস সোবহান, *ইসলামী জীবন দর্শন বা ইসলামী জীবনাদর্শ*, (ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ২য় অধ্যায়) ঢাকা : কোর-আন মহল, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১২

১.২.১ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের নির্দেশনা

ব্যক্তি বৃহত্তর মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও তার নিজস্ব প্রয়োজন ও কার্যক্রম রয়েছে। ব্যক্তির বিশ্বাস, চিন্তা, লক্ষ্য, কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ এবং কাজের জন্য ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে দায়ী করে ইসলাম ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজন পূরণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করেছে। এজন্য প্রথমেই ব্যক্তিকে কুফ্‌র[৩৮], শির্‌ক, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অসার ও অমূলক বিশ্বাস পরিহার করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে[৩৯] দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করার আহ্বান করা হয়েছে। সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার, পাপাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, বিদ‘আত[৪০], কপটতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করে পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনাচারের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাতের প্রতি ইসলাম দিকনির্দেশনা প্রদান করে। অপরদিকে ব্যক্তিগত জীবনে মানবের দেহ-মন ও আত্মার সমন্বয় সাধন না হলে মানবের ব্যক্তিজীবন সমস্যা সংকুল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[৪১] এ দেহ-মন ও আত্মাকে পরিচালনা করার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্ত হয় (তারাই সুপথপ্রাপ্ত); জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণ দ্বারাই মানবাত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে"।[৪২]

পবিত্র কুরআনে যে পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে, তা পাঠ ও অনুধাবনের মাধ্যমে মানুষের আত্মা প্রশান্ত হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যদি মানুষ তার মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে স্মরণ রেখে চলে, তবে তার ব্যক্তিগত জীবন অবশ্যই প্রশান্তিময় হয়ে উঠবে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ বিধান আল্-কুরআন। আল্-কুরআনে ব্যক্তিজীবন গঠন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তি চরিত্র সংশোধিত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সবকিছুই সঠিকভাবে

---

[৩৮]কুফর : এটি ‘আরবী শব্দ। এর অর্থ অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা, গোপন করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায়, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণ (আ.), আসমানী কিতাবসমূহ, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদীর, আল্লাহ্‌র ফরয বিধান ইত্যাদির উপর বিশ্বাস না থাকাকে কুফ্‌র বলা হয়। (ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি. পৃ. ৩৫৩-৩৫৪)

[৩৯]আখিরাত : এটি ‘আরবী শব্দ। এর অর্থ সকলের পর, সর্বশেষ, পরকাল, মৃত্যুর পর স্থায়ী বাসস্থান ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায়, মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকাল যে জীবন চলতে থাকবে তাকে আখিরাত বলে। কবর, হাশর, হিসাব, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সবকিছুই আখিরাতের অন্তর্ভূক্ত। এর দ্বারা পরলোকে সুখ-দুঃখের নিরিখে মানবাত্মার অবস্থানকে বুঝায়। (নাসির সাইয়েদ আহমদ ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১১২)

[৪০]বিদ‘আত : এটি ‘আরবী শব্দ। এর অর্থ নব-উদ্ভাবন, নতুন আবিষ্কার, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন ইত্যাদি। পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ্ (স.) হতে প্রাপ্ত সত্য বিষয়ের ব্যতিক্রম কোন জ্ঞান, ‘আমল বা অবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বক্তব্য ভুলভাবে উপলব্ধির কারণে কিংবা উত্তম মনে করে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এটাকে সঠিক দীনী বিষয় ও সরল সঠিক পথ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, তাকেই বিদ‘আত বলা হয়। (ইমাম আবুল বারাকাত ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ আন্-নাসাফী, *আল্-বাহ্‌রুর রায়েক শর্‌হে কানযুদ্ দাকায়েক*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্‌মিয়্যাহ্ ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৬১১)

[৪১]ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৬৭-৬৯

[৪২]সূরা আর্-রা'দ, আয়াত : ২৮

চলতে পারে এবং মানুষের কল্যাণ হতে পারে।[৪৩] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ "আমি তাকে ভাল ও মন্দ দুইটি পথই প্রদর্শন করেছি"।[৪৪] মানুষ মূর্খ কিংবা জ্ঞানী হোক, তাকে তার সৎকর্মের ও মন্দকর্মের অনুধাবন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার আত্মাকে আনুগত্য, সৎকর্ম, সাদাকাহ্ ও কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে উন্নত ও মর্যাদাবান করতে পারবে, সে সফলকাম হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকর্ম ত্যাগ ও পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আত্মাকে সংকুচিত ও মর্যাদাহীন করেছে, সে হতাশ ও ধ্বংস হবে।[৪৫] মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "যে হিদায়াতের পথে চলবে তা হবে তার নিজের জন্য কল্যাণকর। আর যে ভ্রান্ত পথে চলে, তার পথভ্রষ্টতার জন্য সে নিজেই দায়ী। কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না"।[৪৬] অর্থাৎ যে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করবে সে এর সুফল নিজেই লাভ করবে আর যে হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হবে, তার সে পথভ্রষ্টতার পাপ তার উপরই বর্তাবে। আর এক ব্যক্তির পাপ ও অন্যায়ের বোঝা অন্য ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।[৪৭] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلا أَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ "মহান আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি পর্যবেক্ষণ করেন তোমাদের অন্তর এবং 'আমলসমূহ"।[৪৮] অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিকভাবে যা কিছু 'আমল প্রকাশিত হয় তা যদি তোমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে তথা অন্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তা আল্লাহ্র নিকট সৎকর্ম হিসেবে গণ্য হয় না।[৪৯] অতএব একজন মানুষ ব্যক্তিজীবনে ইসলামের নির্দেশনার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে তা মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হিসেবে পৃথিবীতে যেমন সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে তেমনি পরকালীন জীবনেও কঠিন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ এবং অনন্তকালীন সুখের জান্নাত লাভ করে সফলকাম হতে পারে।

---

[৪৩]আবুল হাসান মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান ইব্ন বশীর আল্-আযাদী আল্-বল্খী, *তাফসীরু মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়ায়িত্ তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি. পৃ. ৩৭৭

[৪৪]সূরা আল্-বালাদ, আয়াত : ১০

[৪৫]আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবাহ্ আদ্-দাইনূরী, *তা'বিলু মুশ্কিলিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ২০৫

[৪৬]সূরা আল্-ইস্রা, আয়াত : ১৫

[৪৭]ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালাম ইব্ন আবি সা'লাবাহ্ আল্-বস্রী আল্-কায়রুয়ানী, *তাফসীরু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালাম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি. পৃ. ১২৩

[৪৮]আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮৬; মাজ্দুদ্দীন আবুস্ সা'আদাত আল্-মুবারাক ইব্ন মুহাম্মদ আল্-জায্রী ইবনুল আসীর, *জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, লেবানন : মাক্তাবাতুল হালাওয়ানী, ১ম প্রকাশ, ১৩৯১ হি./১৯৭১ খ্রি. পৃ. ৫২৩

[৪৯]মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন ফাওরাক আল্-আনসারী আল্-ইস্পাহানী, *মুশ্কিলুল হাদীস ওয়া বয়ানুহু*, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ২৭০

১.২.২ পারিবারিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা

সামাজিক জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি হলো পরিবার। পরিবার ব্যবস্থা ব্যতীত সমাজ ও সভ্যতা মূল্যহীন। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাপনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে মানব বংশ বিস্তার করার লক্ষ্যে সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিময় পরিবার গড়ে তোলার উপযোগী বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে আসে। এজন্য ইসলাম বৈবাহিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের চরিত্র নিষ্কলুষ রেখে মানব মর্যাদা ও মানব বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রক্তের পবিত্রতা সংরক্ষণ করেছে।[৫০] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন"।[৫১] মহান আল্লাহ্ হাওয়া (আ.)-কে আদম (আ.)-এর পাঁজরের একটি হাড় থেকে স্ত্রী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে প্রশান্তি, ভালবাসা ও করুণার বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন।[৫২]

মানব পরিবার গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ বলেন, فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً "বিবাহ কর নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দ মতো দুইটি, তিনটি কিংবা চারটি; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না, তাহলে একটি মাত্র বিবাহ কর"।[৫৩] অর্থাৎ নারীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিবাহ করা বৈধ করেছেন, তাদেরকেই বিবাহ কর; তবে তাদের সংখ্যা চারের অধিক যেন না হয়। যদি দুইজন, তিনজন ও চারজনের মধ্যে সময় বণ্টন, ভরণ-পোষণ ইত্যাদিতে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে না পারার ব্যাপারে তোমাদের আশংকা হয়, তাহলে বিবাহ একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখ।[৫৪]

---

[৫০]মোঃ মাসুদ আলম, "ইসলামে নারীর মর্যাদা ও বাংলাদেশের নারী সমাজ", সম্পাদক মোঃ ফজলুর রহমান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৭৩-৭৪

[৫১]সূরা আর্-রূম, আয়াত : ২১

[৫২]ইব্রাহীম ইব্নুস্ সির্রী ইব্ন সাহ্ল আবু ইসহাক আয্-যুজাজ, *মা'আনিল কুরআন ওয়া ই'রাবুহু*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ১৮২

[৫৩]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ৩

[৫৪]আবুল হাসান মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান ইব্ন বশীর আল্-আযাদী আল্-বল্খী, *তাফসীরু মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

মূলত মানুষ তার পরিবারে যে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বোধ করে, তা অন্য কোন স্থানে করে না। বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল চরিত্রের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও জীবনের নিরাপত্তা লাভ করা। এ প্রসঙ্গে আল্-কুরআনের ঘোষণা হল, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ "তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে মাহ্র প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা হবে সতী-সাধ্বী; ব্যভিচারিণী কিংবা গোপন যৌনসঙ্গী গ্রহণকারিণী নয়"।[৫৫] অর্থাৎ নারী যেন পবিত্রবতী হয় এবং গোপনে বা প্রকাশ্যে অশ্লীলতার মাধ্যমে যেন প্রতারণা না করে। সে যেন এমন কাউকে সহচর বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে, যার সাথে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। জাহিলিয়া যুগের লোকেরা প্রকাশ্য ব্যভিচার নিষিদ্ধ করতো এবং গোপন ব্যভিচারকে বৈধতা প্রদান করতো।[৫৬] ইসলামী পরিবার মানুষের শিক্ষালয়, নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল, পবিত্রতার অঙ্গন ও সুখ-শান্তির কেন্দ্রস্থল। মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন প্রমুখ স্বজনদের নিয়ে গঠিত পরিবারে প্রত্যেক সদস্যেরই পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিজনদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর"।[৫৭] অর্থাৎ পরিবারের সকলকে 'ইল্ম ও শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদান করা এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যের আদেশ প্রদান করা। আর তা হলো, নবীগণের ঐ সকল সুন্নাহ্ বা জীবন পদ্ধতি যা অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইসমা'ঈল (আ.) তাঁর পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন।[৫৮]

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা, সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং সর্বাত্মক সহযোগী মনোভাব প্রতিষ্ঠাই এ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূরণে কুরআনের প্রথম হিদায়াত হল, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ "তোমরা আত্মীয়-স্বজনদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করে দাও"।[৫৯] অর্থাৎ নিকটাত্মীয় তথা পিতা-মাতা, ভাই-বোনসহ যে সকল মুসলিমের হক একজন মুসলিমের উপর

---

[৫৫]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ২৫

[৫৬]আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মাওয়ার্দী, *তাফসীরুল মাওয়ার্দী আন্-নুকাতু ওয়াল 'উয়ূন*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৪৭৩

[৫৭]সূরা আত্-তাহ্রীম, আয়াত : ৬

[৫৮]আবু বকর ইব্ন মুহাম্মদ আল্-ফাওযী, *আল্-হুকমু মিনাল মু'আমালাত ওয়াল মাওয়ারিস ওয়ান্ নিকাহ্ ওয়াল আত'ইমাহ্ ফী আয়াতিল কুরআনিল কারীম*, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : মাজিস্তির আল্-জামি'আহ্ আল্-ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৮ হি. পৃ. ২৮৪

[৫৯]সূরা আল্-ইস্রা, আয়াত : ২৬

বর্তায়, তাদের হক আদায় করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৬০]

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "আর মা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুগ্ধ পান করাবে, যদি দুগ্ধ দানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার দায়িত্ব হলো, সন্তানের মায়ের সঠিক ভরণ-পোষণ প্রদান করা"।[৬১] সন্তানের জন্য নির্দেশনা এসেছে, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا "আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর। তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের 'উহ্' শব্দও বলবে না, তাদের ধমক দিবে না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন"।[৬২] মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, পিতা-মাতার প্রতি ইহ্সান তথা সদাচরণ করতে; কেননা সদাচরণই হলো সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কৃত অনুগ্রহ ও কল্যাণকর কাজের যথার্থ পুরস্কার ও প্রতিদান। আর এ ইহ্সান বিশেষত এমন অবস্থায় করতে হবে যখন তাঁরা দুর্বল ও অক্ষম অবস্থায় নিপতিত হয়। তাঁদের প্রতি এমনভাবে বিনয় প্রকাশ করতে হবে যেন সন্তান তাঁদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী ও মুখাপেক্ষী; পিতা-মাতার সাহায্যকারী ও প্রয়োজন পূর্ণকারীর মত নয়। আর পিতা-মাতার জন্য মহান আল্লাহ্র প্রদত্ত ভাষায় দু'আ করা।[৬৩]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার নির্দেশ করে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "আর স্ত্রীদের উপর স্বামীদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীদেরও স্বামীদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে"।[৬৪] মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের উপর সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। আয়াতে 'তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে'-বক্তব্য দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর এমন বিশেষ অধিকার বুঝানো

---

[৬০]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্ন 'আব্বাস ইব্ন 'উসমান আশ্-শাফি'ঈ, *আল্-উম্মু লিশ্-শাফি'ঈ*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি. পৃ. ২০

[৬১]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৩৩

[৬২]সূরা আল্-ইস্রা, আয়াত : ২৩-২৪

[৬৩]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ আবু মানসূর আল্-মাতুরিদী, *তাফসীরুল মাতুরিদী*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ২৭-৩১

[৬৪]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২২৮

হয়েছে, যে অধিকার স্বামীর উপরে স্ত্রীর নেই। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনামতে স্ত্রীর অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে; তালাক প্রদান করলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হয়তো ন্যায়সঙ্গতভাবে রেখে দিবে, না হয় কল্যাণজনকভাবে ত্যাগ করবে; স্ত্রীকে ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণ প্রদান করবে; স্ত্রীর জন্য নির্ধারত মাহ্‌র পরিশোধ করবে; স্ত্রীকে যদি বিপুল পরিমাণ সম্পদও প্রদান করা হয় তা যেন স্বামী তালাক দেওয়ার পর ফিরিয়ে না নেয়; একাধিক স্ত্রী থাকলে সবার প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা ইত্যাদি।[৬৫] ইসলাম এভাবে পরিবার গঠন, পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকারের সীমা নির্দেশ এবং নিবিড় মমতার ঐশী গ্রন্থনায় সদাচার ও কল্যাণ কামনা দিয়ে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছে।

১.২.৩ সামাজিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা

সামাজিক জীব হিসেবে আত্মীয়-অনাত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মানুষকে সামাজিক জীবন যাপন করতে হয়। অবিচার, যুল্‌ম, অধিকার হরণ, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ব্যভিচার ও নানারকম খারাপ আচরণ সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এ সমস্যা নিরসনে ইসলাম ন্যায়বিচার, সদাচার ও প্রয়োজনীয় দণ্ড বিধানের ঘোষণা দিয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ "তোমরা ন্যায়বিচার কর, তা তাক্ওয়া বা আল্লাহ্ভীরুতার সর্বাধিক নিকটবর্তী।[৬৬] ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চল, আত্মীয়-প্রতিবেশী, ধনী-গরীব, আপন-পর নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا "হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহ্‌র জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিপক্ষে হয়। যদিও কেউ ধনী হয় কিংবা গরীব, তাহলে আল্লাহ্ই তোমাদের চেয়ে তাদের অধিকতর শুভাকাঙ্ক্ষী। কাজেই বিচার করতে গিয়ে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না"।[৬৭] অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিন বান্দাদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পক্ষপাতহীনভাবে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে ন্যায় থেকে কোন শক্তি যেন বিচ্যুত করতে না পারে এবং আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ মানার কারণে কোন নিন্দুকের নিন্দা তাদেরকে যেন প্রভাবিত না করে। এ ক্ষেত্রে তারা যেন পরস্পর সহযোগিতা করে। তারা যেন সত্যের

---

[৬৫]আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আর্-রাজী আল্-জাস্‌সাস আবু বকর, *আহ্‌কামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

[৬৬]সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ৮

[৬৭]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১৩৫

পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে, যদিও তারা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর তোমরা যদি সত্য সাক্ষ্যকে বিকৃত বা পরিবর্তন কর কিংবা সাক্ষ্য গোপন বা পরিত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহ্ শীঘ্রই এর যথার্থ প্রতিফল প্রদান করবেন।[৬৮]

সমাজের সদস্য হিসেবে অন্যান্য সদস্যের মধ্যে মানুষ যাদের সাথে বিশেষভাবে সদাচরণ করবে তার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসহচর, পথচারী এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতিও সদাচরণ কর"।[৬৯] আয়াতে উল্লিখিত কাজগুলো উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং অভাবগ্রস্ত, মুখাপেক্ষী ও দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি ইহ্সান বা উপকার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৭০]

হত্যা ও হত্যা চেষ্টার অপরাধ থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ্ হত্যাকাণ্ডকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং হত্যা প্রতিরোধের জন্য পৃথিবীতেই মৃত্যুদণ্ডের কঠিন বিধান জারি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ "আর তোমরা এমন কাউকে হত্যা করো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন; অবশ্য ন্যায়সঙ্গত হত্যার কথা স্বতন্ত্র"।[৭১] অর্থাৎ বিচারিক আদালতের মাধ্যমে দণ্ড প্রদানের পর হত্যা করাই ন্যায়সঙ্গত। যেমন-হত্যার বিনিময়ে হত্যা, ইসলাম ত্যাগকারীকে হত্যা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা ইত্যাদি।[৭২] 'উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقٍ فَيُقْتَلُ بِهِ "তিনটি কারণের কোন একটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়। বিবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করলে অথবা ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম ত্যাগ করলে অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা যাবে"।[৭৩] এভাবে ইসলাম সহানুভূতি, সদাচার ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মানুষের সামাজিক জীবনকে সমস্যামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করার সামগ্রিক বিধান দিয়েছে।

---

[৬৮]আবু জা'ফর আন-নুহাস আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ, *মা'আনিউল কুরআন লিন্নুহাস*, ২য় খণ্ড, মক্কা মুকাররামাহ্ : জামি'আতু উম্মুল কুরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি. পৃ. ২১১-২১৫

[৬৯]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ৩৬

[৭০]মুহাম্মদ আল্-আমীন ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুখ্তার, *আয্ওয়াউল বয়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল্ কুরআন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৭১]সূরা আল্-ইস্রা, আয়াত : ৩৩

[৭২]আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহ্দী ইব্ন 'আজীবাহ্ আল্-হাসানী আল্-ইদ্রীসী আশ্-শাযিলী, *আল্-বাহ্রুল মাদীদ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৪৫০

[৭৩]জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর আস্-সুয়ূতী, *আল্-ফাত্হুল কাবীর ফী দাম্মিয্ যিয়াদাহ্ ইলাল্ জামি'ইস্ সাগীর*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩৪১

১.২.৪ রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলামী শরী'আতে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে আইন-বিধান প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রের ধরণ ও প্রকৃতি, পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, শাসকদের দায়িত্বশীলতা, ন্যায়ানুগ কর্মকাণ্ডে তাদের আনুগত্য প্রসঙ্গ, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে ইসলামে। এসব বিষয় আল্-কুরআনে বর্ণনার সাথে সাথে মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর সুন্নাহ্‌তেও রয়েছে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ। ইসলামী শরী'আহ্‌র এমন কিছু বিধান রয়েছে যা কার্যকর করা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই ইসলামে রাষ্ট্রব্যবস্থা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্ রাষ্ট্রের বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে বলেন, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ "আর আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না"।[৭৪] মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর উপর ও তাঁর উম্মতগণের উপর এবং সকল মানুষের উপর অত্যাবশ্যক যে, যখন তারা কোন বিচার-ফয়সালা করবে তখন তা যেন ন্যায়ভাবে করে। আর ন্যায়বিচার হল, আল্লাহ্‌র অবতরণকৃত আদেশের যথাযথ অনুসরণ করা।[৭৫]

মহান আল্লাহ্ তাঁর দীনের পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে বলেন, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا "আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করো না"।[৭৬] অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র পথ তথা দীনের সাহায্যার্থে লড়াই কর। কেননা, আল্লাহ্‌র দীনই হল আল্লাহ্‌র সরল সঠিক পথ। যে যুদ্ধ করতে আসে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর আগে আক্রমণ করা যাবে না; বরং তাদের দিক থেকে আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করতে হবে। আর তা একমাত্র আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে করতে হবে; লোক দেখানো বা লোকদের শোনানোর উদ্দেশ্যে নয়।[৭৭]

জাহিলিয়া যুগের যাবতীয় হারাম ও নিকৃষ্ট কাজ যা তাদের নিকট ভালো কাজ হিসেবে বিবেচিত ছিল, ইসলাম সেগুলোকে শয়তানের[৭৮] কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সে সব কাজ থেকে বিরত থাকার

---

[৭৪]সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ৪৯

[৭৫]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস আশ্-শাফি'ঈ, *আহ্‌কামুল কুরআন লিশ্-শাফি'ঈ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১৪০০ হি. পৃ. ১২১

[৭৬]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ১৯০

[৭৭]আবু হাফ্‌স 'উমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আদিল আদ্-দিমাশ্‌কী আল্-হাম্বলী, *আল্-লুবাব ফী 'উলূমিল কিতাব*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৩৪০

[৭৮]শয়তান : এটি 'আরবী শব্দ। এর অর্থ অভিশপ্ত, অসৎ আত্মা, বিতাড়িত, নিরাশ ইত্যাদি। যে শক্তি মানুষের অন্তরে স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দান করে এবং কুপরামর্শ প্রদান করে মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে সে শক্তিকে শয়তান বলা হয়। পবিত্র কুরআনে শয়তানকে 'ইবলিস' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান জ্বীন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। (নাসির সাইয়েদ আহমদ ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪০; আবুল কাসেম জারুল্লাহ্ মাহমুদ ইব্‌ন 'উমর আয্-যামুখশারী, *তাফসীরে কাশ্‌শাফ*, মিশর : মাকতাবাহ্ মিসর, তা. বি. পৃ. ১২১)

নির্দেশ দিয়েছে, যাতে মানুষ শয়তানের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করার মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে পারে।[৭৯]

হত্যাকাণ্ডের দণ্ড ঘোষণা করে আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى "হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের[৮০] বিধান দেওয়া হয়েছে"।[৮১] এ আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ হত্যাকাণ্ডের রাষ্ট্রীয় বিচারের মাধ্যমে নিহতের উত্তরাধিকারী কর্তৃক প্রতিকার গ্রহণ কিংবা দিয়্যত বা রক্তমূল্য গ্রহণের বিধান দিয়েছেন।[৮২]

চুরি এবং এ জাতীয় অন্যান্য আর্থিক অনাচার রোধে কঠিন দণ্ড ঘোষণা করে আল্লাহ্ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "আর পুরুষ ও নারী চোর উভয়ের হস্ত কর্তন কর। এটি তাদের কর্মের পরিণাম এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সতর্কবাণী। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়"।[৮৩] এখানে তাদের ডানহস্ত কর্তন উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর হুক্ম হল, কোন ব্যক্তি যদি সুরক্ষিত স্থান হতে নিসাব[৮৪] পরিমাণ সম্পদ চুরি করে, তবে এ ক্ষেত্রে আদালতে বিচারের মাধ্যমে তার ডান হাত কব্জি হতে কর্তন করতে হবে। বিপুল সংখ্যক ফকীহ্র মতে নিসাবের কম সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব হবে না।[৮৫]

বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে জঘন্য অন্যায় বিবেচনা করে ইসলাম এর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেন কোন দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও

---

[৭৯] 'আলাউদ্দিন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-বাগদাদী আল্-খাজেন, *তাফসীরুল খাজেন আল্-মুসাম্মাহ্ লুবাবুত্ তা'বিল ফী মা'আনিত তান্যীল*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি. পৃ. ৮৮-৮৯

[৮০] কিসাস : পঞ্চম অধ্যায়ে কিসাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে

[৮১] সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ১৭৮

[৮২] আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল্-কুরতুবী, *আল্-জামি'উ লিআহ্কামিল কুরআন*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারু আ'লামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৪৪

[৮৩] সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ৩৮

[৮৪] নিসাব : কোন স্বাধীন জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম যখন সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (৬১৩ গ্রাম) অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ (৮৮ গ্রাম) কিংবা সমপরিমাণ অর্থের ব্যবসায়িক মালের মালিক হয় তাহলে উক্ত মাল এক বছরকাল তার মালিকাধীন থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। এ পরিমাণ সম্পদকে যাকাতের নিসাব বলা হয়। (সম্পাদনা পরিষদ, *যাকাত ও সাদাকার মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ১৯)

[৮৫] মুহিউস সুন্নাহ্ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ বাগ্বী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ৩য় খণ্ড, রিয়াদ : দারু তায়্যিবাতিন্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী', ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৫২

পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলিমদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"।[৮৬] অর্থাৎ ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাদেরকে একশত করে চামড়ার উপরে বেত্রাঘাত করতে হবে। তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে মহান আল্লাহ্‌র এ আদেশ বাস্তবায়ন করা হবে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাদের শাস্তি কার্যকর করা হবে যাতে তা দৃষ্টান্তমূলক এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশস্বরূপ হয়ে থাকে।[৮৭] যদি ব্যভিচারীগণ বিবাহিত হয় তাহলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। এটাই তাদের জন্য একমাত্র শাস্তির পথ যা মহান আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।[৮৮]

আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করা, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা, হারাম কাজ বন্ধ করা ইত্যাদি নির্দেশ রাষ্ট্রের মাধ্যম ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। এ কারণে মহান আল্লাহ্ রাষ্ট্রশক্তি লাভের জন্য রাসূল (স.)-কে তাঁর নিকট দু'আ করার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا "আপনার নিকট থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন"।[৮৯] অর্থাৎ আপনি আমাকে শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতা দান করুন যা আমাকে আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে এবং প্রকাশ্য শক্তি দান করুন যার দ্বারা আপনার দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এ প্রার্থনার কারণে আল্লাহ্ রাষ্ট্রের শাসনভার মহানবী (স.)-এর উপর অর্পণ করেন এবং রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দেন। এ বিজয় দান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ করুণাস্বরূপ। তা না হলে সবল দুর্বলের উপর আক্রমণ করত এবং একে অপরকে গ্রাস করে ফেলত।[৯০]

রাষ্ট্রের শাসকবর্গের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ "আমি যাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে।[৯১] অর্থাৎ তারা বিজয়ী হলে সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করে, পূণ্যের ভিত্তিতে একটি সৎ সমাজ

---

[৮৬]সূরা আন্-নূর, আয়াত : ২

[৮৭]আবুল হাসান মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান ইব্ন বশীর আল্-আযাদী আল্-বল্খী, *তাফসীরু মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৮৮]মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ আবু জা'ফর আত্-তাবারী, *জামি'উল বয়ান ফী তা'বিলিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি. পৃ. ৭৪

[৮৯]সূরা আল্-ইস্রা, আয়াত : ৮০

[৯০]আবু ইসহাক আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সা'লাবী আন্-নাইসাপুরী, *আল্-কাশ্ফু ওয়াল বয়ান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

[৯১]সূরা আল্-হাজ্জ, আয়াত : ৪১

প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যায়কে প্রতিহত করে। আর যারা সত্যের নিকট নতি স্বীকার করে না, এতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারা সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হবে।[৯২]

মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি রাষ্ট্রের শাসকের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূল (স.)-এর আনুগত্য কর এবং যারা তোমাদের মধ্যে বিচারক বা শাসক তাদেরও আনুগত্য কর"।[৯৩] অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধসমূহ মান্য করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য কর এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ্ তথা জীবনাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য কর। 'উলিল আমর' বলতে মুসলমানদের শাসকগণকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে সাহাবাগণ, আবার কারো মতে 'আলিম ও ফকীহ্গণকে বুঝানো হয়েছে। অতএব আল্লাহ্র আনুগত্যের ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করা যাবে, আল্লাহ্র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নয়।[৯৪] মহান আল্লাহ্ তাঁর বিধান অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা না করার পরিণতি সম্পর্কে বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ "আর যারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী শাসন-বিচার পরিচালনা করে না, তারা অবিশ্বাসী"।[৯৫] এ আয়াতের পরবর্তী দুইটি আয়াতে তাদেরকে যথাক্রমে যালিম তথা অত্যাচারী এবং ফাসিক তথা পাপিষ্ঠ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১.২.৫ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের নির্দেশনা

অর্থনীতি ইসলামী জীবনব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ইসলামী অর্থব্যবস্থা কল্যাণময়, বিজ্ঞানসম্মত, প্রগতিশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ। এটি ইসলামী আদর্শ, জীবনদর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামে সম্পদের প্রকৃত মালিকানা মহান আল্লাহ্র। মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্পদ আহরণ ও ভোগ-ব্যবহারের অধিকারী মাত্র।[৯৬] মহান আল্লাহ্ বলেন, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র জন্য"।[৯৭] অর্থাৎ সৃষ্টিগত, মালিকানাগত ও দাসত্বের দিক থেকে আকাশসমূহ ও পৃথিবী এককভাবে আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন ও মালিকানাধীন। তিনি সেগুলো যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার ও পরিচালনা করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ

---

[৯২] মুহাম্মদ আবু যাহ্রাহ্, *যাহ্রাতুত্ তাফাসীর*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্রিল 'আরাবী, তা. বি. পৃ. ১৭৬৬

[৯৩] সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ৫৯

[৯৪] আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মাওয়ার্দী, *তাফসীরুল মাওয়ার্দী আন্-নুকাতু ওয়াল 'উয়ূন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯-৫০০

[৯৫] সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ৪৪

[৯৬] মুহাম্মদ আবদুল মুনতাকিম, "ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য", সম্পাদক মুহিউদ্দীন খান, *মাসিক মদীনা*, ৪০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, শাওয়াল ১৪২৫ হি. ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি. পৃ. ২৬

[৯৭] সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৮৪

মর্যাদায় করুণা দান করেন এবং তাঁর ন্যায়বিচারে যাকে ইচ্ছা অভাবগ্রস্ত রাখেন।[৯৮] ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় সম্পদ আহরণ করতে হবে। অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ। "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি দখল করে; তার গলায় (বিচার দিবসে) সাত স্তর জমিন ঝুলিয়ে দেওয়া হবে"।[৯৯] হাদীসে 'এক বিঘত' বলতে শুধু এক বিঘত উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে যুল্‌ম করে অন্যের জিনিস দখল করার মত কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১০০] ইসলামে যে সকল অর্থনৈতিক কাজে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ রয়েছে তা বৈধ এবং যাতে শোষণ, ধ্বংস ও ক্ষতি রয়েছে তা অবৈধ।[১০১]

ইসলামে যাকাত, ব্যক্তিগত দান, সাদাকাহ্‌, ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সমুদয় সম্পদ গুটিকয়েক ব্যক্তির নিকট কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। আল্লাহ্‌ বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে থাকে"।[১০২] অর্থাৎ সম্পদ কুক্ষিগত করার মাধ্যমে ধনীগণ যেন দরিদ্রদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে; বরং সম্পদ যেন দরিদ্রদের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।[১০৩] আল্লাহ্‌ আরও বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অধিকার রয়েছে"।[১০৪] এ আয়াতে দানশীল মু'মিনদের প্রশংসা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অভাবগ্রস্ত, প্রার্থী, বঞ্চিত এবং যারা আত্মসম্মানবোধের কারণে মানুষের নিকট সাহায্য কামনা করে না তাদেরকে দান করার জন্য নিজেদের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে।[১০৫]

ইসলামে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বা উত্তরাধিকার সম্পদ সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে সম্পদের মালিকানা পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সন্তুষ্টি বিরাজ করে এবং অর্থের

---

[৯৮]আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল মাহ্‌দী ইব্‌ন 'আজীবাহ্‌ আল্‌-হাসানী আল্‌-ইদ্‌রীসী, *আল্‌-বাহ্‌রুল মাদীদ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

[৯৯]আবু বকর আহ্‌মাদ ইব্‌নুল হুসাইন আল্‌-বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল্‌-কুবরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[১০০]আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহ্‌মাদ আত্‌-তামীমী, *আত্‌-তাকাসীম ওয়াল আনওয়া' সহীহ্‌ ইব্‌ন হিব্বান*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৫০০

[১০১]ড. 'আব্দুল্লাহ্‌ খিদির হামদ্‌, *আল্‌-কিফায়াহ্‌ ফিত্‌ তাফসীর বিল্‌ মা'সূর ওয়াদ্‌ দিরায়াহ্‌*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি. পৃ. ৪০৮; আবু যাকারিয়্যা ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানযূর আদ্‌-দাইলামী, *মা'আনিউল কুরআন*, ১ম খণ্ড, মিসর : দারুল মিস্‌রিয়্যাহ্‌ লিত্তালিফ ওয়াত্‌ তারজুমাহ্‌, ১ম প্রকাশ, তা. বি. পৃ. ৩৭৭

[১০২]সূরা আল্‌-হাশর, আয়াত : ৭

[১০৩]আবুল হাসান মুকাতিল ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন বশীর আল্‌-আযাদী আল্‌-বল্‌খী, *তাফসীরু মুকাতিল ইব্‌ন সুলাইমান*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

[১০৪]সূরা আয্‌-যারিয়াত : আয়াত : ১৯

[১০৫]মুহাম্মদ 'আলী আস্‌-সাবুনী, *সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর*, ৩য় খণ্ড, আল্‌-কাহিরাহ্‌ : দারুস্‌ সাবুনী লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্‌ তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ২৩৪

প্রবাহ সচল থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا "পুরুষদের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে-অল্প বা অধিক, সুনির্দিষ্ট পরিমাণ"।[১০৬] অর্থাৎ মৃতের সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। এখানে 'সুনির্দিষ্ট পরিমাণ' কথাটি মিরাস তথা উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করে।[১০৭]

যাকাত প্রদান না করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করে রাখতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সংবাদ জানিয়ে দিন"।[১০৮] অর্থাৎ যাদের নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ রয়েছে, অতঃপর সে সম্পদের যাকাত প্রদান না করে জমা করে রাখে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।[১০৯] ইসলাম সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে।

১.২.৬ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা

বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নীতিমালা। ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ও পরমতসহিষ্ণু জীবনব্যবস্থা। ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতিমালা অত্যন্ত উদার, মানবতাবাদী ও ন্যায়-নীতিভিত্তিক। বিশ্বমানবতার ঐক্য, সংহতি বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান অবিস্মরণীয়। তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হিসেবে বিশ্বের সকল স্থান-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে মুসলিমগণ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ।[১১০] মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধন বা মীমাংসা করে দাও এবং

---

[১০৬]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ৭

[১০৭]মুহিউস সুন্নাহ্ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ বাগবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

[১০৮]সূরা আত্-তাওবাহ, আয়াত : ৩৪

[১০৯]আবু ইসহাক আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সা'লাবী আন্-নাইসাপুরী, *আল্-কাশ্ফু ওয়াল বয়ান*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[১১০]ড. হামিদুল্লাহ্, অনুবাদ : ইলিয়াস আমিনী, "রাসূল (সা.)-এর যুগে ইসলাম প্রচার এবং অমুসলমানদের সাথে আচরণ", সম্পাদক মুহিউদ্দীন খান, *মাসিক মদীনা*, ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হি. এপ্রিল ২০০৬ খ্রি. পৃ. ১৮

আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও”।[১১১] অর্থাৎ নসীহাত ও আল্লাহ্‌র হুক্‌মের প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে মুসলিম ভাইদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মিটিয়ে দাও।[১১২]

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বাইরে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে ইসলামে। মহানবী (স.) বলেন, وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ “সকল মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট”।[১১৩] এটি মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর বিধান বাস্তবায়ন এবং সাধারণভাবে তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা এবং মানবসৃষ্ট মর্যাদার স্তরগুলো ভেঙ্গে ফেলার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষের উপর অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশের কোন সুযোগ ইসলামে নেই।[১১৪]

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স.) সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا “আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি”।[১১৫] এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ (স.)-কে বিশ্বব্যাপী তাঁর রিসালাতের ব্যাপকতা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং কোন ধারণাকারীর যেন এ ধারণা না হয় যে, এ নবী পূর্ববর্তী নবীদের মত বিশেষভাবে নিজ জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন।[১১৬] আন্তর্জাতিক শান্তি, সহনশীলতা ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে বিশ্বজুড়ে এক শান্তিময় পরিবেশ বজায় রাখতে ইসলামী রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ্ বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির জন্য কিছু বিধানকে পালনীয় করে দিয়েছেন। পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিসমূহ পালন করতে হবে, অন্যথায় সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে। আল্লাহ্ বলেন, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا “তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর যখন পরস্পর কোন চুক্তি কর; আর তোমরা শপথ পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করো না”।[১১৭] সকল আন্তর্জাতিক বিষয়ে সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কারো প্রতি অবিচার না হয়। আল্লাহ্

---

[১১১] সূরা আল্-হুজুরাত, আয়াত : ১০

[১১২] জাবির ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আব্দুল কাদির ইব্‌ন জাবির আবু বকর আল্-জাযায়েরী, *আইসারুত্ তাফাসীর লিকালামিল আলিয়্যিল কাবীর*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

[১১৩] আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদে আহ্‌মাদ*, ১৪শ খণ্ড, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৩৪৯

[১১৪] সালিহ্ ইব্‌ন ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হামীদ ইমাম ওয়া খতীবুল হারাম আল্-মাক্কী, *নাদ্‌রাতুন্ নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

[১১৫] সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ১৫৮

[১১৬] জাবির ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আব্দুল কাদির ইব্‌ন জাবির আবু বকর আল্-জাযায়েরী, *আইসারুত্ তাফাসীর লিকালামিল আলিয়্যিল কাবীর*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

[১১৭] সূরা আন্-নাহ্‌ল, আয়াত : ৯১

বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا "কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবে না"।[১১৮]

অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য কোন কাজ করলে তাতেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে। এ সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "আর পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হলে এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে"।[১১৯] অর্থাৎ নবীগণের (আ.) শরী'আতের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তোমরা কুফ্রী ও যুল্মের দ্বারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে, যা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম, যদি তোমরা আল্লাহ্র আহ্বানকৃত বিষয়ে বিশ্বাস কর এবং তাঁর বিধান মেনে চল।[১২০]

যারা শত্রু নয় এমন দেশ ও জাতির সাথে সুবিচার ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন"।[১২১] যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুসম্পর্ক রক্ষা করা জায়িয হওয়ার পক্ষে এ আয়াতটি দলীলস্বরূপ। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ, তবে তাদের বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে হবে।[১২২]

যারা সদ্ব্যবহার করবে তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ "উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে"?[১২৩] যারা অন্যায়, যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করবে তাদের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না; বরং যতটুকু অন্যায় করবে ততটুকুই প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামে শাস্তি প্রদান ও কিসাস গ্রহণের

---

[১১৮]সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ৮

[১১৯]সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ৮৫

[১২০]নুখবাতুম্ মিন আসাতিযাতিত্ তাফসীর, *আত্-তাফসীরুল মুয়াস্সার*, ১ম খণ্ড, আস্-সা'উদিয়্যাহ্ : মাজমা'উল মালিক ফাহাদ লিতাবা'আতিল মাস্হাফিশ্ শরীফ, ২য় প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৬১

[১২১]সূরা আল্-মুম্তাহিনাহ্, আয়াত : ৮

[১২২]ইসহাক ইব্ন মান্সূর ইব্ন বাহ্রাম আবু ইয়াকুব আল্-মারূযী, *মাসায়িলুল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ওয়া ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ্*, ৮ম খণ্ড, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : 'ইমাদাতুল বাহ্সিল 'ইল্মী আল্-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ্ বিল্ মদীনাতিল মুনাওয়ারাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৪৩০৮

[১২৩]সূরা আর্-রাহমান, আয়াত : ৬০

ক্ষেত্রে বরাবর বা সমান সমান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বরাবর করার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু বিবেচনা করা ওয়াজিব। অত্যাচারিত হতভাগ্য ব্যক্তির উপর যেরূপ সীমালংঘন করা হয়েছে, অপরাধীর উপরও সেরূপ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা ওয়াজিব। যদি সম্ভব না হয় তাহলে যতটুকু কাছাকাছি কিংবা যতটুকু বরাবর করা যায় তাই করা ওয়াজিব হবে।[১২৪]

মানব রচিত আইনসমূহ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য তৈরি হয়ে থাকে, কিন্তু মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামের আইন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের ও সর্বস্থানের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এ আইন সাদা-কালো, 'আরব-অনারব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল মানুষের জন্য। এতে কোন শ্রেণি বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, পক্ষপাতিত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীলতা নেই। এ আইনে আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে সকলেই সমান। আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا "হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার"।[১২৫] এখানে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ের এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর মানুষ মাত্রেই কোন না কোন জাতি বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা পরস্পর বংশগত দিক থেকে পরিচিত হতে পারে।[১২৬] ইসলামে বিবদমান বিষয় আদালতে উত্থাপনের পূর্বে পক্ষবৃন্দের সমঝোতার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ ধরণের সমঝোতাকে মানবতার জন্য কল্যাণকর ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "সমঝোতা বা আপোষ-মীমাংসাই উত্তম"।[১২৭] ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে যেসব সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল, সেসব সমাজ ও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) কর্তৃক পরিচালিত মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র, খুলাফায়ে রাশিদীন, উমাইয়া, 'আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, 'উসমানী, উপমহাদেশের সুলতানী ও মুঘল শাসনব্যবস্থা ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত হয়েছিল এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। এ দীর্ঘ সময়ে ইসলামের

---

[১২৪]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবি বকর ইব্ন আইয়ূব ইব্নুল কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ্, *ই'লামুল মুকি'ঈন 'আন্ রাব্বিল 'আলামীন*, ৩য় খণ্ড, আল্-মুম্লাকাতুল 'আরাবিয়্যাতুস্ সা'উদিয়্যাহ্ : দারু ইব্নুল জাওযী লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি. পৃ. ৬৮

[১২৫]সূরা আল্-হুজুরাত, আয়াত : ১৩

[১২৬]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্নুল 'আব্বাস ইব্ন 'উসমান আশ্-শাফি'ঈ, *তাফসীরুল ইমাম আশ্-শাফি'ঈ*, ৩য় খণ্ড, আল্-মুম্লাকাতুল 'আরাবিয়্যাহ্ আস্-সা'উদিয়্যাহ্ : দারুত্ তাদ্মীরিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৬ খ্রি. পৃ. ১২৭৯

[১২৭]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১২৮

বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী আইনে আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব।[১২৮]

ইসলাম মানব জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিসমূহ অক্ষুন্ন রাখতে চায় এবং যেখানেই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটে সেখানেই ইসলাম হস্তক্ষেপ করে স্বাভাবিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে বাহ্যিকভাবে কিছু বিধি-বিধান চালু করাই যথেষ্ট নয়; বরং ইসলাম নৈতিক চরিত্র গঠন ও মন-মানসিকতার সংশোধনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। এভাবেই মানব প্রবৃত্তির যাবতীয় অকল্যাণ ও মন্দ ভাবধারার মূলোৎপাটন করা সম্ভব। ইসলামের সমাজ সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টার ভিত্তি এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে সর্বশেষ ও নিরুপায় অবস্থায় কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তি ও আইনের প্রয়োগ করার বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানব জীবনের একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পরিবেষ্টন করে আছে। অর্থনৈতিক অবস্থার অন্যতম মূল নিয়ামক শক্তি হলো বাজার ব্যবস্থা। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার উপর একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

---

[১২৮]ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, মুহাম্মদ আবদুল মতীন জালালাবাদী অনূদিত, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ১৩৩-৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাজারের পরিচয়

২.১ বাজার শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ	৩৫
২.২ বাজারের প্রকারভেদ	৩৯
২.৩ বাজারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৪১
২.৪ বাজারের গঠন ও কাঠামো	৪৭
২.৫ বাজারের প্রধান কাজ	৪৮
২.৬ বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন কৌশল	৪৮
২.৭ বাজারের সামাজিক সম্পর্ক	৪৮
২.৮ চিত্তবিনোদনে বাজারের ভূমিকা	৪৯
২.৯ পণ্য বিনিময় ও মুদ্রার ব্যবহার	৫০
২.১০ কুরআন ও হাদীসে মুদ্রা প্রসঙ্গ	৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাজারের পরিচয়

যে স্থানে এক বা একাধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, সাধারণভাবে সে স্থানকে বাজার বলা হয়। মানুষের অধিকাংশ আর্থিক কর্মকাণ্ড বাজার কেন্দ্রিক আবর্তিত হয়ে থাকে। তাই বাজারকে যাবতীয় অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাজারের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্ব এখন একটি বাজারে পরিণত হয়েছে। যে কোন বাজারের একটি অপরিহার্য অংশ হলো প্রতিযোগিতা। বাজার সৃষ্টির জন্য ন্যূনতম তিনটি পক্ষ থাকা আবশ্যক, যাতে কমপক্ষে যে কোন একদিকে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে। সাধারণ অর্থনীতির পরিভাষায়, বাজার এমন একটি আর্থ-কাঠামো যা একাধিক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে কোন প্রকারের পণ্য, সেবা, কর্মদক্ষতা এবং তথ্য বিনিময়ে সহযোগিতা করে। বাজার ধারণাটি স্থান, কাল, চাহিদা, যোগান ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। পণ্য উৎপাদনকারী সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ সংগ্রহের চেষ্টা করে এবং উৎপাদিত পণ্য সর্বোচ্চ মূল্যে বাজারে বিক্রি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে ক্রেতাগণ অপেক্ষাকৃত কম দামে ভালো পণ্যটি ক্রয় করে সর্বোচ্চ উপযোগ লাভ করতে চায়। এসব কার্য প্রক্রিয়ায় বাজারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে বাজারের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বাজারের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ বাজার শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ

আবহমানকাল থেকে বাজারের সাথে মানুষ নিবিড়ভাবে জড়িত। বাজার মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বাজার শব্দটি সমাজে বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাজার অর্থ হাট বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। ক্রয় করা বা ক্রয়কৃত জিনিসপত্র অর্থে বাজার শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাজার অর্থ ‘পণ্যদ্রব্য’। যেমন-মাছ, তরকারি ইত্যাদি যখন বাড়িতে বা কোন স্থানে আনয়ন করা হয় তখন বলা হয় ‘বাজার এসেছে’। বিপুল জনসমাগম অর্থে বাজার শব্দ ব্যবহৃত হয়। কোথাও যদি প্রচুর জনসমাগমের কারণে বিশৃঙ্খলা বা শোরগোল হয় তখন বলা হয় ‘একেবারে হউগোলের বাজার’। যখন কোন পণ্যের চাহিদা বেশি হয় তখন বলা হয় ‘জিনিসটির বাজার আছে’, অর্থাৎ চাহিদা আছে। কখনও বাজার শব্দটি পণ্যদ্রব্যের মূল্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন-কোন

পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে বলা হয়, 'আজ বাজার চড়া' অর্থাৎ মূল্য বেশি। আবার মূল্য কম বা চাহিদা কম হলে বলা হয় 'আজ বাজার নরম' কিংবা 'আজ বাজার মন্দা'। এটি খরচ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাজার থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার মূল্যকে বলা হয় 'বাজার খরচ'। যেমন-বলা হয় 'আজ বাজার খরচ নেই'। যে দরে বা মূল্যে কোন পণ্য বিক্রি হয় সে দর বা মূল্য বোঝাতে বলা হয় 'জিনিসটি বাজার দরে কেনা হয়েছে'। অর্থাৎ সাধারণ দরে কেনা হয়েছে।[১] নতুন বাজার (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) অর্থে। যেমন-বলা হয় 'এখানে একটি বাজার বসেছে'। কোন সময় এটি সমাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কথা-বার্তার মধ্যে বলা হয়, 'বাজারে এরকম একটা কথা চালু আছে'। কোন বিশেষ সংবাদ বা মতাদর্শ যখন সমাজের মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয় তখন এ ধরণের উক্তি করা হয়। কখনও কারো অবস্থা বোঝাতে বাজার শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন আর্থিক বা সামাজিকভাবে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন বলা হয় 'অমুক ব্যক্তির বাজার ভাল না' অর্থাৎ তার অবস্থা ভাল না।[২] বাজার বলতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানকে বুঝালেও বাজার শব্দের এ বিচিত্র অর্থবহ ব্যবহার বাংলা ভাষার সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য, মাধুর্য ও ব্যাপকতার প্রমাণ বহন করে, যা ভাষার এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

বাজারের ইংরেজি প্রতিশব্দ Market, Bazaar (বাজার), Fair (মেলা)। ইংরেজিতে বাজার শব্দের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন-Goods purchased from the market for cooking (রান্নার জন্য বাজার থেকে যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয়), Visit a market for buying things (জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য বাজারে গমন করা), Shop (দোকান), Expenditure on daily necessities (দৈনিক প্রয়োজনীয় খরচ), Market price (বাজার দর), Prices are high (বাজার গরম), Prices are low (বাজার মন্দা), A new market has opened (একটি নতুন বাজার বসা), A fair is held (মেলা বসা) ইত্যাদি।[৩]

Oxford Dictionary তে বাজারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, People who buy and sell goods in competition with each other. অর্থাৎ "বাজার হলো, একদল মানুষ যারা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলকভাবে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করেন"।[৪] বাজারের অন্য এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, An

---

[১]সম্পাদক আহমদ শরীফ, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৩৯৬

[২]প্রধান সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০ খ্রি. পৃ. ৮৫০-৫১

[৩]Editors Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman & Jahangir Tareque, *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, 1st Edition, Dhaka : Bangla Academy, 1994, p. 522

[৪]Collected by The Philological Society, *The Oxford English Dictionary*, Vol-iv, London : Oxford University Press, 1933, p. 897

occasion when people buy and sell goods. অর্থাৎ "বাজার হলো এমন একটি উপলক্ষ যখন মানুষ পরস্পর পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় সম্পন্ন করে"।[৫]

প্রদত্ত সংজ্ঞা দুইটিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের কথা উল্লেখ নেই। প্রথম সংজ্ঞায় একদল মানুষকেই বাজার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, মানুষই হচ্ছে ক্রয় বা বিক্রয়কর্মের প্রধান বিধায়ক। মানুষ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় সংজ্ঞায় বাজার বলতে একটি উপলক্ষ বা ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, মানুষ তার প্রয়োজনে কোন পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করে থাকে, আর এটা তার কাছে একটি উপলক্ষ বা ঘটনাস্বরূপ। বর্তমানে বাজার ছাড়াও যে কোন স্থানে, কর্মস্থলে, রাস্তা-ঘাটে, যানবাহনে, কাজের অবসরে এবং আলাপ-আলোচনার মধ্যখানে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে ঘরে বসেই পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন। বাজারের সংজ্ঞায় স্থানের উল্লেখ না থাকলেও আবহমানকাল থেকে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা ছোট-বড় বাজারগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব জনগণের নিকট এত বেশি যে, স্থান ব্যতীত এসব হাট-বাজার যেন কল্পনাতীত বিষয়।

বাজারের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে, The open area or building where the people (buyers and sellers) do this (buy and sell goods.) অর্থাৎ "বাজার হলো উন্মুক্ত কোন স্থান বা দালান যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতারা পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করেন"।[৬] Michael Parkin এর মতে, In ordinary speech, the word market means a place where people buy and sell goods such as fish, meat, fruits and vegetables. In economics, a market is any arrangement that enables buyers and sellers to get information and to do business with each other. "সাধারণ কথায়, মার্কেট শব্দের অর্থ এমন একটি স্থান যেখানে লোকজন মালামাল ক্রয় ও বিক্রয় করে, যেমন মাছ, মাংস, ফল ও শাক-সব্জি ইত্যাদি। অর্থনীতিতে, বাজার হচ্ছে একটি ব্যবস্থা যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ তথ্য পেতে এবং পরস্পরের সাথে ব্যবসা করতে সক্ষম হয়"।[৭] বাজারের অপর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Bazaar means a marketplace or assemblage of shops where miscellaneous goods and services are bought and sold. "বাজার অর্থ মার্কেটপ্লেস বা দোকানের সমাবেশ যেখানে বিবিধ পণ্য এবং পরিষেবা ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়"।[৮]

---

[৫] A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English*, 8th edition, New York : Oxford University Press, 2010, p. 1005

[৬] Ibid, p. 898

[৭] Michael Parkin, *Microeconomics*, United States of America : Pearson Education Inc. 11th edition, 2014, p. 44

[৮] Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History*, Cairo : The American University in Cairo Press, 2012, pp. 23

এ সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে বলা যায়, বাজার হলো এমন একটি খোলামেলা স্থান বা মিলন-ক্ষেত্র যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের ক্রয়-বিক্রয়সহ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য একত্রিত হন। বাজার এমন একটি লেনদেন পদ্ধতি, সংস্থা, সামাজিক সম্পর্ক, অথবা পরিকাঠামো যেখানে মানুষ পণ্যদ্রব্য বা অন্য কোন কর্মদক্ষতা বিনিময় করে সামগ্রিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে। এটি ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনকারী একটি কর্মব্যবস্থা।

বাজারের 'আরবী প্রতিশব্দ سُوْقٌ অর্থ হাট, বাজার বা মার্কেট এবং এর বহুবচন اَسْوَاقٌ । বাজারের আরবী সংজ্ঞা হল, أَلسُّوْقُ أَلْمَوْضَعُ الَّذِىْ تُبَاعُ فِيْهِ السِّلَعُ "বাজার বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।[৯] অপর এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, أَلْمَوْضَعُ الَّذِىْ يُجْلَبُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ وَ السِّلَعُ لِلْبَيْعِ وَ الْإِبْتِيَاعِ "বাজার এমন স্থানকে বলা হয় যেখানে মাল ও পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমদানী করা হয়"।[১০] মু'জামু মাকায়িসিল্ লুগাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, أَلسُّوْقُ وَهُوَ حَدْوُ الشَّىْءِ وَ مَا أُسْتِيْقَ مِنَ الدَّوَابِّ أَلسُّوْقُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ السَّيِّقَةِ لِمَا يُسَاقُ إِلَيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ "সূক বা বাজার হলো বস্তু ও হাঁকিয়ে নেওয়া চতুষ্পদ জন্তুর প্রান্তসীমা। বাজার শব্দটি السَّيِّقَةِ থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ টেনে নেয়া বা হাঁকিয়ে নেওয়া। কারণ সকল বস্তু বাজারের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়"।[১১] আল্-মাগ্‌রিব গ্রন্থে বলা হয়েছে, السَّوْق الحَثُّ على السير يقال ساق النَّعَم يسُوقها وفلان يسوق الحديث أحسنَ سِيَاقٍ "আস্-সাওক অর্থ ভ্রমণে বা চলতে উৎসাহিত করা, বলা হয় সে পশু চালনা করেছে; সে পশু চালনা করতেছে; এবং অমুক ব্যক্তি অতি উত্তমরূপে বক্তব্য পেশ করছে"।[১২]

আইসারুত্ তাফাসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, سُوْقٌ শব্দটি আরবী سَاقٌ থেকে উৎসারিত হয়েছে। এর অর্থ পায়ের গোছা বা পদনালী। سُوْقٌ বা বাজারকে سُوْقٌ বলার কারণ হলো মানুষ সেখানে ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য سَاقٌ বা পায়ের গোছার উপর দাঁড়িয়ে যায়।[১৩] শব্দটি পবিত্র কুরআনে এসেছে, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ "স্মরণ করুন, গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা,

---

[৯]নাসির সাইয়েদ আহ্‌মাদ ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ৩১৫

[১০]ইব্‌রাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : দারুদ্ দা'ওয়াহ্, তা.বি. পৃ. ৪৬৪-৬৫; আবুল কাসিম আল্-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুফাজ্জল আর্-রাগিব আল্-ইস্পাহানী, *মুফ্‌রাদাতু আলফাজিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, দামেশ্‌ক : দারুল কলম, তা. বি. পৃ. ৫১৪

[১১]আবুল হুসাইন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ফারিস ইব্‌ন যাকারিয়্যা, *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাত*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ১১৭

[১২]আবুল ফাত্‌হ নাসিরুদ্দীন ইব্‌ন 'আব্দুস সাইয়েদ ইব্‌ন 'আলী, *আল্-মাগ্‌রিব ফী তারতীবিল মু'রাব*, ১ম খণ্ড, হালব : মাক্‌তাবাহ্ উসামা ইব্‌ন যায়েদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ৪২২

[১৩]জাবির ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন 'আব্দুল কাদির ইব্‌ন জাবির আবু বকর আল্-জাযায়েরী, *আইসারুত্ তাফাসীর লিকালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : মাক্‌তাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, ৫ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩১

সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সাজ্‌দা করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না"।[১৪] মহানবী (স.)-এর বাজারে যাতায়াত প্রসঙ্গে কাফিরদের মন্তব্য উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ "তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে?"[১৫] কাফিরদের এ উক্তির প্রত্যুত্তরে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ "আর আমি আপনার পূর্বে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই আহার করতো এবং হাট-বাজারসমূহে চলাফেরা করতো"।[১৬] 'আরবীতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার থাকলেও মূলত ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানকেই سُوْقٌ বলা হয়ে থাকে।

২.২ বাজারের প্রকারভেদ (Classification of market)

প্রাচীনকালে বাজারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে কোন কিছু অবগত হওয়া যায় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও বাজারের শ্রেণিবিভাগ বলতে কোন কিছু ছিল না। আধুনিক বাজার ব্যবস্থায় সাধারণভাবে এলাকা বা আয়তন, সময় ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি বিবেচনায় বাজারকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-এলাকা বা আয়তন (According to Area) অনুসারে বাজারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।[১৭] যথা :

ক. স্থানীয় বাজার (Local Market) : যে পণ্যের বাজার দেশের কোন বিশেষ স্থান বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। এ বাজারে সাধারণত পচনশীল ও আংশিক-পচনশীল পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

খ. জাতীয় বাজার (National Market) : কোন পণ্যের বাজার যদি সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত হয় তাহলে তাকে জাতীয় বাজার বলা হয়। এ বাজারে শিল্পপণ্য, কৃষিপণ্য, দেশীয় বস্ত্র, প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি টেকসই ও টেকসইহীন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

গ. আন্তর্জাতিক বাজার (International Market) : কোন পণ্যের বাজার যদি একাধিক দেশে বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে পণ্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। যেমন-পাট, চা, তৈরি পোশাক, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি পণ্যের বাজার। এছাড়াও পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং মোড়কীকরণের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে সবচেয়ে পঁচনশীল পণ্যও আন্তর্জাতিক বাজারের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে থাকে।

---

[১৪]সূরা আল্-কলম, আয়াত : ৪২

[১৫]সূরা আল্-ফুরকান, আয়াত : ৭

[১৬]সূরা আল্-ফুরকান, আয়াত : ২০

[১৭]K.K. Dewett, *Modern Economic Theory*, New Delhi : Shyam Lal Charitable Trust, 1st edition, 2005, p. 234

স্থায়ীত্বকাল অনুসারে (According to Period) বাজারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।[১৮] যথা :

ক. স্বল্পকালীন বাজার (Short Period Market) : যে বাজারে কোন পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগানেরও সামান্য পরিবর্তন ঘটে কিংবা অতি পচনশীল পণ্যসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে।

খ. দীর্ঘকালীন বাজার (Long Period Market) : যে বাজারে পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যোগান পরিবর্তন করা যায় অথবা উৎপাদিত ও তৈরিকৃত বিভিন্ন প্রকারের টেকসই পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। এ বাজারে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

প্রতিযোগিতার প্রকৃতি অনুসারে (Nature of Competition) বাজারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।[১৯] যেমন :

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfect Competitive Market) : যে পণ্যের বাজারে বিপুল সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একই সমজাতীয় পণ্য একটি নির্দিষ্ট দামে দর-কষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন-গ্রামীণ কৃষিপণ্যের বাজার।

খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Imperfect Competitive Market) : যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা কখনও কম, কখনও বেশি থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি অসমজাতীয় পণ্য আংশিক বা অসম প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। যেমন-বিভিন্ন কোম্পানি বা উৎপাদনকারীর টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, সাবান, কাপড় ইত্যাদির বাজার।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সাত প্রকার।[২০] যেমন-

ক. একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market) : যে বাজারে একজন মাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে; উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যে কোন পরিবর্তনকারী থাকে না এবং বাজারে অন্য কোন বিক্রেতার প্রবেশাধিকার থাকে না, তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। যেমন-একটি নির্দিষ্ট এলাকার পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী একচেটিয়া বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competition Market) : যে বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা একই জাতীয় কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন-টুথপেস্ট, সাবান, কলম ইত্যাদির বাজার।

---

[১৮] Ibid, pp. 234-235

[১৯] James Bradfield, *Introduction to the Economics of Financial Markets*, New York : Oxford University Press, 2007, p. 3

[20] Dewett, op. cit. pp. 237-240

গ. অলিগোপলি বাজার (Oligopoly Market) : যে বাজারে স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয় করে তাকে অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার বলে। যেমন-মোবাইল ফোন, ইস্পাত, মোটরগাড়ি ইত্যাদির বাজার।

ঘ. মনোপসনি বাজার (Monopsony Market) : যে বাজারে ক্রেতা হিসেবে মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান থাকে কিন্তু বিক্রেতা অনেক থাকে তাকে মনোপসনি বাজার বলে। যেমন-কোন এলাকায় একটি চিনিকল রয়েছে এবং ঐ এলাকার সকল ইক্ষুচাষীকে তাদের সব ইক্ষু উক্ত চিনিকলে বিক্রি করতে হয়।

ঙ. ডুয়োপলি বাজার (Duopoly Market) : যে বাজারে কোন পণ্য বা সেবা প্রদানের জন্য মাত্র দুইটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা দুই জন বিক্রেতা থাকে, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অনেক থাকে, তাকে ডুয়োপলি বাজার বলে। যেমন-কোন শহরে দুইটি বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ রয়েছে আর শহরের সকল অধিবাসী তাদের গ্রাহক।

চ. ডুয়োপসনি বাজার (Duopsony Market) : যে বাজারে কোন পণ্য বা সেবার ক্রেতা হিসেবে মাত্র দুই জন ব্যক্তি বা দুইটি প্রতিষ্ঠান থাকে কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অনেক থাকে, তাকে ডুয়োপসনি বাজার বলে। যেমন-কোন এলাকায় দুইটি পাটকল রয়েছে এবং ঐ এলাকার সকল পাট উৎপাদনকারীকে উক্ত দুইটি পাটকলে তাদের পাট বিক্রি করতে হয়।

ছ. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার (Bilateral Monopoly Market) : যে বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজারে একজন বিক্রেতা এবং একজন ক্রেতা থাকলে তাকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে। যেমন-জমি, বাড়ি, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার।

আধুনিক যুগে বাজারকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ও সংজ্ঞায়িত করা হলেও মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার পণ্য, সেবা ও তথ্য ক্রয়-বিক্রয় কিংবা আদান-প্রদান করাই মূলত সব ধরণের বাজারের প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচিত।

২.৩ বাজারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মুদ্রা চালু হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই মানব সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য বা পণ্যদ্রব্য বিনিময় রীতি প্রচলিত ছিল। এ বিনিময় প্রথা মানব জাতির ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন। মানব সমাজের প্রারম্ভিককাল থেকেই নির্দিষ্ট বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি বা সমাজ সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মানুষ তার বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য সর্বযুগে এবং সর্বস্থানে একে অপরের উপর নির্ভর করে এসেছে। বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতায় তিন ধরণের বিনিময় ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এগুলো হলো পারস্পরিক আদান-প্রদান,

পুনর্বন্টন এবং বাজার ব্যবস্থা। সর্বপ্রথম বাজার ব্যবস্থার প্রচলনের স্থান ও সময় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায় না।[২১]

প্রাথমিক মানব বসতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ হতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্যের অগ্রগতি, সম্পদ আহরণ ইত্যাদি প্রয়োজনে বাজার বা বাণিজ্যকেন্দ্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গ্রামগুলো ধীরে ধীরে নতুন শহর গঠনের জন্য একসাথে যুক্ত হতে থাকে। বাণিজ্য ছিল পৃথক পৃথক সভ্যতার মধ্যে প্রধান সংযোগ স্থাপনকারী মাধ্যম। শ্রম বিভাজন বাণিজ্যকে লালন করেছে এবং বাণিজ্যের প্রসারের ফলে লিখনি ও আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের পদ্ধতিসমূহ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন কৌশলকে উৎসাহিত করেছে।[২২] খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের অঞ্চলগুলোকে বাণিজ্যিক বিনিময়ের উদ্দেশ্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। এসব দেশের এভাবে ছড়িয়ে পড়া থেকে প্রাথমিক সভ্যতাগুলোর মধ্যে একটি বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় একই যুগে মিশরীয় সভ্যতা নীলনদ বরাবর ৮৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক বাণিজ্যিক রুট তৈরি করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শস্য রপ্তানি এবং স্বর্ণ, আবলুস (এক ধরণের শক্ত কালো কাঠ) ও মশলা আমদানি সহজতর করেছিল। এ ব্যাপারে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ না থাকলেও এ সময়ে এতদঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। অন্যথায় এমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হতো না।[২৩] মেসোপটেমীয় সভ্যতার[২৪] ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ থেকে প্রাপ্ত আবাসিক এলাকায় মিশ্র উদ্দেশ্যে নির্মিত ঘর ও গুদামের অস্তিত্ব বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রমাণ বহন করে। এক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে ব্যববিলনীয় সভ্যতার[২৫] শহর মাশকান-শাপিরে (Mashkan-Shapir) আবাসিক ঘর, কর্মশালা এবং

---

[২১]Edward B. Tylor, *Anthropology An Introduction to the Study of Man and Civilization*, New York : D. Appleton and Company, 1806, p. 424

[২২]Stefano Bianca, *Urban Form in the Arab World Past and Present*, London : Thames & Hudson Ltd, 1st published, 2000, pp. 42-45

[২৩]Alexandre Moret, *The Nile and Egyptian Civilization*, London : Routledge & Kegan Paul Ltd, 1st published, 1927, pp. 277-279

[২৪]মেসোপটেমীয় সভ্যতা : মেসোপটেমিয়া নামটি প্রাচীন গ্রিকদের প্রদত্ত। এর অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থলভাগ। বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আধুনিক ইরাক ও সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল, তুরস্কের উত্তরাঞ্চল এবং ইরানের খুজেস্তান প্রদেশের অঞ্চলসমূহ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ হতে ৩০০০ অব্দের মধ্যে এতদঞ্চলে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। (Edited by Jerrold S. Cooper, *Mesopotemian Civilization*, Indiana : Eisenbrauns Winona Lake, 1999, pp. 3-10)

[২৫]ব্যবিলনীয় সভ্যতা : ব্যবিলন শব্দের অর্থ দেবতার নগরী। প্রাচীন ব্যবিলন ছিল দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার একটি রাজ্য। এটি বর্তমানে আধুনিক ইরাকের অন্তর্ভুক্ত। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে যে সকল সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল তন্মধ্যে ব্যবিলনীয় সভ্যতা অন্যতম। অ্যামোরাইট নামের এক জাতি খ্রিস্টপূর্ব ১৮৯৪ অব্দে মেসোপটেমিয়ার সুমের ও আক্কাদ নগরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ব্যবিলনে এ সভ্যতা গড়ে তোলে। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পরস্পরের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে এ নগরী গড়ে তোলা হয়। (Piotr Steinkeller, *History, Texts and Art in Early Babylonia*, Vol. 15, Boston/Berlin : Walter de Gruyter Inc., 2017, pp. 164-168)

বাণিজ্যিক এলাকা একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। মাশকান-শাপিরের দোকানগুলো নির্দিষ্ট কোন রাস্তায় ছিল না বরং চৌরাস্তায় কেন্দ্রীভূত দেখা গিয়েছে।[২৬]

মেসোপটেমিয়ার শহরসমূহের খননকার্যে বাণিজ্যিক দোকানপাটের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও কিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ কারুশিল্পের একত্রীকরণের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। যেমন-ছুতার, তাম্রকার, স্বর্ণকার ইত্যাদি। এটি অন্তর্নিহিত প্রমাণ যে, মেসোপটেমিয়ার শহরসমূহে বাণিজ্যিক এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত ছিল।[২৭]

খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দ হতে ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে সমুদ্র পথে ও স্থলপথে মূল্যবান পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্য চালু ছিল। যেমন-টিন, বিভিন্ন মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্রসামগ্রী ইত্যাদি। প্রারম্ভিক নিকট প্রাচ্য এবং গ্রিক বাজার সম্পর্কিত তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাবে যথেষ্ট অপর্যাপ্ত।[২৮]

আধুনিক সমাজের বাজারের অনুরূপ না হলেও অন্য কোন ধরণের বাজারের অস্তিত্ব প্রাচীন যুগেও বিদ্যমান ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে পশ্চিম তুরস্কের লিডিয়ান[২৯] (Lydia) সমাজে বাজার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার আদান-প্রদান হতো বলে জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে নগর-কেন্দ্রিক প্রথম প্রচলিত বাজারসমূহের মধ্যে এথেন্সের আগোরা[৩০](Agora) অন্যতম ছিল।[৩১] আকিমিনীয়[৩২] (Achaemenid) সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০-৩৩০ অব্দ) নথি অনুযায়ী বিভিন্ন কারুশিল্পের বাজার পার্সেপোলিসের[৩৩] (Persepolis) কাছাকাছি এলাকায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩৪]

---

[২৬] Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History*, op. cit. p.26

[২৭] Edited by Jerrold S. Cooper, *Mesopotemian Civilization*, op. cit. p. 222

[২৮] Alexandre Moret, *The Nile and Egyptian Civilization*, op. cit. pp. 29-35

[২৯] লিডিয়া : তুরস্কের লিডিয়া পশ্চিম এশিয়া মাইনরের একটি লৌহ যুগের রাজ্য ছিল যা সাধারণত প্রাচীন আইওনিয়ার (Ionia) পূর্বে আধুনিক পশ্চিম তুর্কি প্রদেশ উসাক (Uşak), মানিসা (Manisa) এবং অভ্যন্তরীণ ইজমিরে অবস্থিত। এ রাজ্যে বসবাসকারী জাতিগত গোষ্ঠী লিডিয়ান নামে পরিচিত এবং তাদের ভাষা লিডিয়ান নামে পরিচিত। লিডিয়ার রাজধানী ছিল সার্ডিস (Sardis)। (Edited by I. E. S. Edwards, The Late C. J. Gadd and N. G. L. Hammond, *The Cambridge Ancient History*, 3rd edition, vol. 1, part 2, United Kingdom : Cambridge University Press, 2008, p. 855)

[৩০] আগোরা : এটি প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের উন্মুক্ত 'সমাবেশ স্থল'। গ্রিক ইতিহাসের প্রথম দিকে (খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দী-৪র্থ শতাব্দী) জন্ম-স্বাধীন স্থায়ী নাগরিক ও পুরুষ ভূমির মালিকগণ এখানে সামরিক কর্তব্য অথবা রাজার পরিচালক বা মন্ত্রীসভার বিবৃতি শুনার জন্য জনসমাবেশে একত্রিত হতো। পরবর্তীতে আগোরা একটি বাজারে পরিণত হয়, যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য স্তম্ভের সারিতে স্টল বা দোকান বসাত। গ্রিসের প্রাচীন আগোরা সবচেয়ে সুপরিচিত। (John McK. Camp II, *The Athenian Agora a Short Guide to the Excavations*, Vol. xvi, Packard Humanities Institute : American School of Classical Studies at Athens, 2003, p. 4)

[৩১] Edward B. Tylor, *Anthropology An Introduction to the Study of Man and Civilization*, ibid, p. 424

[৩২] আকিমিনীয় সাম্রাজ্য : বৃহত্তর ইরানের বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে শাসনকারী প্রাথমিক কয়েকটি পারসিক সাম্রাজ্যের একটি হলো আকিমিনীয় সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যটির আয়তন ছিল প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এটি প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলোর অন্যতম ছিল। পরাক্রমশালী এ সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। (Michael Burgan, *Great Empires of the Past Empires of Ancient Persia*, op. cit. pp. 36-37)

[৩৩] পার্সেপোলিস : এটি ছিল আকিমিনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। এটি শিরাজ শহর থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার উত্তরপূর্বে অবস্থিত।খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহামতি আলেকজান্ডার পারস্য জয়ের পর এ শহর ধ্বংস করেন। (Ibid. p. 40)

[৩৪] Edited by John Curtis and St John Simpson, *The World of Achaemenid Persia*, London : I. B. Tauris Co Ltd, 2010, p.322

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের একটি প্রারম্ভিক সভ্যতা টেপে ইয়াহ্য়া[৩৫] (Tepe Yahya) থেকে মেসোপটেমিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে, সিরিয়ার বিক্ষিপ্ত স্থানসমূহে, সিন্ধু উপত্যকা ও উজবেকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃৎপাত্র রপ্তানি করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে বাহরাইন থেকে মুক্তা, আর্মেনিয়া থেকে মূল্যবান পাথর, ভারত থেকে পান্না, মিসর থেকে সুগন্ধি দ্রব্য এসব অঞ্চলের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পাওয়া যেত। এভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে।[৩৬] প্রায় একই সময়ে গ্রিকদের স্টোয়া (Stoa) নামক বিশেষ জেলায় তাদের শহরের কেন্দ্রস্থলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছিল। এটি একটি দীর্ঘ খোলা ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত সমান্তরাল কলামের একাধিক সারি দ্বারা সমর্থিত হাঁটাপথযুক্ত বাজার। গ্রিক সমাজ এটাকে একাধারে বাণিজ্যিক ও ভ্রমণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল।[৩৭]

সাসানীয়[৩৮] (Sassanid) যুগেও (২২৪-৬৪০ খ্রি.) গ্রিক সমাজের অনুরূপ বাণিজ্য ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। বিশেষত যখন অনেক গ্রাম শহর হিসেবে গড়ে উঠেছিল।[৩৯] আমেরিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে আজটেক[৪০] (Aztec) সভ্যতায় হাট-বাজারের অস্তিত্ব ছিল বলে অবগত হওয়া যায়।[৪১] প্রাক্‌শিল্প যুগে কিছু ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল, যারা নিজেদের সমাজ বহির্ভূত অন্য কোন সমাজের লোকজনের সাথে যোগাযোগ রাখতো না। বাইরের লোকজন ভালোভাবে পরিচিত না থাকার কারণে তাদেরকে তারা সন্দেহের চোখে দেখতো। এসকল অপরিচিত নিজস্ব সমাজ বহির্ভূত মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তারা এক ধরণের নেতিবাচক বিনিময়ের বাজার ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল।[৪২] নেতিবাচক বিনিময়ের বাজার ব্যবস্থায় আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের অনুপস্থিতি থাকায় কিছুটা সন্দেহ ও ভয়ের কারণ থাকতো। তাই বাইরের লোকদের কোন পণ্যদ্রব্য প্রদান করলে প্রদানকারী তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত বিনিময়কে গুরুত্বের সাথে দেখতো। নেতিবাচক আদান-প্রদানে

---

[৩৫]টেপে ইয়াহ্য়া : ইরানের কিরমান প্রদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এটি কিরমান শহরের প্রায় ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণে, বাফ্‌ট শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। (Michael Burgan, *Great Empires of the Past Empires of Ancient Persia*, New York : Chelsea House Publishers, 2010, p. 514)

[৩৬]Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History*, op. cit. p.24

[৩৭]Ibid, p.7

[৩৮]সাসানীয় : সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরানে ইসলামের আগমনের পূর্বে সর্বশেষ সাম্রাজ্য ছিল সাসানীয় সাম্রাজ্য, যা চার শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে টিকে ছিল। এটিকে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পারস্য সাম্রাজ্যের রাজবংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। (Ibid, p.15)

[৩৯]Ibid, p.7

[৪০]আজটেক সভ্যতা : উত্তর-ধ্রুপদী যুগ পর্যায়ের ১৩০০ হতে ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আধুনিক মধ্য মেক্সিকো ভূখণ্ডে গড়ে উঠা একটি মেসোআমেরিকান সভ্যতা। আজটেক জাতি বলতে মধ্য মেক্সিকোর বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীগুলোকে বুঝায়। এ সভ্যতা একাধিক নগর-রাষ্ট্রে সুবিন্যস্ত ছিল। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং স্পেনীয়রা এর ধ্বংসাবশেষের উপর মেক্সিকো সিটি প্রতিষ্ঠা করে। (Al Sandine, *Deadly Baggage What Cortes Brought to Mexico and How It Destroyed the Aztec Civilization*, Jefferson : McFarland & Company, Inc.,1938, pp. 9-10)

[৪১]Edward B. Tylor, *Anthropology An Introduction to the Study of Man and Civilization*, ibid, p. 424

[৪২]Edited by Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, *Trade and Market in the Early Empires Economics in History and Theory*, Illinois : The Falcon's Wing Press, 1957, pp. 116-17

যতটা সম্ভব কম পণ্য-সামগ্রীর বিনিময়ে বেশি পণ্য-সামগ্রী পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকতো। কিছু প্রাক্‌শিল্প সমাজে বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কখনও চালাকি এবং প্রতারণার আশ্রয় নিতেও দেখা গিয়েছে। পারস্পরিক সমঝোতামূলক পন্থায় এক সমাজ অন্য সমাজে গিয়ে অনেকটা জোর করে পণ্য-সামগ্রী নিয়ে আসতো। তাদের পণ্য-সামগ্রীও আবার অন্য সমাজ এভাবে নিয়ে যেতো। পূর্ব আফ্রিকার কুরিয়া[৪৩] সমাজে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ নেতিবাচক আদান-প্রদান ব্যবস্থায় কিছুটা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ থাকতো।[৪৪]

বিনিময় ব্যবস্থায় মানসিক চাপ দূর করতে কোন কোন সমাজে নিরব ক্রয়-বিক্রয় রীতির উৎপত্তি ঘটে। এটাকে কোন কোন সময় নিঃশব্দ পণ্য বিনিময়ও বলা হতো। নিরব ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোন সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের নিয়ম ছিল না। সাক্ষাৎ না করেও তারা তাদের উৎপাদিত কিংবা সংগৃহীত পণ্যসামগ্রী বিনিময় করতো। এ ব্যবসার পদ্ধতি হলো, একপক্ষ একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোন পণ্য-সামগ্রী রেখে আসতো। প্রতিবেশি জনগণের মধ্যে কেউ ঐ পণ্যটি পেতে চাইলে তার নিজস্ব কোন পণ্যদ্রব্য ঐ স্থানে রেখে তার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটি নিয়ে যেতে পারতো। এটাই নিরব ব্যবসা। এখানে নিরব পদ্ধতিতে দর-কষাকষির রীতিও দেখা যেতো। প্রথম পক্ষ যদি তার জন্য রেখে যাওয়া পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ কম মনে করতো তাহলে সে তা গ্রহণ করতো না। পরবর্তী সময়ে যদি দ্বিতীয় পক্ষ দেখে যে তার রেখে যাওয়া পণ্যদ্রব্য প্রথম পক্ষ গ্রহণ করেনি, তাহলে বুঝতো যে প্রথম পক্ষ কম পরিমাণ পণ্যে সন্তুষ্ট হয়নি বলে তা গ্রহণ করেনি। এ অবস্থায় যদি দ্বিতীয় পক্ষ নিরব ব্যবসা আগামী দিনগুলোতেও চালিয়ে যেতে চায় তাহলে তাকে বিনিময়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। নিরব ব্যবসার এ পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা পরবর্তীতে বাস্তবিক বাজারের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়।[৪৫]

ঐতিহাসিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রাচীন সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজগুলো বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে থাকে এবং মানবিক সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধনের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশী ছাড়াও বহু মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সমাজগুলো তখন শুধু আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সকল সমস্যার সমাধান

---

[৪৩]কুরিয়া (Kuria) : কুরিয়া জাতির জন্মভূমি পূর্বে মিগোরি নদী এবং পশ্চিমে মারা নদীর মোহনার মধ্যে পূর্বে কেনিয়ার মিগোরি কাউন্টি হতে পশ্চিমে তানজানিয়ার মুসোমা গ্রামীণ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা আফ্রিকার বিভিন্ন প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। মূলত ভিক্টোরিয়া হ্রদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে তাদের আলাদা করার জন্য কুরিয়া নামটি প্রাথমিক ঔপনিবেশিক প্রধানদের দ্বারা সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। (General Editor Eric Cline, *The Ancient World Civilization of Africa*, vol. 1, New York : M. E. Sharpe Reference, Inc. 2007, pp. 89-90)

[৪৪]Marshall Sahlins, *Stone Age Economics*, Chicago & New York : Aldine-Atherton, Inc. 1972, p. 186

[৪৫]Conrad Phillip Kottak, *Mirror of Humanity A Concise Introduction to Cultural Anthropology*, New York : McGraw Hill Higher Education, 2007, p. 126

করতে পারতো না। এ অবস্থায় অন্যদের সাথেও যোগাযোগ, সম্পর্ক, লেনদেন বা বিনিময় প্রয়োজন হয়। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজারভিত্তিক বিনিময়, লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়। তখন অপেক্ষাকৃত কম উন্নত সমাজে দ্রব্য বিনিময় এবং উন্নত সমাজে শ্রম, ধার বা ঋণ ইত্যাদির প্রচলন দেখা দেয়। স্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব ঘটলে বাড়ি-ঘর, জমি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়। বৃহত্তর সমাজের চেয়ে ক্ষুদ্রতর সমাজে বাজার-বিনিময়ের প্রচলন বেশি দেখা যায়। কারণ ক্ষুদ্রতর সমাজে প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া না যাওয়ার কারণে ঐ সমাজের লোক বাইরে থেকে পণ্যদ্রব্যাদি পেতে বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়। অপরদিকে, বৃহত্তর সমাজগুলো তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরাই উৎপাদন ও সংগ্রহ করে এবং নিজেদের মধ্যেই লেনদেনের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে। এ কারণেই প্রাচীন চীনা সমাজের সাথে বহির্বিশ্বের দেশগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই নগণ্য ছিল।[৪৬]

বাজারের উৎপত্তির অপর একটি কারণ হলো, প্রাচীনকালে লেনদেন বা বিনিময় বাণিজ্যিকভাবে বিবেচিত হতো না; বরং সামাজিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। সমাজের উপর যখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে তখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে রাজস্ব বা কর প্রদানের লক্ষ্যে মুদ্রার উৎপত্তি হয়। আর মুদ্রার উৎপত্তি বাজারের উৎপত্তিকে আরও তরান্বিত ও প্রসারিত করে। বাজার উৎপত্তির প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, উৎপাদনকারীরা যে সব পণ্যসামগ্রী বিনিময় করতে ইচ্ছা করতো, সেসব পণ্য সামগ্রী নিয়মিতই বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতো, যাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে মানুষ তা দিয়ে বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য পেতে পারে। মানুষ যখন থেকে ভিন্ন কোন দেশ বা সমাজের পণ্য প্রাপ্তির ইচ্ছা পোষণ করে, তখন থেকেই বাড়তি উৎপাদন শুরু করে। ভিন্ন দেশ বা সমাজের মানুষেরা আত্মীয়, বন্ধু বা প্রতিবেশীর সমপর্যায়ের না হওয়ায় তাদের পণ্যদ্রব্য পেতে হলে পারস্পরিক আদান-প্রদানে সেটি সম্ভব ছিল না। তাই কেউ যদি নিজেদের গণ্ডির বাইরের সমাজ বা জগতের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বিনিময় করতে চায় কিংবা তা প্রয়োজন মনে করে তাহলে তা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম ব্যতীত সম্ভব নয়। এ কারণে বাজারভিত্তিক বিনিময়, বিনিময়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্য দর-কষাকষি আবশ্যক হয়ে পড়ে। স্থায়ী ও সর্বজনীন বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তাও বড় করে দেখা দেয়। এসব প্রয়োজনীয়তাই বাজারের উৎপত্তির কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।[৪৭]

ইসলামী সভ্যতা প্রাক ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্য ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। 'আরবগণ কর্তৃক এসব অঞ্চল জয় করার ফলে সেচ কৌশল

---

[৪৬] John McMillam, *Reinventing the Bazaar A Natural History of Markets*, New York : W. W. Norton & Company, 2002, p. 41

[৪৭] Conrad Phillip Kottak, *Mirror of Humanity A Concise Introduction to Cultural Anthropology*, 5th edition, New York : The McGrow-Hill Companies, Inc., 2007, p. 81

এবং কৃষি পদ্ধতির প্রসার ঘটে। একাদশ শতাব্দীর পর দক্ষিণ এশিয়ায় ধান, গম, জোয়ার, আখ, তুলা লেবু ইত্যাদি ফসলের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়। কৃষির উন্নয়নের ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে একটি খাদ্য শিল্পের উদ্ভব হয়, যা খাদ্যশস্য শুকানো, পাকানো, পঁচনশীলতা রোধ, চূর্ণ করা ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে শহরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এটি মানুষকে নতুন জমি চাষে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আরও গ্রাম এবং শহর সৃষ্টি হয়। ক্রমান্বয়ে শহরগুলো বাজারে পরিণত হয়, যেখানে মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে ফল ও ফসলের ব্যবসা করার জন্য আসতো। এসব ফল ও ফসল থেকে প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন করা হতো। কৃষির উন্নতি স্থানীয় ও দূরবর্তী বাণিজ্যের নেতৃত্ব দেয় এবং এর ফলে শহুরে ব্যবসায়ী, পরিবহনকারী, অর্থ বিনিয়োগকারী, গুদাম মালিক ইত্যাদি মধ্যস্থতাকারীদের একটি নতুন শ্রেণির জন্ম হয়।[৪৮] এভাবে প্রতিটি জনপদের মানুষের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে।

২.৪ বাজারের গঠন ও কাঠামো

প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত গ্রাম্য বাজারসমূহ সাধারণত গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে, লোকালয়ের মধ্যে, নদীর তীরে, রাস্তার মোড়ে কিংবা বড় কোন গাছের ছায়ায় গড়ে উঠে। কারো ব্যক্তিগত জায়গায় বাজার গড়ে উঠলেও তা পরবর্তীতে জনগণের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামের বাজারগুলো প্রায়ই ছোট আকারের হয়ে থাকে। এ বাজারগুলোতে দৈনিক কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার লোকের সমাগম ঘটে থাকে। প্রতিটি বাজারের একটা নির্দিষ্ট নাম থাকে। সাধারণত যে গ্রামে বা স্থানে বাজার বসে, সে গ্রাম বা স্থানের নামে কিংবা বাজার প্রতিষ্ঠাকারীর নামানুসারেই বাজারের নামকরণ হয়ে থাকে। এসব গ্রামীণ বাজারে কিছু স্থায়ী দোকান থাকে। স্থায়ী দোকানগুলো সাধারণত পাকা, আধা পাকা কিংবা কাঠ, বাঁশ ও টিন দ্বারা বেশ মজবুতভাবে নির্মিত হয়ে থাকে। স্থায়ী দোকানগুলো ছাড়াও বাজারে থাকে কিছু খোলা জায়গা। সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক বা একাধিক দিনে বাজারের এ খোলা জায়গাতে হাট বসে। অনেক দোকানদার রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোলা জায়গায় তার দোকানে অস্থায়ীভাবে ছাপড়া দিয়ে একচালা তৈরি করেন। এসব একচালা ছাপড়ার নিচে এবং সম্পূর্ণ খোলা স্থানে সাধারণত কাঁচামাল, কৃষিজাত পণ্য, মাছ ও বিভিন্ন খাবার বিক্রি করা হয়। ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে আরও বড় আকারের বাজার দেখা যায়। এখানে পাঁচ থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার পর্যন্ত লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এসব বাজারে গ্রামের ছোট বাজারের চেয়ে স্থায়ী দোকানের সংখ্যা বেশি থাকে। বড় আকারের

---

[৪৮] Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History*, op. cit. pp. 26-27

বাজারগুলোতে বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্যের আলাদা আলাদা বাজার লক্ষ্য করা যায়। যেমন মাছের বাজার, কাঁচা বাজার, মশলার বাজার, কাপড়ের গলি ইত্যাদি।[৪৯]

২.৫ বাজারের প্রধান কাজ

বাজারের প্রধান কাজ হল পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করা। এখানে ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও যোগান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে কেউ ক্রেতা ও কেউ বিক্রেতা হিসেবে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। বাজার একটি প্রতিষ্ঠিত কর্মপ্রক্রিয়া হিসেবে জনসাধারণের চাহিদা পূরণের একটি সন্তোষজনক, ধারাবাহিক ও স্থায়ী যোগানক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এটি এমন একটি বিকশিত গতিশীল শক্তি যা ক্রেতা ও বিক্রেতার কর্মকাণ্ডকে একীভূত করে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারে আত্মীয়তা, গোষ্ঠীগত সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের বিষয় খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। ক্রেতা যথাসাধ্য কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে চান আর বিক্রেতা বেশি পরিমাণ লাভ প্রত্যাশা করেন। ক্রেতা-বিক্রেতা দর-কষাকষিতে একমত হতে না পারলেও কোন সমস্যা মনে করে না। কারণ, ক্রেতা প্রয়োজনবোধে অন্য বিক্রেতা বা দোকান থেকে ক্রয় করবেন, আর বিক্রেতাও অন্য ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবেন। মূলত এটাই বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বজনগ্রাহ্য রীতি।[৫০]

২.৬ বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন কৌশল

বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পরের বিপরীত উদ্দেশ্য থাকে। তবে পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য থাকলেও ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করার জন্য উভয় পক্ষকে একমত হতে হয়। বিক্রেতার নিকট দাম শুনে কেউ দর-কষাকষি করে আবার কেউ নিরবে দোকান ত্যাগ করে। দর-কষাকষির একটা পর্যায়ে ক্রেতা-বিক্রেতা ঐক্যমত্যে পৌঁছালে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজটি সম্পন্ন হয়। উভয়পক্ষ ঐক্যমত্যে পৌঁছার জন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমত্তা, কলা-কৌশল, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা ও সংস্কৃতির প্রয়োগ করে থাকে।[৫১]

২.৭ বাজারের সামাজিক সম্পর্ক

সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে বাজারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। মানবজাতি সুশৃঙ্খল জীবনের প্রত্যাশায় সমাজ গঠন করে। সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে বিনিময়ের সম্পর্ক। বাজার সমাজের এমন একটি অপরিহার্য অংশ, যেখানে বিনিময়ের রীতি ও নীতি নির্ধারিত

---

[৪৯]মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, সম্পাদনা পরিষদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৯১-৯৩ সংখ্যা, জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল জুন ২০১৫, পৃ. ৩৪-৩৫

[৫০]প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৫১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

হয়। বাজারের বিনিময় রীতি মানব সমাজের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে। বাজার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত এখানেও কিছু প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়ম ও রীতি রয়েছে। এরই ভিত্তিতে বাজার মানুষকে সব ধরণের সামাজিক কার্যক্রম সঞ্চালনের সুযোগ করে দিয়ে সামাজিক জীবনকে সহজ করে তোলে। বাজারের এমন একটি সর্বজনীন প্রভাবশালী ক্ষমতা রয়েছে, যার মাধ্যমে সামাজিক সকল অস্তিত্ব ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়।[৫২] গ্রামীণ বাজারগুলো স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের মানুষের এক একটি মিলনস্থল। ক্রেতা কেবল পণ্যদ্রব্য ক্রয়ই করেন না বরং বাজারে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবরও নিয়ে থাকেন। পারস্পরিক সংবাদ আদান-প্রদান করেন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করেন। বাজারে স্থানীয় জন-প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা আসেন। বাজারে আগত ক্রেতা-বিক্রেতা সবার সঙ্গে তারা মিলিত হন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তারা বাজারে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা জানার ও সমাধান করার চেষ্টা করেন। সরকারী কোন জরুরী বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র, কর্মসূচী অথবা স্থানীয় পর্যায়ে কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার সংবাদ ইত্যাদি বাজারে ঘোষণা করা হয়। বাজারে রাজনৈতিক সংলাপ, দেশ-বিদেশের খবর ইত্যাদি আলোচনা হয়। অনেকে রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদ শোনা ও দেখার জন্য নির্দিষ্ট দোকানের সামনে ভিড় করেন।[৫৩]

২.৮ চিত্তবিনোদনে বাজারের ভূমিকা

গ্রামীণ জনপদে মানুষের জীবনধারায় চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই গ্রামীণ লোকজনের জন্য বাজার চিত্তবিনোদনের একটি চমৎকার মাধ্যম। শহরের ন্যায় এখানে চিড়িয়াখানা, পার্ক, ফাস্ট-ফুডের দোকান, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, সেমিনার-মিটিং, বইমেলা, শিল্পমেলা, বাণিজ্যমেলা, বৃক্ষমেলা, বস্ত্রমেলা ইত্যাদি অনেক কিছুই নেই। গ্রামের কর্মব্যস্ত কৃষক, শ্রমিক, চাকুরিজীবি, ছাত্র-যুবক ইত্যাদি নানা বয়সী ও শ্রেণি-পেশার মানুষ বিকেল বেলা গ্রামের বাজারে আসেন। টেলিভিশন সংবাদ, খেলাধুলা ও নাটক-সিনেমার দর্শক হিসেবেও অনেকে বাজারে আসেন। কোন কোন বাজারে সর্বসাধারণের পড়ার জন্য পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। ক্রেতা ছাড়াও অনেকে বাজারে ঘুরতে, পত্রিকা পড়তে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে, সময় কাটাতে এবং নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগম দেখতে আসেন। অনেকে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী দেখে এক ধরণের আনন্দ লাভ করতে অথবা আড্ডা দিতে আসেন। বিভিন্ন সময়ে বাজারে নানা ধরণের ফেরিওয়ালা তাদের পণ্যের প্রচার চালান, কেউ কেউ ম্যাজিক দেখান, কেউ বায়োস্কোপ

---

[৫২] Karl Polanyi, *The Great Transformation : The Politicat and Economic Origins of Our Time*, 2nd edition, Boston : Beacon Press 2001, pp. 45-46

[৫৩] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

দেখান, কেউ লটারী পরিচালনা করেন। কেউ কেউ বানরখেলা, সাপখেলা ইত্যাদির মাধ্যমে কোন বিশেষ রোগের জন্য বিশেষ ঔষধ, তাবিজ ইত্যাদি বিক্রয় করেন। এসব ফেরিওয়ালারা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করে তাদের পণ্যের উপকারিতা ও গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন। সবাই এসব পণ্য ক্রয় না করলেও অনেকে তাদের পণ্য দেখা, বক্তৃতা শোনা এবং সময় কাটানোর জন্য সমবেত হন। অনেকে সাপ্তাহিক হাটবারের আগমনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গণনা করেন। এদের সবাই ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা নন। এরা মূলত চিত্তবিনোদন ও অবকাশ বা অবসর কাটাতেই বাজারে আসেন। এভাবে বাজার হয়ে ওঠে চিত্তবিনোদনের অন্যতম উৎস ও উপভোগ্য বিষয়।[৫৪]

২.৯ পণ্য বিনিময় ও মুদ্রার ব্যবহার

মানব সভ্যতার প্রথম দিকে পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন সমাজগুলোর অধিকাংশের মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। সমাজের লোকেরা স্থানীয় ও সহজ-সরল প্রযুক্তি, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার ও প্রয়োগ করে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন, গৃহ নির্মাণ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করতো। এভাবে তারা নিজেদের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ নিজেরাই পূরণ করতো। একান্ত প্রয়োজন হলে পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে দ্রব্য বিনিময় করতো। এ দ্রব্য বিনিময় প্রথা বর্ধিত সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। শ্রম বিভাগের উৎপত্তি এবং কোন কোন মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের ফলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও যোগান উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিময় ও লেনদেনের ক্ষেত্র ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আনুপাতিক মান নির্ণয় করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কোন মূল্যমানসম্পন্ন বস্তুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মুদ্রাই এই মান নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। মুদ্রার উদ্ভব হয় কোন কোন স্থানে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এবং কোন কোন স্থানে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে।[৫৫] তুরস্কের লিডিয়ান সমাজ, এথেন্সের আগোরা ও আজটেক সভ্যতায় প্রচলিত হাট-বাজারসমূহেও বেচা-কেনার কাজে মুদ্রার লেন-দেন হতো। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান বস্তু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আজটেক সমাজে শক্ত বীজ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মাইক্রোনেশিয়া[৫৬] ও নিউ

---

[৫৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

[৫৫]David Graeber, *Toward An Anthropological Theory of Value The False Coin of Our Own Dreams*, New York : Palgrave, 2001, p. 66

[৫৬]মাইক্রোনেশিয়া (Micronesia) : পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে ৬০০টিরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত বিস্তৃত একটি দেশ মাইক্রোনেশিয়া। দেশটি পাম গাছের ছায়াযুক্ত সমুদ্র সৈকত, ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ ডাইভ এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের জন্য পরিচিত। (Paul Rainbird, *The Archaeology of Micronesia*, New York : Cambridge University Press, 1st Published, 2004, pp. 2-3)

গিনিসহ[৫৭] কোন কোন স্থানে মেরুদণ্ডী প্রাণীর শক্ত খোসা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন বিশ্বের ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বহু স্থানে বেচা-কেনার কাজে সুদীর্ঘকাল যাবৎ কড়ি ব্যবহৃত হয়েছে সর্বাপেক্ষা বেশি।[৫৮]

ইসলামের ইতিহাসেও লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কোন মূল্যমানসম্পন্ন বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। তাই পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। মুদ্রা বলা হয় ধাতু নির্মিত এমন কতকগুলো টুকরাকে, যার ওজন ও অকৃত্রিমতা এর উপর অঙ্কিত নকশা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা এবং দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বিনিময়ে মুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়টি যতই সহজলভ্য হয়ে আসে, ততই হাট-বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে।[৫৯]

২.১০ কুরআন ও হাদীসে মুদ্রা প্রসঙ্গ

ঈসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় ২৫০ বছর পর রোমের মূর্তিপূজক বাদশাহ্ দাকিয়ানুসের (دَقْيَانُوسُ) রাজত্বকালে (২৪৯-২৫১ খ্রি.) সাতজন যুবক ঈসা (আ.)-এর তাওহীদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। ফলে তারা বাদশাহ্‌র রোষানলে পড়ে দেশত্যাগ করে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে শত্রুদের দৃষ্টির অগোচরে রাখা, তাদের কাজ সহজ করা এবং তাদের শান্তির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে গুহার ভিতরে তাদেরকে নিদ্রাচ্ছন্ন করলেন এবং দীর্ঘ তিনশত নয় বছর ঘুমন্ত রাখার পর তাদেরকে জাগ্রত করলেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্‌ফ[৬০] নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের ক্ষুধার উদ্রেক হলে তাদের মধ্যে একজন খাদ্য ক্রয়ের জন্য তাদের নিকট সংরক্ষিত কিছু মুদ্রাসহ একজনকে নগরে প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।[৬১] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ "এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ

---

[৫৭]নিউ গিনি (New Guinea) : নিউ গিনি অস্ট্রেলিয়ান মূল ভূখণ্ডের উত্তরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ, যার আয়তন ৭৮৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এবং এটি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। ভৌগলিকভাবে মালয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে এর অবস্থান। (Roger Martin, *Tree-Kangaroos of Australia and New Guinea*, Collingwood : CSIRO Publishing, 2005, pp. 3-4)

[৫৮]Edited by Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, *Trade and Market in the Early Empires Economics in History and Theory*, op. cit, pp. 114-15

[৫৯]মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ১৭৪

[৬০]আসহাবে কাহ্‌ফ : এর অর্থ গুহাবাসী। এ ঘটনাটি ঘটেছিল প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রিক শহরের আনাতোলিয়া বা এফিসাস (Ephesus) নামক স্থানে। এর খুব কাছে ছিল গ্রিক দেবী আরটেমিসের মন্দির। প্রতি বছর বাদশাহ্‌র উপস্থিতিতে দেবীর সামনে পূজা করা হতো এবং পশু কুরবানী দেওয়া হতো। বর্তমানে শহরটি তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। তৎকালীন বাদশাহ্ দাকিয়ানুস অত্যন্ত উদ্ধত ও কঠোর প্রকৃতির ছিল। সে জনগণকে শির্‌কের শিক্ষা দিত এবং মূর্তি পূজা করতে বাধ্য করতো। (আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন কাসীর আদ্-দিমাশ্‌কী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৫ম খণ্ড, রিয়াদ : দারু তায়্যিবাতিন লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্-তাওজী' ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১৪০)

[৬১]আলাউদ্দিন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্-বাগদাদী আল্-খাজেন, *লুবাবুত্ তা'বিল ফী মা'আনিত তান্‌যীল*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ২০৫-২০৬

নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম এবং তা হতে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে"।[৬২] তাদের মধ্যে ইয়ামলিখা (يمليخا) বা মাকসালমিনা (مكسلمينا) নামক সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিকে রৌপ্যমুদ্রা বা তাম্রমুদ্রা বা দিরহাম সহকারে তারসূস (طرسوس) নামক নগরে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেন সে তাদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র বা হালাল খাদ্য দেখে নিয়ে আসতে পারে। কেননা সে শহরের অধিবাসীরা মূর্তির নামে পশু যবেহ্ করত। আবার শহরবাসীর মধ্যে কিছু লোক ছিল ঈমানদার, যারা নিজেদের ঈমানকে গোপন রাখত। কারো কারো মতে, শহরের অধিকাংশ লোকই ছিল অগ্নিউপাসক। যুবকদের প্রেরিত মুদ্রার উপরে তাদের সমসাময়িক বাদশাহ্র ছবি মুদ্রিত ছিল।[৬৩] এ আয়াত থেকে ঈসা (আ.)-এর যুগে মুদ্রার ব্যবহার ও প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভ্রাতাগণ কূপে নিক্ষেপ করার পর একদল বণিক তাঁকে মিসরে অতি অল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ "আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা এতে নির্লোভ ছিল"।[৬৪] ইউসুফের ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আ.)-কে বাণিজ্যিক কাফেলার লোকদের নিকট মাত্র বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল এবং দশ ভাইয়ের প্রত্যেকে দুই দিরহাম করে ভাগ করে নিয়েছিল।[৬৫] এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়া'কুব ও ইউসুফ (আ.)-এর সময়ে মুদ্রা হিসেবে দিরহামের প্রচলন ছিল।

ইহুদীগণ যে গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করে সে সম্পর্কে মু'মিনদের সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا "আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যদি আপনি তার নিকট পুঞ্জীভূত বিপুল ধনরাশিও গচ্ছিত রাখেন তবুও সে তা আপনার নিকট প্রত্যার্পণ করবে। আর তাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে, যদি আপনি তার কাছে একটি দীনারও গচ্ছিত রাখেন তাহলে সে তাও আপনার নিকট প্রত্যার্পণ করবে না, যে পর্যন্ত আপনি তার শিরোপরি দণ্ডায়মান থাকেন"।[৬৬] এ আয়াতে দীনার বা স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (স.)-এর যুগে দীনার, দিরহাম ইত্যাদি বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহার সম্পর্কে হাদীসে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, مَا تَرَكَ رَسُولُ

---

[৬২]সূরা আল্-কাহ্ফ, আয়াত : ১৯

[৬৩]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল্-কুরতুবী, *আল্-জামি'উ লিআহ্কামিল কুরআন*, ১০ম খণ্ড, রিয়াদ : দারু আ'লামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩৭৫

[৬৪]সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২০

[৬৫]আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল বয়ান 'আন তা'বিলি আয়িল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্‌রামাহ্ : দারুত্ তারবিয়্যাহ্ ওয়াত্ তুরাস, তা.বি. পৃ. ১২-১৪

[৬৬]সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭৫

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ أَوْصَى بِشَىْءٍ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) কোন দীনার, দিরহাম, ছাগল, উট কিছুই রেখে যাননি এবং কোন বিষয়ে অসিয়তও করেননি"।[৬৭] হাদীসটিতে দীনার ও দিরহামের উল্লেখ রয়েছে, যা মহানবী (স.)-এর যুগেও বিদ্যমান ছিল এবং অদ্যাবধি মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, কুয়েত, আরব আমিরাত ইত্যাদি দেশে প্রচলিত রয়েছে।[৬৮] মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায় এবং প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রাক ইসলামী যুগের মুদ্রাই চালু ছিল, নতুন কোন মুদ্রা চালু করা হয়নি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা মাক্‌রিযীর (মৃ. ১৪৪২ খ্রি.) মতে, দ্বিতীয় খলিফা 'উমর (রা.)-ই সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। 'উমর (রা.) মিসর, সিরিয়া, ইরাকসহ অনেক সমৃদ্ধশালী দেশ জয় করার পরও নতুন কোন মুদ্রা চালু করেননি; বরং পূর্বের মুদ্রাই চালু রেখেছিলেন। হিজরী আঠার সনে যখন বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিদল এসে সেখানকার সমস্যা সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করেন, তখন 'উমর (রা.) তাদের আবেদনক্রমে পারস্য সম্রাট (প্রথম খসরু) নওশেরওয়াঁর (৫০১-৫৭৯ খ্রি.) মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা প্রচলন করেন। এ নতুন ইসলামী মুদ্রার কোনটার পিঠে আরবীতে 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্' কোনটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এবং কোনটিতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' লেখা ছিল। এ মুদ্রার পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রচলিত মুদ্রাও চালু ছিল। 'উমর (রা.)-এর খিলাফতের শেষের দিকে দশ দিরহামের সমষ্টিগতভাবে একটি মুদ্রার সৃষ্টি হয়েছিল, যার ওযন ছিল ছয় 'মিসকাল' (এক মিসকাল=৪.২৫ গ্রাম)।[৬৯] সাধারণ ঐতিহাসিকগণের মতে, উমাইয়া বংশের পঞ্চম খলিফা 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান[৭০] (৬৪৬-৭০৫ খ্রি.) সর্বপ্রথম বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যে একক ইসলামী মুদ্রা প্রচলন করেন। ইতঃপূর্বে 'আরবে স্থানীয় মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও ইসলামী রাষ্ট্রে একক কোন মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। 'উমর (রা.) কেবল মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে প্রথমিকভাবে মুদ্রা চালু করেছিলেন, কিন্তু সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে একক মুদ্রা চালু করেননি।[৭১]

বাজার সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রাম-বাংলার বাজারগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সমাজের সদস্যগণ খুবই প্রাণচঞ্চল, সচেতন, সক্রিয় ও পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন। ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ বাজারে আগমন করে থাকে। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে দর-

---

[৬৭]আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল আফাক আল্-জাদীদাহ্, তা.বি. পৃ. ৭৫

[৬৮]Richard J. Plant, *Arabic Coins and how to read them*, 2nd edition, London : Seaby Publications Ltd, 1980, p. 26

[৬৯]গ্রন্থনা-সম্পাদনা মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন, *খোলাফায়ে রাশেদীন জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ২৭১

[৭০]'আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান : তিনি হেজাজের প্রদেশের মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুশিক্ষিত শাসক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে তিনি দ্বিতীয় খলিফা 'উমর (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন। তিনি প্রথমবারের মতো ইসলামী বিশ্বে একক মুদ্রা চালু করেন। (মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ৮৭-৮৯)

[৭১]আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন দাউদ আল্-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরুত : দারু ও মাক্‌তাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮ খ্রি. ৪৫১-৫৩

কষাকষি, লেনদেন ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আপ্যায়ন, হাসি-ঠাট্টা ও সহানুভূতিপূর্ণ পরিবেশ। তারপরও কোন কোন সময় ছোট-খাট মনোমালিন্য ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটে থাকে; কিন্তু পরক্ষণেই তা আবার মীমাংসা হয়ে যায়। এভাবে বাজারে সামাজিক প্রয়োজনে মিথস্ক্রিয়া চলতে থাকে। বাজারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমাজের সকল মানুষ পরস্পরের সাথে বহুমাত্রিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং বৃহত্তর সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে বাজারের ঐতিহাসিক ভূমিকা অপরিসীম।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

৩.১ ব্যবস্থাপনা শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ	৫৭
৩.২ ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৬০
৩.২.১ প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা	৬১
৩.২.২ মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনা	৬৫
৩.২.৩ শিল্পবিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা	৬৭
৩.২.৪ শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগে ব্যবস্থাপনা	৬৮
৩.২.৫ আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা	৬৯
৩.৩ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭০
৩.৪ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী	৭১
৩.৫ ইসলামে ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য	৭২

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

মহাবিশ্বের বিভিন্ন সৃষ্টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে সর্বত্র একটি সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, ধুমকেতু, উল্কাপিন্ড ইত্যাদির গতিবিধি ও উদয়াস্ত, দিন ও রাতের আবর্তন, বায়ূপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটা সবকিছুই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের অধীনে এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। মহাকাশের সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে"।[১] মহান আল্লাহ্ সূর্য ও চন্দ্রের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোনটিরই তার আপন সীমা ছাড়িয়ে অন্য কোন দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। যখন একটির আবির্ভাব হয় তখন অপরটি হারিয়ে যায়। সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান করার জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। এ কারণে রাতের আকাশে উপস্থিত হওয়া সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়। আর রাতের পর রাত আসতে পারে না; বরং মধ্যখানে দিন এসে যাবে। এখানে একটির সাথে অপরটির সংঘর্ষ বা বিশৃঙ্খলার কোনই আশংকা নেই।[২] মহান আল্লাহ্ সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন বলেই মহাবিশ্বে একটি সুশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আল্-কুরআনে ইরশাদ করেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, আর সমুদ্রে নৌযানসমূহের চলাচলে-যার দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়, আর আকাশ থেকে আল্লাহ্ যে বৃষ্টি নাযিল করেন তাতে, তারপর তার দ্বারা মাটিকে মৃত অবস্থার পরে জীবিত করেন, আর তাতে ছড়িয়ে দেন প্রত্যেক প্রকারের জীবজন্তু, বায়ূর গতি পরিবর্তনে, আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘরাশিতে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে"।[৩] মহান আল্লাহ্ তাঁর একত্ববাদের অকাট্য দলীলস্বরূপ আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন। সত্য সহকারে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি

---

[১]সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৪০

[২]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন আহ্মাদ আল্-কুরতুবী, *আল্-জামি'উ লিআহ্কামিল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩২-৩৩

[৩]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ১৬৪

এবং এর মধ্যকার পরিচালিত সুশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহ্‌র একক উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ও বিশুদ্ধ প্রমাণ।[৪] সৃষ্টির জড়জগত যেভাবে মহান আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও আইন মেনে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বজায় রেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে মানব সমাজেও একই ব্যবস্থাপনা ও শান্তিময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করাই মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য।[৫] মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মগুলো এমনিতেই সম্পন্ন হয় না। জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক, শিক্ষাজীবন ও সামরিক-বেসামরিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালনা করার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তাকেই ব্যবস্থাপনা নামে অভিহিত করা যায়। ব্যবস্থাপনা মানব জীবনে অনিবার্য প্রয়োজন। মানব জীবনে ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন কার্যক্রমের সুফল লাভ করা যায় না। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজীবন পার্থিব ও পারলৌকিক-এ দুই ভাগে বিভক্ত এবং তা অবিভাজ্য। প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণা মানুষকে উৎপাদনের একটি উপকরণ মনে করে এবং আর্থিক উপযোগ সৃষ্টির সক্ষমতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যার সাথে শুধু পার্থিব জীবনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ইসলাম পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের অবিভাজ্য ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নিরপেক্ষ একটি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ধারণা প্রদান করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা এ সামগ্রিকতার এক একটি অংশ।[৬] এ অধ্যায়ে ব্যবস্থাপনার পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বিভিন্ন যুগে ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলী এবং ইসলামী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.১ ব্যবস্থাপনা শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ

ব্যবস্থাপনা অর্থ নিয়ম প্রণয়ন, বিধি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, সংস্থাপন, যোগাড়, আয়োজন, বন্দোবস্ত ইত্যাদি।[৭] ব্যবস্থাপনার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Management' শব্দটি ইতালীয় 'Maneggiare' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ 'To train up the horse' ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করে তোলা বা 'Control a

---

[৪]মুহাম্মদ আল্-আমীন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-মুখ্‌তার আশ্-শান্‌কীতী, *আয্‌ওয়াউল বয়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল্ কুরআন*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশ্‌র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ২০৭

[৫]'আলাউদ্দিন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্-বাগদাদী আল্-খাজেন, *তাফসীরুল খাজেন আল্-মুসাম্মাহ্ লুবাবুত্ তা'বীল ফী মা'আনিত তান্‌যীল*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ১৩৬

[৬]UmmeSalma Mujtaba Husein, *Management in Islamic Countries : Principles and Practice*, New York : Business Expert Press, LLC, 1st published, 2014, p. xviii

[৭]সম্পাদক আহমদ শরীফ, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৪২৬

horse' ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। এর সমার্থক গণ্য করা হয় 'to handle' অর্থাৎ চালনা করা। 'Skilful treatment' কৌশলগত আচরণ বা 'Delicate contrivance' সূক্ষ্ম পরিকল্পনা।[৮] পরিচালনা করা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ।[৯]

ব্যবস্থাপনা বলতে কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ উপায়-উপকরণ তথা মানুষ, যন্ত্রপাতি, মালামাল, অর্থ, বাজার ও পদ্ধতিকে (Men, Machine, Materials, Money, Market and Method) সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করাকেই বুঝায়। Rue ও Byars এর মতে, Management is getting things done through others. "অন্যদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়াই ব্যবস্থাপনা"।[১০] Peter D. Mouch এর ভাষায়, Management is a kind of leadership in which the achievement of organizational goals is paramount. অর্থাৎ "ব্যবস্থাপনা হলো এক ধরণের নেতৃত্ব যেখানে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ"।[১১]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপনা মূলত নেতৃত্বদানের কলা-কৌশল। ব্যবস্থাপনা হলো পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনাদান, প্রবৃত্তকরণ, সমন্বয়করণ ও নিয়ন্ত্রণ কাজের একটি সমন্বিত সামাজিক প্রক্রিয়া যা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ, যন্ত্রপাতি, মালামাল, অর্থ, বাজার ও পদ্ধতিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়।

মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আরবী اَلْإِدَارَةُ শব্দের অর্থ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। 'আরবী اَلْإِدَارَةُ বা ব্যবস্থাপনা-এর সংজ্ঞা হলো, اَلْجِهَازُ الَّذِىْ يُسَيِّرُ أُمُوْرَ مُؤَسَّسَةٍ أَوْ شِرْكَةٍ وَ يُشْرِفُ عَلَى أَعْمَالِهَا "ব্যবস্থাপনা হলো সুনির্দিষ্ট কাজ করার যন্ত্র যার মাধ্যমে কোন সংগঠনের বা অংশীদারমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করা হয় এবং তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করা হয়"।[১২]

ইসলামী ব্যবস্থাপনা বলতে পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব এবং সংগঠনের কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ও এর সকল সম্পদ ব্যবহারের এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার ভিত্তি হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান এবং মহানবী (স.) প্রদর্শিত নির্দেশনা, সেই সাথে জবাবদিহিতার মনোভাব, বিশ্বস্ততা এবং দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করা"।[১৩] অপর এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "ইসলামী

---

[৮] A S Hornby with A P Cowie & A C Gimson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 3rd edition, New York : Oxford University Press, 1974, p. 517

[৯] এস. এম মাহফুজুর রহমান, *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ২২৩

[১০] Leslie Rue and LIoyd L. Byars, *Management : Theory and application,* Homewood : Richard D. Irwin, 1983, p-8

[১১] Peter D. Mauch, *Quality Management Theory and Application*, New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2010. p. 92

[১২] নাসির সাইয়েদ আহ্মাদ ও অন্যান্য, *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ২৬

[১৩] ড. মো. গোলাম মহিউদ্দীন, *ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি. পৃ. ২

ব্যবস্থাপনা এমন এক প্রক্রিয়া যা ইসলামী শরী'আহ্ প্রদর্শিত মূলনীতি ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে সংগঠনের সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমে হালাল বা বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কাজ সম্পাদন করা হয়"।[১৪]

পবিত্র কুরআনে ব্যবস্থাপনা সম্বলিত বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ "তোমরা নিজেদের মধ্যে যা (ব্যবসা) পরিচালনা কর"।[১৫] ব্যবসায়ীদের মধ্যকার কার্যক্রম পরিচালনা করাকে تُدِيرُونَ শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে।[১৬] অর্থাৎ আয়াতে تُدِيرُونَ শব্দটি পরিচালনা তথা ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا "আমিই তাদের পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে"।[১৭] অর্থাৎ আমি এক সম্প্রদায়কে দরিদ্র এবং অন্য সম্প্রদায়কে ধনী করেছি। আর তাদেরকে জ্ঞানী ও মূর্খ, নেতা ও অনুসারী, স্বাধীন ও গোলাম ইত্যাদি বিভক্তির মাধ্যমে একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। ধনীগণ দরিদ্রদের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেন, এভাবে একে অপরের জীবিকা লাভের কারণ হয় এবং তারা একে অপরকে পরিচালনা করতে পারেন।[১৮] আয়াতাংশে 'জীবিকা বন্টন' ও 'একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়া' ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ "বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। যখনই কোন নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখনই আর একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন"।[১৯] দালায়েলুন্ নবুওয়াত গ্রন্থের পাদটীকায় تَسُوْسُهُمُ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, تَحْكُمُهُمْ وَتَقُوْدُهُمْ تُدِيْرُ أَمْرَهُمْ وَتَرْعٰى شُئُوْنَهُمْ অর্থাৎ "তাঁরা (নবীগণ) বনী ইসরাঈলদের শাসন করতেন, নেতৃত্ব দিতেন, তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন এবং তাদের যাবতীয় বিষয়ে পর্যবেক্ষণ

---

[১৪]ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আতাহার, *ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস*, চট্টগ্রাম : নকশা পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি. পৃ. ৭

[১৫]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৮২

[১৬]মুহাম্মদ আবু যাহ্রাহ্, *যাহ্রাতুত্ তাফাসীর*, ১ম খণ্ড, মিসর : দারুল ফিক্র আল্-'আরাবী, তা. বি. পৃ. ১০৭৪

[১৭]সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৩২

[১৮]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল্-কুরতুবী, *আল্-জামি'উ লিআহ্কামিল কুরআন*, ১৬শ খণ্ড, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৮৩

[১৯]মুহিউস্ সুন্নাহ্ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল্-বাগ্বী, *মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্*, ৯ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্ লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ২৭৬৫

করতেন”।[২০] বনী ইসরাঈলের নবীগণ (আ.) কর্তৃক তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিঃসন্দেহে ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত, যা تُدِيْرُ শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

৩.২ ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানুষের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি হয়েছে। মানুষ যখন সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছে, বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করেছে এবং কর্ম সম্পাদনে একে অপরের সহযোগিতা গ্রহণ করেছে তখন থেকেই ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশের সূচনা হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ.) তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একটি পরিবার গঠন করেছিলেন। তাঁদের পার্থিব জীবন যাতে সুখময় হয় এবং পরকালীন জীবন যেন দুঃখময় না হয়, সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পৃথিবীর জীবন পরিচালনায় কিছু নির্দেশিকা প্রদান করেন। যা বাস্তবায়নে স্ত্রীর সহযোগিতা নিয়ে আদম (আ.)-কে একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশনা প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ্ বলেন, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ “অতঃপর তিনি (আদম) তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন”।[২১] সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ “যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশনা আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না”।[২২] আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম মানব নিজ পরিবার থেকে যে ক্ষুদ্র ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তা বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে কোটি কোটি পরিবার নিয়ে বৃহৎ ব্যবস্থাপনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবজাতি কখনো স্থায়ীভাবে সুফল লাভ করতে পারেনি। মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে মানবজাতির মধ্য থেকে মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী মানুষকে নবী ও রাসূল মনোনীত করেছেন।

---

[২০]ইমাম হাফিয আবু বকর আহ্মাদ ইবনুল হুসাইন ইব্ন ‘আলী আল্-বায়হাকী, *দালায়েলুন্ নবুওয়াত*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি. পৃ. ১৩০

[২১]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ৩৭

[২২]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ৩

৩.২.১ প্রাচীন যুগে[২৩] ব্যবস্থাপনা

ঈসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ৫০০০ অব্দ হতে ৫২৫ অব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মিশরের প্রাচীন পিরামিড নির্মাণ সম্পর্কিত কীর্তিসমূহ মিশরীয় সভ্যতায়[২৪] দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সংঘবদ্ধ কার্যক্রমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত।[২৫] হিব্রু (বনী ইসরাঈল) সভ্যতায় আইন প্রণয়ন, সরকার পরিচালনা ও মানবীয় সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবী মূসা (আ.) অত্যাচারী ফির'আউনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে বনী ইসরাঈল জাতিকে ফির'আউনের কবল থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ "অতঃপর আমি তাদের পরে মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু তারা এর প্রতি যুল্‌ম করল। সুতরাং এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা আপনি লক্ষ্য করুন"।[২৬] মহান আল্লাহ্ মহানবী (স.)-এর অন্তরের দৃঢ়তা, নবুওয়াতের স্বীকৃতি, উম্মাহ্‌র জন্য উপদেশস্বরূপ মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মহানবী (স.)-কে আল্লাহ্ বলেন, লক্ষ্য করুন, এভাবে শির্‌ক, কুফ্‌র ও অপরাধের মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদের পরিণতি ধ্বংসই হয়ে থাকে।[২৭] মূসা (আ.) আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফির'আউনের উপর বিজয় লাভ করেন। তাঁর এ সফলতা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ "পরিশেষে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তাদের কার্যকলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অতঃপর ফির'আউন ও তার দলবল তথায় পরাজিত ও লাঞ্ছিত হলো"।[২৮] নবী ইউসুফ (আ.) দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাত বছর স্থায়ী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করে মিশরের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ - قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي

---

[২৩]প্রাচীন যুগ : প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মিশর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দের কিছু লিখিত দলীল আবিষ্কার করেছেন, যা সর্বপ্রাচীন লিখিত দলীল বলে তাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। তাই ইতিহাসের সূচনালগ্ন খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দকেই মনে করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রাচীন যুগ বিবর্তিত হয়। (Editors Hubert Cancik, Manfred Landfester & Helmuth Schneider, *Chronologies of the Ancient World*, Leiden : Brill Hotei Publishing, 2007, pp. 33-35)

[২৪]মিশরীয় সভ্যতা : ঐতিহাসিকগণ খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে মিশরীয় সভ্যতার সূচনা হয় বলে ধারণা করেন। এটি উত্তর আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের একটি প্রাচীন সভ্যতা। নীলনদের নিম্নভূমি অঞ্চলে এ সভ্যতা গড়ে উঠে। এ সময় প্রথম ফারাও সম্রাটের অধীনে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে রাজনৈতিকভাবে একত্রীকরণের মাধ্যমে এ সভ্যতা সুসংহত হয় এবং তখন থেকে প্রাচীন সভ্যতায় মিশর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। (Alexandre Moret, *The Nile and Egyptian Civilization*, London : Routledge & Kegan Paul Ltd, 1972, pp. 1-2)

[২৫]Eeitor G. Mokhtar, *General History of Africa. II Ancient Civilizations of Africa*, Abridged Edition, Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1st published, 1990, p. 80

[২৬]সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ১০৩

[২৭]'আলাউদ্দিন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্-বাগদাদী আল্-খাজেন, *লুবাবুত্ তা'বীল ফী মা'আনিত তান্‌যীল*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ২৬৭-৬৮

[২৮]সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ১১৮-১১৯

سُنْبُلِهِ إِلا قَلِيلا مِمَّا تَأْكُلُونَ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ "হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভীকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্পর্কে আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে। ইউসুফ বললেন, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা শস্য সংগ্রহ করবে; তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা আহার করবে তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষসহ রেখে দিবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন দুর্ভিক্ষের বছর, তোমরা এ বছরগুলোর জন্য যা রেখেছিলে তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা জমা করে রাখবে। এরপরেই আসবে এমন এক বছর-এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা ফলের রস নিংড়াবে"।[২৯] স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার পরে মিশরের বাদশাহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য খাদ্যভাণ্ডারসহ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইউসুফ (আ.) এর উপর অর্পণ করেন। তিনি দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের কষাঘাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। মহান আল্লাহ্ বলেন, قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ "তিনি (ইউসুফ) বললেন, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম সংরক্ষণকারী, অতিশয় জ্ঞানবান"।[৩০] তৎকালীন মিশরের নীলনদ কেন্দ্রিক গড়ে উঠা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ইউসুফ (আ.)-এর ব্যবস্থাপনার দক্ষতার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়।[৩১]

ব্যবিলনীয় সভ্যতায় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, প্রণোদনা ও মজুরী প্রদানের বিধান চালু করা হয়। ব্যবিলনে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, বিক্রয় চুক্তি, অংশীদারিত্ব চুক্তি, ইত্যাদি আইন চালু ছিল যা ব্যবস্থাপনার বিকাশে ব্যাপক অবদান রেখেছিল। এ সময়ে খাল খনন, ব্যবিলনের শূন্য উদ্যান তৈরি ইত্যাদি কাজে তাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।[৩২]

চৈনিক সভ্যতায়[৩৩] চীনারা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রাগ্রসর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছিল। প্রাচীন চীনে কর্মী নিয়োগ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, পদোন্নতি, শাস্তি প্রদান

---

[২৯]সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৬-৪৯

[৩০]সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৫

[৩১]বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান ইব্রাহীম ইব্ন 'উমর আল্-বাকা'ঈ, *নাজমুদ্ দুরার ফী তানাসিবিল আয়াত ওয়াস্ সুয়ার*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৫২

[৩২]Piotr Steinkeller, History, *Texts and Art in Early Babylonia*, Vol. 15, Boston/Berlin : Walter de Gruyter Inc., 2017, p. 8

[৩৩]চৈনিক সভ্যতা : পৃথিবীর আদিম সভ্যতাগুলোর মধ্যে চৈনিক সভ্যতা অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে চীনের শাং সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০-১০৪৬ অব্দ) সময়কালে লিখিত ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। হুয়াংহো নদীকে চৈনিক সভ্যতার সুতিকাগার হিসেবে অভিহিত করা হয়। সহস্র সহস্র বছর ব্যাপী হুয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠা বহু আঞ্চলিক সংস্কৃতি চৈনিক সভ্যতাকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে। (Edited by David N. Keightley, *The Origins of Chinese Civilization*, London : University of California Press Ltd, 1983, pp. 531-536)

ইত্যাদি আইন প্রচলন করা হয়েছিল। এ সময় চীনের রাষ্ট্রীয় কার্যে উপদেষ্টা নিয়োগ, শ্রম বিভাগ, সংগঠন. পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল।[৩৪] ঈসা (আ.)-এর জন্মপূর্ব প্রায় ৫০০ অব্দে সান-জু[৩৫] তাঁর প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থে পরিকল্পনা ও নির্দেশনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার (Bureaucratic Management) শুরু চীন থেকেই হয়েছিল।[৩৬]

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বিকাশে গ্রিক সভ্যতার[৩৭] (খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ হতে ৬০০ খ্রি.) অবদান রয়েছে। গ্রিক সভ্যতায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি শহরে নগর প্রশাসনে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জ্ঞান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। সক্রেটিস[৩৮], প্লেটো[৩৯] ও এরিস্টটল[৪০] এ তিন দার্শনিকের লেখায় ব্যবস্থাপনার নানা ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়।

---

[৩৪]শ্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *চীনের ইতিহাস*, কলিকাতা : শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, ১৮৬৫ খ্রি. পৃ. ১৬২-৬৭

[৩৫]সান-জু (Sun-Tzu) : তিনি ছিলেন প্রাচীন চীনের একজন সেনাপতি, রণকুশলী, লেখক ও দার্শনিক। তাকে প্রাচীন চৈনিক যুদ্ধবিদ্যার বই 'The Art of War' এর গ্রন্থকার বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এ বইটি ছিল তার অমর কীর্তি, যা উভয় প্রাচ্য ও পশ্চিমা দর্শন এবং সামরিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। সান-জু এর ঐতিহাসিক বাস্তবতা অকাট্যভাবে জানা যায়নি। হান সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক সিমা কিয়ানসহ অনেকের মতে তিনি ওউ এর রাজা হেলো এর মন্ত্রী ছিলেন এবং ৫৪৪-৪৯৬ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। (David E. Hawkins and Shan Rajagopal, *Sun Tzu and The Project Battleground-Creating Project Strategy form 'The Art of War'*, New York : Palgrave Macmillan, 2005, pp. 22-24)

[৩৬]Ibid, pp. xvii-xviii

[৩৭]গ্রিক সভ্যতা : গ্রিক সভ্যতা গ্রিস ইতিহাসের অন্তর্গত প্রাচীন সভ্যতা। এটি খ্রিস্টপূর্ব ৮ম হতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে শুরু হয়। এছাড়াও প্রাচীন গ্রিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধ্রুপদি সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে সমৃদ্ধি লাভ করে, যা ৬০০ খ্রি. পর্যন্ত চলমান ছিল। ধ্রুপদি গ্রিস সংস্কৃতি ও দর্শন রোমান সাম্রাজ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। (Jacob Burckhardt, Translated by Sheila Stern, *The Greeks and Greek Civilization*, New York : St. Martin's Griffin, 1st edition, 1999, pp. 207-212)

[৩৮]সক্রেটিস (Socrates) : সক্রেটিস খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০ অব্দে গ্রিসের এথেন্স নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সফ্রনিস্কাস (Sophroniscus) একজন ভাস্কর এবং মাতা ফিনারিট (Phaenarite) একজন ধাত্রী ছিলেন। তাঁর শৈশবকাল ও জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কথিত আছে, প্রথম জীবনে তিনি পিতার ভাস্কর্য বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ থাকায় এ বিষয়েই মনোনিবেশ করেন। তিনি সমগ্র জীবন এথেন্সে অতিবাহিত করেন। কিছুদিন তিনি এথেন্সে সামরিক বিভাগে কাজ করেন। তিনি ২০-৩০ বছর পর্যন্ত এথেন্সে দর্শন প্রচার কার্যে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রিসীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, আদর্শ ও নৈতিকতার উপর তার্কিক সম্প্রদায় যে আঘাত হেনেছিল, তারই প্রতিবাদ স্বরূপ দর্শন যুগের অধিনায়ক মহামান্য সক্রেটিসের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি যুগের সকল বিশৃঙ্খলাকে দূরীভূত করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সত্তর বছর বয়সে তিনি জাতীয় দেব-দেবীকে অস্বীকার করে স্বীয় দেবমত প্রতিষ্ঠা করেন। এ জন্য এথেন্সের যুবকদের পথভ্রষ্ট করার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করে কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং বিষপ্রয়োগে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। (Editorial Board, *The New Encyclopedia Britannica,* USA : Encyclopedia Britannica Inc. vol. 16, 1982, pp. 1001-1005)

[৩৯]প্লেটো (Plato) : তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪২৮ অব্দে গ্রিসের এথেন্স নগরীর এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি পিতা এরিস্টনকে হারান। প্লেটোর মাতা পেরিসপিয়নও একজন অভিজাত বংশের মহিলা ছিলেন। প্লেটো সক্রেটিসের সংস্পর্শে এসে তাঁর একান্ত অনুরাগী ভক্ত ও ভাবশিষ্য হয়ে যান এবং জ্ঞানচর্চা শুরু করেন। তিনি সক্রেটিসের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো বিভিন্ন দেশে দশ বছর কাটিয়ে নিজ শহর এথেন্সে ফিরে আসেন। এ সময় তিনি দর্শন চর্চা শুরু করেন এবং দর্শন শিক্ষার একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। লাসেস (Laches), প্রটাগোরাস (Protogoras), ফিওড্রাস (Pheodrous), রিপাবলিক (Republic) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সক্রেটিস যে দর্শনের সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরসূরী হিসেবে প্লেটো তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। এ মহান দার্শনিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে ৮১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। (সরদার ফজলুল করিম, *প্লেটোর রিপাবলিক*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি, পৃ. ৩৩১-৩৫)

[৪০]এরিস্টটল (Aristotle) : এরিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে গ্রিসের একটি ছোট শহর স্ট্যাগিরাতে (Stagira) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ছিলেন। বাল্য বয়সেই তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। তিনি প্রক্সেনাস (Proxenus) নামে তাঁর এক আত্মীয়ের অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হন। আঠার বছর বয়সে তিনি এথেন্সে প্লেটোর একাডেমিতে ভর্তি হন। এখানে তিনি সুদীর্ঘ উনিশ বছরকাল শিক্ষা লাভ করেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৮-৩৪৭ অব্দে তিনি মাইসিয়ার (Mysia) শাসনকর্তা হারমেয়িয়াসের (Hermeias) আমন্ত্রণে আরও কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে মাইসিয়াতে চলে আসেন। তিনি হারমেয়িয়াসের পালিত কন্যা পিথিয়াসকে (Pythias) বিবাহ করেন এবং এক কন্যা সন্তানের জনক হন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৩-৩৪০ পর্যন্ত তিনি মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ এর পুত্র আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫-৩৩৪ অব্দে ফিলিপের মৃত্যুর পর তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং লাইসিয়াম (Lyceum) নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের পাশে একটি লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করেন। মানব বিদ্যার প্রায় সকল শাখা নিয়ে তাঁর রচনা ছিল। তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানের

সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন, 'ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন'। তাঁর মতে, ব্যবস্থাপনা একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র কলা বিশেষ। পরামর্শমূলক নির্দেশনা বা তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিকাশে গ্রিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ কারণে গ্রিসকে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উৎপত্তিস্থল হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[৪১]

ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ইতালির রোম সভ্যতার[৪২] অবদানও অনস্বীকার্য। রোমানরা ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, শ্রম বিভাজন, তত্ত্বাবধান, বিভাগীয়করণ, দক্ষ কর্মী নিয়োগ, কাজের সমন্বয় সাধন, কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করত। ফলে রাজস্ব আদায়, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি কাজে তারা বেশ সফলতা লাভ করেছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে ব্যবসায়ের আয়তন বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীতে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে পরিণত হয়। সে সময় কোম্পানি পরিচালনার জন্য পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ করা হতো। পরিচালকগণ ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতেন। ব্যবস্থাপকগণ কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন এবং সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় কোম্পানির কার্যক্রম সুসম্পন্ন হতো।[৪৩]

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায়[৪৪] স্থাপত্য ও শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কৌটিল্য[৪৫] খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে 'অর্থশাস্ত্র' নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[৪৬] প্রাচীন হরপ্পা ও

বহু শাখা নিয়ে তাঁর গবেষণা ও বিবেচনার ফল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (হাসনা বেগম, *এরিস্টটলের নিকোমেকিয়ান এথিক্স*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬ খ্রি. পৃ. ১৪-১৭; আহমেদ আশরাফ, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গুণীজন*, ঢাকা : সাহিত্যমালা, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৫৫-৫৬)

[৪১] George Grote, *History of Greece*, Vol. 1, 2nd London edition, Boston : John P. Jewett & Company, 1851, pp. 337-38

[৪২] রোম সভ্যতা : ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত রোমকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠে। এটি রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ অব্দে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সভ্যতা প্রায় ৬০০ বছর স্থায়ী ছিল। (Victor Chapot, Translated by E. A. Parker, *The History of Civilization The Roman World*, New York : Routledge, 2005, pp. 47-48)

[৪৩] G. B. Niebuhr, *The History of Rome*, vol. 1, Philadelphia : Thomas Wardle, 1st American from the London edition, 1835, pp. 471-74

[৪৪] প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা : ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও মোহেন-জো-দারো নামক সিন্ধু প্রদেশের দুইটি প্রাচীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ নদীমাতৃক সভ্যতার এক লীলাভূমি ছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, এ সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ হতে ২০০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এটি 'সিন্ধু সভ্যতা নামেও বহুল পরিচিত ছিল। এখানকার সুপরিকল্পিত শহর, সুষ্ঠু নগর জীবন, ইট নির্মিত দালান, পয়ঃপ্রণালী, কূপ, প্রাসাদ ও স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষসহ আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করছে। (ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৪)

[৪৫] কৌটিল্য (Koutilya) : বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০-২৮৩ অব্দ) একজন প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, রাজ-উপদেষ্টা এবং 'অর্থশাস্ত্র' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তিনি চাণক্য নামেও পরিচিত ছিলেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০-২৯৮ অব্দ) শাসনামলে 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি রচিত হয়। এটি প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও শাসন সংস্কারের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস। রাজ্যশাসন, শত্রুদমন, রাজস্ব, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, পৌর প্রশাসন ইত্যাদি নিয়ে গ্রন্থটি ১৫টি ভাগে বিভক্ত ছিল। (Burjor Avari, *India : The Ancient Past-A History of the Indian-Subcontinent from 7000 BC to AD 1200*, London and New York : Routledge Taylor & Francis Group , 1st published, 2007, pp. 107-108)

[৪৬] Edited, rearranged, translated and introduced by L. N. Rangarajan, *Kautilya The Arthashastra*, New Delhi : Penguin Books India, 1st published, 1992, pp. 306-307

মহেঞ্জোদারো[৪৭], মহাস্থানগড়[৪৮], পাহাড়পুর[৪৯], ভাওয়ালের গড়[৫০] এবং বরেন্দ্র ভূমি[৫১] এলাকায় প্রাচীন যুগে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহে আধুনিক প্রকৌশল ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাচীনকালে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনীতে জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রদান, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি, কাজে উৎসাহ প্রদান, কর্মবন্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রয়োগ করা হতো। আধুনিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত বিভিন্ন কলা-কৌশল ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনাকে[৫২] আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৫৩]

৩.২.২ মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনা

মধ্যযুগে (ঈসা আ. এর জন্মের পর হতে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) বিশ্বব্যাপী সামন্তবাদের[৫৪] ব্যাপক উত্থান পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (স.) তাঁর সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তৎকালীন 'আরবদের

---

[৪৭]হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো : সিন্ধু সভ্যতার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নগর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। দ্রাবিড় জাতি এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল বলে জানা যায়। মহেঞ্জোদারো খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দে নির্মিত হয়েছিল। এ সভ্যতা বর্তমান পাকিস্তান ও উত্তর ভারতে অবস্থিত ছিল, যার বিস্তৃতি ছিল ইরান সীমান্ত, দক্ষিণ ভারতের গুজরাট, উত্তরে বাক্ট্রিয়া পর্যন্ত। পুরকৌশল ও নগর পরিকল্পনায় মহেঞ্জোদারো খুবই উন্নত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার আকস্মিক পতন ঘটে এবং হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো পরিত্যক্ত হয়। (মোঃ মোশারফ হোসেন, *প্রত্নতত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ২৪২-৪৪)

[৪৮]মহাস্থানগড় : বাংলাদেশের উত্তরের জেলা বগুড়ায় মহাস্থানগড় অবস্থিত। এখানে গুপ্ত শাসনামলের (আনুমানিক ৩০০-৫০০ খ্রি.) মথুয়া শিল্পশৈলীর ধারাবাহক এক বুদ্ধ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা হয় এ অঞ্চলে তৎকালে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। মহাস্থানগড় নামটি নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। কারো মতে, এটি মহা স্থান বা বিখ্যাত জায়গা। কেউ বলেছেন, মহাস্থান হলো হিন্দুদের তীর্থ স্থান। স্থানীয় মুসলমানদের মতে এক সময় এটি ওলী ও সূফীদের মিলনকেন্দ্র ছিল। তাই এর নাম মহাস্থান রাখা হয়েছে। (মোঃ মোশারফ হোসেন, *প্রত্নতত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-৬১)

[৪৯]পাহাড়পুর : পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব (৭৮১-৮২১ খ্রি.) অষ্টম শতকের শেষদিকে কিংবা নবম শতকের প্রথম দিকে নির্মাণ করেন। ১৮৭৯ খ্রি. স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এ বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের বিখ্যাত ধর্ম শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। এ ধ্বংসাবশেষটি বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। (প্রধান সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩৯৫)

[৫০]ভাওয়ালের গড় : বাংলাদেশের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত একটি বৃহৎ উত্থিত এলাকা। টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অধিকাংশ এলাকা এ গড়ের অন্তর্ভুক্ত। গড়টির উত্তর অংশ মধুপুর গড় এবং দক্ষিণাংশ ভাওয়ালের গড় নামে পরিচিত। টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় অবস্থিত গড়ের অংশ নিয়ে মধুপুর জাতীয় উদ্যান এবং গাজীপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান গঠিত হয়েছে। (*বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬)

[৫১]বরেন্দ্র ভূমি : এটি বাংলাদেশের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অধিকাংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ জেলার অধিকাংশ স্থান নিয়ে গঠিত এক সুবৃহৎ ভূমি। এ ভূমির আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং বেশির ভাগই পুরাতন পলি দ্বারা গঠিত। এব পূর্ব প্রান্ত একটি নিম্ন চ্যুতি। এ চ্যুতি দিয়ে যমুনা, আত্রাই ও পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমের প্রধান এলাকা খাড়া এবং পূর্ব দিকে এ এলাকা হেলানো। (*বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১)

[৫২]লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা (Logistics Management) : লজিস্টিক শব্দটি সামরিক বাহিনীর কার্যক্রম থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত যুদ্ধের স্থলে সরঞ্জাম সরবরাহ ও সৈন্য চলাচল পরিচালনা করার কলা-কৌশল ও পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা হলো উৎপাদনস্থল হতে সর্বশেষ ব্যবহারকারী ভোক্তা পর্যন্ত পণ্যের উৎপাদন পরিকল্পনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও জাহাজীকরণ অর্থাৎ একটি ব্যবসায়িক লেনদেনের শারীরিক পরিসমাপ্তিকে বোঝায়। (Christian Bierwirth, *Adaptive Search and the Management of Logistics Systems*, New York : Springer Science+Business Media, 2000, p. 18)

[৫৩]Edited, rearranged, translated and introduced by L. N. Rangarajan, *Kautilya The Arthashastra*, op.cit, pp. 676-677

[৫৪]সামন্তবাদ (Feudalism) : সামন্তবাদ মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ভূমি ব্যবস্থাপনা হিসেবে বিবেচিত। সামন্তবাদ মূলত ভূমিকেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিবর্তে স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রিভূত ছিল। মধ্যযুগে নবম শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপবাসীর রাষ্ট্রচিন্তা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আচার-আচরণ ও ভাবধারার উপর সামন্তবাদ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। (Edited by David Herlihy, *The History of Feudalism*, London : Macmillan and Co. Ltd, 1970, pp.1-3)

জাহিলিয়াতের অন্ধকার দূর করে এক আলোকোজ্জ্বল জীবনব্যবস্থার সন্ধান দেন এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত নিরাপদ সোনালী সমাজ উপহার প্রদান করেন। তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরত করে স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর ইসলামী দর্শন সমগ্র 'আরব, আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এসবই মানবজাতির ইতিহাসে বৃহত্তর ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) শাসনব্যবস্থাও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৫৫] এছাড়া পরবর্তীতে বিভিন্ন মনীষী ও গবেষক তাঁদের লেখনিতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন।

আল-ফারাবী[৫৬] ৯০০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। নেতৃত্বের গুণাবলী বর্ণনায় তিনি একজন নেতার আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে ব্যাপক বুদ্ধিমত্তা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, মিতব্যয়িতা, অধ্যবসায়, লোভহীনতা ইত্যাদি গুণ থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন।[৫৭] ইমাম গাযালী[৫৮] ১১০০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা ও শাসকদের গুণাবলী সংক্রান্ত 'নসীহাত আল্-মুল্ক' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি শাসক শ্রেণির জন্য বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, সংযম ও ন্যায়বিচার এ চারটি গুণ থাকা আবশ্যক বলে বর্ণনা করেন। অপরপক্ষে তাদের হিংসা, ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণতা ও শত্রুতা এ চারটি দোষ পরিত্যাগ করা অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন।[৫৯]

থমাস মুর[৬০] তাঁর লেখনির মাধ্যমে শ্রম বিভাজন এবং মানব দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন, অপচয় রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[৬১] নিকালো

---

[৫৫]প্রফেসর ড: আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ও অন্যান্য, *ইসলাম পরিচিতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি. পৃ. ১১২-১৩

[৫৬]আল-ফারাবী (Al-Farabi) : আবু নসর মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-ফারাবী (৮৭০-৯৫৬ খ্রি.) তুর্কিস্থানের ফারাব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক, মৌলিক চিন্তাবিদ, মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ, যুক্তিবিদ, সুরকার ও বিজ্ঞানী ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। (Ian Richard Netton, *Al-Farabi and His School*, London and New York : Routledge Chapman and Hall Inc. 1st published, 1992, pp.1-2)

[৫৭]Ibid, p.34

[৫৮]ইমাম গাযালী (Imam Gazali) : আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-গাযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) ইরানের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মৌলিক চিন্তার অধিকারী মুসলিম দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং সূফী মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তিনি দর্শন, তর্ক, 'ইল্‌মে কালাম, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নীতি-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (হযরত ইমাম গায্যালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, *প্রথম খন্ড : দর্শন ও ইবাদত*, আবদুল খালেক অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৯-১৭)

[৫৯]Edited by Jalal Huma'i & H. D. Isaacs, *Ghazali's Book of Counsel for Kings (Nasihat Al-Muluk)*, Translated by F. R. C. Bagley, London : Oxford University Press, 1964, p. xvi

[৬০]থমাস মুর (Thomas More) : থমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রি.) ছিলেন একজন ইংরেজ আইনবিদ, সমাজ দার্শনিক, লেখক, কূটনীতিক ও মানবতাবাদী। তিনি ১৫২৯ থেকে ১৫৩২ খ্রি. পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি অষ্টম এবং লর্ড চ্যান্সেলরের কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি একটি কাল্পনিক দ্বীপরাষ্ট্রের আদর্শ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে 'ইউটোপিয়া' (Utopia) নামক গ্রন্থ রচনা করেন, যা ১৫১৬ সালে প্রকাশিত হয়। (Thomas More, *Utopia*, *Webster's Spanish Thesaurus edition*, San Diego : Icon Group International Inc., 2005, pp. 2-3)

[৬১]Ibid, pp. 4-5

ম্যাকিয়াভেলি[৬২] তাঁর লেখনিতে বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবস্থাপকের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন।[৬৩]

৩.২.৩ শিল্পবিপ্লবের[৬৪] যুগে ব্যবস্থাপনা

শিল্পবিপ্লবের যুগে (১৭৫০-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) যোগাযোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশুনির্ভরতা ও কায়িক শ্রমের স্থলে অভিনব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থা বা কুটির শিল্পগুলো বড় বড় শিল্প-কারখানায় রূপান্তরিত হয় এবং এ সময়ে ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এ্যাডাম স্মিথ[৬৫] তাঁর লেখায় কলকারখানায় শ্রমবিভাগের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিল্পে উন্নত ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ব্যবস্থাপনার বহুমাত্রিক সমস্যা ও ধারণা তুলে ধরেন।[৬৬] জেমস ওয়াট[৬৭] ও ম্যাথু বোল্টন[৬৮] এ দুই বিখ্যাত উদ্ভাবক বাজার গবেষণা ও পূর্বানুমান, কার্যপ্রবাহ ও প্রয়োজন অনুপাতে পরিকল্পিত যন্ত্রপাতি বিন্যাস, উৎপাদন পরিকল্পনা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, আদর্শমান প্রতিষ্ঠা, প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয়ে অবদান রাখেন।[৬৯] রবার্ট ওয়েন[৭০] শ্রমিক-কর্মীদের ব্যবস্থাপনা

---

[৬২]নিকালো ম্যাকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli) : ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.) ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয় নবজাগরণ যুগের একজন রাজনৈতিক দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি ও রোমান্টিক কমেডি ধরণের নাট্যকার ছিলেন। তাঁর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 'দি প্রিন্স' (The Prince) গ্রন্থে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম অর্থপূর্ণ বাস্তবতাবাদ সমর্থক রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে এবং 'দি ডিসকোর্সেস'(The Discourses) গ্রন্থে প্রজাতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। (Niccolo Machiavelli, *History of Florence and of The Affairs of Italy*, Pennsylvania : Pennsylvania State University, 2007, p. 4)

[৬৩]Edited by Paul A. Rahe, *Machiavelli's Liberal Republican Legacy*, New York : Cambridge University Press, 2006, p. xxvi

[৬৪]শিল্পবিপ্লবের যুগ : ১৭৫০ খ্রি. শিল্পবিপ্লবের প্রথম সূচনা হয় ইংল্যান্ডে। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এ সময়কালে কৃষি ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা থেকে আধুনিক শিল্পায়নের দিকে গতি সঞ্চারিত হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। শিল্প বিপ্লবের নানা কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ ছিল অফুরন্ত পুঁজির যোগান। এর ফলে কাঁচামালের অভাব এবং উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির জন্য বাজারের সমস্যা দেখা দেয়। খনিজ ও বাণিজ্যিক কৃষিতে সমৃদ্ধ উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা হয়। (James L. Outman and Elisabeth M. Outman, *Industrial Revolution Almanac*, New York : Thomson Gale, 2003. pp. 11-13)

[৬৫]এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) : এ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০ খ্রি.) স্কটল্যান্ডের ক্রিকক্যাল্ডি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৭৭৬ খ্রি. 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' নামক গ্রন্থ রচনা করে অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তাঁর রচিত 'The Wealth of Nations' বইটি ২০০৫ সালে সর্বকালের সেরা ১০০ স্কটিশ বইয়ের তালিকায় স্থান লাভ করে। (Gavin Kennedy, *Adam Smith A Moral Philosopher and His Political Economy*, 2nd edition, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2010, pp. 8-9)

[৬৬]Samuel Fleischacker, *On Adam Smith's Wealth of Nations A Philosophical Companion*, London : Princeton University Press, 2004, p. 252

[৬৭]জেমস ওয়াট (James Watt) : জেমস ওয়াট (১৭৩৬-১৮২৫ খ্রি.) একজন স্কটীয় আবিষ্কারক ছিলেন। জীবিকার তাগিদে তিনি বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবক ও যন্ত্র-প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৭৬৯ সালে তিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন করেন। (David Philip Miller, *James Watt, Chemist : Understanding the Origins of the Steam Age*, London : Pickering & Chatto Ltd., 2009, pp. 1-2)

[৬৮]ম্যাথু বোল্টন (Mathew Boulton) : ম্যাথু বোল্টন (১৭২৮-১৮০৯ খ্রি.) ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ প্রস্তুতকারক এবং স্কটিশ প্রকৌশলী জেমস ওয়াটের ব্যবসায়িক অংশীদার। (James Keir, *Memoir of Matthew Boulton*, Birmingham : City of Birmingham School of Printing, 1947, p. 3)

[৬৯]David Philip Miller, op. cit, pp.32-38

[৭০]রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) : রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮ খ্রি.) ব্রিটেনের ওয়েল্‌সের নিউটাউনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক এবং কল্পলৌকিক সমাজতন্ত্র সমবায় আন্দোলনের পুরোধা। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন। (Edited by Noel Thompson and Chris Williams, *Robert Owen and his Legacy*, Cardiff : University of Wales Press, 2011, pp.33-34)

সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁকে 'আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক' বলা হয়।[৭১] ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রবিদ অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ[৭২] গণিত শাস্ত্রের জ্ঞানকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপর গবেষণা করেন। শ্রমিকদের জন্য মুনাফা বন্টন প্রথা, উৎপাদন প্রকৌশল, প্রণোদনামূলক মজুরি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।[৭৩]

৩.২.৪ শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগে ব্যবস্থাপনা

শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগে (১৮৫১-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক নিয়ম-পদ্ধতির উৎপত্তি ঘটে এবং ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময়েই বহুল আলোচিত ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা'র যাত্রা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এফ. ডব্লিউ. টেইলর[৭৪] শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের জগতে পথিকৃত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি উৎপাদন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগের পথ প্রদর্শন করেন। তিনি শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব বন্টন এবং স্বল্প উপকরণ ও শ্রম ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৭৫] হেনরি ফেয়ল[৭৬] তাঁর লেখনিতে ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রদান করেন যা ব্যবস্থাপনার সর্বজনগ্রাহ্য মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। আধুনিক ব্যবস্থাপনার ধারণায় তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। তাঁকে 'আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৭৭] যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রাঙ্ক বাঙ্কার গিলব্রেথ[৭৮] সময় নিরীক্ষা, গতি নিরীক্ষা ও ক্লান্তি নিরীক্ষার ক্ষেত্রে

---

[৭১] Ibid, pp.21-22

[৭২] চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) : চার্লস ব্যাবেজ (১৭৯১-১৮৭১ খ্রি.) একজন ইংরেজ যন্ত্র প্রকৌশলী, গণিতশাস্ত্রবিদ, আবিষ্কারক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিন ও অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন নামে দুইটি যান্ত্রিক কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন। (Bruce Collier and James MacLachlan, *Charles Babbage and the Engines of Perfection*, New York : Oxford University Press, 1998, pp. 10-11)

[৭৩] Ibid, pp.12-13

[৭৪] এফ. ডব্লিউ. টেইলর (Frederick Winslow Taylor) : এফ. ডব্লিউ. টেইলর (১৮৫৬-১৯১৫ খ্রি.) যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন যন্ত্র প্রকৌশলী ছিলেন। তিনি সারা জীবন শিল্পোৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে গিয়েছেন। তাঁকে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক' (The father of scientific management) বলা হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত 'The Scientific Management' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। (Edited by Daniel Nelson, *A Mental Revolution Scientific Management Since Taylor*, Ohio : Ohio State University Press, 1992, p. 1)

[৭৫] Edited by J.-C. Spender & Hugo J. Kijne, *Scientific Management Frederick Winslow Taylor's Gift to the World?*, Boston : Kluwer Academic Publishers, 1996, pp. x-xii

[৭৬] হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) : হেনরি ফেয়ল (১৮৪১-১৯২৫ খ্রি.) বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরাসি খনি প্রকৌশলী ও খনির পরিচালক ছিলেন। তিনি ব্যবসায় প্রশাসনের সাধারণ তত্ত্বের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁর রচিত 'Industrial and General Administration' গ্রন্থটি আধুনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়। (Henri Fayol, *Industrial and general administration,* Translated by J. A. Coubrough, London: Sir Isaac Pitman & Sons, 1930, pp. 1-2)

[৭৭] C. P. Uzuegbu and C. O. Nnadozie, Henri Fayol's 14 Principles of Management : Implications for Libraries and Information Centres, *Journal of Information Science Theory and Practice*, Umudike : Michael Okpara University of Agriculture, June 2015, p. 59

অসামান্য অবদান রাখেন যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক। তিনি প্রবাহ প্রক্রিয়া চার্ট (Flow Process Chart) আবিষ্কার করেন, যা বর্তমানে কল-কারখানা বা যন্ত্রপাতি বিন্যাসে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭৯]

৩.২.৫ আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা

আধুনিক যুগের (১৯৫০ হতে বর্তমান পর্যন্ত) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য লেখক ও গবেষক হচ্ছেন-ডগলাস ম্যাকগ্রেগর[৮০], পিটার এফ. ড্রাকার[৮১], আব্রাহাম মাসলো[৮২], গেরহার্ড হার্জবার্গ[৮৩] প্রমুখ। অতি সাম্প্রতিককালে কতিপয় লেখক ও গবেষকের চিন্তাধারা ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও নীতি-পদ্ধতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এদের মধ্যে হ্যারল্ড কুঞ্জ[৮৪], জন ভন নিউম্যান[৮৫], জর্জ আর. টেরি, এল. এ. অ্যালেন, ফিলিপ কটলার[৮৬], স্টিফেন পি. রবিন্স[৮৭] প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁদের

---

[৭৮]ফ্রাঙ্ক বাঙ্কার গিলব্রেথ (Frank Bunker Gilbreth) : ফ্রাঙ্ক বাঙ্কার গিলব্রেথ (১৮৬৮-১৯২৪ খ্রি.) যুক্তরাষ্ট্রের ফেয়ারফিল্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আমেরিকান প্রকৌশলী, পরামর্শক ও লেখক ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উকিল এবং সময় ও গতি অধ্যয়নের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত। (Purdue University Libraries Archives and Special Collections, *Finding Aid to the Gilbreth Library of Management Papers*, Indiana : Purdue University Libraries, March 2021, p. 8)

[৭৯]Ibid, p. 9

[৮০]ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor) : ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (১৯০৬-১৯৬৪ খ্রি.) মিশিগানের উত্তরের রাজ্য ডেট্রয়েটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আমেরিকান শিল্প প্রকৌশলী ও মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং শ্রম কাঠামোর সমস্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই 'The Human Side of Enterprise'-গ্রন্থে তিনি শ্রমিকদের নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে গবেষণায় ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেন। (Douglas McGregor, *The Human Side of Enterprise*, updated and with a new commentary by Joel Cutcher-Gershenfeld, Annotated edition, New York : Mcgraw-Hill, 2006, pp. 23-24)

[৮১]পিটার এফ. ড্রাকার (Peter Ferdinand Drucker) : পিটার এফ. ড্রাকার (১৯০৯-২০০৫ খ্রি.) একজন অস্ট্রিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট পরামর্শক, শিক্ষাবিদ এবং লেখক ছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপনা শিক্ষার উন্নয়নে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর লেখনীতে আধুনিক ব্যবসায়ের দার্শনিক ও ব্যবহারিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁকে 'আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। (Peter F. Drucker, *Managing in a Time of Great Change*, Boston : Harvard Business Press, 2009, p. xiii)

[৮২]আব্রাহাম মাসলো (Abraham Maslow) : আব্রাহাম মাসলো (১৯০৮-১৯৭০ খ্রি.) একজন মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। মানুষের চাহিদার উর্ধ্বগামী শ্রেণিবিন্যাসের জন্য 'লিড্স হায়ারার্কি থিওরী অব মোটিভেশন' নামে একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। (Abraham H. Maslow, *The Father Reaches of Human Nature*, New York : Penguin Group (USA) Inc., 1971, pp. xv-xx)

[৮৩]গেরহার্ড হার্জবার্গ (Gerhard Herzberg) : হার্জবার্গ (১৯০৪-১৯৯৯ খ্রি.) জার্মানীর হামবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৬ হতে ১৯৪৫ খ্রি. পর্যন্ত সাসকেচওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৩৯ সালে রয়েল সোসাইটি অব কানাডার ফেলো হন। ১৯৪৫ হতে ১৯৪৮ খ্রি. পর্যন্ত তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (Boris Stoicheff, *Gerhard Herzberg An Illustrious Life in Science*, Montreal & Kingston : McGill-Queen's University Press, 2002, pp. x-xii)

[৮৪]হ্যারল্ড কুঞ্জ (Harlod Koontz) : হ্যারল্ড কুঞ্জ (১৯০৯-১৯৮৪ খ্রি.) আমেরিকার ওহাইও রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আমেরিকান সাংগঠনিক তত্ত্ববিদ ও ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমেরিকার অনেক বড় বড় ব্যবসায়িক সংগঠনের পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। (Heinz Weihrich & Harlod Koontz, *Management : A global Perspective*, 11th edition, New Delhi : Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2005, p. 26-27)

[৮৫]জন ভন নিউম্যান (John von Neumann) : নিউম্যান (১৯০৩-১৯৫৭ খ্রি.) হাঙ্গেরীর বুদাপেস্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাঙ্গেরিয়ান-আমেরিকান গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও পলিম্যাথ ছিলেন। নিউম্যানকে তাঁর সময়ের শীর্ষস্থানীয় গণিতবিদ হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি খাঁটি ও প্রয়োগিক বিজ্ঞানকে সুসংহত করেছিলেন। (Giorgio Israel & Ana Millan Gasca, *The World as a Mathematical Game John Von Neumann and Twentieth Century Science*, Boston : Birkhauser Verlag AG, 2009, pp. 1-5)

[৮৬]ফিলিপ কটলার (Philip Kotler) : তিনি ১৯৩১ সালে শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিপণন বিশেষজ্ঞ হিসেবে 'মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট'সহ অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট জগতে ড. ফিলিপকে মার্কেটিং-এর জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে পিএইচ.ডি অর্জন করেন। তিনি নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর। ১৯৯৮ সাল থেকে ফিলিপ কটলার বিশ্বের সেরা ৫০ জন ব্যবসায় ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। (Philip Kotler & Others, *Principles of Marketing*, 7th European edition, Harlow : Pearson Education Limited, 2017, p. xxi)

মধ্যে ডগলাস ম্যাকগ্রেগর যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মানুষের আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেন যা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, মনোবিজ্ঞান, সাংগঠনিক আচরণ, সাংগঠনিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখছে।[৮৮] আমেরিকান ব্যবস্থাপনা পণ্ডিত পিটার এফ. ড্রাকার[৮৯] তাঁর লেখায় আধুনিক ব্যবসায় সংগঠনের অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ধারণা আবিষ্কার করেন।[৯০] আমেরিকান লেখক ও অধ্যাপক স্টিফেন পি. রবিন্স তাঁর লেখায় সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও রাজনীতি এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।[৯১]

৩.৩ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবস্থাপনা ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানই সফলতা লাভ করতে পারে না। বিশ্বায়নের বর্তমান এ যুগে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে দৈনন্দিন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণে দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উৎপাদনের উপকরণ তথা ভূমি, মূলধন, শ্রম, সংগঠন ইত্যাদির সুষ্ঠু ও যথার্থ ব্যবহার করা। কারণ দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে এসব সমন্বয়হীন ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। একটি বাস্তবধর্মী ও কার্যকর কৌশল হিসেবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হলো, সহজে উদ্দেশ্য সাধন করা। এছাড়া কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৯২] সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য কর্মীদের মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ও প্রেষণা প্রদান করা; প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের অভাব পূরণের মাধ্যমে নতুন নতুন

---

[৮৭]স্টিফেন পি. রবিন্স (Stephen P. Robbins) : তিনি ১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি University of Arizona থেকে পিএইচ.ডি অর্জন করেন। তিনি San Diego State University-এর ম্যানেজমেন্টের ইমেরিটাস প্রফেসর এবং বিশ্বে বহুল বিক্রিত ‘Management and Organizational behavior’ এর উপর প্রণীত টেক্সট বইয়ের গ্রন্থকার। তাঁর লিখিত বই ছয় মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে এবং বিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই ‘The Human Side of Enterprise’-এ যুক্তরাষ্ট্রের ১৫০০ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ কানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের শত শত স্কুলে তাঁর বই পড়ানো হয়। (David A. DeCenzo & Stephen P. Robbins, *Fundamentals of Human Resource Management*, 8th edition, Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2005, p. ix)

[৮৮]Douglas McGregor, *The Human Side of Enterprise*, New York : Mcgraw-Hill Book Company, Inc.,1960, pp. 192-95

[৮৯]পিটার এফ. ড্রাকার (Peter Ferdinand Drucker) : পিটার এফ. ড্রাকার (১৯০৯-২০০৫ খ্রি.) ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান-আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট কন্সালটেন্ট, শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার। তাঁর লেখনী আধুনিক ব্যবসায় সংগঠনের দার্শনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছিল। ব্যবস্থাপনা শিক্ষার উন্নয়নে তিনি একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ ‘The Practice of Management’ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁকে "The founder of modern management" বা আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। (Peter F. Drucker, *Managing in a Time of Great Change*, Boston : Harvard Business School Publishing Corporation, 2009, pp. xiii-xv)

[৯০]Peter F. Drucker, *Management Tasks, Responsibilities Practices*, New York : Truman Talley Books, 2007, p. 6

[৯১]Stephen P. Robbins, *Essentials of Organizational Behavior*, 7th edition, New Jersey : Pearson Education, Inc., 2003, pp. 1-2

[৯২]S. Anil Kumar & N. Suresh, *Production and Operations Management (with Skill Development, Caselets and Cases)*, 2nd edition, New Delhi : New Age International (P) Limited, Publishers, , pp. 11-12

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ভোক্তাদের নিত্যনতুন রুচি ও চাহিদা পূরণ, ব্যবসায়ের সম্ভাব্য নতুন দ্বার উম্মোচন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন; বৃহদায়তন উৎপাদন; কর্মীদের কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি; সঠিক পরিকল্পনা, সুষ্ঠু সংগঠন এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অপচয় হ্রাস করা; শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা; কার্য পরিবেশের উন্নয়ন; সামাজিক উন্নয়ন; অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৯৩]

অতএব ব্যবস্থাপনাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের একটি পথ প্রদর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ছাড়া এক মুহূর্তও গতিশীল থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, রাষ্ট্রীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৩.৪ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল সাধারণ প্রশাসনিক কার্যক্রম আবশ্যকীয়ভাবে সম্পাদন করতে হয় তার সমষ্টিই হলো ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম ও অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে পূর্বানুমান বা পরিকল্পনা প্রণয়ন। সম্ভাবনা বা ধারণার পরিবর্তে বাস্তবতার আলোকে কাজ করার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করে একটি রূপরেখা তৈরি করে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার জন্য ভবিষ্যৎ কার্য নকশা প্রণয়নের মানসিক অবস্থা হলো পরিকল্পনা।[৯৪] ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সংগঠিতকরণ। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপায়-উপকরণ ও সম্পদ প্রয়োজন সেগুলো সংগ্রহ করা, সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণকেই সংগঠিতকরণ বলা হয়।[৯৫] সংগঠন কাঠামো তৈরি করার পর ব্যবস্থাপনার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কর্মীসংস্থান। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যেসব লোক দরকার হয় তা নির্ধারণ করে তা সংগ্রহ ও নির্বাচন করা এবং তাদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করার প্রক্রিয়া হলো কর্মীসংস্থান।[৯৬] ব্যবস্থাপনার চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্দেশনা। এটি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার কার্য বিশেষ। নির্দেশনা বলতে কর্মীদেরকে মূল লক্ষ্যের আলোকে কর্ম সম্পাদনের জন্য আদেশ-নির্দেশ প্রদানকে বুঝায়।[৯৭] ব্যবস্থাপনার পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রেষণা দান করা। নির্বাহীগণ যে উপায়ে বা

---

[৯৩] Elizabeth Kummerow & Neil Kirby, *Organisational Culture Concept, Context and Measurement*, vol. I, New Jersey : Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2014, pp. 150-155

[৯৪] Ibid, p. 9

[৯৫] Peter F. Drucker, *Management Tasks, Responsibilities,Practices*, op. cit, p. 237

[৯৬] Ibid, p. 306

[৯৭] Elizabeth Kummerow & Neil Kirby, *Organisational Culture Concept, Context and Measurement*, vol. I, op. cit. p. 240

প্রক্রিয়ায় অধীনস্থ কর্মীদের পূর্ণ কার্যক্ষমতা ব্যবহার ও কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে তাকে প্রেষণা বলে।[৯৮] ব্যবস্থাপনার ষষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সমন্বয় সাধন। প্রতিষ্ঠানিক কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ, শাখা এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাকে সমন্বয় সাধন বলে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক কাজের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।[৯৯] ব্যবস্থাপনার সপ্তম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিয়ন্ত্রণ। এটি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজ সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা, কোন ত্রুটি থাকলে তা খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে নিয়ন্ত্রণ বলে।[১০০] ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল এবং চক্রাকারে আবর্তিত হয় বলে এটি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত।

৩.৫ ইসলামে ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

ইসলামে আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল বিধি-বিধান সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পালনীয় করে পেশ করা হয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যতীত দায়িত্বহীন কোন কাজ বা 'আমলের কোন গ্রহণযোগ্যতা ইসলামে নেই। ইসলাম নির্দেশিত ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে জীবনের যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। নিম্নে ইসলামী ব্যবস্থাপনার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো :

কুরআন ও সুন্নাহ্র আদর্শভিত্তিক

মুসলিমদের জীবনের সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্র 'ইবাদাত, মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, পারস্পরিক লেনদেন, চুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অধিকার ইত্যাদি কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে।[১০১] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "আর নিঃসন্দেহে এটাই আমার সরল পথ; এ পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, অন্য কোন পথের অনুসরণ করবে না, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও"।[১০২] কুরআন ও

---

[৯৮] Philip Kotler, *Marketing Management*, Millenium Edition, New Jersey : Prentice-Hall, Inc. A Pearson Education Company, 2001, p. 13

[৯৯] Ibid, p. 169

[১০০] Elizabeth Kummerow & Neil Kirby, *Organisational Culture Concept, Context and Measurement*, vol. I, op. cit. p. 227

[১০১] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল্লাহ্র হক বান্দার হক*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ৯

[১০২] সূরা আল্-আন'আম, আয়াত : ১৫৩

সুন্নাহ্র পথই একমাত্র সফলতা ও সন্তুষ্টির পথ। অন্য সকল পথই ব্যর্থতা ও অবাধ্যতার পথ। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সকল ক্ষেত্রে এই দুইটি মৌলিক সূত্র অনুসরণ করা হয়।[১০৩]

সততা নির্ভর

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মালিক-শ্রমিক, ব্যবস্থাপক-কর্মচারী সকলের যাবতীয় কাজ-কর্ম সততার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় পারস্পরিক কার্যক্রমে কেউ মিথ্যাশ্রয়ী হয় না।[১০৪] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ "তোমাদের কর্তব্য সত্যাশ্রয়ী হওয়া। কেননা, সত্যবাদিতা পূণ্যময় পথের সন্ধান দেয়, আর পূণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে"।[১০৫]

বৈধ উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় কোন ধরণের নৈতিকতা পরিপন্থী ও হারাম কাজের উদ্দেশ্য থাকে না। যেসব কাজ বৈধ ও জনকল্যাণকর ইসলামী ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র সেসব কাজ করার অনুমোদন দেয় এবং উদ্বুদ্ধ করে।[১০৬] মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ "তোমরা নিজেদের জন্য যে সৎকর্ম অগ্রে প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্র নিকট প্রাপ্ত হবে"।[১০৭]

প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সংগঠনের কল্যাণে সম্পদের সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। বিশেষ করে বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যা মানুষের কর্মকাণ্ডকে কল্যাণকর, সহজ ও গতিশীল করে, তা বৈধভাবে ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই।[১০৮] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا "আর তারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব কিছু বৃথা সৃষ্টি করেননি"।[১০৯] আয়াতে ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

---

[১০৩]আবু বকর মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউনুস আত্-তামীমী, *আল্-জামি'উ লিমাসায়িলিল মুদাওয়ানাহ্*, ২৪শ খণ্ড, জামি'আহ্ উম্মুল কুরা : মা'হাদ আল্-বুহুসিল 'ইল্মিয়্যাহ্ ওয়া ইহয়াউত্ তুরাসিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি. পৃ. ৬৩

[১০৪]মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি. পৃ. ৩২৪

[১০৫]ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদুল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ১৮২

[১০৬]মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ২৬

[১০৭]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ১১০

[১০৮]ড. এম উমর চাপরা, অনুবাদ : ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও অন্যান্য, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১১ খ্রি. পৃ. ২০৩

[১০৯]সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত : ১৯০-৯১

পারস্পরিক সহযোগিতা

একজন নেতা বা ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। বিশেষত কোন সংগঠন বা কোম্পানিতে সঠিক পরিমাণে উৎপাদন কিংবা কাজের যথাযথ ফলাফল অর্জন করার জন্য ঐ সংগঠনের কর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।[১১০] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং গুনাহের কাজ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে না"।[১১১] আয়াতে মহান আল্লাহ্ কল্যাণকর কাজে পারস্পরিক সহযোগিতাকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা

মানব সমাজের সদস্য হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে। এছাড়া পার্থিব জীবনে প্রতিটি মানুষ যেমন তার অধীনস্থের লোকদের উপর দায়িত্বশীল, তেমনিভাবে তার উর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছেও দায়বদ্ধতা রয়েছে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ দায়িত্বশীলতা এবং দায়বদ্ধতার গুরুত্ব অত্যধিক।[১১২] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"।[১১৩] এটি সাধারণভাবে প্রশাসকের আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা এর মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য নিহিত রয়েছে। যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা দেখা যায় তাহলে তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। এক্ষেত্রে বিবাদের মুখোমুখি না হয়ে তাদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যেতে হবে।[১১৪] অতএব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক ও কর্মী উভয়ের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ন্যায়ানুগভাবে পালনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে।

মানবসম্পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মানুষকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

---

[১১০] অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, *মহানবীর (সা.) অর্থনৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ৩৫৯

[১১১] সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ২

[১১২] শাহ আবদুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি. পৃ. ৭৩

[১১৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-বুখারী আল্-জু'ফী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খন্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন কাসীর, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ৩০৪

[১১৪] আবুল হাসান 'আলী ইব্ন খালফ ইব্ন 'আব্দুল মালিক ইব্ন বাত্তাল, *শরহে সহীহিল বুখারী লিইব্ন বাত্তাল*, ৮ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ২০৯

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا "আমি আদম সন্তানকে সম্মান দান করেছি, আমি তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দিয়েছি; আর পবিত্র জিনিস থেকে তাদের জন্য রিয্ক দিয়েছি এবং আমার বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি"।[১১৫] আদম সন্তানকে অন্য সকল প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের খাদ্য ও পানীয়কে অন্য সকল প্রাণীর খাদ্য ও পানীয়ের চেয়ে পবিত্র করা হয়েছে।[১১৬] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির ন্যায়"।[১১৭] খনিজ সম্পদকে যেমন ভালো ও মন্দ উভয় কাজে লাগানো যায়, তেমনি মানুষও ভালো ও মন্দ উভয় কাজেই পারঙ্গম।[১১৮] তাই ইসলামী বিধানের সংস্পর্শে যখন কোন মানুষ নিজেকে আলোকিত করে তখন সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনা মানুষের এই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চায়।

পরামর্শের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে সঠিক পরিকল্পনা কাজের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে। পরিকল্পনার নির্ভুল ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ইসলাম উর্ধ্বতনদেরকে তাদের অধীনস্থদের অংশগ্রহণ ও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করে। আল্লাহ্র রাসূল (স.) ওহী বা আল্লাহ্র বাণী দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন।[১১৯] যেমন ইরশাদ হয়েছে, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ "আপনি কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন আপনি সংকল্প করেন তখন আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন"।[১২০] মহান আল্লাহ্ মু'মিনদের পারস্পরিক দয়া, পবিত্রতা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করা এবং এ রীতি উম্মাতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১২১]

---

[১১৫]সূরা আল্-ইস্রা, আয়াত : ৭০

[১১৬]ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালাম ইব্ন আবি সা'লাবাহ্ আত্-তাইমী বিল্ ওয়ালা, *তাফসীরু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালাম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি. পৃ. ১৫০

[১১৭]জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর আস্-সুয়ূতী, *আল্-ফাত্হুল কবীর ফী দাম্মিয্ যিয়াদাতি ইলা জামি'ঈস্ সাগীর*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

[১১৮]আল্-হুসাইন ইব্ন মাহমুদ ইবনুল হাসান মাযহারুদ্দীন আয্-যায়দানী আল্-মুয্হিরী, *আল্-মাফাতীহু ফী শর্হিল মাসাবীহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৩০১-৩০২

[১১৯]ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি. পৃ. ৯৭-৯৮

[১২০]সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত : ১৫৯

[১২১]আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মাওয়ার্দী, *তাফসীরুল মাওয়ার্দী আন্-নুকাতু ওয়াল 'উয়ূন*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৪৩৩

একতাবদ্ধ ও সংগঠিতকরণ

জনশক্তিকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত করতে পারলে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা অটুট থাকে এবং তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে দক্ষতার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনা কর্মীদেরকে সুসংগঠিত রাখার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।[১২২] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا "আর তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না"।[১২৩]

সময়ের সদ্ব্যবহার

ইসলামী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সঠিক সময়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে বাস্তবসম্মত নির্দেশনা না দিতে পারলে কাজের প্রত্যাশিত ফলাফল আশা করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।[১২৪] সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের তাগিদ দিয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا "নিশ্চয়ই সালাত মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত"।[১২৫] এ আয়াতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পরিমিত কর্ম সম্পাদন

মহান আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টবস্তুর প্রতিপালন, পরিচর্যা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সবই পরিমিতভাবে করেছেন। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কাজ পরিমিত ও সীমিত পরিসরে সম্পাদন করা হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কাজে নিরুৎসাহিত করা হয়।[১২৬] মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ "নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি জিনিসকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি"।[১২৭] মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا "আল্লাহ্ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন"।[১২৮]

সাধ্যমত কর্মের সমন্বয়

লক্ষ্য অর্জনে কাজের সমন্বয় সাধন করা বা সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো ইসলামী ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একদল কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দিলেই কোন কর্ম সুসম্পাদিত হয় না; বরং তাদের

---

[১২২] ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
[১২৩] সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত : ১০৩
[১২৪] Marc Mancini, *Time Management*, New York : The McGraw-Hill Companies, Inc. 2003, p. 21
[১২৫] সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১০৩
[১২৬] ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
[১২৭] সূরা আল্-কামার, আয়াত : ৪৯
[১২৮] সূরা আশ্-শুরা, আয়াত : ২৭

সকলের কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে হয়। প্রত্যেক কর্মীর সামর্থ্য ও যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তাদের মাঝে সঠিকভাবে কার্যবন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কর্মী বা অধীনস্থদের উপর কোন দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে এটাই মহান আল্লাহ্‌র বিধান।[১২৯] মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا "আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেন না। শীঘ্রই আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন"।[১৩০] তাই কাউকে কোন দায়িত্ব দেওয়া এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জবাবদিহিতা তলব হতে হবে সামর্থ্যের মানদণ্ডের ভিত্তিতে। তাই কোন নেতা বা দায়িত্বশীল যদি তার অধীনস্থদের সংশোধন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা করে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অবাধ সুযোগ করে দেয়, তাহলে সে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে।[১৩১] রাসূলুল্লাহ্ (স.)-ইরশাদ করেন, أَيُّمَا وَالٍ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ ، وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهِ وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ "যে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুসলিমদের কোন ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে যদি তাদেরকে সদুপদেশ না দেয় এবং তাদের কল্যাণে সেভাবে চেষ্টা না করে যেভাবে সে নিজের জন্য করে থাকে, তাহলে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ তার চেহারাকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।[১৩২] অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মুসলিমদের দীন ও দুনিয়ার বিষয়ে কল্যাণকামী না হয় তাহলে তার এ শাস্তি হবে। কারণ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের স্থায়ী কল্যাণ সাধনের জন্য তাকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। যখন বিষয়টি পরিবর্তিত হয় তখন সে জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হয়।[১৩৩]

পারস্পরিক সুসম্পর্ক

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মালিক কিংবা পরিচালকের সাথে শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গভীর সুসম্পর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্কের মাধ্যমেই পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার রক্ষা করা হবে। এখানে একে অপরকে এড়িয়ে চলবে না; অথবা একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টাও করবে না।[১৩৪] পরস্পরের প্রতি নম্র আচরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রশংসা করে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ "অতএব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; আপনি যদি

---

[১২৯]ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

[১৩০]সূরা আত্-তালাক, আয়াত : ৭

[১৩১]জাবেদ মুহাম্মাদ, *আল্লাহ্‌র হক মানুষের হক*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি. পৃ. ২৩৯

[১৩২]সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত্-তাবারানী, *আল্-মু'জামুস্ সাগীর লিত্তাবারানী*, ১ম খন্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ২৮৩

[১৩৩]আল্-ইমাম আল্-হাফিয যাইনুদ্দীন 'আব্দুর রঊফ আল্-মানাভী, *আত্-তাইসির বিশারহিল জামি'ইস সাগীর*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ৪১৭

[১৩৪]ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয়ের হতেন তাহলে অবশ্যই তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো। অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন”।[১৩৫] ব্যক্তির অধীনস্থ চাকর-চাকরানী কিংবা দাস-দাসীর প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ فَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ “তোমাদের গোলামদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের গোলামদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের গোলামদের ব্যাপারে সাবধান! তাদেরকে ঐ মানের আহার দান কর যা তোমরা গ্রহণ কর, ঐ মানের পরিধেয় দান কর যা তোমরা পরিধান কর। যদি তারা কোন অপরাধ করে বসে আর তোমরা তাদের ক্ষমা করতে না চাও তাহলে আল্লাহ্র বান্দাদের বিক্রি করে দাও। কিন্তু কোনক্রমেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করো না”।[১৩৬] এখানে অধীনস্থ ও দুর্বলদের প্রতি ইহ্সান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দায়বদ্ধতা

ইসলামী ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো দায়বদ্ধতা। প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব কর্তব্য পালনের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বপ্রথমে এ দায়বদ্ধতা থাকতে হবে নিজের বিবেকের কাছে।[১৩৭] মহান আল্লাহ্ বলেন, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا “তাদের অন্তঃকরণ রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তারা অনুধাবণ করে না”।[১৩৮] এটি জাহান্নামীদের একটি আলামত, তারা আল্লাহ্র কোন উপদেশ, আদেশ-নিষেধের তাৎপর্য অনুধাবন করে না।[১৩৯] অতঃপর জনগণ, কর্তৃপক্ষ এবং আল্লাহ্র কাছে দায়বদ্ধতা রয়েছে। এর কারণ হলো- ইসলামের দৃষ্টিতে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শাসনক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা প্রত্যেকটিই মহান আল্লাহ্র আমানতস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ “তিনি (আল্লাহ্) যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে”।[১৪০] অর্থাৎ বান্দার প্রতি তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কেউ

---

[১৩৫]সূরা আলে ‘ইমরান, আয়াত : ১৫৯

[১৩৬]আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, *মুস্নাদুল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল*, ২৬শ খন্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৩৩৪

[১৩৭]গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত, *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৪১

[১৩৮]সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ১৭৯

[১৩৯]আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল মাহ্দী ইব্ন আজীবাহ্ আল্-হাসানী আল্-ইদ্রীসী, *আল্-বাহ্রুল মাদীদ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৫৭৭

[১৪০]সূরা আল্-আম্বিয়া, আয়াত : ২৩

জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না বরং বান্দাগণ যা কিছু ‘আমল করে সে সম্পর্কে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।[১৪১]

স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে যাদের প্রভাবিত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে তাদের নিকট সে সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত কোন কিছু গোপন না করে সকল বিষয় প্রকাশ করাই হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা। ইসলামে একটা স্বচ্ছ ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থাপনা কাম্য।[১৪২] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى “আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা বলবে”।[১৪৩] ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا “ন্যায়পরায়ণগণ (বিচার দিবসে) আল্লাহ্র নিকটে নূরের মিম্বরসমূহে পরম করুণাময়ের ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। তাঁর উভয় হাতই ডান হাত। যারা তাদের শাসনকার্যে, তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে”।[১৪৪]

দক্ষতা ও আন্তরিকতা

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কাজে দক্ষতা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে। পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। কর্মক্ষত্রে এরূপ সুনিপুণ কর্মপন্থাই মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ কাজটিকে ‘ইহ্সান’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহান স্রষ্টার ‘ইবাদাত এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দর ও উত্তমরূপে সম্পাদন করাকে ইহ্সান বলা হয়।[১৪৫] মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ন্যয়বিচার ও ইহ্সান করতে”।[১৪৬] শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ “মহান আল্লাহ্ সবকিছুতেই ইহ্সানকে অবধারিত করে দিয়েছেন।[১৪৭] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বাবস্থায় ইহ্সান করা ওয়াজিব। এমনকি মানুষের

---

[১৪১]ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালাম ইব্ন আবি সা'লাবাহ্ আত্-তাইমী বিল্ ওয়ালা, *তাফসীরু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

[১৪২]ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

[১৪৩]সূরা আল্-আন'আম, আয়াত : ৫২

[১৪৪]আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : মাত্বা'আহ্ ‘ঈসা আল্-বাবী আল্-হালাবী ওয়া শুরাকাহু, ১৩৭৪ হি./১৯৫৫ খ্রি. পৃ. ১৪৫৮

[১৪৫]ড. এম উমর চাপরা, অনুবাদ : ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও অন্যান্য, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[১৪৬]সূরা আন্-নাহ্ল, আয়াত : ৯০

[১৪৭]‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আলী ইব্নিল জারূদ আবু মুহাম্মদ আন্-নাইসাপুরী, *আল্-মুন্তাকা মিনাস্ সুনান আল-মুসান্নাদাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুল কিতাব আস্-সাকাফিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ২২৬

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এবং পশু যবেহ্ করার ক্ষেত্রেও ইহ্সান করা আবশ্যক।[১৪৮] 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (স.) বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন যে, তোমরা কেউ যখন কোন কাজ করবে তখন তা নিপুণতার সাথে করবে।[১৪৯] এ ভাষ্য হতে 'আমলসমূহ সুনিপুণ ও সুন্দরভাবে করার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।[১৫০] কুলাইব ইব্ন শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (স.) বলেন, يُحِبُّ اللهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ "মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন যে, কোন শ্রমিক যখন কাজ করে তখন সে যেন তা সুন্দরভাবে করে"।[১৫১]

ন্যায়সঙ্গত মজুরী প্রদান

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক কর্মীর প্রতিটি কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় এবং কাজের পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ কালক্ষেপণ এবং গড়িমসি করা নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِى عَمَلِهِ "তোমরা ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিককে তার মজুরী প্রদান কর। আর কাজে থাকা অবস্থায়ই তাকে তার মজুরী সম্পর্কে অবহিত কর"।[১৫২] এখানে দ্রুততার সাথে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রদানের তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং শ্রমিকের অধিকারের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।[১৫৩]

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও ইহ-পরকালীন কল্যাণ লাভ

ইসলামী ব্যবস্থাপনা ব্যতীত বিশ্বে প্রচলিত অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় পার্থিব কর্মকাণ্ডের জন্য পরকালীন মুক্তি বা শাস্তির এরূপ কঠোর ঘোষণা দেওয়া হয়নি। ইসলামে সকল কল্যাণকর কাজের সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা বৈধ ব্যবস্থাপনার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও কল্যাণ লাভের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এমনকি পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করে ইহকালীন কল্যাণে কোন কিছুর কম প্রাপ্তিও বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়ে থাকে।[১৫৪] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ "আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর সন্ধান করো। আর দুনিয়া থেকেও

---

[১৪৮]তাকীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন 'আব্দুল হালীম ইব্ন তাইমিয়া, *আল্-ইখ্তিয়ারাতুল ফিক্হিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৯৭ হি./১৯৭৮ খ্রি. পৃ. ৬১৯

[১৪৯]আবুল কাসিম সুলাইমান ইব্ন আহমাদ আত্-তাবারানী, *আল্-মু'জাম আল্-আওসাত*, ১ম খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি. পৃ. ২৭৫

[১৫০]ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৭ম খণ্ড, দামেশক : দারুল ফিকর, তা. বি. পৃ. ৪১

[১৫১]'আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল্-ফাত্হুল কাবীর ফী দাম্মিয্ যিয়াদাতি ইলাল জামি'ঈস্ সাগীর*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩৯১

[১৫২]আহমাদ ইব্নুল হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন মূসা আবু বকর আল্-বায়হাকী, *সুনান আল্-বায়হাকী আল্-কুব্রা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্রামাহ্ : মাক্তাবাহ্ দারুল বায্, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ১২০

[১৫৩]'আব্দুল হক ইব্ন সাইফুদ্দীন দেহলভী হানাফী, *লুম'আতুত্ তান্কীহ্ ফী শরহে মিশ্কাতিল মাসাবীহ্*, ৫ম খণ্ড, দামেশক : দারুন্ নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি. পৃ. ৬৫২

[১৫৪]মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল্লাহ্র হক বান্দার হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

নিজের অংশের কথা ভুলে যেও না। আল্লাহ্ তোমার উপর যেমন দয়া করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) তেমনি দয়া করো"।[১৫৫] ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মালিক, পরিচালক বা ব্যবস্থাপক এবং তাদের অধীনস্থ কর্মচারী, শ্রমিক ও কর্মী সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হবে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তিলাভ। তবে ইহকালীন বৈধ সুযোগ-সুবিধা ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মানব জীবন হলো, ইহকাল ও ও পরকালের একটি সমন্বিত ও অবিভাজ্য রূপ। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনা উভয় জগতের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহান আল্লাহ্ তাঁর বিশাল সৃষ্টিজগতের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে সার্বক্ষণিক সুচারুভাবে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি এক সূক্ষ্ম মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে একমাত্র মানুষকে তিনি সীমিতভাবে এক বিশেষ ধরণের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তবে তাকে একচ্ছত্রভাবে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়নি। মহান আল্লাহ্ মানুষকে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান ও বিশেষ নীতিমালা প্রদান করেছেন যার ভিত্তিতে সে সাংগঠনিকভাবে জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে একটি সুশৃঙ্খল, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে এবং তার পার্থিব জীবনে কল্যাণ সাধিত হয় এবং পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি নিশ্চিত হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার আলোকে পারস্পরিক সমন্বিত উদ্যোগ ও সহযোগিতামূলক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সকল বৈধ লক্ষ্য অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে পার্থিব জগতে বসবাসকারী সকলের সার্বিক জীবনাধারণ সহজসাধ্য, নিরাপদ ও শান্তিদায়ক হয়। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাথে প্রভুত্বের সম্পর্কের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কাজের ফলাফল অর্জন এবং দায়ভার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমানভাবে অংশীদার হয়ে থাকে। এতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ন্যায়বিচার করার পথ সুগম হয়। ইসলামে বাজারসহ সকল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান উপরিউক্ত নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা করা হলে তার সফল পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।

[১৫৫]সূরা আল্-কাসাস, আয়াত : ৭৭

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা

৪.১ বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ৮৩

৪.২ বাংলাদেশের কতিপয় বাজার সমীক্ষা ৯২

৪.৩ বাজার সমীক্ষার ফলাফল ৯৬

৪.৪ বাংলাদেশে প্রচলিত বাজারসমূহের বাস্তব অবস্থার চিত্র ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা

বাজারের ধারণা যখন মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না, তখন মানুষ পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য বিনিময় করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাত। অতঃপর যখন বাজার ও মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা চালু হয় তখন বাজার পরিচালনার বা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সামনে আসে। বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা, বিভিন্ন ধরণের পণ্য, সেবা, চাহিদা, মূল্য, লেনদেন ইত্যাদি সংক্রান্ত বহুমুখী বিষয়ের সমাবেশ ঘটে। মূলত এ সকল বিষয়ের মধ্যে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাজার ব্যবস্থাপনার ধারণা সৃষ্টি হয়। বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়, পণ্যের আদান-প্রদান, অর্থের লেনদেন, বাজারের শৃঙ্খলা রক্ষা, যাতায়াত, পরিচ্ছন্নতা, ব্যবসায়ী ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকারসমূহ রক্ষিত হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধি-বিধান ও আইন-কানুন প্রতিপালিত হয়। সর্বোপরি কেউ বাজারের কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে না; ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশে শিক্ষার হারের স্বল্পতা, জনগণের অসচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সুষ্ঠু নযরদারির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বাজারসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা হয় না। সঠিক ব্যবস্থাপনা না হওয়ার কারণে বাজারসমূহে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি ঘটনা ক্রমাগত ঘটতে থাকে। তাই জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু, নিয়মতান্ত্রিক ও সুপরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বক্ষ্যমান অধ্যায়ে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি আইন পর্যালোচনা; বাংলাদেশের নির্বাচিত বিশটি বাজার সমীক্ষার ফলাফল ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত বাজার ব্যবস্থাপনার বর্তমান চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.১ বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন

বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে। এ আইন ও নীতিমালা বিভিন্ন সময়ে বাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বাজারের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের আলোকে বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে কিনা এবং বাজারে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে আইনসমূহে উল্লিখিত শাস্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে এরূপ কয়েকটি আইনের পরিচিতি ও বিষয়বস্তু নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক. হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০২

এ নীতিমালাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০০২ সালের ২০ জুলাই জারি করা হয়। এ নীতিমালার বিষয়বস্তু হলো, সরকারী হাট-বাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি-বিধান। এ নীতিমালায় সর্বমোট ১২টি ধারা সংযোজিত হয়েছে। এ নীতিমালার ধারা ৪-এ হাট-বাজার সম্পর্কিত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব হলো, অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারা প্রদান, নতুন হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা, সীমানা নির্ধারণ, পরিধি সংরক্ষণ, অবৈধ দোকান পাট ও বাড়ি-ঘর উচ্ছেদ করাসহ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশের অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। ধারা ৫-এ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন পদ্ধতি ও কমিটির দায়িত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে।[১]

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০২ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিটি হাট-বাজারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, টোল আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য হাট-বাজার ইজারা ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা মোতাবেক প্রতিটি হাট-বাজার পর্যায়ে হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং তাদের কার্যাবলী তদারকি, নির্দেশ ও পরামর্শদানের জন্য উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে যথাক্রমে 'উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি', 'পৌরসভা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি' ও সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি', নামে একটি করে কমিটি গঠন করতে হবে। হাট-বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক গঠিত হবে।[২] উপজেলা পর্যায়ের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক গঠিত হবে।[৩]

---

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সরকার হাট-বাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন সম্পর্কে নীতিমালা*, ঢাকা : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রজেই-২, ২০ জুলাই, ২০০২ খ্রি. পৃ. ৩৭-৪৪

[২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রস্তাবিত খসড়া *'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন' ২০১৮* এবং প্রস্তাবিত *'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা' ২০১৮*, ধারা ১৬, ঢাকা : ভূমি মন্ত্রণালয় সায়রাত শাখা-২, স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৮.০৭১.১৫-১৩৩, ০১ জুলাই ২০১৮ খ্রি. পৃ. ৯

[৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সরকারী হাট-বাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন সম্পর্কে নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন পদ্ধতি ও কমিটির দায়িত্ব

হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের স্থায়ী-অস্থায়ী সকল দোকান মালিক কর্তৃক নির্বাচিত একজন সভাপতি ও একজন সদস্য-সচিবসহ মোট দশজন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। কমিটির অপর সদস্যগণ হলেন, স্থায়ী দোকান মালিকদের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, মহিলা দোকান মালিকদের নির্বাচিত/মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের কমিউনিটি অর্গানাইজার, ছয় মাস ধরে ব্যবসা করছে এমন অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত/মনোনীত একজন প্রতিনিধি, স্থানীয় ভ্যান ও রিক্সা চালকগণ কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং বাস/ট্রাক মালিক সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীত একজন প্রতিনিধি।[৪]

হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো : (১) স্ব স্ব হাট-বাজারের সার্বিক উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইজারা মূল্য হতে সংরক্ষিত অর্থের (১৫%-২৫%) আলোকে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ; (২) তোলা আদায়কারীদের তোলা আদায় এবং তোলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তদারকি; (৩) অননুমোদিত হারে বা অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্য, ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে তোলা আদায় রোধ করা; (৪) অনুমোদিত তোলা আদায় ব্যতীত বে-আইনীভাবে বা জোরপূর্বক কোনরূপ আদায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতাকে হয়রানী রোধ করা; (৫) হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা; (৬) কমিটি কমপক্ষে মাসে একটি সভায় মিলিত হবে। উক্ত সভায় হাট-বাজার পরিচালনা, তোলা আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হবে এবং তা উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। (৭) মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতাদের ক্রয়-বিক্রয়ে সুবিধা প্রদান করা।[৫]

উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব

হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০২ অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে সদস্য-সচিব করে উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অপর সদস্যগণ হলেন : উপজেলা প্রকৌশলী, সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পর্যায়ের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত উপজেলা

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

পর্যায়ের একজন সরকারী কর্মকর্তা এবং উপজেলার সকল হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিগণ হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি।[৬]

উপজেলা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো : (১) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হবে; (২) উপজেলার অধীনস্থ সকল হাট-বাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি নযর রাখা; (৩) হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন দেওয়া; (৪) সকল হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মিটিং নিশ্চিত করা; (৫) হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব যথাযথ পালন হচ্ছে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য রাখা; (৬) হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা হাট-বাজার সমন্বয় কমিটির কার্যাবলী নিয়মিত জেলা প্রশাসককে অবহিত করা ও তাঁর পরামর্শ মোতাবেক কাজ করা; (৭) অনুমোদিত হারে তোলা আদায় নিশ্চিত করা; (৮) হাট-বাজারের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি নযর রাখা; (৯) হাট-বাজারের অবৈধ দখল রোধ করা।[৭]

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও দায়িত্ব

হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০২ অনুযায়ী পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/চেয়ারম্যান/প্রশাসককে সভাপতি, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সচিবকে সদস্য-সচিব এবং কতিপয় সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে পৌরসভা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যগণ হলেন : সহকারী পরিচালক স্থানীয় সরকার, উপজেলা প্রকৌশলী, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পর্যায়ের দুইজন সরকারী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত পৌরসভা এলাকার দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত পৌরসভা এলাকাভুক্ত কলেজ/স্কুলের একজন শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রতিটি হাট-বাজারের দোকানদার/ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের মধ্য হতে দুইজন প্রতিনিধি।[৮]

পৌরসভা হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো : (১) পৌর এলাকার সকল হাট-বাজারের সার্বিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন; (২) তোলা আদায়কারীদের তোলা আদায় এবং তোলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তদারকি; (৩) অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত তোলা আদায় এবং তোলা দেওয়া হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/দ্রব্য, ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে

---

[৬]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

[৭]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

তোলা আদায় রোধ করা; (৪) অনুমোদিত হারে তোলা আদায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বে-আইনীভাবে আদায় বা জোরপূর্বক কোনরূপ আদায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের হয়রানী রোধ করা; (৫) হাট-বাজারের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা; (৬) হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা; (৭) হাট-বাজার এলাকায় জমি অবৈধভাবে দখল এবং তাতে দালান-কোঠা নির্মাণ করতে না দেওয়া; (৮) প্রত্যেকটি হাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাট্রিন/ইউরিনাল নির্মাণ নিশ্চিতকরণ; (৯) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হবে। উক্ত সভায় হাট-বাজারের পরিচালনা, তোলা আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হবে এবং তা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।[৯]

খ. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯

এ আইনটি ২০০৯ সালের ২৬ নং আইন যা মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর ৬ এপ্রিল ২০০৯ খ্রি. সোমবার গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করার লক্ষ্যে এ আইন প্রণীত হয়। এতে সর্বমোট ৮২টি ধারা সংযোজিত হয়। তন্মধ্যে ধারা ২-এর উপধারা (২০)-এ ভোক্তা অধিকার বিরোধী অপরাধমূলক কার্যের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ধারা ৫-এ বাণিজ্যমন্ত্রী, বাণিজ্য সচিব, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের সমন্বয়ে ২৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। ধারা ৮-এ পরিষদের কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে মহাপরিচালক ও জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান; প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন; এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান; জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; অধিদপ্তর, মহাপরিচালক এবং জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ; উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। ধারা ১০-এ জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি প্রতিষ্ঠা করার বিধান রাখা হয়েছে। ধারা ১১-এ প্রদত্ত জেলা কমিটির দায়িত্ব হলো- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করা; পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা; ভোক্তা-অধিকার বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণা, সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা; পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ভোক্তাদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পণ্য উৎপাদন ও

[৯]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

বিপণন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারক ও পরিবীক্ষণ করা ইত্যাদি। ধারা ১৩-এ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনবোধে প্রতিটি উপজেলায় 'উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি' এবং প্রতিটি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ধারা ১৮-তে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক 'জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর' নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। অধিদপ্তর পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান করবে এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে। ধারা ২০-এ অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক নিযুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। ধারা ২১-এ মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিধারণ করা হয়েছে। ধারা ২৩-এ মহাপরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে এ আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ২৪-এ মহাপরিচালক অথবা সরকারের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে এ আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলীল উদ্ধার বা তল্লাশীর জন্য পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ২৫-এ কোন প্রকাশ্য স্থানে বা কোন চলমান যানবাহনে এ আইনের পরিপন্থী কোন পণ্য থাকার প্রমাণ থাকলে উক্ত পণ্য তল্লাশী করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ২৭-এ কোন দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদামে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন পণ্য বিক্রয় বা উৎপাদন কিংবা গুদামজাত করার অপরাধে মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উক্ত দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদাম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ২৮-এ মহাপরিচালক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণের অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং এরূপ অনুরোধ করা হলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে উক্তরূপ সহায়তা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ধারা ২৯-এ কোন পণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হলে, মহাপরিচালকের পরামর্শক্রমে সরকারকে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এরূপ পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ধারা ৩০-এ মহাপরিচালক বা তার নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত সময়ে, তার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবনে বা স্থানে প্রবেশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৩৬-এ কোন পণ্য দৃশ্যতঃ ভেজাল এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে ভক্ষণের অযোগ্য বা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এবং অনুরূপ

অভিযোগ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় বা অস্বীকার না করা হয়, তাহলে উক্ত পণ্য সরাসরি আটক করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। অতঃপর ধারা ৩৭ হতে ধারা ৫৬ পর্যন্ত মোট ২০টি ধারায় ভোক্তা অধিকার বিরোধী বিভিন্ন অপরাধ ও তার দণ্ড সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কতিপয় অপরাধের সর্বনিম্ন দণ্ড রাখা হয়েছে অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা এবং কতিপয় গুরুতর অপরাধের সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা।[১০]

বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যকলাপ

(ক) কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করা বা করতে প্রস্তাব করা; (খ) জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা বা করতে প্রস্তাব করা; (গ) মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্যপণ্যের সাথে যার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অনুরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন পণ্য বিক্রয় করা বা করতে প্রস্তাব করা; (ঘ) কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা; (ঙ) প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা; (চ) কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময়ে ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওযন অপেক্ষা কম ওযনের পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা; (ছ) কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওযন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওযন পরিমাপক যন্ত্র প্রকৃত ওযন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওযন প্রদর্শনকারী হওয়া; (জ) কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপের পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা; (ঝ) কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছু প্রকৃত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক দৈর্ঘ্য প্রদর্শনকারী হওয়া; (ঞ) কোন নকল পণ্য বা ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা; (ট) মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা বা করতে প্রস্তাব করা; বা (ঠ) সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কোন কার্য করা, যা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১১]

গ. প্রতিযোগিতা আইন-২০১২

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করা, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি

---

[১০]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ধারা ১ এর উপধারা ১৯, এপ্রিল ৬, ২০০৯ খ্রি. পৃ. ২৭৪৯-২৭৬৮

[১১]প্রাগুক্ত, ধারা ১ এর উপধারা ২০, পৃ. ২৭৫২-২৭৫৩

(Monopoly) ও ওলিগোপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের লক্ষ্যে এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি ২০১২ সনের ২৩ নং আইন এবং এ আইনে ৪৬টি ধারা রয়েছে। ধারা ২-এ ওলিগোপলি, মনোপলি, জোটবদ্ধতা, পণ্য, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, মূল্য, ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, সংশ্লিষ্ট বাজার, সেবা ইত্যাদি শব্দ ও শব্দগুচ্ছের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫ হতে ১৪ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫ ও ১৬ ধারায় প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বিধান করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৭ হতে ২৩ ধারায় অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ২৪ হতে ৩০ ধারায় পুনর্বিবেচনা, দণ্ড, আপীল ইত্যাদি বিষয়ের বিধান রয়েছে।[১২]

ঘ. নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩

মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মওজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এ আইন প্রণীত হয়। এটি ২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন এবং এ আইনে ৯০টি ধারা রয়েছে। এ আইনের ধারা ২-এ খাদ্য, খাদ্য আদালত, খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য ব্যবসা, খাদ্য ব্যবসায়ী, খাদ্য সংযোজন দ্রব্য, খাদ্য স্থাপনা, দণ্ডবিধি, দূষক, ধারণপাত্র, নকল খাদ্য, নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য, প্রবিধান, ফৌজদারী কার্যবিধি, ভেজাল খাদ্য ইত্যাদির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৩-এ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন প্রবিধান, ধারা ৫-এ 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নামে সরকার কর্তৃক একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। ধারা ১৩-তে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের ধারা ২৩ থেকে ৪২-এ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৩ ও ৪৪-এ খাদ্য ব্যবসায়ীর বিশেষ দায়-দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ধারা ৪৫ হতে ৫০-এ খাদ্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ এর বিধান আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে ধারা ৫১ হতে ৫৭-তে পরিদর্শন এবং খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ এবং পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ধারা ৫৮ হতে ৬৩-তে অপরাধ ও দণ্ডবিধির বিবরণ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দণ্ড হিসেবে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান এবং সর্বনিম্ন এক বছর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা

[১২]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 'প্রতিযোগিতা আইন-২০১২, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ২১ জুন, ২০১২ খ্রি. পৃ. ৯০২২৫-৯০২৪০

উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ৬৪ হতে ৭৫ ধারায় খাদ্য আদালত, অভিযোগ, বিচার, ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

ঙ. সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা-২০১৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তর ২০১৩ সালে এ নীতিমালা প্রণয়ন করে। সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে সারা দেশে প্রচলিত সমবায় বাজারসমূহকে অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে গড়ে তোলা, সমবায়ী প্রচেষ্টার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন, ন্যায্যমূল্যে ভেজালমুক্ত ও মানসম্মত নিত্য পণ্য দ্রব্যাদি ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা; পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বিপণনের প্রতিটি পর্যায়ে মূল্যের সমতা বজায় রাখা এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা; সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করার মাধ্যমে পণ্য বিতরণ, পরিবহন ও বিপণনসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।[১৪]

এ নীতিমালার কৌশলগত বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন; উৎপাদনের নিমিত্তে অগ্রাধিকারমূলক পণ্য চিহ্নিত করা; মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাবমুক্ত হয়ে উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী সমন্বয়ে পণ্য সরবরাহ করা; পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; আধুনিক সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা; কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা, ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের জন্য বাজার সৃষ্টি করা; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ; জাতীয়, বাস্তবায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।[১৫]

চ. পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০

এ আইনটি ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের অংশ ছিল। ১৯৩০ সালে চুক্তি আইনের মধ্যস্থিত পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত ধারাসমূহ প্রত্যাহার করে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইন ১৯৩০ সালের পণ্য বিক্রয় আইন নামে অভিহিত। এ আইনে সর্বমোট ৬৬টি ধারা রয়েছে। এর ধারা ১-এ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ তথা ক্রেতা, বিক্রেতা, পণ্য, মূল্য, ভবিষ্যৎ পণ্য, পণ্যের বৈশিষ্ট্য, সুনির্দিষ্ট পণ্য ইত্যাদির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য ধারাসমূহের মধ্যে বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ধারা ৪-এ বিক্রয় ও বিক্রয় করার পদ্ধতি; ধারা ৫-এ বিক্রয় চুক্তি, ধারা ৬-এ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বিষয়বস্তু, ধারা ৯-এ পণ্যের মূল্য নিরূপণ, ধারা ১১-এ পণ্যের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী; ধারা ৪১-এ ক্রেতার

---

[১৩]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৮৮২৩-৮৮৬৯

[১৪]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমবায় অধিদপ্তর, *সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা*-২০১৩, ঢাকা : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্মারক নং-৫৩/১২(সিএমপিসি)-১০৫, তারিখ : ০১/০৯/২০১৩ খ্রি. পৃ. ১-৬

[১৫]প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-১৪

পণ্য পরীক্ষা করার অধিকার, ধারা ৪৫-এ বাকি বিক্রেতার অধিকার এবং ৫৫ হতে ৬৬ ধারায় ক্রেতা ও বিক্রেতার চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণীত হয়েছে।[১৬]

ছ. বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০

এ আইনটি ১৮৬০ সালের ৬ অক্টোবর প্রণীত ৪৫ নং আইন। এ আইনে জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৫১১ টি ধারা রয়েছে। যার মধ্যে ২৬৪ হতে ২৬৭ পর্যন্ত চারটি ধারা এবং ২৭২ হতে ২৭৬ পর্যন্ত পাঁচটি ধারায় ক্রেতাদের সুনির্দিষ্ট কতিপয় অধিকার এবং উক্ত অধিকার হরণের শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধারাগুলোতে ওযন ও মাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধে এবং খাদ্য, পানীয় ও ভেষজ পদার্থে ভেজাল মিশ্রণ সংক্রান্ত অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে এক বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়দণ্ড এবং সর্বনিম্ন শাস্তি হিসেবে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।[১৭]

উল্লিখিত আইনগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আইনগুলোর মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ ও নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনেকটা হালনাগাদ ও আধুনিকভাবে প্রণীত হয়েছে এবং এগুলোতে অপরাধের শাস্তির পরিমাণ অন্যান্য আইনগুলোর চেয়ে বেশি। এ আইনগুলোতে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সর্বসাধারণের অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এগুলো সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য যুগোপযোগী ও যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন হলে বাজার ব্যবস্থাপনায় সহজে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে আশা করা যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ইসলামী আইন ও নীতিমালার পাশাপাশি বাজার সংশ্লিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' এর প্রয়োগকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশের কতিপয় বাজার সমীক্ষা

বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থাপনার প্রকৃত অবস্থা যাচাই ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবে বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা এবং ক্রেতাগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে কিনা তা অবগত হওয়ার জন্য বাংলাদেশের কতিপয় বাজারে গবেষক কর্তৃক সরেজমিনে সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

---

[১৬] গাজী শামছুর রহমান, *বাণিজ্যিক আইনের ভাষ্য*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ২৪৮-২৬৫

[১৭] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html?lang=bn, Retrived on 21 October, 2022

বাজার সমীক্ষার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাজারের ক্রেতা, বিক্রেতা ও সভাপতির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে কতিপয় বাজার সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য। বাজারের ক্রেতা, বিক্রেতা ও সভাপতিগণের মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ নির্ণয় করা এবং এর সমাধান নিরূপণ করাও এ সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সমীক্ষা পরিকল্পনা

বাংলাদেশের কতিপয় বাজার সমীক্ষা করার জন্য বাজার নির্বাচন, বাজারের সংখ্যা নির্ধারণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নমুনা নির্বাচন, মতামত ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে সমীক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। গবেষণায় যে সমীক্ষা পরিকল্পনা অনুসৃত হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বাজার নির্বাচন

বাংলাদেশের বিশটি জেলা থেকে বিশটি বাজারকে সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাজারগুলো নির্বাচিত জেলাসমূহের মধ্যে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এবং এগুলোতে ব্যাপক জনসমাগম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে।

নমুনা নির্বাচন

বর্তমান সমীক্ষায় প্রত্যেক বাজার হতে পাঁচ জন করে বিশটি বাজারের মোট ১০০ জন ক্রেতাকে সাক্ষাৎকারের জন্য নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক বাজার হতে পাঁচ জন করে বিশটি বাজারের মোট ১০০ জন বিক্রেতাকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করে সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচিত বিশটি বাজারের বিশ জন সভাপতিকেও সাক্ষাৎকারের জন্য নমুনা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সুবিধার্থে বাজারের আয়তন এবং ক্রেতা সমাগমের সংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে সুবিধাজনক নমুনা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যেক বাজার থেকে সমান সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত বাজারসমূহের তালিকা নিম্নে সারণির মাধ্যমে পেশ করা হলো। বাজারের নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে তালিকা সাজানো হয়েছে।

সারণি-১ : সমীক্ষার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত বাজারের তালিকা

ক্রম	বাজারের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	বাজারের ঠিকানা	জেলার নাম
১	আইসড়া বাজার	১৯২১ খ্রি.	গ্রাম-আইসড়া, উপজেলা-বাসাইল	টাঙ্গাইল
২	আলমডাঙ্গা বাজার	১৯৭২ খ্রি.	গ্রাম-আলমডাঙ্গা, উপজেলা-শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
৩	কাওরান বাজার	১৭০০ খ্রি.	কাওরান বাজার, থানা-তেজগাঁও	ঢাকা
৪	কাপাসিয়া বাজার	১৮৮০ খ্রি.	গ্রাম-কাপাসিয়া, উপজেলা-কাপাসিয়া	গাজীপুর
৫	খাতুনগঞ্জ বাজার	১৮৮৩ খ্রি.	খাতুনগঞ্জ, থানা-কোতোয়ালী,	চট্টগ্রাম
৬	চালাকচর বাজার	১৯০৮ খ্রি.	চালাকচর, উপজেলা-মনোহরদী	নরসিংদী
৭	জাকসিন বাজার	১৯৪৭ খ্রি.	গ্রাম-জাকসিন, উপজেলা-সদর	লক্ষ্মীপুর
৮	ঠেনঠেনিয়া বাজার	১৯৬৫ খ্রি.	গ্রাম-ঠেনঠেনিয়া, উপজেলা-সালথা	ফরিদপুর
৯	দয়ামীর বাজার	১৯৫০ খ্রি.	দয়ামীর, থানা-ওসমানীনগর	সিলেট
১০	দুরছড়ি বাজার	১৯৬০ খ্রি.	গ্রাম-দুরছড়ি, উপজেলা-বাঘাইছড়ি	রাঙ্গামাটি
১১	নারায়ণপুর বাজার	১৮৫৮ খ্রি.	গ্রাম-নারায়ণপুর ,উপজেলা-মতলব দক্ষিণ	চাঁদপুর
১২	বাংলা বাজার	১৯৪০ খ্রি.	শহীদ নজরুল সড়ক, আলেকান্দা	বরিশাল
১৩	মধুপুর বাজার	১৯৮০ খ্রি.	গ্রাম-মধুপুর, উপজেলা-সদর	খাগড়াছড়ি
১৪	ময়নামতি বাজার	১৯৫৪ খ্রি.	ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট, উপজেলা-বুড়িচং	কুমিল্লা
১৫	মালুমঘাট বাজার	১৯৭২ খ্রি.	গ্রাম-ডুলাহাজারা, উপজেলা-চকরিয়া	কক্সবাজার
১৬	মোল্লাহাট বাজার	১৮৬৭ খ্রি.	গ্রাম-গারফা, উপজেলা-মোল্লাহাট	বাগেরহাট
১৭	লামা বাজার	১৯৭০ খ্রি.	গ্রাম-লামা, উপজেলা-লামা	বান্দরবান
১৮	শাহবাজপুর বড় বাজার	১৯৬৯ খ্রি.	গ্রাম-শাহবাজপুর, উপজেলা-সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৯	সফিগঞ্জ বাজার	১৯৬০ খ্রি.	গ্রাম-পশ্চিম চরমটুয়া, উপজেলা-সদর	নোয়াখালী
২০	হোসেনপুর বাজার	১৯৩২ খ্রি.	গ্রাম+উপজেলা-হোসেনপুর	কিশোরগঞ্জ

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বাংলাদেশের মানচিত্র

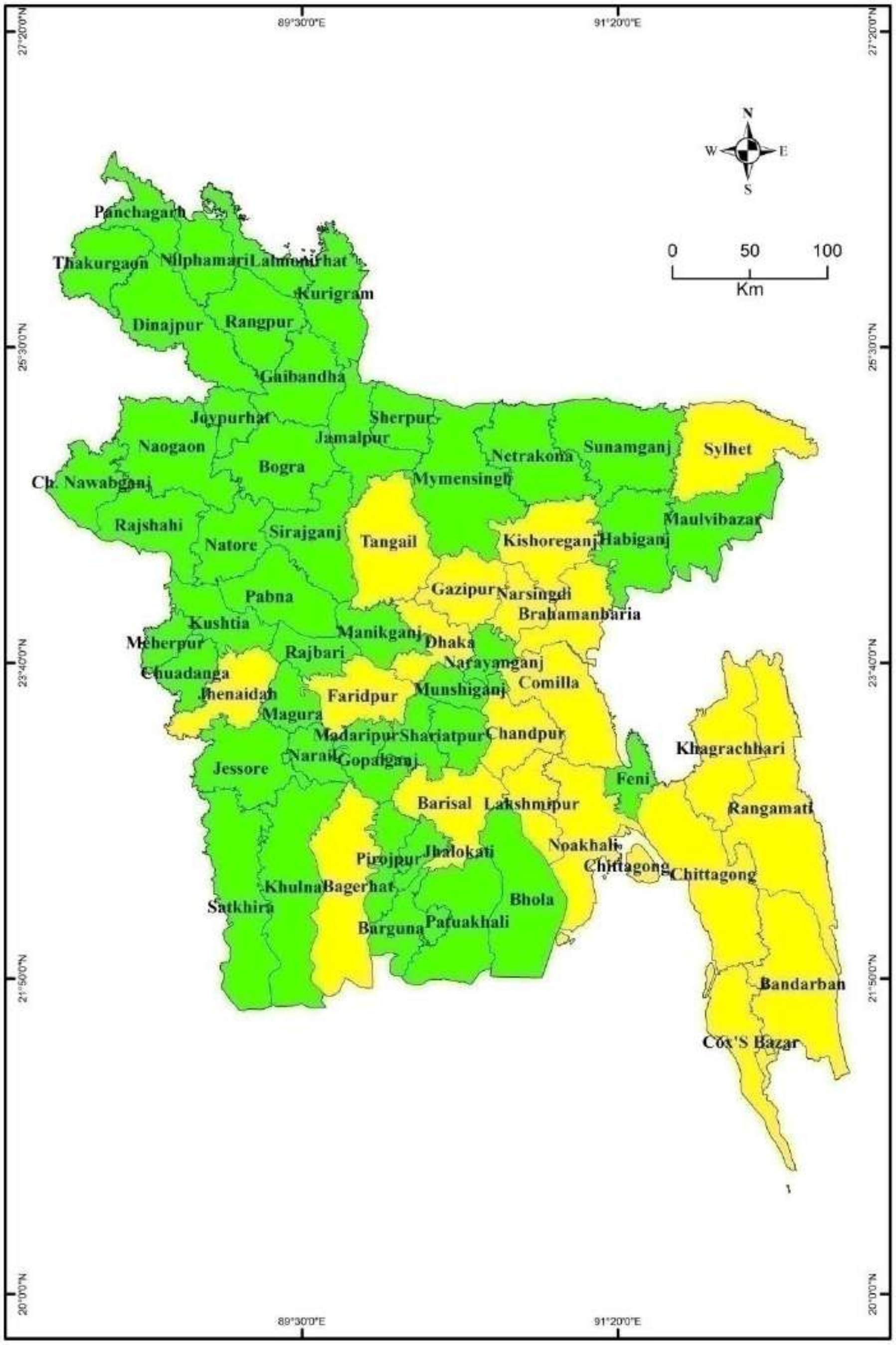

চিহ্নিত বিশটি নির্বাচিত জেলায় সমীক্ষাকৃত ২০টি বাজারের অবস্থান

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

নমুনায়নকৃত ব্যক্তিদের তথ্য-উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে সমীক্ষায় তিন ধরণের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নমালাটি ব্যবহার করা হয়েছে ক্রেতাদের সাক্ষাৎকারের জন্য, দ্বিতীয়টি বিক্রেতাদের সাক্ষাৎকারের জন্য এবং তৃতীয়টি বাজারের সভাপতিদের সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনটি প্রশ্নমালাই কাঠামোগতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি

গবেষক কর্তৃক প্রত্যেক বাজারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উদ্দিষ্ট ক্রেতাগণকে গবেষণার বিষয়টি অবহিত করে তাঁদের অনুমতি সাপেক্ষে একে একে পাঁচ জন ক্রেতা নির্বাচিত করে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নমালায় উল্লিখিত বিষয়ের মতামত ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক বাজার থেকে পাঁচ জন বিক্রেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মতামত ও তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিশটি বাজারের সভাপতির বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট 'গ'-তে ক্রেতা, বিক্রেতা ও বাজারের সভাপতিগণের নাম, ঠিকানা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.৩ বাজার সমীক্ষার ফলাফল

নির্বাচিত বাজারসমূহের ক্রেতা, বিক্রেতা ও সভাপতিগণ হতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও মতামতসমূহের ফলাফল নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

ক. ক্রেতাদের মতামত যাচাই

বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ক্রেতাদের মতামত যাচাই করার জন্য এ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোকে দুইটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে অংশ 'ক'-এ তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে ক্রেতাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপে পনেরটি প্রশ্নের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের প্রতিটি প্রশ্নে নির্বাচিত বিশটি বাজারের ১০০ জন ক্রেতার মতামত তুলে ধরা হয়েছে, যা রেখাচিত্র আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক্রেতাদের ব্যক্তিগত তথ্যের বিশ্লেষণ : অংশ ‘ক’

রেখাচিত্র -১ : উত্তরদাতা ক্রেতাদের পেশা/পদবী সংক্রান্ত তথ্য (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

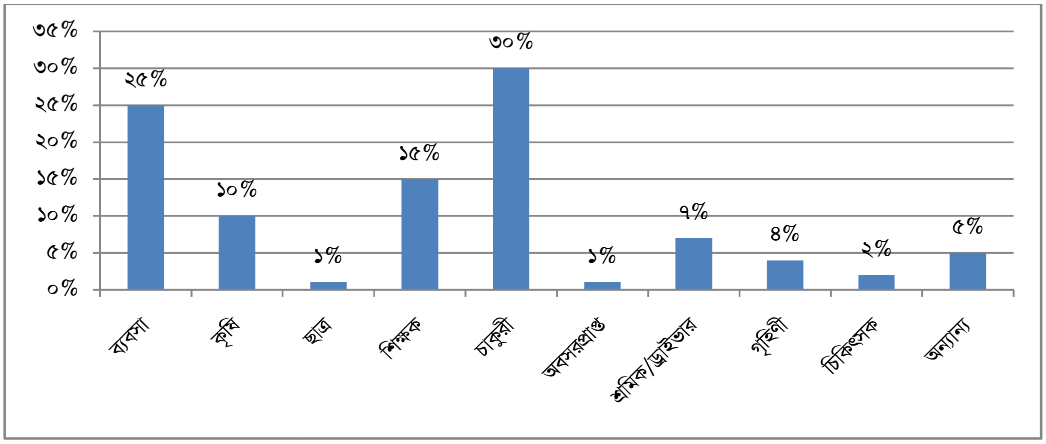

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত ১০০ জন ক্রেতার পেশা/পদবী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ৩০% চাকুরীজীবী (৩০ জন), ২৫% ব্যবসায়ী (২৫ জন), ১৫% শিক্ষক (১৫ জন), ১০% কৃষিজীবী (১০ জন), ৪% গৃহিণী (৪ জন), ২% চিকিৎসক (২ জন), ৭% শ্রমিক/ড্রাইভার (৭ জন), ১% অবসরপ্রাপ্ত (১ জন) ১% ছাত্র (১ জন) এবং ৫% অন্যান্য পেশাজীবী (৫ জন)।

রেখাচিত্র-২ : উত্তরদাতা ক্রেতাদের বয়স সংক্রান্ত তথ্য (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

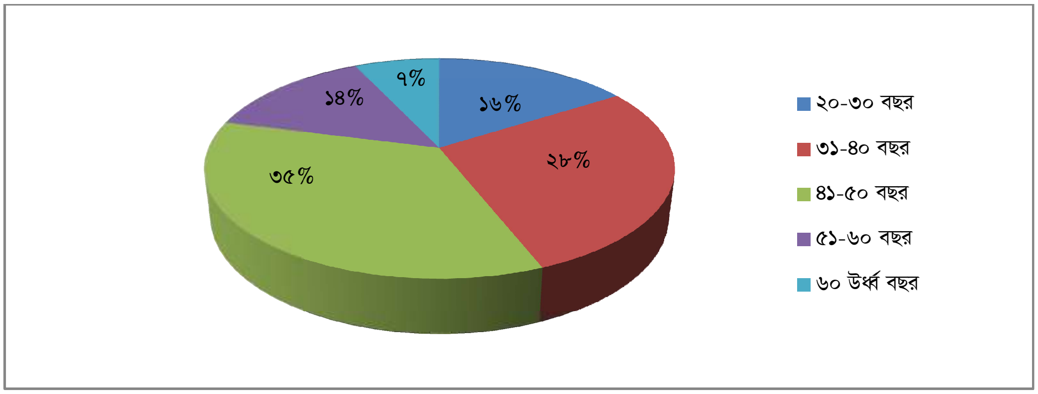

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় ব্যবহৃত ১০০ জন ক্রেতার বয়স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ২০-৩০ বছরের মধ্যে ১৬% (১৬ জন), ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ২৮% (২৮ জন), ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩৫% (৩৫ জন), ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৪% (১৪ জন) এবং ৬০ উর্ধ্ব বয়সের ৭% (৭ জন) রয়েছেন।

রেখাচিত্র-৩ : ক্রেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

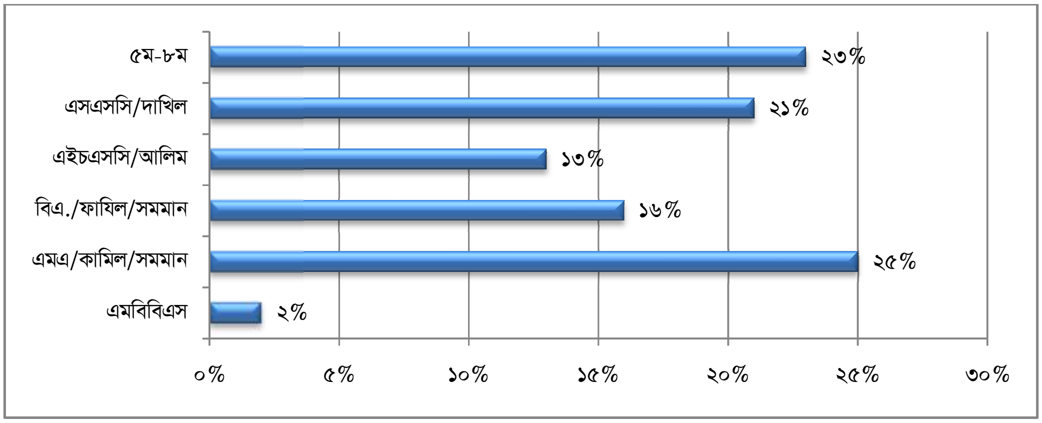

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় প্রাপ্ত ১০০ জন ক্রেতার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৩% ৫ম-৮ম শ্রেণি (২৩ জন), ২১% এসএসসি/দাখিল (২১ জন), ১৩% এইচএসসি/'আলিম (১৩ জন), ১৬% বিএ/ফাযিল/সমমান (১৬ জন), ২৫% এমএ/কামিল/সমমান (২৫ জন) এবং ২% এমবিবিএস উত্তীর্ণ (২ জন)।

বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ক্রেতাদের মতামত : অংশ 'খ'

রেখাচিত্র-৪ : বাংলাদেশের 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' সম্পর্কে জানেন কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

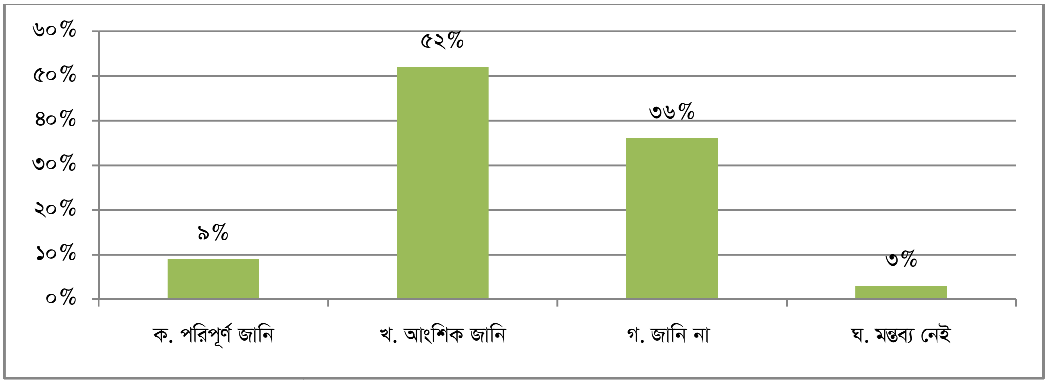

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' সম্পর্কে ৯% ক্রেতা (৯ জন) পরিপূর্ণ অবগত রয়েছেন, ৫২% ক্রেতা (৫২ জন) আংশিক অবগত এবং ৩৬% ক্রেতা (৩৬ জন) এ সম্পর্কে জ্ঞাত নন বলে মতামত প্রদান করেন। ৩% ক্রেতা (৩ জন) এ প্রশ্নের উত্তরে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-৫ : বাজারে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কখনো অধিক মূল্যে কোন পণ্য/ঔষধ/সেবা ক্রয় করতে হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের অভিমত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

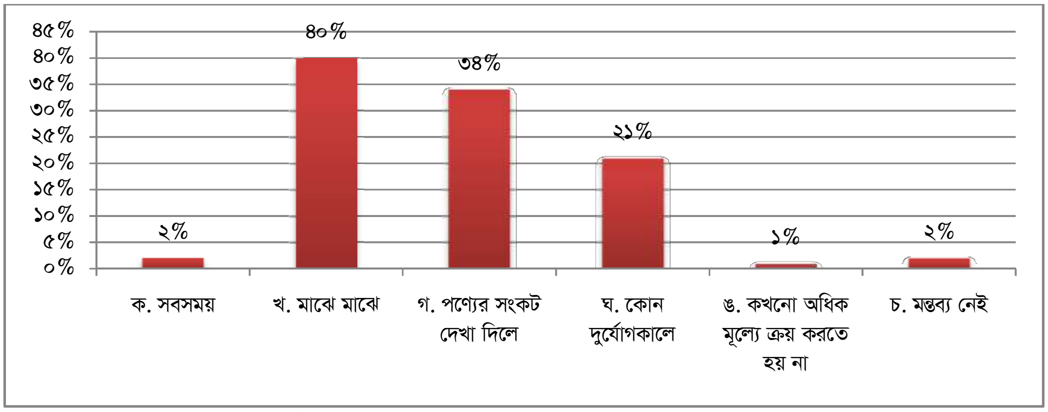

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৫ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, বাজারে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে পণ্য/ঔষধ/সেবা সবসময় ক্রয় করতে হয় বলে ২% ক্রেতা (২ জন) মতামত দিয়েছেন। ৪০% ক্রেতা (৪০ জন) মাঝে মাঝে, ৩৪% ক্রেতা (৩৪ জন) পণ্যের সংকট দেখা দিলে, ২১% ক্রেতা (২১ জন) কোন দুর্যোগকালে অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয় বলে মতামত দেন। ১% ক্রেতা (১ জন) কখনো অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয় না বলে মতামত দিয়েছেন। অবশিষ্ট ২% ক্রেতা (২ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-৬ : প্রতিশ্রুত ওযন অপেক্ষা কম ওযনের পণ্য বিক্রয় হয় কিনা/ওযনে কম দেওয়া হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

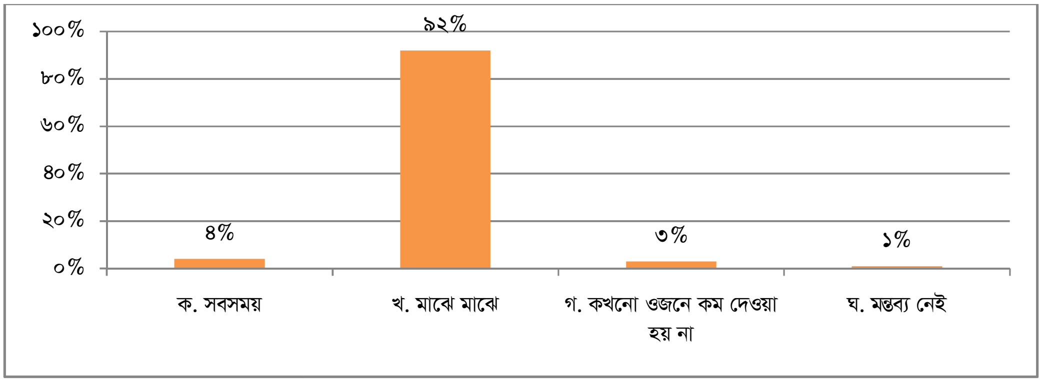

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৬ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ৪% ক্রেতা (৪ জন) সবসময় এবং ৯২% ক্রেতা (৯২ জন) মাঝে মাঝে প্রতিশ্রুত ওযন অপেক্ষা কম ওযনের পণ্য বিক্রয় হয়/ওযনে কম

দেওয়া হয় বলে মতামত প্রদান করেন। ৩% ক্রেতা (৩ জন) কখনো ওযনে কম দেওয়া হয় না বলে মতামত দেন এবং ১% ক্রেতা (১ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-৭ : কখনো সিন্ডিকেট/ মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

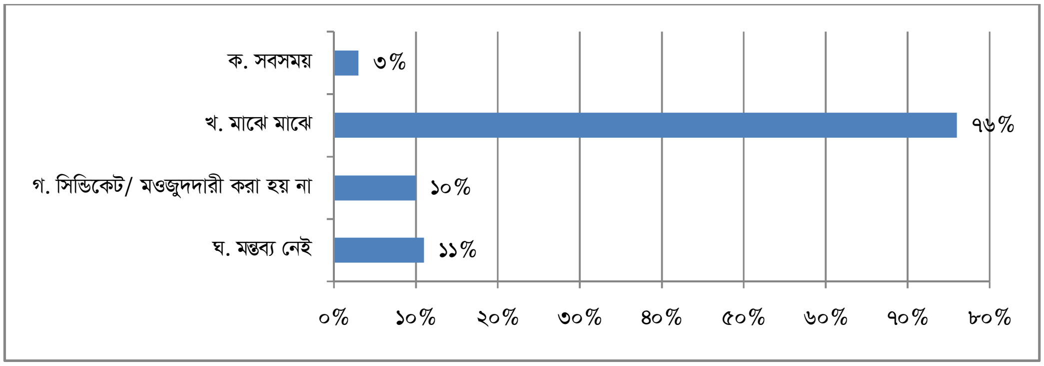

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৭ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৩% ক্রেতা (৩ জন) সবসময় এবং ৭৬% ক্রেতা (৭৬ জন) মাঝে মাঝে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় বলে মতামত প্রদান করেন। ১০% ক্রেতা (১০ জন) সিন্ডিকেট/ মওজুদদারী করা হয় না বলে মতামত দেন এবং ১১% ক্রেতা (১১ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-৮ : কোন নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

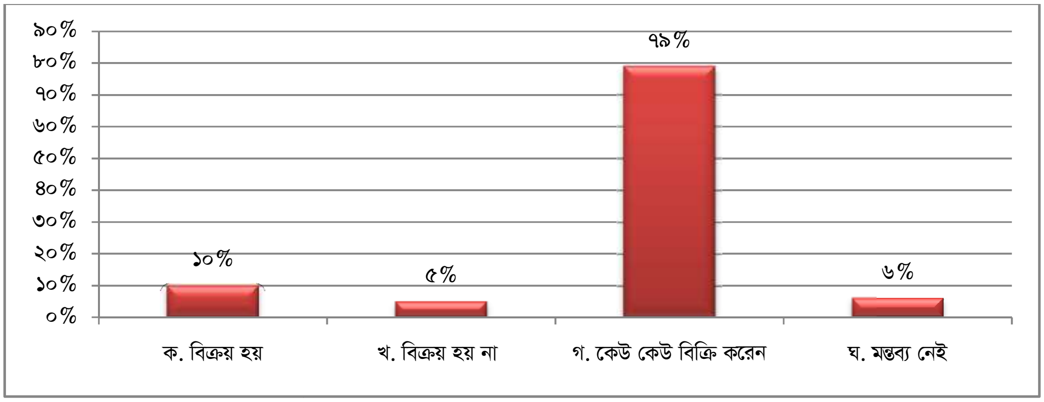

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৮ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ১০% ক্রেতা (১০ জন) নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় হয় এবং ৫% ক্রেতা (৫ জন) বিক্রয় হয় না বলে মতামত প্রদান করেন। ৭৯% ক্রেতা (৭৯ জন) কেউ কেউ বিক্রি করেন বলে মতামত দেন এবং ৬% ক্রেতা (৬ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-৯ : পণ্য/সেবা ক্রয় করে প্রতারিত হলে ক্রেতাদের পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার/ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় কিনা হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

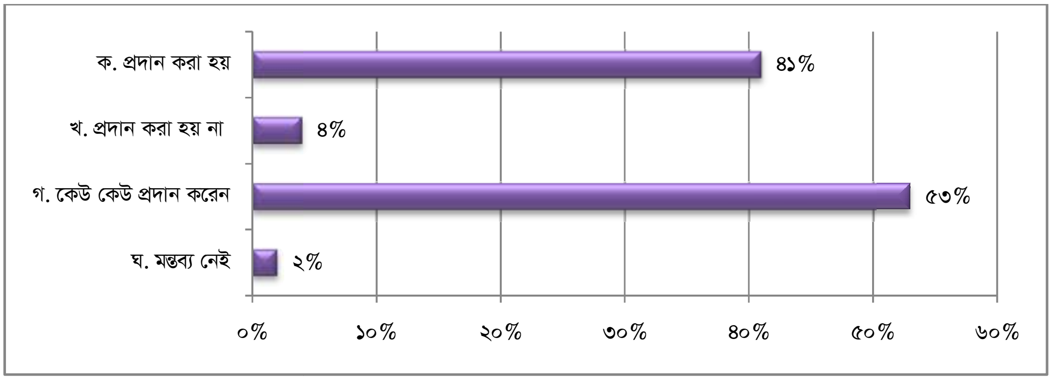

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৯ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ৪১% ক্রেতা (৪১ জন) পণ্য/সেবা ক্রয় করে প্রতারিত হলে ক্রেতাদের পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার/ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় এবং ৪% ক্রেতা (৪ জন) ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না বলে মতামত প্রদান করেন। ৫৩% ক্রেতা (৫৩ জন) কেউ কেউ প্রদান করেন বলে মতামত দেন এবং ২% ক্রেতা (২ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-১০ : বাজারে পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

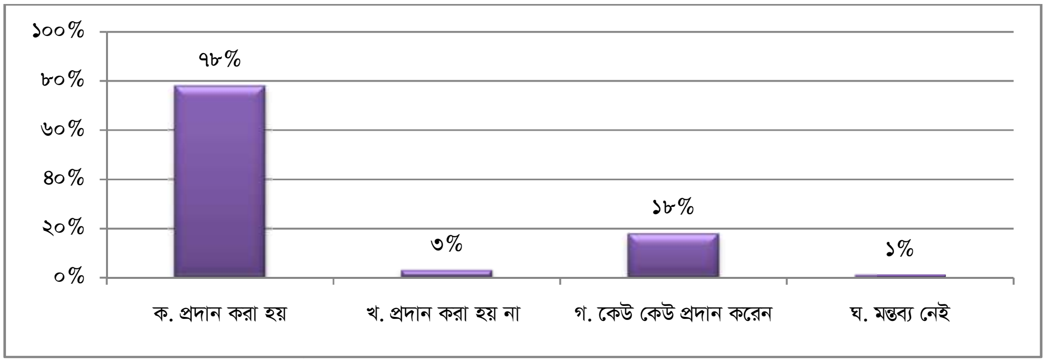

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১০ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ৭৮% ক্রেতা (৭৮ জন) বাজারে পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয় বলে মতামত দেন এবং ৩% ক্রেতা (৩ জন) প্রদান করা হয় না বলে মতামত প্রদান করেন। ১৮% ক্রেতা (১৮ জন) কেউ কেউ প্রদান করেন বলে মতামত দেন এবং ১% ক্রেতা (১ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-১১ : বাজারে পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

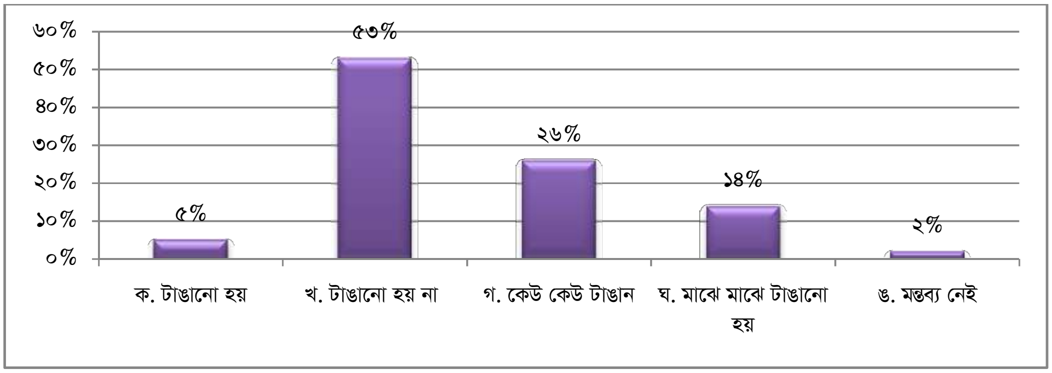

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১১ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ৫% ক্রেতা (৫ জন) বাজারে পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় বলে এবং ৫৩% ক্রেতা (৫৩ জন) টাঙানো হয় না বলে মতামত প্রদান করেন। ২৬% ক্রেতা (২৬ জন) কেউ কেউ টাঙান বলে এবং ১৪% ক্রেতা (১৪ জন) মাঝে মাঝে টাঙানো হয় বলে মতামত দেন। অবশিষ্ট ২% ক্রেতা (২ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

রেখাচিত্র-১২ : পণ্য ক্রয় করে প্রতারিত হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

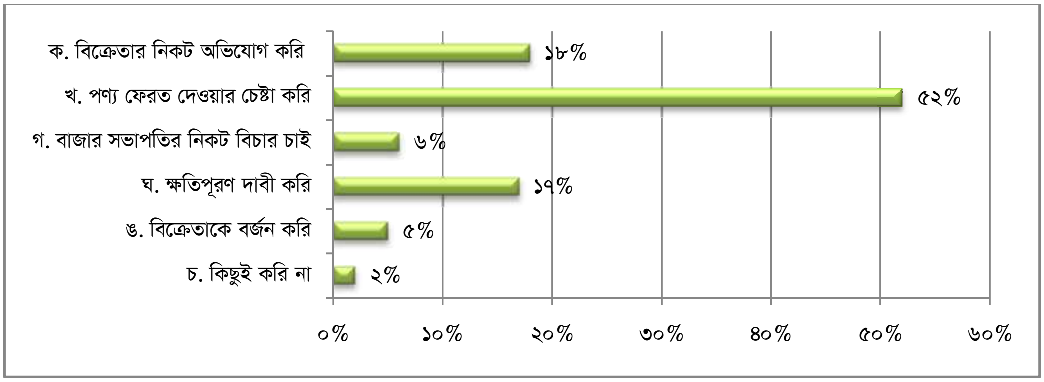

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১২ এর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ক্রেতারা পণ্য ক্রয় করে প্রতারিত হলে তাদের মধ্যে ১৮% ক্রেতা (১৮ জন) বিক্রেতার নিকট অভিযোগ করেন, ৫২% ক্রেতা (৫২ জন) পণ্য ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেন, ৬% ক্রেতা (৬ জন) বাজার কমিটির নিকট বিচার চান, ১৭% ক্রেতা (১৭ জন) ক্ষতিপূরণ দাবী করেন, ৫% ক্রেতা (৫ জন) বিক্রেতাকে বর্জন করেন এবং ২% ক্রেতা (২ জন) কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এ পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ৯৮% ক্রেতা প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার এবং প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করেন।

রেখাচিত্র-১৩ : হঠাৎ কোন নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

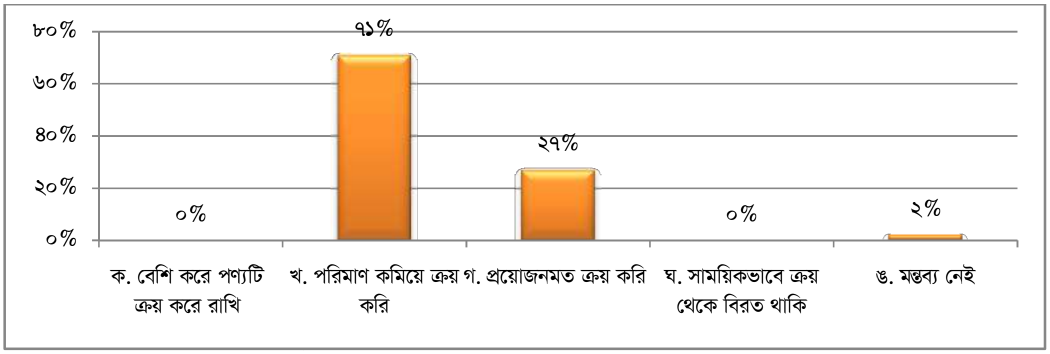

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১৩ এর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হঠাৎ কোন নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে ৭১% ক্রেতা (৭১ জন) পরিমাণ কমিয়ে পণ্য ক্রয় করেন, ২৭% ক্রেতা (২৭ জন) প্রয়োজনমত ক্রয় করেন বলে মতামত প্রকাশ করেন এবং অবশিষ্ট ২% ক্রেতা (২ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। এ বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, কোন নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও প্রায় সকল ক্রেতা কম-বেশি ঐ পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে থাকেন।

রেখাচিত্র-১৪ : বাজারের পরিবেশ সম্পর্কে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

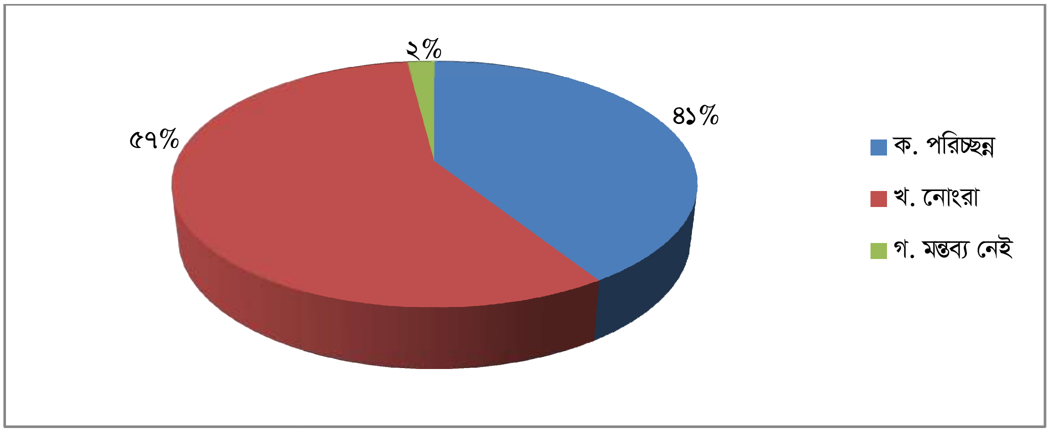

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১৪ এর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৪১% ক্রেতা (৪১ জন) বাজারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন বলে মতামত প্রদান করেন, ৫৭% ক্রেতা (৫৭ জন) বাজারের পরিবেশ নোংরা বলেন এবং ২% ক্রেতা (২ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। এতে বোঝা যায় যে, বাজারের বেশিরভাগ ক্রেতা বাজারের পরিবেশ মানসম্মত নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং তারা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কামনা করেন।

রেখাচিত্র-১৫ : বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

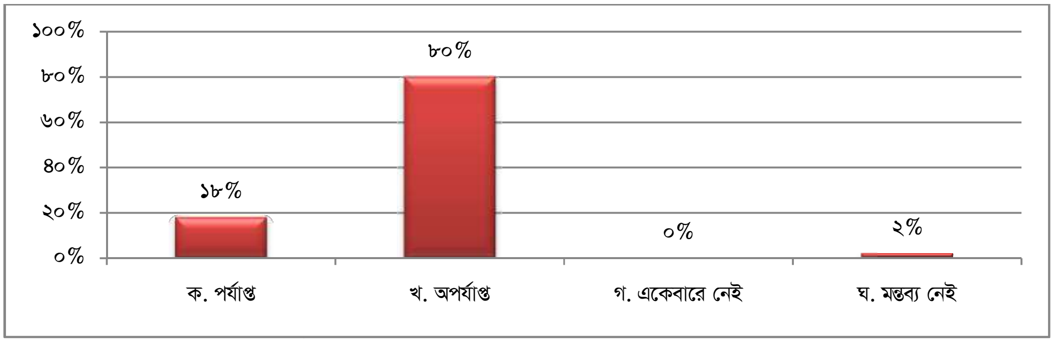

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১৫ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নে ১৮% ক্রেতা (১৮ জন) পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বলে অভিমত দেন, ৮০% ক্রেতা (৮০ জন) বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বলে মতামত দেন এবং ২% ক্রেতা (২ জন) এ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। এখানে ক্রেতাদের অভিমতের ভিত্তিতে পণ্য পরিবহন, সংরক্ষণ, আর্থিক লেন-দেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজারের অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

রেখাচিত্র-১৬ : বাজারের কর্মীদের সার্বিক নৈতিকতা ও গুণাবলী সম্পর্কে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

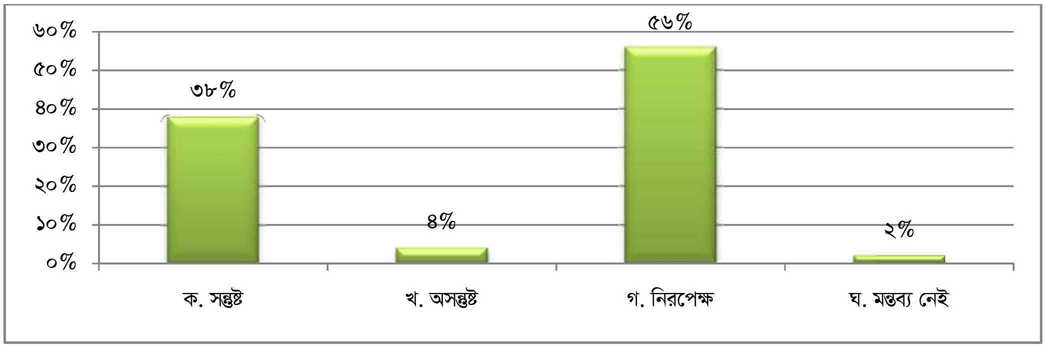

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১৬ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, বাজারের কর্মীদের সার্বিক নৈতিকতা ও গুণাবলীর উপর ৩৮% ক্রেতা (৩৮ জন) সন্তুষ্ট, ০৪% ক্রেতা (৪ জন) অসন্তুষ্ট, ৫৬% ক্রেতা (৫৬ জন) নিরপেক্ষ (সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট কোনটাই নন) রয়েছেন বলে মতামত পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ২% ক্রেতা (২ জন) মন্তব্য দানে বিরত থাকেন। এখানে বাজারের কর্মীদের সার্বিক নৈতিকতা ও গুণাবলীর বেশ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

রেখাচিত্র-১৭ : আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান বলে মনে করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

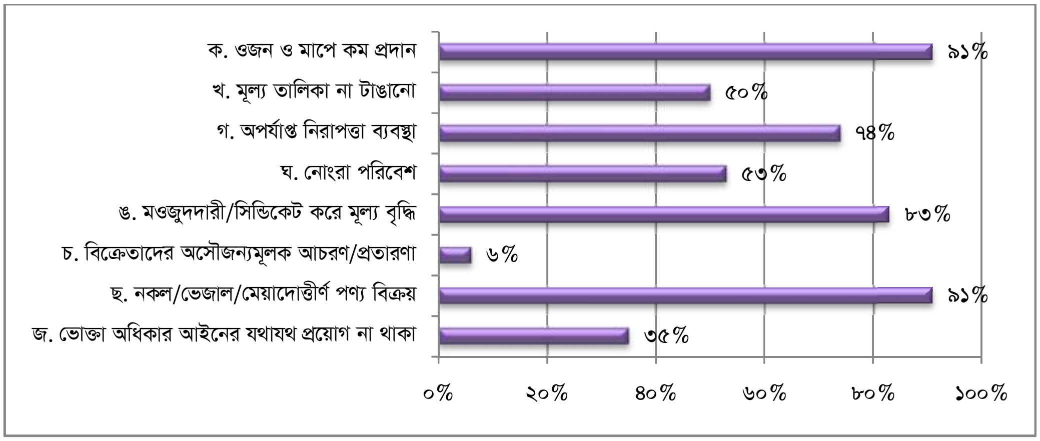

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১৭ এ উল্লিখিত সমস্যা নির্ণয়ের জন্য উত্তরদাতাদের নিকট চলমান প্রশ্নের ক হতে জ পর্যন্ত ৮টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। সকল উত্তরদাতা সবগুলো প্রস্তাবে মতামত দেননি। কেউ ৪টি, কেউ ৫টি, কেউ ৬টি বা ৭টি প্রস্তাবে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ সকল প্রস্তাবে একমত পোষণ করেননি। সুতরাং যেসব প্রস্তাবে উত্তরদাতারা সহমত পোষণ করেছেন তার ভিত্তিতে রেখাচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে ওযন ও মাপে কম প্রদান সংক্রান্ত সমস্যাটি বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে ৯১% ক্রেতা (৯১ জন) মতামত ব্যক্ত করেছেন। পণ্যের মূল্য তালিকা না টাঙানো সম্পর্কে ৫০% ক্রেতা (৫০ জন), অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ৭৪% ক্রেতা (৭৪ জন), নোংরা পরিবেশ সম্পর্কে ৫৩% ক্রেতা (৫৩ জন), মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা সম্পর্কে ৮৩% ক্রেতা (৮৩ জন), বিক্রেতাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে ০৬% ক্রেতা (৬ জন), নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে ৯১% ক্রেতা (৯১ জন) এবং ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা সম্পর্কে ৩৫% ক্রেতা (৩৫ জন) মতামত প্রদান করেন। এ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ প্রকট আকার ধারণ করেছে।

রেখাচিত্র-১৮ : বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনে নিম্নোক্ত কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক-এ ব্যাপারে ক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

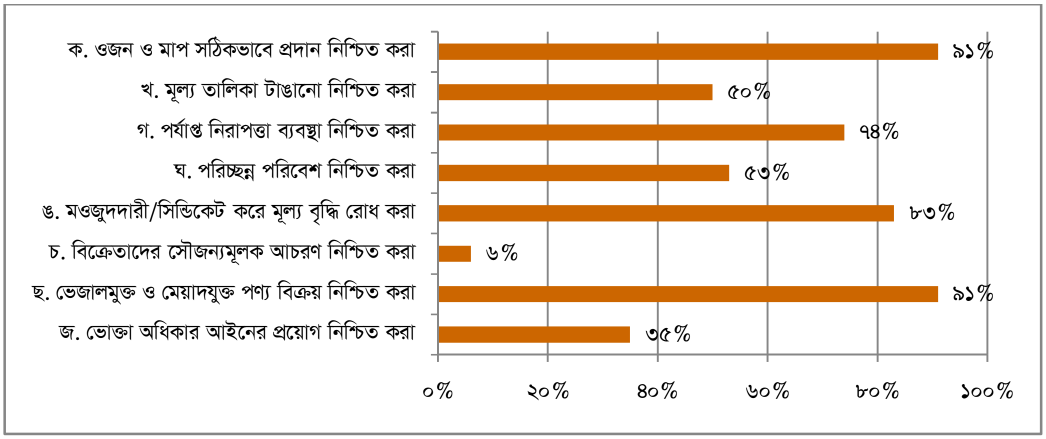

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-১৮ এ বাজার ব্যবস্থাপনায় পূর্ববর্তী প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য উত্তরদাতাদের নিকট চলমান প্রশ্নের ক হতে জ পর্যন্ত ৮টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। পূর্ববর্তী প্রশ্নের মতো এখানেও সকল উত্তরদাতা সবগুলো প্রস্তাবে মতামত দেননি। সুতরাং যেসব প্রস্তাবে উত্তরদাতারা সহমত পোষণ করেছেন তার ভিত্তিতে রেখাচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসনে ওযন ও মাপ সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৯১% ক্রেতা (৯১ জন), পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৫০% ক্রেতা (৫০ জন), পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৭৪% ক্রেতা (৭৪ জন), পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৫৩% ক্রেতা (৫৩ জন), মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ সম্পর্কে ৮৩% ক্রেতা (৮৩ জন), বিক্রেতাদের সৌজন্যমূলক আচরণ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ০৬% ক্রেতা (৬ জন), ভেজালমুক্ত ও মেয়াদযুক্ত পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৯১% ক্রেতা (৯১ জন), এবং ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৩৫% ক্রেতা (৩৫ জন) অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ পর্যালোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রেতাসাধারণ বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান কামনা করেন। উত্তরদাতা ক্রেতাদের পেশা, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাদের সবাই কোন না কোন কর্মে নিয়োজিত, সবাই প্রাপ্তবয়স্ক এবং বেশির ভাগই উচ্চ শিক্ষিত হওয়ায় তারা বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন। এ কারণে তাদের উত্তর সুচিন্তিত ও নির্ভরযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়।

খ. বিক্রেতাদের মতামত যাচাই

বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিক্রেতাদের মতামত যাচাই করার জন্য এ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোকে দুইটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে অংশ 'ক'-এ চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপে অংশ 'খ'-এ সাতটি প্রশ্নের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নের উত্তরসমূহ রেখাচিত্র ও সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের প্রতিটি প্রশ্নে নির্বাচিত বিশটি বাজারের ১০০ জন বিক্রেতার অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত তথ্যের বিশ্লেষণ : অংশ 'ক'

রেখাচিত্র-১৯ : উত্তরদাতা বিক্রেতাদের বয়স সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

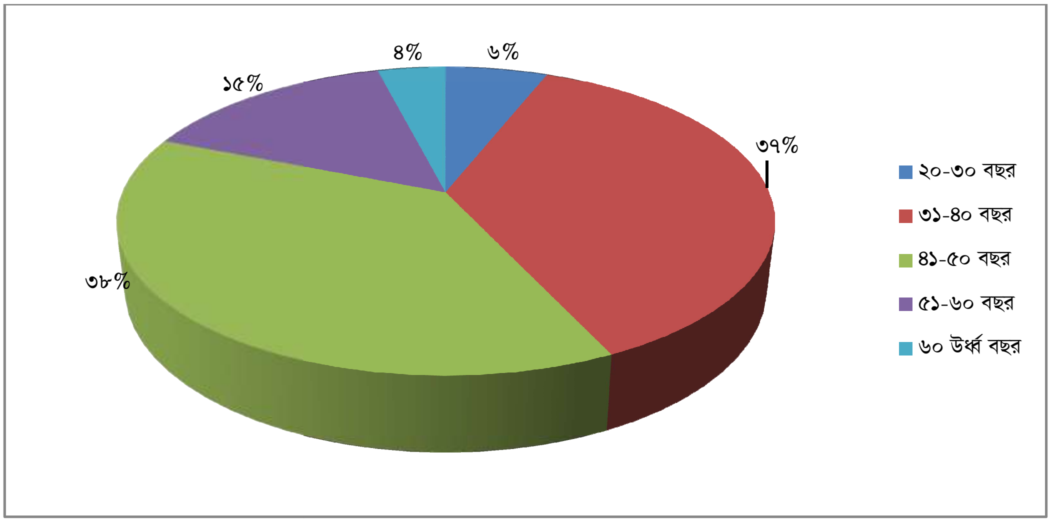

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় ব্যবহৃত ১০০ জন বিক্রেতার বয়স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ০৬% বিক্রেতা (৬ জন) ২০-৩০ বছর বয়সী; ৩৭% বিক্রেতা (৩৭ জন) ৩১-৪০ বছর বয়সী; ৩৮% বিক্রেতা (৩৮ জন) ৪১-৫০ বছর বয়সী; ১৫% বিক্রেতা (১৫ জন) ৫১-৬০ বছর বয়সী এবং ০৪% বিক্রেতা (৪ জন) ৬০ উর্ধ্ব বয়সী।

রেখাচিত্র-২০ : বিক্রেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

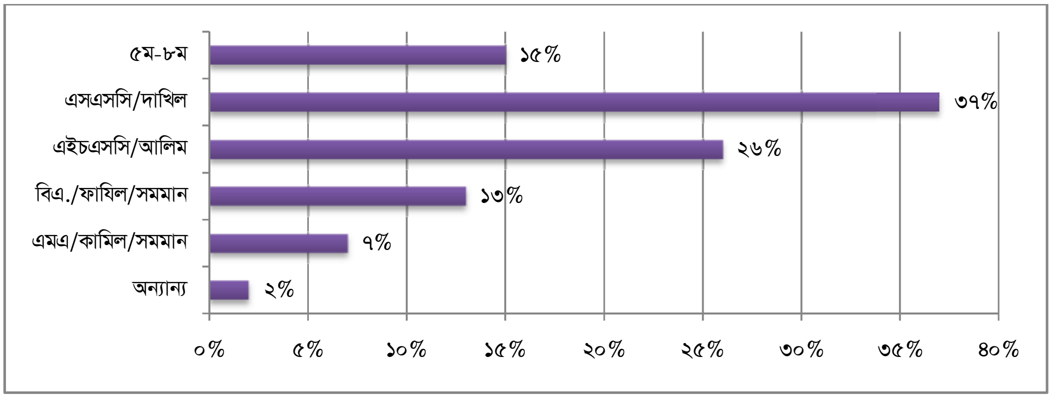

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় ব্যবহৃত ১০০ জন বিক্রেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৫% বিক্রেতা (১৫ জন) ৫ম-৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণ, ৩৭% বিক্রেতা (৩৭ জন) এসএসসি/দাখিল, ২৬% বিক্রেতা (২৬ জন) এইচএসসি/'আলিম, ১৩% বিক্রেতা (১৩ জন) বিএ/ফাযিল/সমমান, ৭% বিক্রেতা (৭ জন) এমএ/কামিল/সমমান এবং ২% বিক্রেতা অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

রেখাচিত্র-২১ : বিক্রেতাদের ব্যবসার ধরণ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

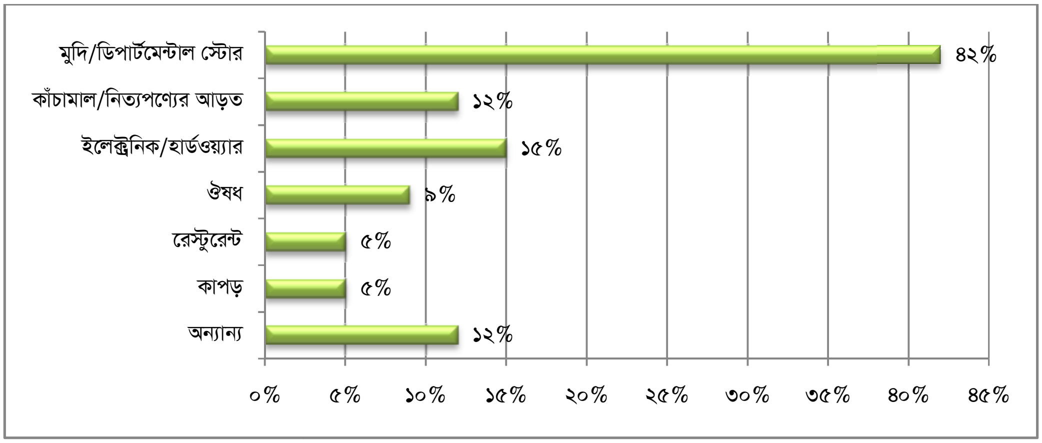

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় ব্যবহৃত ১০০ জন বিক্রেতার ব্যবসার ধরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪২% (৪২ জন) মুদি/ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, ১২% (১২ জন) কাঁচামাল/নিত্যপণ্যের আড়ত, ১৫% (১৫ জন) ইলেক্ট্রনিক/হার্ডওয়্যার, ০৯% (৯ জন) ঔষধ, ০৫% (৫ জন) রেস্টুরেন্ট, ৫% (৫ জন) কাপড় ও ১২% (১২ জন) অন্যান্য ব্যবসায়ী।

রেখাচিত্র-২২ : বিক্রেতাদের ব্যবসার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

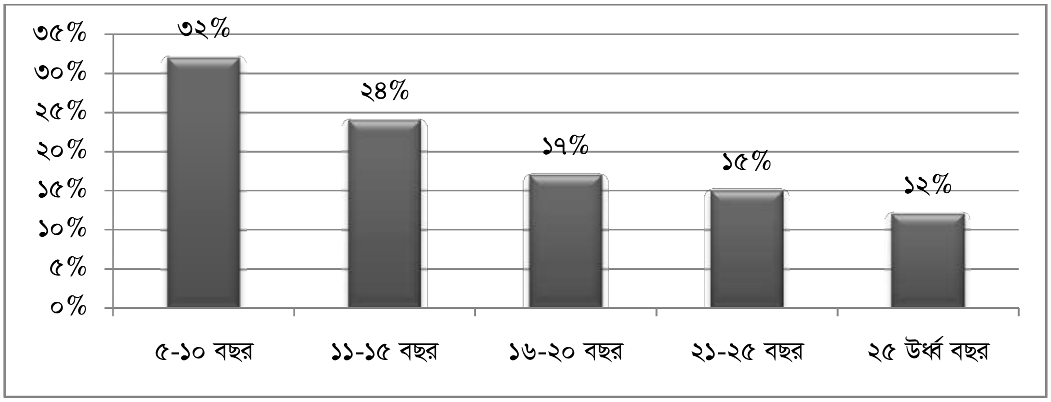

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় ব্যবহৃত ১০০ জন বিক্রেতার ব্যবসার ধরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩২% বিক্রেতা (৩২ জন) ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ২৪% বিক্রেতা (২৪ জন) ১১-১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ১৭% বিক্রেতা (১৭ জন) ১৬-২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ১৫% বিক্রেতা (১৫ জন) ২১-২৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ১২% বিক্রেতা (১২ জন) ২৫ বছরের উর্ধ্বে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিক্রেতাদের মতামত : অংশ 'খ'

সারণি-২ : ক্রেতাদের সাধারণ অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে বিক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন এবং সারণিতে প্রদত্ত সংখ্যা একই সঙ্গে উত্তরদাতার সংখ্যা ও শতকরা হার জ্ঞাপক)

বিক্রেতাদের মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা ও শতকরা হার			মোট
	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই	
ক. নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করেন কিনা?	–	১০০	-	১০০
খ. প্রতিশ্রুত ওযন অপেক্ষা কম ওযনের পণ্য বিক্রয় করেন কিনা?	-	৯৪	৬	১০০
গ. কোন ধরণের নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় হয় কিনা?	-	৯৮	২	১০০
ঘ. ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার/ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় কিনা?	৯৯	-	১	১০০
ঙ. পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কিনা?	৮৯	-	১১	১০০
চ. এ বাজারে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় কিনা?	-	৮৬	১৪	১০০
ছ. পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় কিনা?	৩২	৪৯	১৯	১০০

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : সারণি-২ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ১০০% বিক্রেতা (১০০ জন) নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করেন না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ৯৪% বিক্রেতা (৯৪ জন) প্রতিশ্রুত ওযন অপেক্ষা কম ওযনের পণ্য বিক্রয় হয় না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং ০৬% বিক্রেতা (৬ জন) মন্তব্য প্রদানে বিরত থাকেন। ৯৮% বিক্রেতা (৯৮ জন) নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় হয় না বলে মতামত প্রদান করেন এবং ২% বিক্রেতা (২ জন) এক্ষেত্রে কোন মন্তব্য করেননি। ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার/ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কিত প্রশ্নে ৯৯% বিক্রেতা (৯৯ জন) হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়েছেন এবং ০১% বিক্রেতা (১ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। ৮৯% বিক্রেতা (৮৯ জন) ক্রেতাদেরকে পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং ১১% বিক্রেতা (১১ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। ৮৬% বিক্রেতা (৮৬ জন) সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় না বলে মতামত পেশ করেছেন এবং ১৪% বিক্রেতা (১৪ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে ৩২% বিক্রেতা (৩২ জন) হ্যাঁ বলেছেন, ৪৯% বিক্রেতা (৪৯ জন) না বলেছেন এবং ১৯% বিক্রেতা (১৯ জন) কোন মন্তব্য করেননি। এ বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, উপরিউক্ত সাতটি প্রশ্নের গড় উত্তরদাতা ৮৫% বিক্রেতা তাদের প্রদত্ত মতামত অনুসারে ক্রেতাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়, যা সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

রেখাচিত্র-২৩ : বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে আপনি কোন কৌশল অবলম্বন করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বিক্রেতাদের অভিমত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

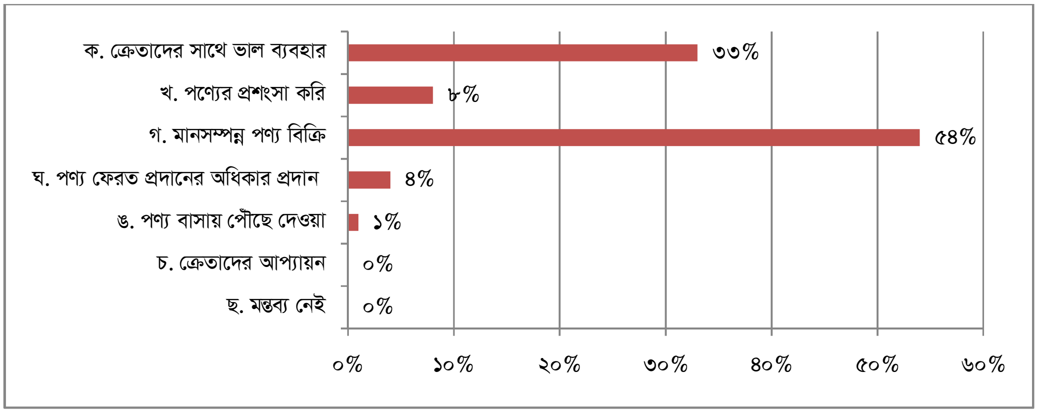

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-২৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩৩% বিক্রেতা (৩৩ জন) ক্রেতাদের সাথে ভাল ব্যবহার করাকে বিক্রয় বৃদ্ধি করার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন। ০৮% বিক্রেতা (৮ জন) পণ্যের প্রশংসা করাকে, ৫৪% বিক্রেতা (৫৪ জন) মানসম্পন্ন পণ্য বিক্রয় করাকে, ০৪% বিক্রেতা (৪

জন) পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকারকে এবং ১% বিক্রেতা (১ জন) ক্রেতার বাসায় পণ্য পৌঁছে দেওয়াকে বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্রেতাগণ স্বভাবতই বিক্রেতাদের কাছ থেকে সৌজন্যমূলক আচরণ ও মানসম্পন্ন পণ্য প্রত্যাশা করে থাকে।

রেখাচিত্র-২৪ : হঠাৎ কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে ক্রেতাদের কীভাবে আশ্বস্ত করেন-এ সম্পর্কে বিক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

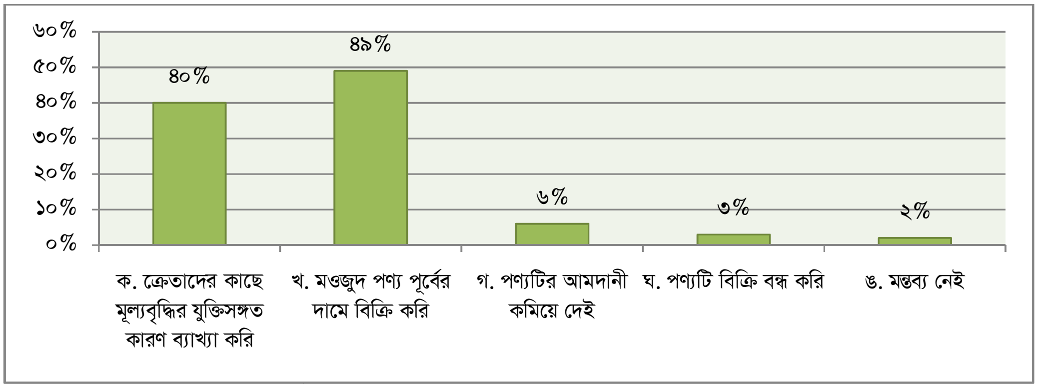

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-২৪ এর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আকস্মিকভাবে কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে ক্রেতাদের আশ্বস্ত করার কৌশল হিসেবে ৪০% বিক্রেতা (৪০ জন) ক্রেতাদের কাছে মূল্যবৃদ্ধির যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা করেন; ৪৯% বিক্রেতা (৪৯ জন) মওজুদকৃত পণ্য পূর্বের দামে বিক্রি করেন; ০৬% বিক্রেতা (৬ জন) মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পণ্যের আমদানী কমিয়ে দেন এবং ০৩% বিক্রেতা (৩ জন) পণ্যটি বিক্রি বন্ধ করে দেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অবশিষ্ট ০২% বিক্রেতা (২ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতাদের বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার কারণে বিক্রেতাগণ ক্রেতাদের আশ্বস্ত করার জন্য বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করেন বলে প্রতীয়মান হয়।

রেখাচিত্র-২৫ : 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-এর ধারাসমূহ জানেন কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে বিক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

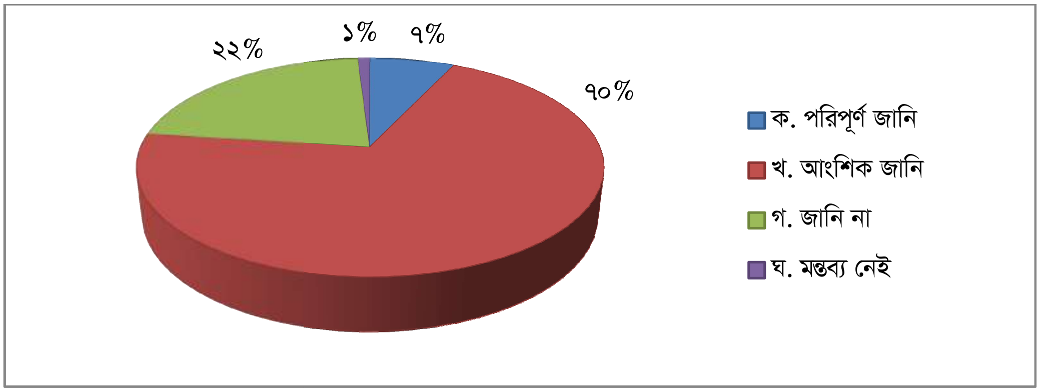

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-২৫ এর উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-এর ধারাসমূহ ০৭% বিক্রেতা (৭ জন) পরিপূর্ণভাবে জানেন এবং ৭০% বিক্রেতা (৭০ জন) আংশিক জানেন এবং ২২% বিক্রেতা (২২ জন) এ সম্পর্কে জানেন না বলে মতামত প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট ০১% বিক্রেতা (১ জন) এ ব্যাপারে মন্তব্য করেননি। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ৯৩% বিক্রেতা (৯৩ জন) 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-এর ধারাসমূহ পরিপূর্ণভাবে না জেনে কিংবা আংশিক জেনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

রেখাচিত্র-২৬ : 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০' সম্পর্কে জেনে থাকলে কতটা মেনে চলেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বিক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

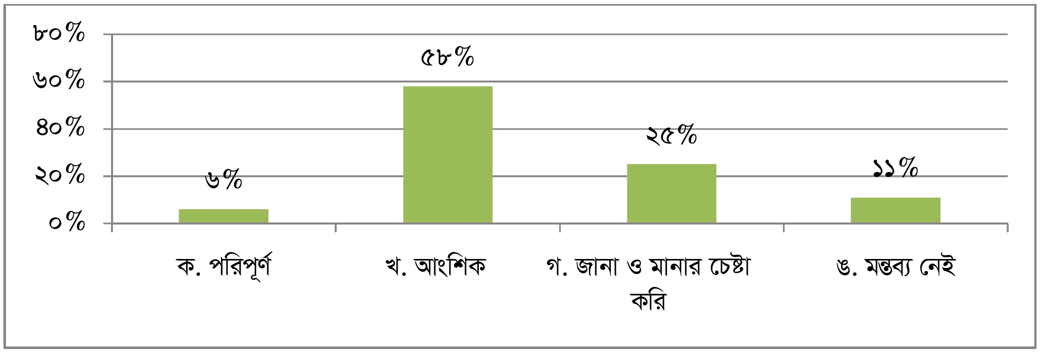

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-২৬ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-এর ধারাসমূহ ০৬% বিক্রেতা (৬ জন) পরিপূর্ণভাবে মেনে চলেন, ৫৮% বিক্রেতা (৫৮ জন) আংশিক মেনে চলেন এবং ২৫% বিক্রেতা (২৫ জন) এ সম্পর্কে জানা ও মানার চেষ্টা করেন বলে মতামত প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট ১১% বিক্রেতা (১১ জন) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ৯৪% বিক্রেতার পক্ষে অজ্ঞতা, অনিচ্ছা কিংবা বিশেষ কোন পরিস্থিতির কারণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-এর ধারাসমূহ পরিপূর্ণভাবে মানা সম্ভব হচ্ছে না, যা নানাভাবে ভোক্তাদের অধিকার ক্ষুন্ন করার শামিল।

রেখাচিত্র-২৭ : আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান বলে মনে করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বিক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

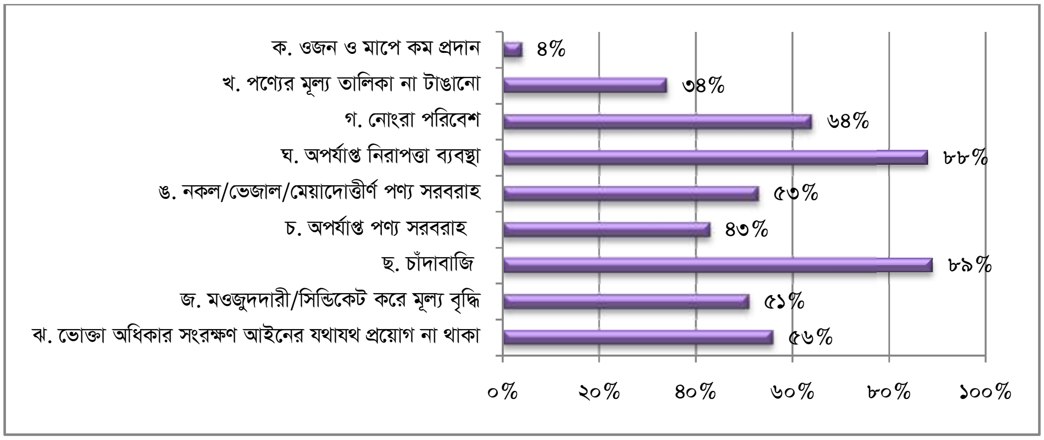

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-২৭ উল্লিখিত সমস্যা নির্ণয়ের জন্য উত্তরদাতাদের নিকট চলমান প্রশ্নের ক হতে ঝ পর্যন্ত ৯টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। সকল উত্তরদাতা সবগুলো প্রস্তাবে মতামত দেননি। কেউ ৪টি, কেউ ৫টি, কেউ ৬টি বা ৭টি প্রস্তাবে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ সকল প্রস্তাবে একমত পোষণ করেননি। সুতরাং যেসব প্রস্তাবে উত্তরদাতারা সহমত পোষণ করেছেন তার ভিত্তিতে রেখাচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে ওযন ও মাপে কম প্রদান সংক্রান্ত সমস্যাটি বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে ০৪% বিক্রেতা (৪ জন), পণ্যের মূল্য তালিকা না টাঙানো সংক্রান্ত সমস্যাটি বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে ৩৪% বিক্রেতা (৩৪ জন), বাজারে নোংরা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাটি বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে ৬৪% বিক্রেতা (৬৪ জন) মতামত প্রদান করেন। অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ৮৮% বিক্রেতা (৮৮ জন), বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে ৫৩% বিক্রেতা (৫৩ জন), অপর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে ৪৩% বিক্রেতা (৪৩ জন), চাঁদাবাজি সম্পর্কে ৮৯% বিক্রেতা (৮৯ জন), মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্যবৃদ্ধি করা সম্পর্কে ৫১% বিক্রেতা (৫১ জন) এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা সম্পর্কে ৫৬% বিক্রেতা (৫৬ জন) অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিশেষত বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক ব্যবসায়ীদের নিকট ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ এবং কতিপয় বড় ব্যবসায়ী/এজেন্ট/উৎপাদনকারী কর্তৃক মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাজারের ছোট ব্যবসায়ীদের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। ব্যবসায়ীগণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার

আলোকে সমগ্র বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন বলে অভিমত দেন।

রেখাচিত্র-২৮ : বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনে নিম্নোক্ত কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক-এ ব্যাপারে বিক্রেতাদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ১০০ জন)

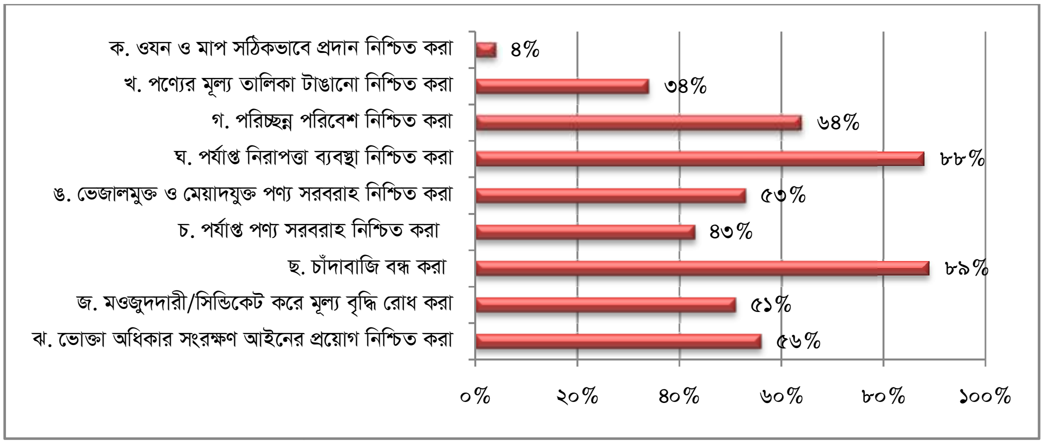

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-২৮ এর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রশ্নমালায় উল্লিখিত সমস্যা নিরসনে উত্তরদাতাদের নিকট চলমান প্রশ্নের ক হতে জ পর্যন্ত ৯টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। সকল উত্তরদাতা পূর্ববর্তী প্রশ্নের মতো সবগুলো প্রস্তাবে মতামত দেননি। সুতরাং যেসব প্রস্তাবে উত্তরদাতারা সহমত পোষণ করেছেন তার ভিত্তিতে রেখাচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে ওযন ও মাপ সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিত করার আবশ্যকতা সম্পর্কে ০৪% বিক্রেতা (৪ জন) মতামত প্রদান করেন। পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো নিশ্চিত করার আবশ্যকতা সম্পর্কে ৩৪% বিক্রেতা (৩৪ জন), বাজারে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৬৪% বিক্রেতা (৬৪ জন), পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৮৮% বিক্রেতা (৮৮ জন), বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক ভেজালমুক্ত ও মেয়াদযুক্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৫৩% বিক্রেতা (৫৩ জন), পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৪৩% বিক্রেতা (৪৩ জন), চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্পর্কে ৮৯% বিক্রেতা (৮৯ জন), মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্পর্কে ৫১% বিক্রেতা (৫১ জন) এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার আবশ্যকতা সম্পর্কে ৫৬% বিক্রেতা (৫৬ জন) অভিমত প্রকাশ করেছেন। ব্যবসায়ীগণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সমস্যাগুলোর সমাধান নির্ণয় করেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মতামত

দানকারী ব্যবসায়ীগণ বাজার ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরী মনে করেন।

গ. বাজারের সভাপতিগণের মতামত যাচাই

বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাজারের সভাপতিদের মতামত যাচাই করার জন্য এ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোকে দুইটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে 'ক' অংশে তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে বাজারের সভাপতিদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপে 'খ' অংশে সতেরটি প্রশ্নের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নের উত্তরসমূহ রেখাচিত্র ও সারণি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাজারের সভাপতিগণের ব্যক্তিগত তথ্যের বিশ্লেষণ : অংশ 'ক'

রেখাচিত্র-২৯ : উত্তরদাতা বাজারের সভাপতিগণের বয়স সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

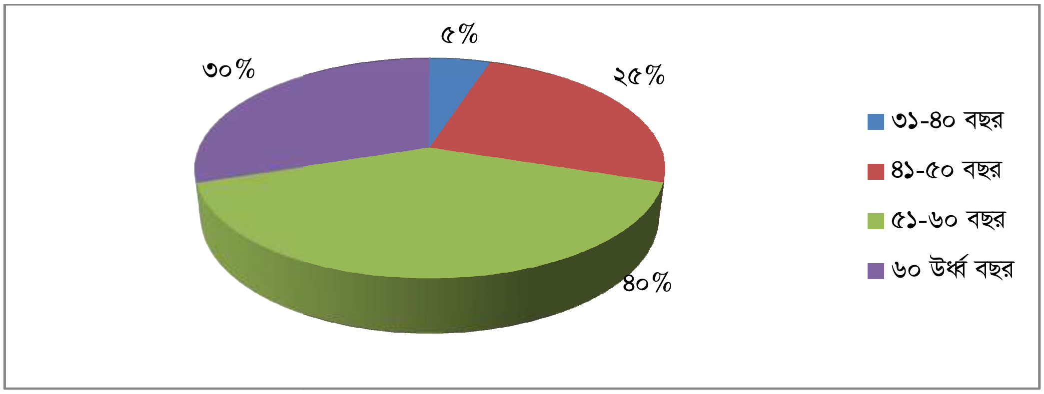

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় প্রাপ্ত বাজারের বিশ জন সভাপতির বয়স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ০৫% সভাপতি (১ জন) ৩১-৪০ বছর বয়সী; ২৫% সভাপতি (৫ জন) ৪১-৫০ বছর বয়সী; ৪০% সভাপতি (৮ জন) ৫১-৬০ বছর বয়সী এবং ৩০% সভাপতি (৬ জন) ৬০ উর্ধ্ব বয়সী।

রেখাচিত্র-৩০ : সভাপতিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

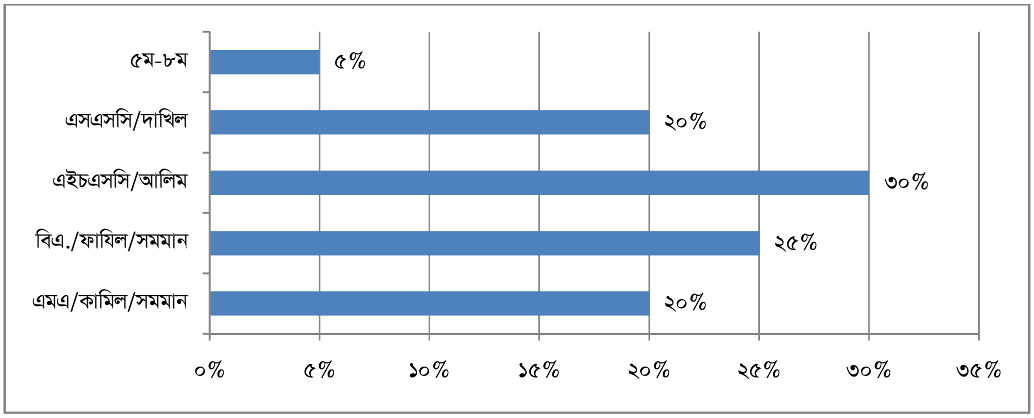

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিশটি বাজারের বিশ জন সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ৫ম-৮ম শ্রেণি পাস ০৫% (১ জন), এসএসসি/দাখিল পাস ২০% (৪ জন), এইচএসসি/‘আলিম পাস ৩০% (৬ জন), বিএ/ফাযিল/সমমান পাস ২৫% (৫ জন) এবং এমএ/কামিল/সমমান পাস ২০% (৪ জন)।

রেখাচিত্র-৩১ : সভাপতিদের ব্যবসার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

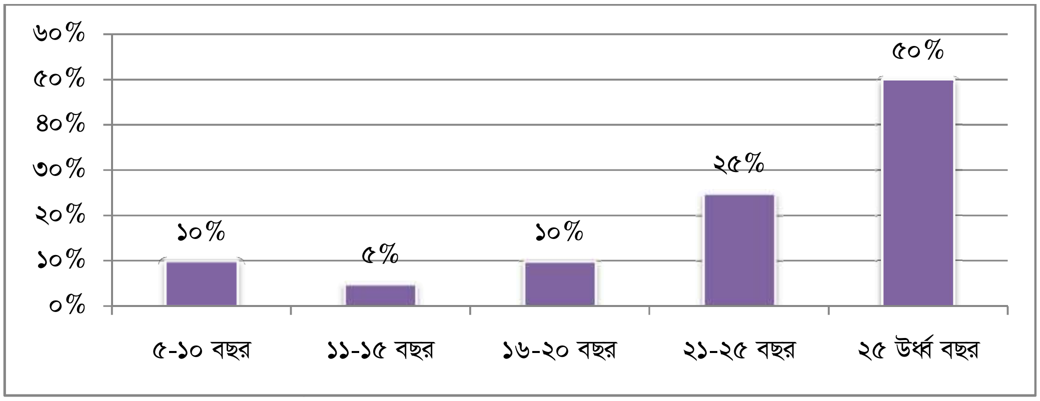

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : বাজার সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিশটি বাজারের বিশ জন সভাপতির ব্যবসার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১০% সভাপতি (২ জন) ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ০৫% সভাপতি (১ জন) ১১-১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ১০% সভাপতি (২ জন) ১৬-২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ২৫% সভাপতি (৫ জন) ২১-২৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ৫০% সভাপতি (১০ জন) ২৫ বছরের উর্ধ্বে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সভাপতিদের মতামত : অংশ 'খ'

সারণি-৩ : বাজারে আগত ক্রেতা-বিক্রেতাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতিদের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

সভাপতিদের মতামত যাচাই	উত্তরদাতার সংখ্যা		মোট
	হ্যাঁ	না	
ক. বাজারে অগ্নি নির্বাপণের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে কিনা?	১৫ (৭৫%)	৫ (২৫%)	২০ (১০০%)
খ. বাজারে মানসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কিনা?	৯ (৪৫%)	১১ (৫৫%)	২০ (১০০%)
গ. বাজারে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা?	২০ (১০০%)	-	২০ (১০০%)
ঘ. বাজারে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা?	২০ (১০০%)	-	২০ (১০০%)
ঙ. বাজারে উপাসনালয়ের ব্যবস্থা আছে কিনা?	২০ (১০০%)	-	২০ (১০০%)

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : সারণি-৩ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৭৫% সভাপতি (১৫ জন) বাজারে অগ্নি নির্বাপণের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন এবং ২৫% (৫ জন) না-বাচক মতামত দিয়েছেন। বাজারে মানসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা সম্পর্কে ৪৫% (৯ জন) হ্যাঁ-বাচক এবং ৫৫% (১১ জন) না-বাচক মতামত দিয়েছেন। বাজারে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে ১০০% (২০ জন) সভাপতি হ্যাঁ-বাচক মতামত দিয়েছেন। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে ১০০% (২০ জন) হ্যাঁ-বাচক মতামত দিয়েছেন। ১০০% (২০ জন) সভাপতি বাজারে উপাসনালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে বলে মতামত প্রদান করেছেন। এ বিশ্লেষণ থেকে বাজারের সভাপতিগণ ক্রেতা-বিক্রেতার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়, যা সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য।

রেখাচিত্র-৩২ : বাজারে ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

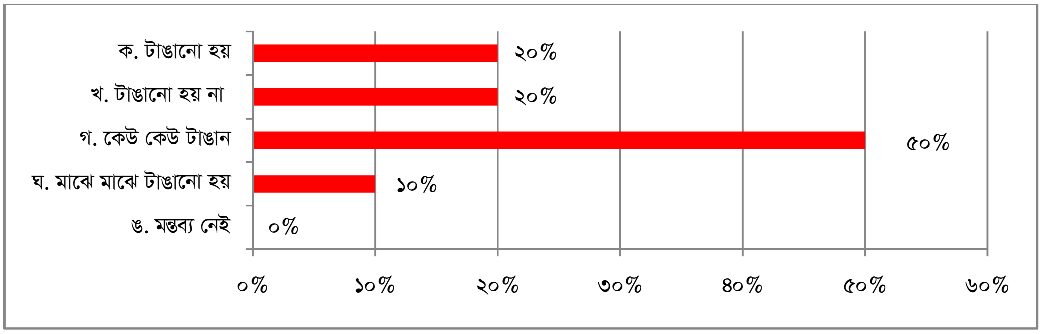

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র ৩২ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ২০% (৪ জন) সভাপতি বাজারে পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় বলে এবং ২০% (৪ জন) সভাপতি মূল্য তালিকা টাঙানো হয় না বলে মতামত প্রদান করেন। ৫০% (১০ জন) সভাপতি বাজারের ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ মূল্য তালিকা টাঙান বলে মতামত প্রদান করেন এবং ১০% (২ জন) সভাপতি মাঝে মাঝে টাঙানো হয় বলে মতামত দেন।

রেখাচিত্র-৩৩ : বাজারে ব্যবসায়ীগণ আইন অনুযায়ী ক্যাশ মেমো ও রেজিস্টার রাখেন কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

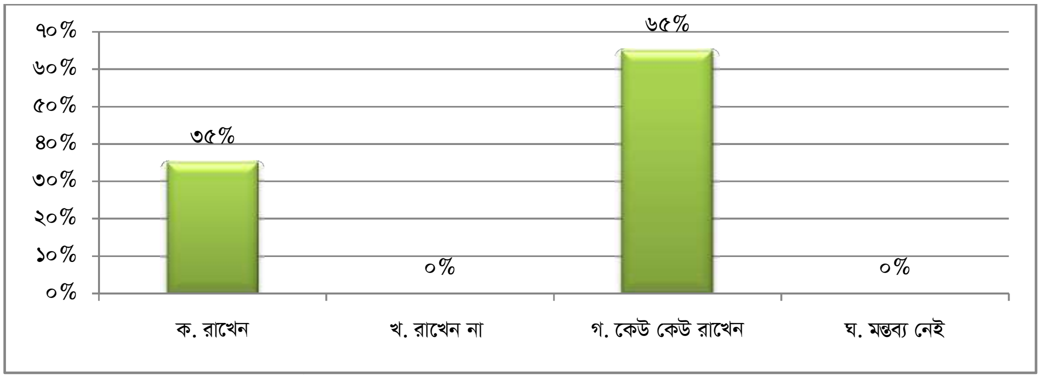

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৩৩ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৩৫% সভাপতি (৭ জন) বাজারের ব্যবসায়ীগণ আইন অনুযায়ী ক্যাশ মেমো ও রেজিস্টার রাখেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন এবং ৬৫% সভাপতি (১৩ জন) বাজারের ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ ক্যাশ মেমো ও রেজিস্টার রাখেন বলে মতামত প্রদান করেন।

রেখাচিত্র-৩৪ : ক্রেতা-বিক্রেতাকে পণ্য আদান-প্রদানে কোন প্রকার অবৈধ চাঁদা দিতে হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

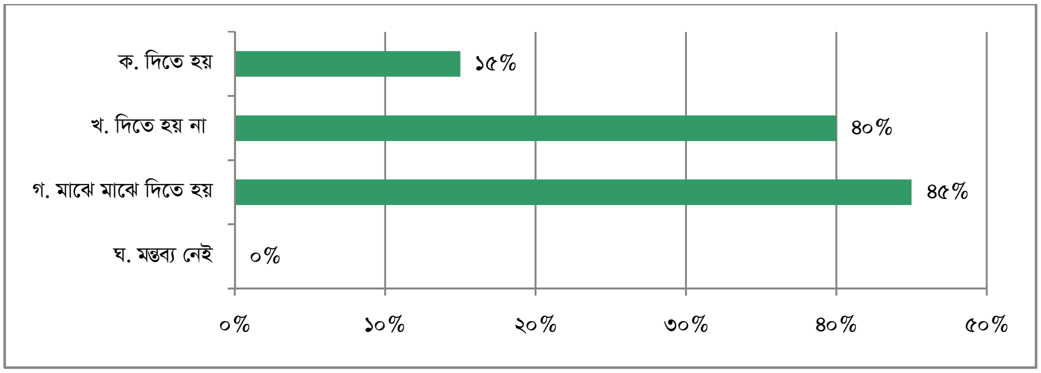

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৩৪ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ১৫% (৩ জন) সভাপতি বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাকে পণ্য আদান-প্রদানে অবৈধ চাঁদা দিতে হয় বলে মতামত প্রকাশ করেন এবং ৪০% সভাপতি (৮ জন) চাঁদা দিতে হয় না বলে মতামত প্রদান করেন। ৪৫% (৯ জন) সভাপতি মাঝে মাঝে অবৈধ চাঁদা দিতে হয় বলে মতামত প্রদান করেন। সুতরাং ৬০% (১২ জন) সভাপতি অবৈধ চাঁদা দিতে হয় বলে তথ্য প্রদান করেছেন যা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার কল্যাণ নিশ্চিত করার পথে একটি বড় অন্তরায়।

রেখাচিত্র-৩৫ : কোন প্রকার ভেজাল/নকল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

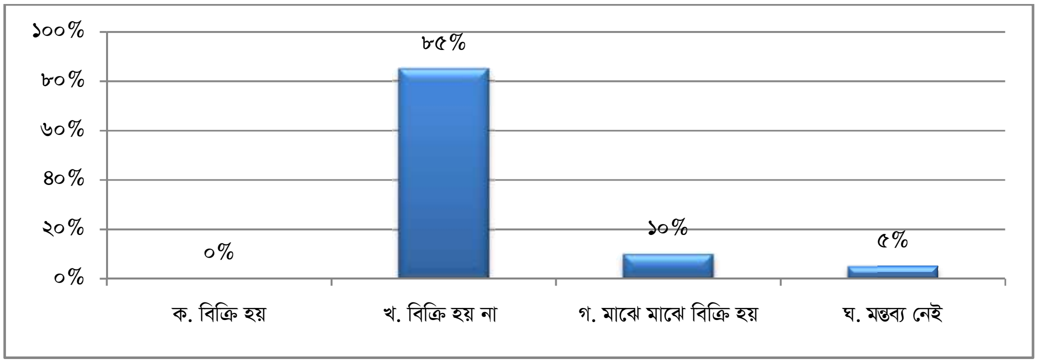

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৩৫ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৮৫% সভাপতি (১৭ জন) বাজারে ভেজাল/নকল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি হয় না বলে মতামত দিয়েছেন। ১০% সভাপতি (২ জন) মাঝে মাঝে বিক্রি হয়ে থাকে বলে মতামত প্রদান করেন। ০৫% সভাপতি (১ জন) এ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

রেখাচিত্র-৩৬ : কোন কোম্পানী/উৎপাদনকারী কর্তৃক ভেজাল/নকল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ সরবরাহ করা হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতা ২০ জন)

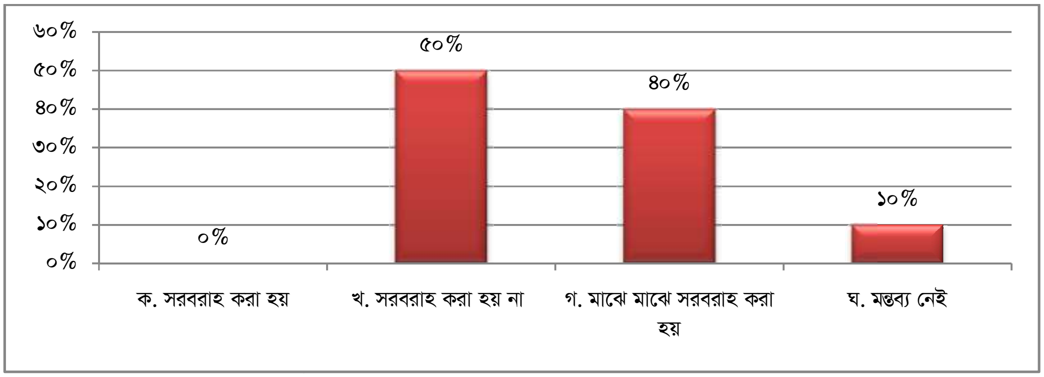

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৩৬ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৫০% সভাপতি (১০ জন) বাজারে কোন কোম্পানী/উৎপাদনকারী কর্তৃক ভেজাল/নকল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করা হয় না বলে মতামত দিয়েছেন। ৪০% সভাপতি (৮ জন) মাঝে মাঝে সরবরাহ করা হয় বলে মতামত প্রদান করেন এবং ১০% সভাপতি (২ জন) এ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

রেখাচিত্র-৩৭ : এ বাজারে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

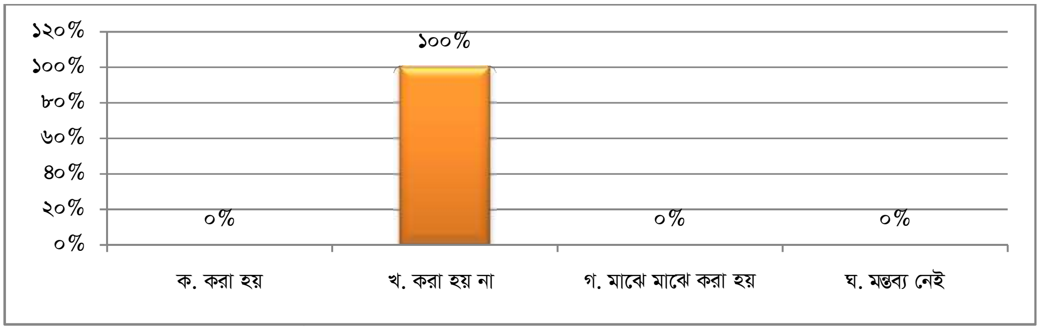

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৩৭ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ১০০% (২০ জন) সভাপতি তাঁদের বাজারে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় না বলে মতামত দিয়েছেন।

রেখাচিত্র-৩৮ : আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে কারা দেশে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে থাকেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

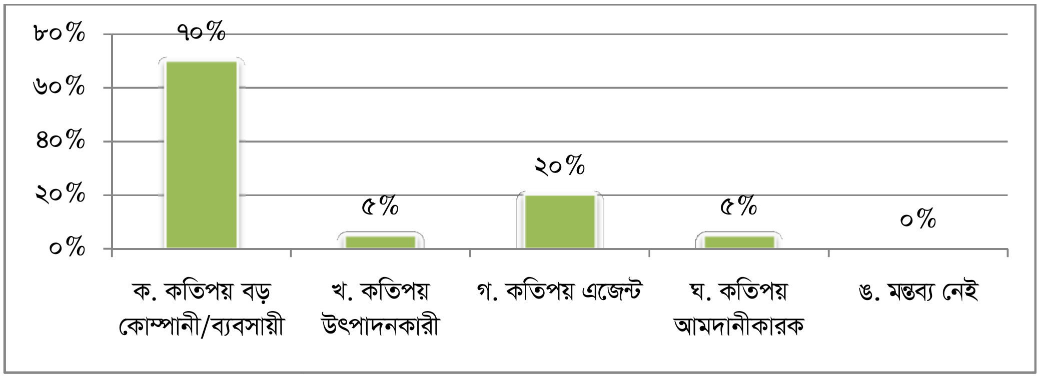

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৩৮ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৭০% সভাপতি (১৪ জন) কতিপয় বড় কোম্পানী/ব্যবসায়ী দেশে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে থাকেন বলে মতামত প্রদান করেন। ০৫% সভাপতি (১ জন) কতিপয় উৎপাদনকারী কর্তৃক, ২০% (৪ জন) সভাপতি কতিপয় এজেন্ট কর্তৃক এবং ৫% সভাপতি (১ জন) কতিপয় আমদানীকারক কর্তৃক দেশে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে থাকেন বলে মতামত দেন।

রেখাচিত্র-৩৯ : আপনি 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০' সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

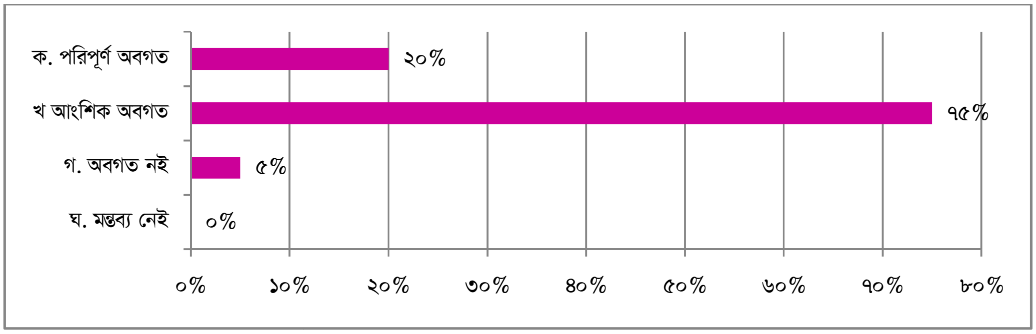

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৩৯ এর উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাজারের ২০% সভাপতি (৪ জন) 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত রয়েছেন বলে মতামত প্রদান করেন। ৭৫% সভাপতি (১৫ জন) আংশিক অবগত এবং ০৫% সভাপতি (১ জন) এ সম্পর্কে অবগত নন বলে মতামত প্রদান করেন।

রেখাচিত্র-৪০ : আপনি 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-সম্পর্কে জেনে থাকলে বাজারে কতটা বাস্তবায়ন করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

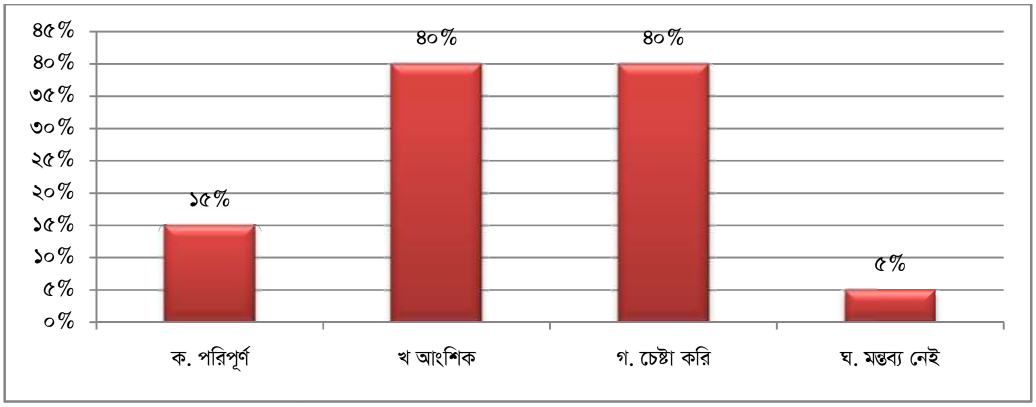

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪০ এর উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাজারের ১৫% সভাপতি (৩ জন) 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০' বাজারে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেন বলে মতামত প্রদান করেন। ৪০% সভাপতি (৮ জন) আংশিক এবং ৪০% সভাপতি (৮ জন) এ আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন বলে মতামত প্রদান করেন। অবশিষ্ট ৫% সভাপতি (১ জন) এ

ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আইন সম্পর্কে যথাযথ অবগতির অভাবে তা মানা হয় না, যার কারণে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়ে থাকে।

রেখাচিত্র-৪১ : বিক্রেতা কর্তৃক কোন ক্রেতা প্রতারিত হলে তার অভিযোগের ভিত্তিতে আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

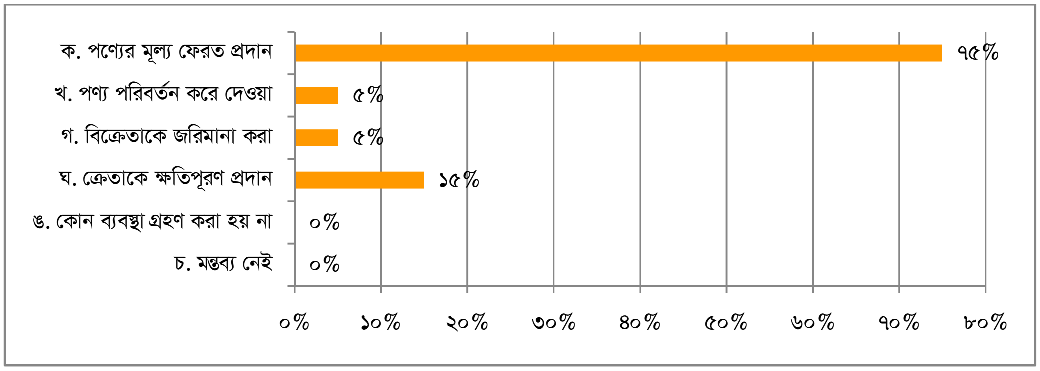

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪১ এর উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিক্রেতা কর্তৃক কোন ক্রেতা প্রতারিত হলে তার অভিযোগের ভিত্তিতে বাজারের ৭৫% সভাপতি (১৫ জন) বিক্রেতাকে পণ্যের মূল্য ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। ০৫% সভাপতি (১ জন) বিক্রেতাকে পণ্য পরিবর্তন করে দিতে বলেন, ০৫% সভাপতি (১ জন) প্রতারণার অপরাধে বিক্রেতাকে জরিমানা করেন এবং ১৫% সভাপতি (৩ জন) ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করেন। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাজারের সভাপতিগণের মতামত অনুযায়ী ক্রেতাগণ প্রতারিত হলে কোন না কোনভাবে তার প্রতিকার পেয়ে থাকেন।

রেখাচিত্র-৪২ : আপনার বাজারের কর্মীদের কোন নীতির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

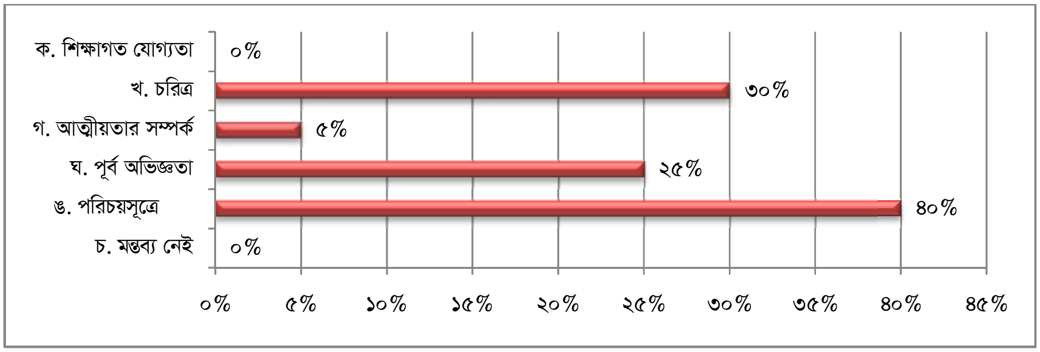

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪২ এর উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাজারের কর্মীদের মধ্যে ৩০% (৬ জন) চরিত্র যাচাই করে, ০৫% (১ জন) আত্মীয়তার সম্পর্ক, ২৫% (৫ জন) পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ৪০% (৮ জন) পরিচয়সূত্রের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য যোগ্যতা অপেক্ষা পরিচয়সূত্রে ও চরিত্রবান কর্মীদের বাজারে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।

রেখাচিত্র-৪৩ : বাজারের খাবারের দোকান ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে আপনার নির্দেশনা কী-এ প্রশ্নের উত্তরে সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

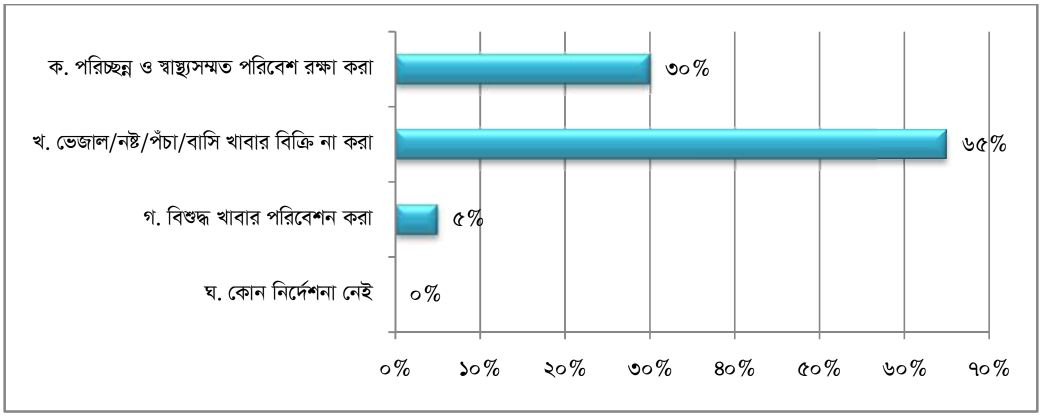

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪৩ এর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাজারে খাবারের দোকান ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে ৩০% সভাপতি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষা করার নির্দেশনা প্রদান করেন, ৬৫% সভাপতি ভেজাল/নষ্ট/পঁচা/বাসি খাবার বিক্রি না করা এবং ০৫% সভাপতি বিশুদ্ধ খাবার পরিবেশন করার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন বলে মতামত প্রদান করেন। এখানে খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে সভাপতিগণের মতামত অনুযায়ী তাদের ভূমিকা ইতিবাচক বলে প্রতীয়মান হয়।

রেখাচিত্র-৪৪ : আপনার বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে রক্ষা করা হয়-এ প্রশ্নের উত্তরে সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

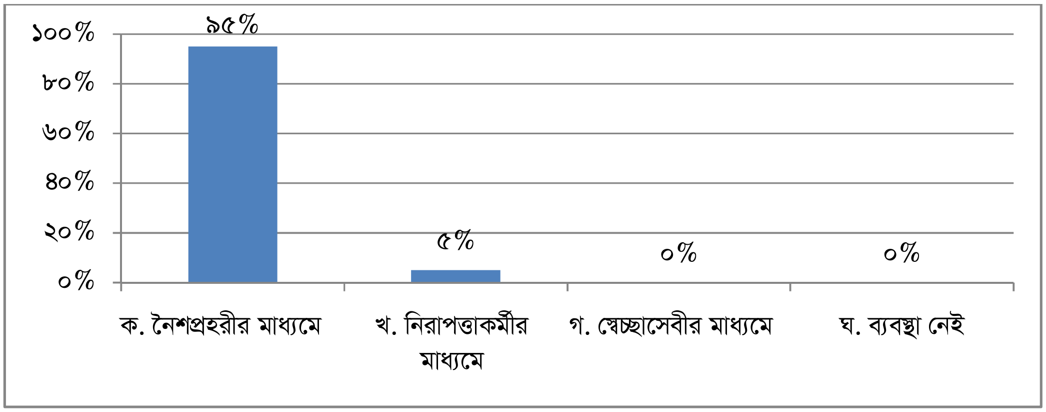

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪৪ এর উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৯৫% সভাপতি বাজারে নৈশপ্রহরীর মাধ্যমে এবং ০৫% সভাপতি বাজারে নিরাপত্তাকর্মীর মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রক্ষা করে থাকেন বলে মতামত দিয়েছেন।

সারণি-৪ : বাজারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো রয়েছে কিনা-এ সম্পর্কে সভাপতিগণের মতামত (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

সভাপতিগণের মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা		মোট
	হ্যাঁ	না	
ক. ডাস্টবিন ব্যবহার করা	১৫ (৭৫%)	০৫ (২৫%)	২০ (১০০%)
খ. পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োজিত রাখা	১৬ (৮০%)	০৪ (২০%)	২০ (১০০%)
গ. জীবানু নাশক ব্যবহার	১৯ (৯৫%)	০১ (৫%)	২০ (১০০%)
ঘ. ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা	৫ (২৫%)	১৫ (৭৫%)	২০ (১০০%)
ঙ. প্রত্যেকে স্ব স্ব উদ্যোগে পরিচ্ছন্ন রাখে	১৮ (৯০%)	০২ (১০%)	২০ (১০০%)

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : সারণি-৪ এর উপাত্ত পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, বাজারে ডাস্টবিন ব্যবহার করা হয় কিনা-এ ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলে ৭৫% সভাপতি (১৫ জন) হ্যাঁ-বাচক এবং ২৫% (৫ জন) না-বাচক মতামত প্রদান করেন। পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োজিত রয়েছে কিনা-এ ব্যাপারে ৮০% (১৬ জন) হ্যাঁ-বাচক এবং ২০% (৪ জন)না-বাচক মতামত প্রদান করেন। জীবানু নাশক ব্যবহার করা হয় কিনা-এ সম্পর্কে ৯৫% (১৯ জন) হ্যাঁ-বাচক এবং ০৫% (১ জন) না-বাচক উত্তর দেন। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা-জানতে চাইলে ২৫% (৫ জন) হ্যাঁ-বাচক এবং ৭৫% (১৫ জন) না-বাচক

মতামত ব্যক্ত করেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব উদ্যোগে পরিচ্ছন্ন রাখে কিনা-এ সম্পর্কে ৯০% (১৮ জন) হ্যাঁ-বাচক এবং ১০% (২ জন) না-বাচক মতামত প্রদান করেন। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাজারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি বাজারে কোন না কোন ব্যবস্থা থাকলেও উল্লিখিত সব ধরণের ব্যবস্থা নেই। এতে বাজার ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও দুর্বলতা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকার চিত্র ফুটে উঠেছে।

রেখাচিত্র-৪৫ : আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান বলে মনে করেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বাজারের সভাপতিগণের মতামত। (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

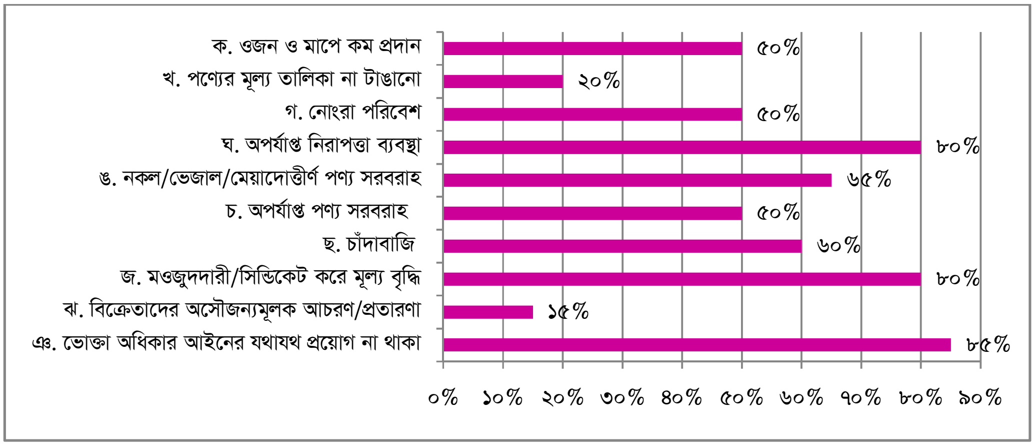

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪৫ এ উল্লিখিত সমস্যা নির্ণয়ের জন্য উত্তরদাতাদের নিকট চলমান প্রশ্নের ক হতে ঞ পর্যন্ত ১০টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। সকল উত্তরদাতা সবগুলো প্রস্তাবে মতামত দেননি। কেউ ৪টি, কেউ ৫টি, কেউ ৬টি বা ৭টি প্রস্তাবে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ সকল প্রস্তাবে একমত পোষণ করেননি। সুতরাং যেসব প্রস্তাবে উত্তরদাতারা সহমত পোষণ করেছেন তার ভিত্তিতে রেখাচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে ওযন ও মাপে কম প্রদান সম্পর্কিত সমস্যা বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন ৫০% সভাপতি (১০ জন)। পণ্যের মূল্য তালিকা না টাঙানো সম্পর্কে ২০% সভাপতি (৪ জন), বাজারে নোংরা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাটি বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে ৫০% সভাপতি (১০ জন) মতামত দিয়েছেন। অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ৮০% (১৬ জন), বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে ৬৫% (১৩ জন), অপর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে ৫০% (১০ জন), চাঁদাবাজি সম্পর্কে ৬০% (১২ জন), মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্যবৃদ্ধি করা সম্পর্কে ৮০% (১৬ জন), বিক্রেতাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ/প্রতারণা সম্পর্কে ১৫% (৩ জন) এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের

যথাযথ প্রয়োগ না থাকা সম্পর্কে ৮৫% সভাপতি (১৭ জন) অভিমত প্রকাশ করেন। বাজারের সভাপতিগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারণ করেছে। সভাপতিগণ সমস্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনায় নিয়েছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

রেখাচিত্র-৪৬ : বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনে নিম্নোক্ত কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক-এ ব্যাপারে সভাপতিগণের মতামত। (উত্তরদাতার সংখ্যা ২০ জন)

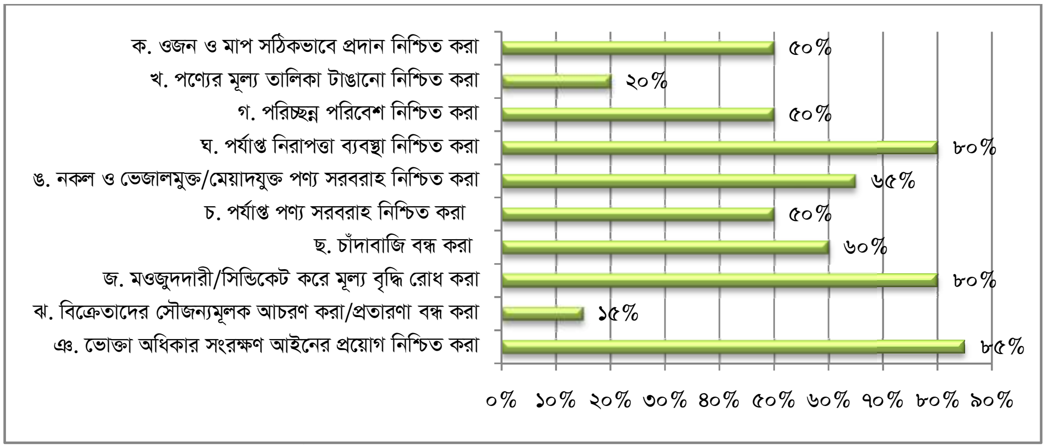

তথ্যসূত্র : গবেষক কর্তৃক মাঠ জরীপ ২০২২ খ্রি.

বিশ্লেষণ : রেখাচিত্র-৪৬ এর প্রশ্নমালায় উল্লিখিত সমস্যা নিরসনে উত্তরদাতাদের নিকট চলমান প্রশ্নের ক হতে ঞ পর্যন্ত দশটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। পূর্ববর্তী প্রশ্নের ন্যায় এখানেও সকল উত্তরদাতা সবগুলো প্রস্তাবে মতামত দেননি। সুতরাং যেসব প্রস্তাবে উত্তরদাতারা সহমত পোষণ করেছেন তার ভিত্তিতে রেখাচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে বাজারে ওযন ও মাপ সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিত করার আবশ্যকতার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন ৫% সভাপতি (১ জন)। পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো নিশ্চিত করা সম্পর্কে ২০% সভাপতি (৪ জন), পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৫০% সভাপতি (১০ জন) মতামত প্রদান করেছেন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৮০% (১৬ জন), বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক নকল ও ভেজালমুক্ত/মেয়াদযুক্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৬৫% (১৩ জন), পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৫০% (১০ জন), চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্পর্কে ৬০% (১২ জন), মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা সম্পর্কে ৮০% (১৬ জন), বিক্রেতাদের সৌজন্যমূলক আচরণ নিশ্চিত করা/প্রতারণা বন্ধ করা সম্পর্কে ১৫% (৩ জন) এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্পর্কে ৮৫% সভাপতি (১৭ জন) মতামত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, সভাপতিগণ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশের অবস্থা

বিবেচনায় নিয়েছেন। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেশের প্রচলিত বাজারসমূহের বেশির ভাগ সভাপতি বাজার ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসনে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সমস্যাগুলো সমাধান হলেই বাজারের ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে বলে তারা মনে করেন।

মতামতসমূহের বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত ক্রেতা, বিক্রেতা ও বাজারের সভাপতিগণের মতামতসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রেতাদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর বিক্রেতা ও বাজারের সভাপতিগণের প্রশ্নের উত্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং বিপরীতমুখী। ক্রেতাদের ব্যবসায়িক কোন স্বার্থ জড়িত না থাকায় এবং তাদের উপর কোন চাপ বা ভয়-ভীতির কারণ না থাকায় তারা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকভাবে উত্তর দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে ব্যবসায়ী ও বাজারের সভাপতিগণ তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং বিভিন্ন দিক থেকে তাদের উপর চাপ ও ভয়ের আশংকা থাকায় সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারেননি বলে প্রতীয়মান হয়। গবেষক সাক্ষাৎকারের সময় বিষয়টি অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সুতরাং বাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে ক্রেতাদের মতামতের উপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত হবে। ক্রেতাদের মতামতে বাজারের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-বাজারে প্রায়ই বিভিন্ন অজুহাতে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করা হয়। ওযন ও মাপে কম প্রদান, মওজুদদারী, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, নকল পণ্য বিক্রি, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, পণ্যের মূল্য তালিকা না টাঙানো, প্রতারণা করা, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নোংরা পরিবেশ ইত্যাদির উদ্বেগজনক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে ব্যবসায়ী ও বাজারের সভাপতিগণের বেশিরভাগ উত্তরে ক্রেতাদের উপরিউক্ত বিষয়সমূহের মতামতের বিপরীত মতামত প্রকাশ পেয়েছে। অতএব তিন পক্ষের মতামত পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, পর্যাপ্ত আইন ও নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও তা যথাযথ প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনায় নিয়ম-শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৪.৪ বাংলাদেশে প্রচলিত বাজারসমূহের বাস্তব অবস্থার চিত্র

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত বাজারসমূহের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক. খাদ্যপণ্যে ভেজাল ও বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার

১৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. বাংলাদেশ প্রতিদিন রিপোর্ট : পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কারণে প্রতি বছর ৩ লাখ লোক ক্যান্সারে, ২ লাখ লোক কিডনি রোগে, দেড় লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, পোলট্রি ফার্মের ডিমে ট্যানারি বর্জ্যের বিষাক্ত ক্রোমিয়াম পাওয়া গিয়েছে। আটা ও ময়দায় চক পাউডার বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট মেশানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ আনারসে হরমোন প্রয়োগ করে দ্রুত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। মিষ্টি জাতীয় খাবারে ব্যবহার করা হচ্ছে বিষাক্ত রং, সোডা, স্যাকারিন ও মোম। সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতালের স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল ইসলাম বলেন, ‘বাইরে থেকে কেনা খাবারে বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর উপাদান মেশানো হয়। শরীরের জন্য ক্ষতিকর রং, প্রিজারভেটিভ ও ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। মুখরোচক করার জন্য অতিরিক্ত তেল ব্যবহার করা হয়। এসব উপাদান মানুষকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলে। এসব খাবার লিভারের সমস্যার পাশাপাশি কিডনির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অনেক উপাদান দীর্ঘমেয়াদী ক্ষত তৈরি করে এবং দুরারোগ্য রোগের জন্ম দেয়। তিনি এসব খাবার থেকে দূরে থাকার এবং বাড়িতে স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি খাবার খাওয়ার অভ্যাস করার পরামর্শ দেন। ব্যবসায়ীদেরও খাবারে ভেজাল দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। পবিত্র রমাযান মাসে ভেজাল ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। ইফতার সামগ্রীতে সবচেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করা হয়। মুড়ি সাদা করতে বিষাক্ত রাসায়নিক সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড ব্যবহৃত হয়। জিলাপি দীর্ঘ সময় মচমচে রাখার জন্য গাড়ির পরিত্যক্ত পোড়া মবিল ব্যবহার করা হয়। বেগুনি, পিয়াজু, চপ ইত্যাদি তেলে ভাজা ইফতার সামগ্রী আকর্ষণীয় করতে কেমিক্যাল রং ব্যবহার করা হয়। পঁচন রোধ করার জন্য বাজারের ৮৫ শতাংশ মাছে ফরমালিন এবং ফলমূলে কার্বাইড কিংবা ফরমালিন প্রয়োগ করা হচ্ছে। খাবারের মসলায় কাপড়ের বিষাক্ত রং, ইট ও কাঠের গুড়া মেশানো হয়। শাক-সবজিতে বিষাক্ত স্প্রে, ফলমূল দ্রুত পাকিয়ে রঙিন করার জন্য কার্বাইড ও ইথোফেন এবং পচঁন রোধে ফরমালিন একসাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে। জাতীয় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ২০১৮ সালে সারা দেশের ৪৩টি ভোগ্যপণ্যের মোট ৫ হাজার ৩৯৬টি নমুনা পরীক্ষা করে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর ৪৩টি পণ্যের প্রত্যেকটিতে ভেজাল পাওয়া গিয়েছে। ইমেরিটাস অধ্যাপক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ্ বলেন, ‘ভেজাল খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। ক্ষতিকর রং, বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান, পোড়া তেল খাওয়ার ফলে পেটে সমস্যা হয়। ধীরে ধীরে আলসার হয়, একসময় লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব খাবার খেলে হৃদরোগ, কিডনি সমস্যা এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে

পারে। গর্ভবতী নারীদের জন্য এসব ভেজাল খাবারের ক্ষতি কয়েকগুণ বেশি। গর্ভের শিশু মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভেজাল খাবারে। ভেজাল খাবার মাথার চুল, নখ থেকে শুরু করে মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তিনি ব্যবসায়ীদের সততার সাথে ব্যবসা করার এবং খাবারে ভেজাল দিয়ে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।[১৮]

১ জুন, ২০২২ খ্রি. বাংলাদেশ প্রতিদিন রিপোর্ট : বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্যপণ্যে বাজার পরিপূর্ণ রয়েছে। খাবারে ভেজাল মেশানো এদেশের ব্যবসায়ীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। রকমারি খাবারের মধ্যে ফুড গ্রেডের নামে কারখানা ও বস্ত্রকলে ব্যবহৃত কাপড়ের রং এবং বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান প্রয়োগ করা হচ্ছে। পোড়া তেলে ভাজা হচ্ছে বিভিন্ন মুখরোচক খাবার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়, ফলে এতে ধুলাবালি, মাছি, পোকা-মাকড় ইত্যাদি পড়ে খাবারকে দুষিত করে ফেলে। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে এবং মানুষ ব্যাপকভাবে কিডনি, লিভার, ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে।[১৯]

১৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বের ৬০ কোটি মানুষ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের কারণে অসুস্থ হয়। এর মধ্যে ৪ লাখ ৪২ হাজার মানুষ মারা যায়। এছাড়া দূষিত খাদ্য গ্রহণের কারণে পাঁচ বছরের কম বয়সী আক্রান্ত হওয়া ৪৩ শতাংশ শিশুর মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে। বাজারে প্রাপ্ত শিশুখাদ্যের শতভাগই ভেজাল। ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ আন্তর্জাতিক হাসপাতালের তথ্যমতে, সেখানে ভর্তিকৃত রোগীর মধ্যে ৬০ ভাগই বাংলাদেশী নারী-পুরুষ ও শিশু। সেখানকার চিকিৎসকগণ জানান, বেশির ভাগ রোগীই ভেজাল খাদ্যের কারণে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের রক্তে নানা ধরণের ক্ষতিকর কেমিক্যালের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে।[২০]

৩১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : সাম্প্রতিক বছরসমূহে যেসব বিষাক্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যদ্রব্যে মেশানো হচ্ছে তার মধ্যে ফরমালিন নামক বর্ণহীন তীব্র ঝাঁজালো পদার্থটি অন্যতম। এছাড়াও রয়েছে ক্যলসিয়াম কার্বাইড, সোডিয়াম সাইক্লোমেড, হেপ্টাক্লোর, মেলানিন, কালারিং এজেন্টস, ইঞ্জিনের পোড়া তেল, হরমোন ও সালফিউরিক অ্যাসিড। মূলত ফরমালিন ব্যবহৃত হয় মানুষের মৃতদেহ সংরক্ষণসহ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মুনাফার সহজ পদ্ধতি

---

[১৮]প্রতিবেদন 'ভেজাল খাদ্যে ঝুঁকিতে স্বাস্থ্য' সম্পাদক নঈম নিজাম, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২য় সংস্করণ, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩৩, ঢাকা, ১৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১ ও ১১

[১৯]জয়শ্রী ভাদুড়ী, রিপোর্ট : 'ভেজাল খাবার-ওষুধে বাড়ছে কিডনি রোগী', সম্পাদক নঈম নিজাম, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৭৩, ১ জুন ২০২২ খ্রি. পৃ. ১

[২০]প্রতিবেদন : তৈরি খাদ্যে কাপড়ের রং', সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ১১৩তম সংখ্যা, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১ ও ১৫

হিসেবে খাদ্য দ্রব্যের পঁচন রোধে ফরমালিন নামক বিষ ব্যবহার করছে। গবেষণায় দেখা যায়, এসব বিষাক্ত রাসায়নিকের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে মানুষের কিডনি, ফুসফুস, যকৃত ক্যান্সারসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ফুড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ইউএস এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি গবেষণায় শিশুখাদ্যসহ বাজারের প্রায় প্রতিটি খাবারে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। শিশুখাদ্যের ৯৫ শতাংশই ভেজাল। দেশে প্রতি বছর যত শিশু মারা যায় তার দশ শতাংশই ভেজাল খাদ্যের কারণে মারা যায়। কাপড়ে ব্যবহৃত রং, স্যাকারিনের দ্রবণ ও কৃত্রিম ফ্লেভার মিশিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরণের জেলি ও জুসসহ ভেজাল খাদ্যপণ্য। ভয়াবহ বিষয় হলো, এসব বিষাক্ত খাদ্যের প্রধান ভোক্তা হচ্ছে দেড় থেকে ছয় বছর বয়সী শিশু। পাবলিক হেল্‌থ ইনস্টিটিউটের খাদ্য পরীক্ষাগারের তথ্যানুযায়ী দেশের ৫৪ শতাংশ খাদ্যপণ্য ভেজাল এবং দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মাছ তরতাজা রাখতে ব্যবহৃত হয় ফরমালিন। শুঁটকিতে কীটনাশক, মুরগীর খাবারে মেশানো হয় আর্সেনিক ও ট্যানারির বিষাক্ত ক্রোমিয়ামযুক্ত পরিত্যক্ত চামড়া, কলায় ব্যবহৃত হয় বিষাক্ত রাসায়নিক আলড্রিন, আপেল সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক আলফা ক্লোরড্যান, টমেটো ও আনারসে ইথিওন, দুধে ফরমালিন ও আলড্রিন, পাউরুটি ও কেক জাতীয় শুকনো খাবারে ব্যবহৃত হয় 'সাব স্ট্যান্ডার্ড ইয়েস্ট'। গুড়ো হলুদে সিসা ও ক্রোমিয়াম নামক মারাত্মক রাসায়নিকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। এসব বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাবে খিঁচুনি, চেতনা শক্তি হ্রাস, হাঁপানি, স্নায়ুতন্ত্র বিনষ্ট, ব্রংকাইটিস ও ক্যান্সারের মত মরণব্যাধির ঝুঁকি রয়েছে। ক্ষতিকর দ্রব্য মিশ্রণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে না পারলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়বে দেশের মানুষ। গুটিকয়েক অসাধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারীর কারণে আজ দেশের সকল মানুষ ভুক্তভোগী। তাই এদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশেই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শাক-সবজি, ফলমূলসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ, টাটকা ও সতেজ রাখা এবং পঁচন রোধের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উৎপাদনকারী এলাকার চাষী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পাইকারি ও খুচরা বাজারসমূহকে এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় আনয়ন করতে হবে। এছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।[২১]

খ. তরল দুধে ভেজাল

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : এক শ্রেণির মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কর্তৃক ভেজাল দুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অভিযানে

---

[২১]তানজিদা আক্তার লিম্বা, নিরাপদ খাদ্য নাকি স্লো পয়জন, সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ৩০১তম সংখ্যা, ৩১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. পৃ. ৯

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার জেয়ালা গ্রামে এক অভিনব পদ্ধতিতে নকল দুধ তৈরির প্রক্রিয়া ধরা পড়ে। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি ব্লেন্ডার মেশিনে আধ কেজি খাঁটি দুধ নেওয়া হয়। তার সঙ্গে পরিমাণ মতো বিষাক্ত কেমিক্যাল জেলি, ডিটারজেন্ট পাউডার, সোডা, আধ লিটার সয়াবিন তেল, পরিমাণ মতো চিনি, স্যালাইন, লবণ, গুড়ো দুধ এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে ১৫ মিনিট ব্লেন্ডারে ভালোভাবে মেশানো হয়। অতঃপর মিশ্রণটি একটি পাতিলে ঢেলে তার সঙ্গে এক মণ পানি মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয় নকল দুধ। দীর্ঘ সময় সতেজ রাখতে এতে আরও মেশানো হয় ফরমালিন। পরে খাঁটি দুধ হিসেবে তা চালান হয় রাজধানীসহ সারা দেশে। এ দুধ বেশকিছু নামি-দামি কোম্পানীর কাছে সরবরাহ হয় এবং সুপার শপগুলোতে বিক্রি হয় বলে ভেজালকারীরা মোবাইল কোর্টকে জানিয়েছে। উক্ত অভিযানে দুগ্ধ সমবায় সমিতির সভাপতি প্রশান্ত ঘোষকে ভেজাল তরল দুধসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেশের ক্যান্সার বৃদ্ধির মূল কারণ খাদ্যে ভেজাল। ভেজাল তরল দুধ খেলে ১০ থেকে ২০ বছর পরে পাকস্থলীতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে, এ ভেজাল তরল দুধ খেয়ে শরীরে বাসা বাঁধছে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন মরণব্যাধি এবং কিডনি ও লিভারসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিষাক্ত কেমিক্যালের কারণে স্নায়ুগুলো তাৎক্ষণিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মায়েদের অসময়ে গর্ভপাত এবং পেটের বাচ্চা মৃত কিংবা হাবাগোবা হতে পারে। এ ভেজালের নেপথ্যে রাঘব বোয়ালরাও জড়িত বলে জানা গিয়েছে। এতে প্রকৃত দুধ উৎপাদনকারী খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[২২]

গ. ভেজাল মধু

২২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. যমুনা টেলিভিশন, বেলা ২.০০ ঘটিকার সংবাদ : সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার হরিনগর গ্রামে সম্প্রতি ভেজাল মধু উৎপাদনের কারখানা আবিষ্কার করেছেন স্থানীয় প্রশাসন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। অভিযানে দেখা যায় স্থানীয় আব্দুর রশিদ ও তার শক্তিশালী সিন্ডিকেট নিজ বাড়িতে এক থেকে দুই কেজি আসল মধুর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে চিনি, জেলি, ফিটকিরি, ইউরিয়া, সোডা, মধুর ফ্লেভার ও ৪০ লিটার পানি মিশিয়ে ভেজাল মধু তৈরি করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ সারাদেশে বাজারজাত করছে। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল মধু ও মধু তৈরির উপকরণ জব্দ করা হয়েছে। সাংবাদিক ও অভিযানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে অপরাধীরা পালিয়ে যান। বিগত ২০২১ সালেও এ সিন্ডিকেটের লোকজন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর

---

[২২]রিপোর্ট : আবুল খায়ের, নামেই তরল দুধ খাচ্ছি কেমিক্যাল শরীরে বাসা বাঁধছে ক্যানসারসহ মরণব্যাধি, সম্পাদক : তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ২৫০তম সংখ্যা, ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১ ও ৬

হাতে ধরা পড়েছিলেন। পরে তারা বিএসটিআইএর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে অর্গানিক বিডি নামে আবারও সুন্দরবনের মধুর ব্র্যান্ডিংয়ে ভেজাল মধু বাজারজাত করছেন। ক্রেতারা সরল বিশ্বাসে এ মধু ক্রয় করে প্রতারিত হওয়ার পাশাপাশি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন। জেলা প্রশাসক জনাব হুমায়ূন কবির ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোখলেসুর রহমান বলেন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[২৩]

ঘ. হাঁস-মুরগি, মৎস ও গবাদি পশুর খাদ্যে ভেজাল

২৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : বাংলাদেশে শুধু মানব খাদ্যেই ভেজাল দেওয়া হয় না; সাম্প্রতিক সময়ে পশুখাদ্যে ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বগুড়ার শেরপুরে পশুখাদ্য তৈরির প্রধান উপকরণ ডিওআরবিতে (ডিওয়েল্ড রাইচ ব্রান) কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে। অতিরিক্ত মুনাফার আশায় পঁচা ডিওআরবি ও রাইচ ব্রানের সাথে মেয়াদোত্তীর্ণ আটা, বালিমাটি, টাইলস ও সিরামিকের গুড়া ইত্যাদি মেশানো হচ্ছে। তারপর নামি-দামি কোম্পানীর সিল দেওয়া বস্তায় ভরে বাজারজাত করা হচ্ছে। এসব ভেজাল খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ ইত্যাদি নানা রোগ-বালাইতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারাও যাচ্ছে। আর এসবের মাংস ও দুগ্ধ খেয়ে মানুষ নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বাজারে পোলট্রি ফিড, কুড়া, ভুসি, খৈল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের কারণে হাজারো মৎস, দুগ্ধ ও হাঁস-মুরগির খামার চরম হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এ সকল অসাধু ব্যবসায়ী কুড়ার সাথে কাঠের গুড়া, ধানের তুষ; খৈলের সাথে পোড়া মাটি, পোড়া মবিল ও দালানের মেঝেতে ব্যবহৃত কালো রং ইত্যাদি মিশিয়ে বিক্রি করছে। চামড়া শিল্পের বর্জ্য দিয়ে মাছ ও হাঁস-মুরগির ফিড তৈরি করা হয়। এসব বর্জ্যে মাত্রাতিরিক্ত ক্রোমিয়াম থাকে, যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ১০০ থেকে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে রান্না করা হলেও ক্রোমিয়াম নষ্ট হয় না। এ ক্রোমিয়াম ২৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ সহ্য করতে পারে। প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই বেআইনিভাবে অনেকে পশু-পাখি, মাছ ইত্যাদির খাদ্য উৎপাদন করছে। এমনকি পশুপাখির চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ অধিকাংশই ভেজাল ও নিম্নমানের। মাঝে মধ্যে এসব কারখানায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান, জরিমানা ও কারখানা সিলগালা করা হলেও কিছুদিন পর আবারও এসব কারখানা গড়ে উঠছে। এসব আত্মঘাতি ভেজাল কর্মকাণ্ড বন্ধে জনগণকে সোচ্চার ও সচেতন হতে হবে এবং সরকারকে আইন প্রয়োগে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে।[২৪]

---

[২৩]রিপোর্ট : আকরামুল ইসলাম, *যমুনা টেলিভিশন*, বেলা ২.০০ ঘটিকার সংবাদ, ২২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

[২৪]সম্পাদকীয় , 'এই অভিশাপ হইতে জাতি মুক্ত হইবে কবে?', সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ৩২৯তম সংখ্যা, ২৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. পৃ. ৮

ঙ. প্রসাধন সামগ্রীতে ভেজাল

২ জুলাই, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : ভেজাল প্রসাধন ব্যবহারে চর্মরোগের ঝুঁকি বাড়ছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, রং ফর্সাকারী ক্রিম, ব্রণ বা মেছতার ক্রিম মেখে ত্বকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে তাদের কাছে বর্তমানে অনেক রোগী চিকিৎসা নিতে আসছেন। সারা পৃথিবীতে কোথাও রং ফর্সাকারী ক্রিম ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে ফর্সা হওয়ার উদাহরণ নেই। অথচ নামকরা শপিং মলসহ ফুটপাথ ও অনলাইনে ব্যাপকভাবে ভেজাল প্রসাধনী বিক্রি করা হচ্ছে। এসব প্রসাধনীতে স্টেরয়েডের মত পদার্থ এবং দশ থেকে পনের শতাংশ হাইড্রোকুইনন এসিড ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে মুখের ত্বক পাতলা হয়ে যায়, ত্বকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ত্বকে বিভিন্ন ধরণের ইনফেকশন বা সংক্রমণ হয়। এ ধরণের ক্রিম দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ত্বকের ক্যান্সারসহ গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এসব ভেজাল পণ্যে থাকে মার্কারি ও পারদ জাতীয় বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান। পারদ জাতীয় ভারী উপাদান শরীর থেকে বের হতে পারে না। শরীরে দীর্ঘসময় অবস্থানের ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এছাড়া হাইড্রোকুইনন ক্রিম ত্বকের স্বাভাবিক রং পরিবর্তন করে দেয়। বেশিরভাগ রোগীদের ত্বক এত পাতলা হয়ে যায় যে, ভেতরের শিরা-উপশিরা দেখা যায়। ত্বক কালো হয়ে যাওয়া, ব্রণ, এলার্জিসহ নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কোন ফেসওয়াশ লাগাতে পারছে না। ত্বক পাতলা হওয়াতে রোদে সহজে ত্বক পুড়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিবাহযোগ্য মেয়েরা বেশি বিপদে রয়েছেন।[২৫]

চ. ঔষধে ভেজাল

৭ জুন, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : দেশে আটা, ময়দা, চক পাউডার ইত্যাদি দিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল ওষুধ তৈরি হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিগত ৫ জুন, ২০২২ তারিখ রাতে ঢাকার মিডফোর্ড, সাভার ও কুমিল্লায় অভিযান চালিয়ে ভেজাল ওষুধ চক্রের ১০ জনকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। ডিবি বলেছে, আটা-ময়দা ব্যবহার করে দেশি ৯টি কোম্পানির এবং একটি বিদেশি কোম্পানির নকল ওষুধ তৈরি করত চক্রটি। অভিযানে বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ জব্দ করা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিক ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধ রয়েছে। ভবিষ্যতের দিনগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক সেবনকারীদের জন্য ভয়াবহ বার্তা বহন করছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, এসব

---

[২৫]প্রতিবেদন : 'ভেজাল প্রসাধন ব্যবহারে বাড়ছে রোগের ঝুঁকি', সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ১৮৫তম সংখ্যা, ঢাকা, ২ জুলাই, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১ ও ৬

ভেজাল ওষুধের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে না পারলে ওষুধ সেবন করে জীবন বাঁচানোর পরিবর্তে সাধারণ রোগীদেরকে অকালে জীবন দিতে হবে।[২৬]

১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ খ্রি. দুপুর ১২টা হতে ভোররাত পর্যন্ত র‍্যাব-১০ এর সহযোগিতায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকার মিটফোর্ড এলাকায় বেশ কয়েকটি ঔষধের মার্কেট ও গুদামে টানা ১৫ ঘন্টা অভিযান চালিয়ে নকল ও ভেজাল ঔষধ রাখার দায়ে বিভিন্ন ফার্মেসিকে ৩৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা জরিমানা ও ৫০ লাখ টাকা মূল্যের নকল ও ভেজাল ঔষধ জব্দ করা হয়েছে। কয়েকটি গুদামে অননুমোদিত বিদেশী ঔষধ, অবৈধ ও সরকারী ঔষধ পাওয়া গিয়েছে। এ অভিযানের সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে, এখানে নামহীন অনেক ইনসুলিন পাওয়া গেছে যা কোথা থেকে আনা হয়েছে তার কোন কাগজপত্র ছিল না এবং এগুলো যে তাপমাত্রায় রাখার কথা, তা করা হয়নি; বরং মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ও গুণাগুণ বিনষ্ট হওয়া এসব ইনসুলিন বস্তায় ভর্তি করে রাখা হয়েছিল।[২৭]

ছ. হোটেল-রেস্তোঁরায় ভেজাল

১ জুলাই, ২০২২ খ্রি. বাংলাদেশ প্রতিদিন রিপোর্ট : রাজধানীসহ সারাদেশের হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ফাস্টফুডের দোকানগুলোর খাবারের মান খুবই খারাপ। একই পোড়া তেল দিয়ে রান্না করা হয় বিভিন্ন ধরণের খাবার। অপরিষ্কার শরীরের হোটেল শ্রমিকরা নোংরা পরিবেশে মানহীন খাবার তৈরি করছে। অধিকাংশ হোটেল ও রেস্তোঁরা শ্রমিকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা নেই। এসব মানহীন খাবার খেয়ে মানুষের রোগব্যাধি বাড়ছে এবং নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে হাজারো মানুষ।[২৮]

জ. মওজুদদারী

২০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : সাম্প্রতিক সময়ে চালের মওজুদ করে দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি ৫০ কেজির বস্তায় ৩০০ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমনের ভরা মৌসুমে চালের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বাজার বণিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এস এম নিজাম উদ্দিনসহ সাধারণ ব্যবসায়ীগণের বক্তব্য হচ্ছে, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিংয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। আগামী বছর সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের অজুহাতে মিল মালিক ও কর্পোরেট হাউজগুলো চালের বিশাল মওজুদ

---

[২৬]রিপোর্ট : 'আটা-ময়দায় তৈরি হচ্ছে নামি ব্র্যান্ডের নকল ওষুধ' সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ১৬০তম সংখ্যা, ঢাকা, ৭ জুন, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১৫ ও ২

[২৭]রিপোর্ট : 'মিটফোর্ড এলাকায় অভিযান, জব্দ ৫০ লাখ টাকার ওষুধ' সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭০তম বর্ষ, ৫৬তম সংখ্যা, ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. পৃ. ১৫

[২৮]রিপোর্ট : 'হুমকিতে নিরাপদ খাদ্য', সম্পাদক নঈম নিজাম, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১০৩, ঢাকা, ১ জুলাই, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১

গড়ে তুলছে। তারা কেউ পাইকারদের চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ করছেন না। কর্পোরেট হাউজগুলো চাল প্যাকেটজাত করে চড়া মূল্যে বিক্রি করছে। সামনে দাম আরও বাড়তে পারে এ আশংকায় সাধারণ ক্রেতা ও কৃষকগণও ধান-চাল মওজুদ করছে। ফলে বাজারে এক ধরণের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।[২৯]

ঝ. কারসাজি করে মূল্য বৃদ্ধি

২৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : দেশে কারসাজি করে বিভিন্ন পণ্যের বাজারকে অস্থিতিশীল করে তোলার ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে কারসাজি করে চিনির মূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারা চলছে। এ সুযোগ নিয়েছেন মিল মালিক, রিফাইনারী প্রতিষ্ঠানসহ ডিলার, পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা। চিনির মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বিশেষ তদন্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর বাজার নিয়ন্ত্রণে ঢাকাসহ দেশব্যাপী বাজার তদারকি অভিযান পরিচালিত হয়। চিনির বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ায় দেশের চিনি উৎপাদনকারী পাঁচটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, মেঘনা সুগার রিফাইনারী ও সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন করছে। নরসিংদীর পলাশ এলাকার দেশবন্ধু সুগার মিল গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট না থাকায় সক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি চাহিদা অনুযায়ী চিনি সরবরাহ না করে সাপ্লাই অর্ডার শেষ হওয়ার ১০ থেকে ১২ দিন পর চিনি সরবরাহ করছে। তাদের কোন মূল্য তালিকা নেই। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী এলাকার এস আলম সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদন চলমান রয়েছে। তাদের ৫০ কেজির বস্তায় ২০০ থেকে ২৮০ গ্রাম চিনি কম দেওয়া হচ্ছে। কারখানার বস্তায় বিক্রয়মূল্য থাকলেও বাজারের বস্তায় কোন মূল্য উল্লেখ নেই। চিনি নিয়ে কারসাজি ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের ধরতে দেশব্যাপী বিশেষ অভিযানে নামে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় ১০৩টি তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বেশি দামে চিনি বিক্রি ও মওজুদের অপরাধে ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ঢাকার কাওরান বাজার, মৌলভীবাজার, টাউনহল মার্কেট, শাহআলী মার্কেট, চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জসহ দেশের প্রায় সব জেলার বেশ কিছু পাইকারি ও খুচরা বাজার তদারক করে দেখা যায় যে, সরকার নির্ধারিত মূল্যে বাজারগুলোতে খোলা চিনি বিক্রি হচ্ছে না এবং বাজারে চিনির সরবরাহ কম। প্যাকেটজাত চিনির প্যাকেট কেটে খোলা চিনি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। কোথাও প্যাকেটের মূল্য মুছে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। বিগত ২৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চিনির মিল

---

[২৯] মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম অফিস, ইত্তেফাক রিপোর্ট : 'আগামী বছর ব্যবসা করতে চাল মজুত!' সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ৩২১তম সংখ্যা, ঢাকা, ২০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১৬ ও ১৩

মালিক, পরিবেশক, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা, ক্যাব, বাজার ব্যবসায়ী সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মত বিনিময় করে। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৫ টন চিনি মওজুদ রয়েছে এবং কোন ঘাটতি নেই। কোন গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অতি সাধারণ অজুহাতে যখন তখন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার প্রবণতা মিল মালিক থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত সবার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে অধিদপ্তর চিনির বাজার স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মোবাইল কোর্ট/বাজার অভিযান অব্যাহত রাখা এবং মওজুদদারীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক নযরদারী করার সুপারিশ করে। মিলগুলোকে তাদের সর্বোচ্চ উৎপাদনের নির্দেশনা প্রদান করে।[৩০]

২১ জানুয়ারী, ২০২ খ্রি. ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন, রাত ৯.০০ ঘটিকার সংবাদ : কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) কর্তৃক '২০২২ সালে ঢাকা মেগাসিটিতে মূল্যস্ফীতির চাপ' শিরোণামে ২১ জানুয়ারী শনিবার অনলাইনে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে ক্যাব সভাপতি জনাব গোলাম রহমান বাজারে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সিন্ডিকেট, কারসাজি ও মওজুদদারি প্রতিরোধে বাজার মনিটরিং ও তদারকি জোরদার করার আহ্বান জানান। রাত ৯.০০ ঘটিকার সংবাদ চলাকালীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সাথে সাক্ষাৎকারে যোগ দেন ক্যাব সহ-সভাপতি জনাব এস এম নাজের হোসাইন। বর্তমানে আয়-ব্যয়ে ব্যাপকভাবে বৈষম্য সৃষ্টি ও বাজারে সমন্বিতভাবে তদারকি ও মনিটরিংয়ের অভাবে মূল্যস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষ করে যে পরিমাণ পণ্য আমদানী হয় তা যেন সাপ্লাই চেইনের কোথাও আটকা না পড়ে থাকে কিংবা কেউ কারসাজি করে যেন মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ নিতে না পারে সে জন্য সরকারের সকল এজেন্সিকে বাজার মনিটরিংয়ের ব্যাপারে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রতি জোরালো আহ্বান জানান।[৩১]

ঞ. পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি

১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : মাছ, মাংস, ফলমূলসহ শাকসবজির আধুনিক সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে উৎপাদক এবং ভোক্তা পর্যায়ে দামের ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন কাঁচা পণ্য আড়তদার এবং পাইকারি ব্যবসায়ীরা। বিগত ১৫ই নভেম্বর ২০২২ খ্রি তারিখে এফবিসিসিআই কার্যালয়ে আয়োজিত স্ট্যান্ডিং কমিটি অন কাঁচামাল আড়তদার, মার্কেটিং অ্যান্ড সাপ্লায়ার্সের প্রথম সভায় সদস্যরা জানান, কাঁচা পণ্য পরিবহনে বড় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কৃষক থেকে আড়ত পর্যন্ত পৌঁছতে পরিবহনের সময় অন্তত ৩০ শতাংশ পণ্য নষ্ট হয়। এছাড়া সড়কপথে অনাকাঙ্ক্ষিত চাঁদাবাজির কারণেও পণ্যের ব্যয় বেড়ে যায়। যার প্রভাব

---

[৩০]রিপোর্ট : চিনি নিয়ে ভোক্তা অধিকারের তদন্ত প্রতিবেদন কারসাজির সুযোগ নিচ্ছে মিল মালিক থেকে খুচরা ব্যবসায়ী সবাই, সম্পাদক : তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ২৯৫তম সংখ্যা, ঢাকা, ২৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১৬ ও ৬

[৩১]রিপোর্ট : ইসরাত সোমা, *ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন*, রাত ৯.০০ ঘটিকার সংবাদ, ২১ জানুয়ারী, ২০২৩ খ্রি.

পড়ে ভোক্তা পর্যায়ের দামে। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এফবিসিসিআইর ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু বলেন, কাঁচা পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজির শিকার হয়ে ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছে প্রায়ই অভিযোগ করেন। ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি। পাশাপাশি আড়ত এবং বাজারগুলোতে অসাধু প্রতিযোগিতা এবং চাঁদাবাজি রোধে বাজার কমিটিগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি। মাছ, মাংস, শাক-সবজিসহ কাঁচা পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের গুরুত্ব তুলে ধরে এফবিসিসিআইর সহসভাপতি মো. আমিন হেলালী বলেন, সারা দেশের কতগুলো আড়ত, মোকাম ও কৃষি ভাণ্ডার রয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। দৈনিক চাহিদা উৎপাদনের সঠিক তথ্য নিরূপণের মাধ্যমে বাজার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। এছাড়া পণ্য পরিবহনে নিজেদের দুর্বলতা সংশোধনে ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি জোর দেন পণ্যের আধুনিক প্যাকেজিংয়ের উপর। সভায় কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ কাঁচামাল আড়ত মালিক সমিতির সভাপতি এমরান মাস্টার বলেন, আড়তদারদের নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। আসলে আড়তদাররা সরাসরি মূল্য নির্ধারণের সাথে জড়িত নয়। অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে কৃষকরা এখন সরাসরি পণ্য বিক্রি করেন। আড়তদাররা শুধু একটা কমিশন পান। সরবরাহ বিঘ্নিত হলেই বাজারে তার প্রভাব পড়ে। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে পঁচনশীল পণ্য সংরক্ষণে রাজধানীসহ সারা দেশে পর্যাপ্ত ওয়্যারহাউজ নির্মাণ, কন্ট্রোলড অ্যাটমোস্ফিয়ার বা তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ সুবিধাসম্পন্ন স্টোরেজ গড়ে তোলা ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির দাবি জানান বক্তারা।[৩২]

১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. যুগান্তর রিপোর্ট : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে রাত ও দিনে চলাচলকারী বড় পণ্যবাহী ট্যাংকলরি ও যানবাহন থেকে ২০০ থেকে ৮০০ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে পরিবহন মালিক ও চালকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। এসব চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অপহরণসহ নানা অভিযোগ থাকলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে এসব প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ রয়েছে।[৩৩]

২২ মে, ২০২২ খ্রি. বাংলাদেশ প্রতিদিন : দেশের অন্যতম পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের চাক্তাই-খাতুনগঞ্জে পরিবহন শ্রমিক সংগঠনের নামে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজির অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট

---

[৩২]ইত্তেফাক রিপোর্ট : 'কাঁচা পণ্যের দামের বড় ব্যবধানের কারণ দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ৩১৭তম সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. বুধবার, পৃ. ১৪

[৩৩]যুগান্তর রিপোর্ট : মো. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া, 'ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও আশপাশের এলাকা চাঁদাবাজদের কাছে জিম্মি মালিক ও চালকরা', *দৈনিক যুগান্তর*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ২৭৮, ১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১৬ ও ১১

ব্যবসায়ীগণ। প্রতিদিন এ চাঁদাবাজরা লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। তাই চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে ব্যবসায়ীগণ দোকান বন্ধ রেখে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন। চট্টগ্রাম চাল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওমর আজম এ চাঁদাবাজি রোধে প্রশাসনের নিকট বার বার লিখিত অভিযোগ দিয়েও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না বলে জানান। প্রতিদিন বন্দর থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে তিন শতাধিক ট্রাক চাক্তাই-খাতুনগঞ্জে আসে এবং পুনরায় পণ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলে যায়। এ দুইটি বাজারের অন্তত দশটি পয়েন্টে লাঠি নিয়ে চাঁদাবাজরা অবস্থান করে এবং প্রতি ট্রাক থেকে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা চাঁদা আদায় করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে দৈনিক সাত লক্ষ এবং মাসে প্রায় দুই কোটি টাকা চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। চাঁদাবাজদের ৩০ সদস্যের নামও প্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা। এ চাঁদাবাজি রোধে দ্রুত সরকারী হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।[৩৪]

ট. পণ্য আমদানিতে সিন্ডিকেট

৩০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : বর্তমানে ভোগ্যপণ্য আমদানি দেশের কয়েকটি বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ছোট ও মাঝারি পর্যায়ের আমদানিকারকরা ছিটকে পড়েছেন। এক সময় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীদের নিকট দেশের ভোগ্যপণ্য আমদানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। বর্তমানে খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা আমদানি পণ্যের চল্লিশ শতাংশ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছেন। বাকি পণ্য ঢাকাসহ অন্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা আমদানি করেন। বড় বড় শিল্প গ্রুপগুলো ভোগ্যপণ্যসহ সব ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। তারা শিল্পের নামে ব্যাংক ঋণের সুবিধা পাচ্ছেন। সেই টাকা দিয়ে তারা পণ্য আমদানি করছেন। ছোট ও মাঝারি আমদানিকারকরা ব্যাংক ঋণ পাচ্ছেন না। ফলে একচেটিয়াভাবে কয়েকটি বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ বাজারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। এ গ্রুপগুলো এতটাই প্রভাবশালী যে, এদের লাগাম টেনে ধরার কেউ নেই। প্রতিনিয়ত তারা কোন না কোন ভোগ্যপণ্যের মূল্য নানা অজুহাতে বৃদ্ধি করে চলেছেন। এতে সাধারণ জনগণের ভোগান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩৫]

ঠ. আইনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা

১৪ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : আয়তনে বাংলাদেশ বিশ্বের ৯৪তম দেশ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে অষ্টম। এদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,২৬৫ জন মানুষ বাস করে। ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারের টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ বিপুল সংখ্যক মানুষকে দক্ষ

---

[৩৪]মুহাম্মদ সেলিম হোসেন, চট্টগ্রাম, রিপোর্ট : 'দেশের অন্যতম ভোগ্যপণ্যের বাজার চাক্তাই-খাতুনগঞ্জ মাসে ২ কোটি টাকা চাঁদা আদায় অভিযোগ করেও প্রতিকার নেই' সম্পাদক নঈম নিজাম, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৬৩, ২২ মে, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১১ ও ১০

[৩৫]রিপোর্ট : মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম অফিস, 'গুটিকয় বড় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে ভোগ্যপণ্যের আমদানি', সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ৩৩১তম সংখ্যা, ৩০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. পৃ. ১৬ ও ১৩

মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। আর এ মানবসম্পদ গড়তে প্রয়োজন সুস্থ দেহ। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় সব্জিতে সিসা, ক্যাডমিয়াম ও নিকেলের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। মাছ, মুরগি, দুধ ও হলুদের গুড়াতেও ক্ষতিকর ধাতবের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খাদ্য তখনই নিরাপদ হতে পারে যখন এর উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে বিপণন, রান্না, পরিবেশন এবং ভক্ষণ করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে তা নিরাপদ থাকবে। অসাধু বা অসচেতন উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদের কারসাজি ছাড়াও নানা কারণে খাদ্য দূষিত বা অনিরাপদ হতে পারে। বাংলাদেশে 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' বিদ্যমান থাকলেও এর প্রয়োগ ও সচেতনতা সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত আইনের সঠিক প্রয়োগ হওয়ার কারণে সে দেশগুলোতে তুলনামূলকভাবে খাদ্য নিরাপদ। বাংলাদেশেও আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যেতে পারে।[৩৬]

৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি. দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট : বিগত ৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন অভিযান সত্ত্বেও মূল্য স্থিতিশীল না হওয়ায় ব্যবসায়ীদের অসৎ কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে প্রয়োজনে তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় না; বরং পণ্যের মূল্য যা হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তারপরও ব্যবসায়ীদের অনেকে পণ্য কারসাজি করে সুবিধা নিয়ে থাকে।[৩৭] মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যে এক শ্রেণির মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের আইন অমান্য করার প্রবণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষ্য করা যায়।

পর্যালোচনা : বাজার সমীক্ষা ও বর্তমান বাজারের চিত্র পর্যালোচনা করে বাজারে নানা ধরণের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীদের নৈতিক অবক্ষয়, বাজারসমূহের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও আইনের সঠিক প্রয়োগে শিথিলতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এ মুনাফা লাভের প্রক্রিয়া, পরিমাণ এবং মুনাফার হার নিয়ে রয়েছে ব্যাপক

---

[৩৬]সম্পাদকীয়, 'খাদ্য অনিরাপদ হইলে জীবনও অনিরাপদ হইবে', সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ৩১৫তম সংখ্যা, ১৪ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. সোমবার, পৃ. ৮

[৩৭]ইত্তেফাক রিপোর্ট, 'ব্যবসায়ীরা ফেরেশতা নন, প্রয়োজনে কারাগারে পাঠানো হবে : বাণিজ্যমন্ত্রী' *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬৯তম বর্ষ, ৩৩৬তম সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি. সোমবার, পৃ. ১৬

অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা। মুনাফার আরও যেসব কৌশল পরিলক্ষিত হয় তা হলো-ওযনে কম দেওয়া, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল, পঁচা-বাসি খাবার, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার ও ঔষধ, ফল-শাক-সবজিতে নানা ধরণের ক্ষতিকর কেমিক্যাল মেশানো, পশুখাদ্যে ভেজাল, প্রসাধন সামগ্রীতে ভেজাল, মওজুদদারী, কারসাজি, সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি। এ ধরণের অনৈতিক ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন জনগণের জীবনমানে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ব্যবসা শুধু নিজের কল্যাণের জন্য নয় বরং জনকল্যাণও ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা ব্যবস্থাপকগণ যদি এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ব্যবসা পরিচালনা করেন, তাহলে তাদের অধীনস্থ কর্মীগণও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলবেন এবং ফলে সমগ্র জাতি উপকৃত হবে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনার স্বরূপ

৫.১ ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা	১৪২
৫.২ বাজার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	১৪৫
৫.৩ আল্-হিস্‌বা (اَلْحِسْبَةُ) বা প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা	১৪৭
৫.৪ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি	১৫২
৫.৫ মুহ্‌তাসিবের বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী	১৫৫
৫.৬ প্রচলিত আইনে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব	১৯৮
৫.৭ প্রচলিত আইনে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	১৯৮
৫.৮ সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ীদের কতিপয় ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯৯
৫.৯ ব্যবসায়ীদের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা	২১০
৫.১০ সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২১৬
৫.১১ ইসলামপূর্ব আরবে বাজার ব্যবস্থাপনা	২২৩
৫.১২ মহানবী (স.)-এর যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা	২২৪
৫.১৩ খুলাফায়ে রাশিদীনের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা	২২৬
৫.১৪ উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩১
৫.১৫ ‘আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩২
৫.১৬ ফাতেমীয় শাসনামলে (৯১০-১২৫০ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩৪
৫.১৭ ‘উসমানীয় (১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.) খিলাফতের যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা	২৩৭
৫.১৮ ভারতীয় উপমহাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনা	২৪২

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনার স্বরূপ

ইসলামী রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান অনুযায়ী বাজারের যাবতীয় কার্যক্রম তথা ক্রয়-বিক্রয়, ক্রেতা-বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা বিধান, পরিচ্ছন্নতা, পণ্য সরবরাহ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালনা করাই ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা। বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার, বিভিন্ন ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন, অংশীদারগণের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন থাকা একান্ত আবশ্যকীয়। এরূপ একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ব্যতীত একটি সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকর বাজার ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়। ইসলামী অর্থনীতিতে অবাধ বাজার ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার বাহ্যিকভাবে অনেকাংশে মিল থাকলেও নৈতিকতার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বাজার ব্যবস্থা অনন্য ও অদ্বিতীয়। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী বাজার ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার কোন মিল নেই। পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় মানুষের সুখ-দুঃখ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়নীতিকে উপেক্ষা করে অধিকতর অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে উপযোগ সৃষ্টি ও সরবরাহের মানসিকতাই বাজারব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইসলামী বাজার ব্যবস্থায় একটি নৈতিক ও আইনগত কাঠামোর মধ্যে মানুষের মার্জিত আচরণ তথা ন্যায়নীতি, স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের গতি ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ অধ্যায়ে ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার পরিচয়, গুরুত্ব, ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালা অনুযায়ী বাজার ব্যবস্থাপনা করার পদ্ধতি এবং সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ইসলামপূর্ব 'আরবে বাজার ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামের আগমনের পরে মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর সময়কাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুসলিম খলীফা ও শাসকদের যুগে বাজার ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.১ ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা

ইসলামী নীতিমালা অনুসরণে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করাকে ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা বলা হয়।[১] ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনার

---

[১]এম আকরাম খান ও এম রকিবুজ জামান, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন, *ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি. পৃ. ৮

সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, إدارة السوق ضامنة لوفاء التزامات الفريقين. فالبائع يقدم عرضه إلى السوق بواسطة الإدارة، والمشتري يقبل هذا العرض عن طريق الإدارة، والإدارة تتكفل له بتسليم السلعة من قبل البائع، وبتسليم السلع من قبل المشتري عند حلول تاريخ التسليم "বাজার ব্যবস্থাপনা হলো, বিক্রেতা ও ক্রেতা দুই পক্ষের চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণের একটি যামিনদার বা নিশ্চয়তা প্রদানকারী। বিক্রেতা বাজার প্রশাসনের মাধ্যমে বাজারে তার পণ্য বা সেবা বিনিময়ের প্রস্তাব করে এবং ক্রেতা বাজার প্রশাসনের মাধ্যমে এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। বাজার প্রশাসন তাকে বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য সরবরাহের এবং পণ্য সরবরাহের নির্দিষ্ট তারিখে ক্রেতা কর্তৃক মূল্য সমর্পণের দায়িত্ব গ্রহণ করে"।[২]

অন্য কথায়, বাজারের পক্ষসমূহের (ক্রেতা ও বিক্রেতা) পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা তথা সঠিক বিনিময়, প্রতিশ্রুতি পালন ইত্যাদির পরিপূর্ণতা একটি তৃতীয় পক্ষের প্রবিধান বা নীতিমালা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়, আর এ তৃতীয় পক্ষকেই বাজার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা বাজার প্রশাসন বলা হয়। বাজারের উপাদান তথা বিধি-বিধানসমূহ বাজার প্রশাসন কর্তৃক একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে জারি করা হয়, যা বাজারের মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। আর বাজারে পণ্যের মূল্য পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।[৩]

বাজার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাজারে ক্রেতা কর্তৃক পণ্যের মূল্য পরিশোধ ও বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ বাজারে কেউ মূল্য পরিশোধ করে পণ্য প্রাপ্ত না হওয়া কিংবা পণ্য প্রাপ্তির পর মূল্য পরিশোধ না করার বিষয়টি অকল্পনীয়। এরূপ নিশ্চয়তার কারণে বাজারের লেনদেন চুক্তিগুলো বিশ্বাসযোগ্যতার এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়, যেন ক্রেতা তার মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করেছে এবং বিক্রেতাও যেন তার পণ্য ক্রেতাকে সমর্পণ করেছে।[৪] অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির পর ক্রেতা বিশ্বাস করে, নিশ্চিতভাবে সে পণ্যটি পাবে এবং বিক্রেতাও বিশ্বাস করে যে, সে পণ্যের মূল্য নিশ্চিতভাবে পাবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাজারের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও করা হয়। যেমন-কোন পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের জন্য

---

[২]আল্-কাযী মুহাম্মদ তাকী আল্-'উসমানী ইব্নুশ্ শাইখ্ আল্-মুফ্তী মুহাম্মদ শফী', *বুহুসুন ফী কাযায়া ফিক্হিয়্যাহ্ মু'আসারাহ্*, দামেশক : দারুল কলম, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ১৩৩

[৩]সম্পাদনা মুন্যিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী জেদ্দা, *মাজাল্লাতু মাজমা'ঈল ফিক্হিল ইসলামী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, জেদ্দা : মুন্যিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী, তা.বি. পৃ. ১২৭৭

[৪]আল্-কাযী মুহাম্মদ তাকী আল্-'উসমানী ইব্নুশ্ শাইখ্ আল্-মুফ্তী মুহাম্মদ শফী', *বুহুসুন ফী কাযায়া ফিক্হিয়্যাহ্ মু'আসারাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

সালিসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এর মতামতের উপর ভিত্তি করেই একটি সমাধান নির্ণয় করা হয়।[৫]

বাজার ব্যবস্থাপনার প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোতে ক্রয় ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, বাজারের প্রধান কাজ হচ্ছে ক্রয় ও বিক্রয়। ইসলামের সোনালী যুগে ক্রয়-বিক্রয়সহ বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের তদারকি বাজার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে মানব সমাজের সফলতা ও ব্যর্থতা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতিসহ সকল বিষয় জড়িত রয়েছে।

প্রচলিত বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Market-based management is a strong market orientation that enables a business to develop effective marketing strategies for attracting, satisfying and retaining target customers. অর্থাৎ "বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি শক্তিশালী বাজার অভিমুখীকরণ, যা একটি ব্যবসাকে উদ্দিষ্ট গ্রাহকদের আকর্ষণ সৃষ্টি, সন্তুষ্টকরণ এবং ধরে রাখার জন্য কার্যকর বিপণন কৌশলের বিকাশ সাধন করতে সক্ষম করে"।[৬]

বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, Market-Based Management also draws on the lessons learned from the succeeses and failures of humans to achieve peace, prosperity and societal progress. Thus it includes the study of the history of economics, societies, cultures, politics, governments, conflicts,businesses, non-profits, science and technology. "বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতাসমূহ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করে। এভাবে এটি অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সরকার, সংঘর্ষ, ব্যবসা, লাভহীনতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করে"।[৭]

শেষোক্ত সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কল্যাণকর বিষয় জড়িত রয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বাজার ব্যবস্থাপনার অনিয়ম ও দুর্নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে।

---

[৫]সম্পাদনা মুনযিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী জেদ্দা, *মজাল্লাতু মাজমা'ঈল ফিক্হিল ইসলামী*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

[৬]Roger Best, *Market-Based Management*, Edinburgh : Pearson Education Limited, 6th edition, 2014, p. 494

[৭]Charles G. Koch, *The Science of Success How Market-Based Management Built the World's Largest Private Company*, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc. 2007, p. 25

৫.২ বাজার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

প্রাক-ইসলামী যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা একটি ধনী শ্রেণীর সমৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে চলছিল যারা দরিদ্রদের উপর নিপীড়ন চালাতো। এ কারণেই মহানবী (স.) বাজারগুলোকে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগতভাবে বিভক্ত করে সেগুলোকে মন্দ এবং প্রতারণার স্থান বলে অভিহিত করেন, কারণ তাদের মধ্যে কঠোর নিয়মনীতির অভাব ছিল যা ব্যবসা-বাণিজ্যের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইমাম আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন, 'বাজার হলো জিহাদের একটি আখড়া, একটি পবিত্র যুদ্ধ, যেখানে ব্যক্তির জন্য অন্যায় সুবিধা গ্রহণের প্রলোভন থাকে সেখানে সে নিজের নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করে'। কোন কোন পূর্বসূরী 'আলিম বলেছেন, 'বাজারসমূহ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খাদ্য পরিবেশিত খাঞ্চাস্বরূপ। যে কেউ বাজারসমূহে আসবে, সে এখান থেকে কিছু প্রাপ্ত হবে'।[৮] ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর মহানবী মুহাম্মদ (স.) ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করতে এবং শ্রেণি বৈষম্য দূর করতে একটি সৎ বাণিজ্যিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে বাজার ব্যবস্থাপনা প্রবিধান প্রবর্তন করেছিলেন। ইসলাম হালাল ও জনসাধারণের জন্য উপকারী এবং হারাম ও ক্ষতিকর বস্তুর মধ্যে একটি বিভাজন রেখা অঙ্কন করে দেয়। একই সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য মুক্ত বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে। ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতাকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলামী সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন হিসেবে আল্-কুরআন ও মহানবী (স.)-এর নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিধি-বিধানগুলো সমাজের মধ্যে সম্পদের ভারসাম্যহীনতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছিল।[৯]

বর্তমানে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়সমূহের মধ্যে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যতম। বাজার থেকে ভোক্তাগণ ব্যক্তিগত ব্যবহার কিংবা পুনরায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবা ক্রয় করে থাকে। সভ্যতার প্রথম দিকে মানুষ অত্যন্ত সহজ ও সাধারণভাবে জীবন যাপন করতো। নানা ধরণের পণ্যদ্রব্য তৈরির পদ্ধতি কিংবা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের কোন বিশেষ জ্ঞান বা প্রয়াসের দরকার পড়তো না। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পণ্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের প্রস্তুত প্রণালী ও মান নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা ও যোগাযোগের উন্নতি এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে

[৮]'আব্দুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আবু মানসূর আস্-সা'আলাবী, *আল্-লাতাইফ ওয়াজ্ জারাইফ*, বৈরুত : দারুল মানাহিল, তা. বি. পৃ. ৭১

[৯]Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History,* Cairo : The American University in Cairo Press, 2012, pp. 40-42

বিপুল সংখ্যক ক্রেতা সচেতন, অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠেছে।[১০] তাই যে বাজারের ব্যবস্থাপনার মান উন্নত, সে বাজারেই তারা কেনাকাটা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে। বাজারের সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত, পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই সকল ক্রেতার কাম্য। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ফলে বাজারের প্রতি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়; ফলে বাজারের সুনাম বৃদ্ধি পায়। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতা সমাগম বেশি হয়; আর ক্রেতা সমাগম বেশি হলে ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেনও বেশি হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।[১১]

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবীদার। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় বাজারে ভোক্তা বা ক্রেতাদের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা বাজারজাতকরণে ব্যবসায়ী বা বিক্রেতাদের বাধ্য করা হয়। এর ফলে ব্যবসায়ী বা বিক্রেতাদের অসৎ পন্থাবলম্বন, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং ভোক্তা সাধারণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম মানুষকে কোন ক্ষেত্রেই অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেনি। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এক্ষেত্রে ইসলামের দুইটি মূলনীতি রয়েছে। প্রথমটি হলো, বাজারের ব্যবসায়িক পণ্য, উপাদান ও যাবতীয় কার্যক্রম যাতে ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী বৈধ হয় তা কঠোরভাবে তদারক করা এবং যে কোনভাবে বাজারে শরী'আহ্ অসমর্থিত ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের অনুপ্রবেশ ও ক্রয়-বিক্রয় প্রতিরোধ করা। কারণ, শরী'আতে মৌলিকভাবে হারাম ও ক্ষতিকর ঘোষিত বস্তুর ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়া নিষিদ্ধ, আর ব্যবসার সাথে হারাম ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটলে তা ব্যবসাকে কলুষিত করে। দ্বিতীয়টি হলো, সর্বাবস্থায় বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য যেন বৈধ পন্থায় পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা; যেখানে কোন ধরণের ধোঁকাবাজি, ফাঁক-ফোকর ও মিথ্যার অবকাশ থাকতে পারবে না। এ দুইটি মূলনীতির অনুসরণে বাজার ব্যবস্থাপনা করা হলে বিক্রেতা যেমন স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, তেমনিভাবে ক্রেতাগণও অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্রতারণার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। এভাবে সম্পূর্ণরূপে একটি সুষ্ঠু, নিয়মতান্ত্রিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও জনকল্যাণকর বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে একটি

---

[১০]মোঃ জাকির হোসেন ভূঁইয়া, মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী ও মোঃ আফজাল হোসেন, "ক্রেতা-বিক্রেতার দৃষ্টিতে পণ্যের লেভেলিং : একটি সমীক্ষা" সম্পাদনা পরিষদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা : ৭৪, ঢাকা : রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ২০০২, পৃ. ৬১

[১১]এম আকরাম খান ও এম রকিবুজ জামান, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন, *ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

সুষম ও নির্ভরযোগ্য কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে একটি জনকল্যাণকর বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা সময়ের অনিবার্য দাবী ।[১২]

৫.৩ আল্-হিস্বা[১৩] (اَلْحِسْبَةُ) বা প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা

মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর যুগে ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে হিস্বাহ্ বিভাগের কাজ শুরু হয়েছিল; প্রশাসনিকভাবে কিংবা নির্দিষ্ট কোন সংস্থার মাধ্যমে নয়। তখন হিসবাহ্ ছিল মদীনায় মহানবী (স.)-এর প্রশাসন বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠার শুরুতে এটি পৃথকভাবে পরিচালিত হতো। একটি কাঠামোবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সত্তা গঠনের জন্য এটি ছিল একটি সুস্পষ্ট বিষয়।[১৪] ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বপ্রথম দ্বিতীয় খলীফা 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) 'আল-হিসবাহ্' নামে প্রশাসনের একটি বিশেষ বিভাগ প্রবর্তন করেন। এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল সৎ কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ করা, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, বাজারের অবস্থা এবং জীবিকা অর্জনকারীদের বিষয়সমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা। মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর সময়ে নিয়োজিত বাজার পরিদর্শককে 'আল্-'আমিল 'আলাস সূক' (اَلْعَامِلُ عَلَى السُّوْقِ) বা 'সাহিবুস্ সূক' (صَاحِبُ السُّوْقِ) অর্থাৎ 'বাজারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা' বলা হতো। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ পরিভাষা ব্যবহৃত হতো। 'আব্বাসীয়[১৫] যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রথমদিকে বাজার পরিদর্শকদের জন্য 'মুহ্তাসিব'[১৬] (مُحْتَسِبٌ) পরিভাষাটির প্রচলন শুরু হয় এবং পরবর্তী বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের সময়েও এটি ব্যবহৃত হয়।[১৭]

---

[১২] গবেষকগণ কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত, *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৯১-৯২

[১৩] আল্-হিস্বাহ্ : এর আভিধানিক অর্থ হিসাব রাখা, হিসাব গ্রহণ করা, গণনা, বিবেচনা, জবাবদিহিতা, প্রতিদান, আত্মসমালোচনা, উত্তম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। যথাযথ ও উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মতামত ও সঠিকতার দিক থেকে সবকিছুর সংখ্যা ও অবস্থান জ্ঞাত হওয়া যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের জনস্বার্থ রক্ষা ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত প্রশাসনিক বিভাগকে আল্-হিস্বাহ্ বলা হয়। (আহ্মাদ ইব্ন ফারিস ইব্ন যাকারিয়্যা আল্-কায্বীনী আর্-রাযী, *মু'জামু মাকায়ীসিল্ লুগাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ৬০) ইব্ন বাত্তাল বলেন, হিস্বাহ্ অর্থ হলো, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু আপতিত হয় তাতে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহ্র ফয়সালার উপরে আত্মসমর্পণ করা। (ইব্ন বাত্তাল আবুল হাসান 'আলী ইব্ন খাল্ফ ইব্ন 'আব্দুল মালিক, *শরহে সহীহিল বুখারী লিইব্ন বাত্তাল*, ৩য় খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩৬৭)

[১৪] মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্বা*, মদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ্ : জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৫৩

[১৫] 'আব্বাসীয় খিলাফত : মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর সর্বকনিষ্ঠ চাচা 'আব্বাস ইব্ন 'আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর কর্তৃক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কুফায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া খিলাফতকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর 'আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। মঙ্গোল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ দখলের পর ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়। (Tayeb El-Hibri, *Civilization Reinterpreting Islamic Historiography Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate*, London : Cambridge University Press, 2004, p. 2)

[১৬] মুহ্তাসিব : এটি 'আরবী শব্দ, এর অর্থ নিয়ন্ত্রণকারী, পরিদর্শক, দূরদৃষ্টিদানকারী, সুব্যবস্থাপক, হিসাব গ্রহণকারী, উত্তম পরিচালনাকারী ইত্যাদি। ইসলামের ইতিহাসে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাকে মুহ্তাসিব বলা হতো। (আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল্-ফাইউমী, *আল্-মিস্বাহুল মুনীর ফী গারীবিশ্ শার্হিল কাবীর লির্-রাফি'ঈ*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবাতুল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ১৩৫)

[১৭] মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

মুহ্তাসিব বা বাজার পরিদর্শকদের আল্-হিস্বাহ্ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। মুহ্তাসিবগণ বাজারের ব্যবস্থাপনা, বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের কার্যক্রম, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এ বিভাগের ভূমিকা ছিল মূলত বর্তমান যুগের 'ভ্রাম্যমান আদালত'-এর অনুরূপ। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূলত মুহ্তাসিবগণই বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন। ইব্ন খাল্দুন (মৃ. ৮০৮ হি.) বলেন, আল্-হিসবাহ্ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আওতাভুক্ত এক দীনী কর্তব্য, যা মুসলিম শাসকদের জন্য আবশ্যক। তিনি যাকে এ কাজের যোগ্য মনে করবেন তাকে নিয়োগ প্রদান করবেন, তার দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিবেন এবং তা সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবেন।[১৮] অন্য কথায় মুহ্তাসিব হচ্ছেন তিনি, যিনি শাসক বা তার সহকারী কর্তৃক নিযুক্ত হন, জনসাধারণের অবস্থা জানা ও তাদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে তাদের কাজকর্মের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য। আর হিস্বাহ্ হচ্ছে মানুষের মিথষ্ক্রিয়ায় ন্যায়বিচার ও সততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থাকে তদারক করা এবং প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ করা।[১৯] সে সময়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ভেটেরিনারী ইন্সপেক্টর, পরিমাপ ও ওযন কর্তৃপক্ষ, ট্রাফিক বিভাগ, জনসাধারণের নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে এ হিস্বাহ্ বিভাগ গঠিত ও পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে এ কাজটি আরও প্রসারিত হয়, এমনকি এটি মুসলিম খলীফা ও সুলতানদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রাথমিক যুগের খলীফা ও গভর্ণরগণ জনগণের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার চেষ্টার মাধ্যমে পরকালীন মহাপুরষ্কার লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন করতেন।[২০]

মুহ্তাসিবের প্রকারভেদ

মুহ্তাসিব দুই প্রকার। ১. সুলতান বা তার নায়েব কর্তৃক নিযুক্ত মুহ্তাসিব। তার দায়িত্ব হলো, জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পরিদর্শন করা, তাদের কার্যক্রম প্রকাশ করা। অতঃপর শরী'আতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে আদেশ প্রদান করবেন এবং শরী'আতের পরিপন্থী বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। ২. স্বেচ্ছাসেবক মুহ্তাসিব, যিনি কোন মন্দ কাজ দেখলে নিন্দা করেন অথবা সৎ কাজের আদেশ করেন, যখন মানুষ তা পরিত্যাগ করে। প্রথম প্রকারের দায়িত্ব হলো, আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা; যা আবশ্যকীয়ভাবে পালনীয়। এতে প্রকাশ্য মন্দ কাজের জন্য কঠোরতা আরোপ ও শাস্তি প্রয়োগ করা

---

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[১৯] ড. এম ওমর চাপরা, ভাষান্তর : ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪৩২ হি./ ২০১১ খ্রি. পৃ. ১০০

[২০] আহ্মাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী, *আল্-হিস্বাহ্ ফিল ইসলাম*, মিসর : আল্-জাযীরাহ্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী', ২০০৫ খ্রি. পৃ. ৫

হয়। দ্বিতীয় প্রকার মুহ্তাসিবের কাজ আবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় নয় এবং এতে কঠোরতাও আরোপ করা যাবে না। বাজার পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রথম প্রকার মুহ্তাসিবের দায়িত্ব।[২১]

ইসলামের দৃষ্টিতে মুহ্তাসিব বা বাজার পরিদর্শকের গুণাবলী

ইসলামী শরী'আতে 'মুহতাসিব'-এর জন্য কিছু গুণাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে। মুহ্তাসিবের প্রধান কাজ হলো সৎ কাজের আদেশ প্রদান, অসৎ কাজের নিষেধ করা এবং মানুষের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করা। তাই মুহ্তাসিবকে ফকীহ্ ও শরী'আতের আহ্কাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হতে হবে; যাতে তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব তথা আদেশ ও নিষেধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। কারণ শরী'আত যাকে উত্তম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তা-ই উত্তম এবং যাকে মন্দ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তা মন্দ বিবেচিত হবে। আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সুন্নাহ্ ব্যতীত সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে বুদ্ধির কোন প্রবেশাধিকার নেই। অনেক মূর্খ ব্যক্তি শরী'আত কর্তৃক মন্দ বলে স্বীকৃত বিষয়কে ভালো বিবেচনা করে পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে। মুহ্তাসিব শর'ঈ বিধি-বিধান যতটুকু জানেন ততটুকু 'আমল বা বাস্তবায়ন করবেন। অর্থাৎ তার জ্ঞানের বহির্ভূত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করবেন না। তার কথা ও কাজের মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকবে না।[২২] মহান আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের 'আলিমদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে বলেন, أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَ "তোমরা কি লোকদের সৎ কাজের আদেশ প্রদান করছ আর নিজেরা তা ভুলে রয়েছ? অথচ তোমরা তো কিতাব পাঠ করে থাক"।[২৩] মুহ্তাসিব সর্বদা মানুষকে যে সব বিষয়ে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাবেন তাতে নিজে কখনো লিপ্ত হবেন না।[২৪] যেমন-শু'আইব (আ.) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ "আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা নিষেধ করছি পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হই, আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই"।[২৫]

মুহ্তাসিব সকল কথা ও কাজ খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করবেন। তাঁর কাজের মধ্যে লোক দেখানো এবং বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকবে না। তিনি তার নেতৃত্বের কাজে নৈতিকতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অহংকার এড়িয়ে চলবেন। যাতে মহান আল্লাহ্ তার উপর

---

[২১]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২২]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, আল্-কাহিরাহ্ : মাত্বা'আতু লাজ্নাতিত্ তা'লীফি ওয়াত্ তারজুমাহ্ ওয়ান্ নাশ্র, ১৩৬৫ হি./১৯৪৬ খ্রি. পৃ. ৫-৬

[২৩]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ৪৪

[২৪]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[২৫]সূরা হূদ, আয়াত : ৮৮

গ্রহণযোগ্যতার চাদর ও সাফল্যের জ্ঞান বিস্তৃত করে দেন এবং মানুষের হৃদয়ে তার জন্য শ্রদ্ধা ও মহিমা স্থাপন করেন এবং লোকেরা দ্রুততার সাথে তার কথা শ্রবণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে। তিনি ফরয ও ওয়াজিব বিধানসমূহ পালনের পাশাপাশি মহানবী (স.)-এর সুন্নাহ্‌র একনিষ্ঠ অনুসারী হবেন এবং মুস্তাহাবসমূহ পালন করবেন। যেমন-গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি। নিশ্চয়ই এটি তার সম্মান বৃদ্ধি করবে এবং তার দীনের ব্যাপারে মানুষের অপবাদকে নাকচ করবে। বর্ণিত আছে, একবার গজনী[২৬] শহরের হিস্‌বাহ্‌র দায়িত্বে নিয়োজিত এক মুহ্‌তাসিব সুলতান মাহমুদের[২৭] (৯৯৭-১০৩০ খ্রি.) নিকট উপস্থিত হলে সুলতান তাকিয়ে দেখলেন, তার লম্বা গোঁফ তার মুখকে ঢেকে রেখেছে এবং তার কাপড়ের পাদদেশ মাটিতে গড়াচ্ছে। সুলতান তাকে বললেন, 'হে শায়খ! আপনি যান এবং নিজে সংশোধিত হোন এবং আত্মসমালোচনা করুন, তারপর ফিরে আসুন এবং মানুষের হিসাব তলব করুন'। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুহ্‌তাসিবের সুন্নাহ্‌ পরিপন্থী চরিত্র কাম্য নয়।[২৮]

'উমর (রা.) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ احْتَسِبُوا أعمالكم، فَإِنَّ مَنِ احْتَسَبَ عمله كُتب لَهُ أَجْرُ عَمَله وَأَجْرُ حِسْبَتِهِ "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের 'আমলের হিসাব গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি তার 'আমলের হিসাব নিবে তার জন্য তার 'আমলের প্রতিদান এবং তার হিসাব গ্রহণের জন্য প্রতিদান লেখা হবে"।[২৯] মুহ্‌তাসিব হবেন আদেশ ও নিষেধের প্রাক্কালে কোমল, নম্র, হাস্যোজ্জ্বল এবং সহজ-সরল মনোভাবের অধিকারী। কারণ, এটা মানুষের হৃদয় জয় করা ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অধিক কার্যকর উপায়। আর অত্যধিক তিরষ্কার মানুষকে অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করতে পারে এবং কঠোর উপদেশ শ্রুতি বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।[৩০] মহান আল্লাহ্‌ মহানবী (স.)-এর উক্ত গুণের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ "অতএব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি

---

[২৬]গজনী : এটি পূর্ব আফগানিস্তানের শহর ও গজনী প্রদেশের রাজধানী। এটি সমুদ্রতল হতে ২২২০ মিটার উঁচুতে একটি মালভূমির উপর অবস্থিত। গজনী তার চারপাশের এলাকার খাদ্যশস্য, ফল, পশম ও চামড়ার জন্য বিখ্যাত একটি কেন্দ্রীয় বাজার। শহরটি ইরান ও ভারতের মধ্যকার প্রাচীন বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত। (Michael H.Fisher, *A Short History of The Mughal Empire*, London : I. B. Tauris & Co. Ltd, 2016, p.39)

[২৭]সুলতান মাহমুদ : তুর্কী বংশোদ্ভূত গজনীর সুলতান মাহমুদ ৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সবুক্তগীন ছিলেন গজনী বংশের দ্বিতীয় সুলতান এবং মাতা ছিলেন গজনীর নিকটবর্তী জাবুলিয়ানের এক আমীরের কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর ২৭ বছর বয়সে মাহমুদ গজনীর অধিপতি হন। তিনি অসি চালনায় পারদর্শী ছিলেন। বিদ্যোৎসাহী, প্রজাবৎসল, সুশাসক এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুলতান মাহমুদ গজনীর সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমসাময়িক নৃপতিদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে সতের বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রতিবারই তিনি বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। (ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ঢাকা ও বরিশাল : গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৪৯-৫০)

[২৮]আহমাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী, *আল্-হিস্‌বাহ্‌ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[২৯]মাজদুদ্দীন আবুস্ সা'আদাত আল্-মুবারাক ইব্‌ন মুহাম্মদ আশ্-শাইবানী ইব্‌নুল আসীর, *আন্-নিহায়াহ্‌ ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আসার*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্‌তাবাহ্‌ আল্-'ইল্‌মিয়্যাহ্‌, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ৩৮২

[৩০]'আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাস্‌র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্‌ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্‌*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯

কোমল চিত্ত; আর আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা আপনার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হতো"।[৩১]

মুহ্তাসিব ধৈর্যধারণ করবেন, অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না এবং প্রথমবার সংঘটিত অপরাধের জন্য কাউকে দায়বদ্ধ করবেন না। প্রথম ভুলের জন্য শাস্তি প্রদান করা উচিত হবে না। কেননা, নবীগণ (আ.) ব্যতীত সৃষ্টির মধ্যে নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুহ্তাসিব নিজের কাছে একটি চাবুক বা লাঠি, একটি বর্ম, একটি শিঙা রাখবেন এবং কিছু কর্মচারী ও সাহায্যকারী গ্রহণ করবেন। কারণ, এগুলো বাজারের ন্যায়-নীতি লঙ্ঘনকারী ও অপরাধীদের অন্তরে সর্বাধিক ভীতি সঞ্চারকারী হবে। এগুলো বাজারে এবং রাস্তায় জনগণের নির্লিপ্ত অবস্থার সময়েও আবশ্যকীয়ভাবে থাকবে। তিনি বাজারের বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ জানার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করবেন, যারা তাকে বাজারের অবস্থা ও বিভিন্ন সংবাদ পৌঁছে দিবে।[৩২]

মুহ্তাসিবের জন্য আবশ্যকীয় শর্তসমূহ

মুহ্তাসিবের জন্য এমন কিছু শর্ত রয়েছে, যা ব্যতীত তিনি তার দায়িত্ব পালনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। যেমন : ১. মুহ্তাসিবকে বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হতে হবে। অন্যথায় সৎ কাজের আদেশ দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে না। ২. মুসলিম হওয়া। সৎ কাজের আদেশ দীনের সাহায্যস্বরূপ। তাই মুসলিম ব্যতীত কেউ দীনের সাহায্য করতে পারে না। ৩. মুহ্তাসিবকে বিবেকসম্পন্ন, দীনের ব্যাপারে আপোষহীন ও কঠোর মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে।[৩৩] ৪. মুহ্তাসিবকে জনগণের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে সৎ ও নির্লোভ এবং সহ-অধিবাসী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণে অনিচ্ছুক হতে হবে। কেননা, এটা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। এর থেকে বিরত থাকার কারণে তার সম্মান সুদৃঢ় হবে এবং মর্যাদা সমুন্নত হবে। ৫. মুহ্তাসিব তার কর্মচারী ও সাহায্যকারীদের এসব শর্ত মেনে চলতে বাধ্য করবেন। কেননা, মুহ্তাসিবের বিরুদ্ধে বেশির ভাগ অভিযোগ কর্মচারী ও সাহায্যকারীদের কৃতকর্মের কারণেই হয়ে থাকে। ৬. যদি কর্মচারী ও সাহায্যকারীদের কারো ঘুষ বা উপহার গ্রহণের ব্যাপারে মুহ্তাসিব অবগত হন, তাহলে তাকে উক্ত পদ থেকে অপসারণ করবেন, যাতে তার ধারণা ও সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়।[৩৪]

---

[৩১]সূরা আলে-'ইমরান, আয়াত : ১৫৯

[৩২]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবি যায়েদ যিয়াউদ্দীন, *মা'আলিমুল কুরবাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, ইস্তাম্বুল : দারুল ফুনূন, তা. বি. পৃ. ১৪

[৩৩]আহমাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী, *আল্-হিস্‌বাহ্ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

[৩৪]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্‌র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

প্রচলিত আইনে বাজারের পরিদর্শকের যোগ্যতা

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৫১ ধারায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে বাজারের 'নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক' হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত থাকতে পারবেন না।[৩৫] ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ২০ ধারায় বাজারে ক্রেতা বা ভোক্তাদের অধিকার রক্ষা ও বাজার পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে একজন মহাপরিচালক নিযুক্ত করার বিধান রয়েছে।[৩৬]

উল্লিখিত নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মুহ্তাসিব বা বাজারের পরিদর্শকের অনুরূপ নৈতিক যোগ্যতা ও গুণাবলীর কোন শর্ত রাখা হয়নি। যেহেতু বাজারে অনিয়ম ও দুর্নীতি করার বেশ সুযোগ থাকে, সেহেতু এখানে নৈতিক গুণাবলীসম্পন্ন, দীনদার কর্মকর্তা ছাড়া অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। আল্লাহ্‌র ভয় ও নৈতিক গুণাবলীই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। ইসলামী যুগের উত্তম নৈতিক গুণাবলীসম্পন্ন ও তাকওয়াবান বাজার পরিদর্শকগণ অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৫.৪ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে বাজারে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ ও অনিয়মের শাস্তির বিষয়টি অনুধাবনের জন্য ইসলামে বিভিন্ন প্রকার অপরাধের শাস্তি আইন সম্পর্কে আলোচনা করা সমীচিন হবে। শাস্তির সংজ্ঞায় মুফ্‌তী 'আমীমুল ইহসান (মৃ. ১৯৭৪ খ্রি.) বলেন, هُوَ مَا يلْحق الْإِنْسَان بعد الذَّنب من المحنة فِي الْآخِرَة أَو مَا يلْحقهُ من المحنة بعد الذَّنب فِي الدُّنْيَا فيسمى عُقُوبَة "অপরাধ করার পর মানুষ আখিরাতে কিংবা দুনিয়াতে যে দণ্ড ভোগ করে তাকে اَلْعُقُوبَةُ বা শাস্তি বলে"।[৩৭] যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেন, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

[৩৫]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, প্রথম অধ্যায়, ধারা ৫১ এর উপধারা ২ ও ৩, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ১০ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রি./২৫ আশ্বিন ১৪২০, পৃ. ৮৮৫০

[৩৬]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ধারা ২০ এর উপধারা ২ ও ৩, এপ্রিল ৬, ২০০৯ খ্রি. পৃ. ২৭৬০

[৩৭]মুহাম্মদ 'আমীমুল ইহসান আল্-মুজাদ্দেদী আল্-বারাকাতী, *আত্-তা'রিফাতুল ফিক্হিয়্যাহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ১৪৯

فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ "আর যদি তোমরা অপকর্মের শাস্তি প্রদান কর, তাহলে ঐ পরিমাণ শাস্তি প্রদান করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়"।[৩৮] ইসলামের দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন অপরাধের বিবেচনায় শাস্তিসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা :

ক. হুদূদ (اَلْحُدُوْدُ) বা সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ : এর সংজ্ঞা হলো : الحدود: جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقًّا لله تعالى 'হুদুদ শব্দটি 'হাদ্দ' শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান বা নিষেধ করা। ইসলামী শরী'আহ্র পরিভাষায় মহান আল্লাহ্র অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবর্তিত শরী'আতের সুনির্দিষ্ট দণ্ডসমূহকে হুদূদ বলা হয়'।[৩৯] কুরআন ও সুন্নাহ্তে উল্লিখিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ পুনরায় অপরাধ করা থেকে বারণ করে এবং অন্যকেও অনুরূপ অপরাধের পথে চলা থেকে বাধা প্রদান করে। যেমন-চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, মদ্যপান ইত্যাদি অপরাধের শাস্তিসমূহ।[৪০] এসব অপরাধের অভিযোগ আদালতে বিচারের জন্য কেউ উপস্থাপন করলে অপরাধী তাওবা, সুপারিশ, ক্ষমা ইত্যাদি কোনটির মাধ্যমে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। আদালতে পেশ করা না হলে তওবার মাধ্যমে পরকালীন শাস্তি আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন।[৪১]

খ. কিসাস (اَلْقِصَاصُ) বা সাদৃশ্যপূর্ণ শাস্তি : কিসাস শব্দের অর্থ বরাবর করা, সমান সমান করা। এর সংজ্ঞা হলো : القصاص فهو أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس، أو عضو من أعضائهم "মানুষের প্রাণ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অপরাধী যেভাবে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তাকে ঠিক সেভাবে প্রতিদান দেওয়াকে কিসাস বলা হয়"।[৪২] অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির যতটুকু শারীরিক ক্ষতি সাধন করে তারও ততটুকু শারীরিক ক্ষতি সাধন করাকে কিসাস বলা হয়। যেমন-অপরাধী ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে প্রতিশোধ হিসেবে তাকে বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা হবে কিংবা যতটুকু পরিমাণ যখম বা আঘাত করবে প্রতিশোধ হিসেবে ঠিক ততটুকু পরিমাণ যখম বা আঘাত করা হবে। আদালতে হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হলে হত্যাকারীর উপর কিসাস কিংবা দিয়্যত তথা রক্তপণ ওয়াজিব হবে।

---

[৩৮] সূরা আন্-নাহ্ল, আয়াত : ১২৬

[৩৯] 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আয্-যাইনুশ্ শরীফ আল্-জুরজানী, *কিতাবুত্ তা'রীফাত*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ৮৩

[৪০] ড. উসামা ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাহ্তানী ও অন্যান্য, *মাউসূ'আতুল ইজমা' ফিল ফিক্হিল ইসলামী*, ৯ম খণ্ড, রিয়াদ : দারুল ফযীলাহ্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৬

[৪১] ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৭ম খণ্ড, দামেশ্ক : দারুল ফিক্র, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৪৯১

[৪২] 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আল্-জাযীরী, *আল্-ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ২১৭

নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ যদি দিয়্যত বা রক্তপণ গ্রহণপূর্বক বা রক্তপণ গ্রহণ না করে ক্ষমা করে দেয় তাহলে অপরাধীর তাওবা তার গুনাহ্ মাফের জন্য যথেষ্ট হবে।[৪৩]

গ. তা'যীর (أَلتَّعَازِيْرُ) বা সাধারণ শাস্তি : তা'যীর এর আভিধানিক অর্থ প্রতিরোধ করা, বাধা প্রদান করা, নিষেধ করা ইত্যাদি। শরী'আহ্র পরিভাষিক সংজ্ঞা হলো, التعزير اصطلاحًا: هو عقوبة غير مقدّرة شرعًا، تجب حقًّا لله، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبًا وقد اتفق العلماء على أن التعزير موكول إلى الإمام، فله أن يقوم على التعزير، أو يأذن به لمن يقوم مقامه، وله أن يخففه أو يشدده 'মহান আল্লাহ্র হক কিংবা মানুষের হক সংশ্লিষ্ট যে সকল অপরাধের জন্য শরী'আত তথা কুরআন ও সুন্নাহ্তে কোন শাস্তি বা কাফ্ফারা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই সে সকল অপরাধের শাস্তিকে তা'যির বলে। 'আলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তা'যীর ইসলামী রাষ্ট্রের ইমাম বা শাসকের উপর নির্ভরশীল। তা'যীর শাস্তি প্রয়োগ করার দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত থাকবে অথবা তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তা'যীর প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করবেন। এ শাস্তি লঘু কিংবা কঠোর করার অধিকার ইমামের থাকবে'।[৪৪] এ শাস্তি ওয়াজিব আদায় থেকে বিরত থাকার কারণে হতে পারে। যেমন-সালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত আদায় না করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা, পণ্যদ্রব্যের ত্রুটি প্রকাশ না করা, রমাদান মাসে দিনের বেলায় আহার করা, আমানত ফেরত না দেওয়া ইত্যাদি। আবার এটি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণেও হতে পারে। যেমন-মানুষের চলাচলের পথে আবর্জনা নিক্ষেপ করা, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, ওযন বা মাপে কম দেওয়া, খাদ্যপণ্য গুদামজাত করে রাখা, প্রতারণা করা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া, দুর্নীতি করা, দায়িত্বে অবহেলা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। যদি এসব অপরাধের মাধ্যমে আল্লাহ্র হক নষ্ট করা হয়, যেমন-সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত পরিত্যাগ করা, সুদ খাওয়া, মদ্যপান করা ইত্যাদি; কিংবা যাতে আল্লাহ্র হকের প্রাধান্য রয়েছে, যেমন-কোন বেগানা নারীকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা, জড়িয়ে ধরা, গোপনে একত্রিত হওয়া ইত্যাদি; তাহলে অবশ্যই তা'যীর শাস্তি কার্যকর করতে হবে। তবে বিচারকের নিকট অপরাধীকে ক্ষমা করা সার্বিকভাবে কল্যাণকর বিবেচিত হলে ক্ষমা করা বৈধ হবে কিংবা অপরাধীর তাওবা দ্বারা শাস্তি রহিত করা যাবে। আর যে সকল অপরাধে বান্দার হকের প্রাধান্য রয়েছে; যেমন-প্রতারণা করা, কাউকে গালি-গালাজ করা, মারধর করা, ওযনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া ইত্যাদি; তাহলে তা

---

[৪৩] ড. 'আব্দুর রহমান ইব্ন সালিহ্ আল্-'আব্দুল লতীফ, *আল্-কাওয়াইদ ওয়ায্ যাওয়াবিত আল্-ফিক্হিয়্যাহ্ আল্-মুতাদাম্মানাহ্ লিত্তাইসীর*, ২য় খণ্ড, মদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ্ : 'ইমাদাতুল বাহ্সিল 'ইল্মী বিল্ জামি'আতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৭৬৩-৬৫

[৪৪] ড. উসামাহ্ ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাহ্তানী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *মাউসূ'আতুল ইজমা' ফিল্ ফিক্হিল ইসলামী*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীর উপর নির্ভর করবে। সে যদি ইচ্ছা করে বিচার দাবী করবে অথবা ক্ষমা করে দিতে পারবে। তবে অপরাধীর তাওবা বা বিচারকের ক্ষমা দ্বারা শাস্তি রহিত হবে না।[৪৫]

উল্লিখিত দণ্ডবিধির বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাজারে সংঘটিত অপরাধ বা অনিয়ম তা'যীর বা বিবেচনামূলক দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত। শাস্তিসমূহের মধ্যে তা'যীরের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলামে অপরাধের জন্য যে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য কাউকে তাচ্ছিল্য করা কিংবা অত্যাচার করা নয়; বরং মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও নিরাপত্তার জন্য এ বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। অপরাধী ব্যক্তিকে সংশোধিত ও পরিশুদ্ধ করা; সুন্দর ও সুস্থ আচরণ শিক্ষা দেওয়া; ভবিষ্যৎ জীবনে আইন-কানুন ও সামাজিক বিধিমালা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা; যুল্ম বা অত্যাচারের প্রবণতা ও আইন অমান্য করার প্রবণতা রোধ করা; অপরাধীকে পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করে পরকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা করা এ তা'যীরের উদ্দেশ্য। এ কারণে তা'যীর শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারক বা প্রশাসনকে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, তার মানসিক অবস্থা, অপরাধ সংঘটনের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। সমাজের কিছুসংখ্যক অপরাধীকে সামান্যতম শাস্তি দিলেই সংশোধিত হয়ে যায়; আবার কিছু অপরাধীকে কঠিন শাস্তি না দিলে সংশোধিত হয় না। তাই আইন ও বিচার বিভাগ এ সকল বিষয় বিবেচনা করে উপদেশ প্রদান, সতর্ককরণ, ভর্ৎসনা করা, অপমান করা, বয়কট করা, গণপ্রকাশ, বরখাস্তকরণ, বেত্রাঘাত করা, সম্পদ জব্দকরণ, আর্থিক জরিমানা আদায়, কারাদণ্ড, নির্বাসন, বাজার থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি শাস্তিসমূহের মধ্যে যেটি অপরাধীর জন্য উপযুক্ত বা সঠিক মনে করবেন তা প্রয়োগ করতে পারবেন। বিচারক নিরপেক্ষভাবে অপরাধের ধরণ ও মাত্রা বিবেচনায় এ শাস্তির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারেন। কোন কোন সময় মারাত্মক অপরাধ করলে বা বড় কোন অপরাধ বার বার করলে যদি মানুষের জীবনহানি কিংবা জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয় তাহলে জাতীয় স্বার্থে তা'যীর হিসেবে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করাও বৈধ হতে পারে।[৪৬]

৫.৫ মুহ্তাসিবের বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী

সুষ্ঠুভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করাই হিস্বাহ্ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুহ্তাসিবের অন্যতম কাজ। তিনি তার শর'ঈ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ

---

[৪৫] ওয়াহাবাহ্ আয়্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০-৫০০

[৪৬] আবু 'আব্দুর রহমান 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন সালিহ্ আত্-তামীমী, *তাওযীহুল আহ্কাম মিন্ বুলুগিল মারাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্‌রামাহ্ : মাক্তাবাতুল আসাদী, ৫ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩১৪

করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য তিনি ইসলামী নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। নিম্নে মুহ্‌তাসিবের বাজার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো :

বাজারের কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা

মুহ্‌তাসিব যথাসম্ভব বাজারগুলো লম্বা ও প্রশস্তভাবে গড়ে তুলবেন। যদি বাজার পাকা না হয় তাহলে শীতের সময় মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে বাজারের দুই পাশে দুইটি কার্নিশ রাখতে হবে। মুহ্‌তাসিব বাজারের স্বাভাবিক চলাচলের রাস্তায় কোন দেওয়াল, স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণ করতে কিংবা বাধা সৃষ্টি করতে দিবেন না। কারণ এটা কোন ব্যক্তির জন্য জায়িয নয়; সেটা তার বাড়ির কিংবা দোকানের দেওয়াল হোক না কেন। দোকানসমূহ আসল স্থান থেকে বর্ধিত করে মানুষের চলাচলের জায়গায় নেওয়া যাবে না। কারণ এটি পথচারীদের উপর অন্যায় এবং এতে মানুষের উপর কষ্ট আপতিত হয়, তাই মুহ্‌তাসিবকে এগুলো সরিয়ে দিতে হবে এবং এরূপ কাজে নিষেধ করতে হবে। মুহ্‌তাসিব প্রতিটি শিল্পের লোকদের সুবিধার্থে তাদের জন্য বাজারের পৃথক পৃথক অংশ নির্দিষ্ট করবেন; বিশেষত যাদের পেশাগত কাজের জন্য আগুন জ্বালাতে হয়। যেমন-বেকারী, স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারী, কামারশালা, রন্ধনশালা ইত্যাদি। কারণ, অন্যান্য দোকানীদের সাথে তাদের সামঞ্জস্য না থাকা এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মের নির্গত বর্জ্য ও ধোঁয়া ইত্যাদির কারণে ক্ষতি থেকে অন্যদেরকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। এটা তাদের কর্মীদের জন্য সহজ ও ব্যয় সংকোচনকারী হবে। বাজারের এ পৃথক অংশগুলো তাদের শিল্পপণ্যের ক্রেতাদের নিকট পরিচিত হতে হবে। আর ঔষধ সামগ্রী, সুগন্ধি ইত্যাদির দোকানগুলো দূরে রাখতে হবে।[৪৭] বাজারের কাঠামোগত ব্যবস্থাপনার প্রবিধান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বাজারসমূহে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও হস্তশিল্পের কার্যক্রমও চলতো এবং বাজারের লোকদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতো।

প্রতিটি পেশার জন্য পৃথক নিয়ন্ত্রক নিয়োগ

বাজারের ব্যাপক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা মুহ্‌তাসিবের আওতার বাইরে চলে গেলে ব্যবসার মালিকদের স্বার্থে প্রতিটি পেশার লোকদের কার্যক্রম তদারক করার জন্য তিনি একজন করে অভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক (اَلْعَرِيْفُ) নিয়োগ করবেন। যারা সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, কর্মীদের প্রতারণা ও ভেজাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত এবং নিজেদের বিশ্বস্ততা ও সততার জন্য বিখ্যাত হবেন। তারা

---

[৪৭]মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন বুসাম আল্-মুহ্‌তাসিব, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্‌ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্‌*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৯৬

বাজারের বিভিন্ন শিল্পের কর্মীদের অবস্থাদি তদারক করবেন। তাদের খবরাদি, তাদের বাজারে আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রী এবং তার উপর স্থিরকৃত মূল্য ও অন্যান্য বিষয়াদি যা অবগত হওয়া মুহ্তাসিবের জন্য আবশ্যক তা তাকে অবহিত করবেন।[৪৮]

বাজারের প্রদর্শক ও ঘোষণাকারী নিয়োগ এবং তাদের জন্য শর্তাবলী

মুহ্তাসিব তার সাহায্যকারী বা কর্মচারীদের মধ্য হতে বাজারের প্রদর্শক ও ঘোষণাকারী নিযুক্ত করবেন। তারা বাজারের লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা ও ঘোষণা প্রদান করবেন। তাদেরকে সৎ, বিশ্বস্ত, ধার্মিক, আমানতদার ও সত্যবাদী হতে হবে। কারণ তারা মানুষের পণ্য বাজারে সমর্পণ করে এবং মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের বিশ্বস্ততার অনুকরণ করে। বাজারে বিক্রির জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে পণ্য যোগ করা তাদের কারো উচিত নয়। তারা কারো সাথে ব্যবসায়িক অংশীদার হবেন না এবং নিজের জন্য ক্রয়ও করবেন না। তারা মালিকের অনুমোদন ব্যতীত পণ্যের মূল্য হস্তগত করবেন না এবং নিজেদের পক্ষ থেকে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করবেন না। যেহেতু তারা রাষ্ট্রীয় কর্মচারী সেহেতু তারা বাজারের কোন কাজের বিনিময়ে গোপন চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন না। তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন পণ্যের প্রস্তুতকারকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ঋণ প্রদান করে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য তিনি ছাড়া অন্য কারো নিকট বিক্রি না করার শর্তারোপ করে থাকে। এটি এমন এক ঋণ যা উপকার নিয়ে আসে। তাই এটি সুদ হিসেবে গণ্য হবে, যা হারাম। তাই তারা এসব কাজ কখনো করতে পারবেন না। ঘোষণাকারী যখন জানতে পারবে যে, বাজারের কোন পণ্যে দোষ আছে, তাহলে তা ক্রেতাকে জানিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। এসব বিষয়ে অবশ্যই মুহ্তাসিবকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং শর্তগুলো নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।[৪৯]

বাজারের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা

মুহ্তাসিব বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে ময়লা, জমাট কাদা ইত্যাদি নোংরা ও ক্ষতিকর জিনিস পরিষ্কার করার নির্দেশ দিবেন। অনুরূপভাবে চলাচলের রাস্তায় অবস্থিত সকল কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর বস্তু অপসারণ করার নির্দেশ দিবেন। যেমন-শীতকালে দেওয়ালের স্যাঁতস্যাঁতে ময়লা, গ্রীষ্মকালে ঘর থেকে ময়লার স্রোত রাস্তার মধ্যখানে চলে আসা ইত্যাদি পথচারীকে কষ্ট দেয়। তাই তিনি লোকদেরকে

---

[৪৮]মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০

[৪৯]সম্পাদনা মুন্যিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী জেদ্দা, *মজাল্লাতু মাজমা'ঈল ফিক্হিল ইসলামী*, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯১-৯২

পাইপ লাইনের মাধ্যমে অথবা গর্ত খনন করে ময়লা নির্গমনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিবেন।[৫০] সকাল ও সন্ধ্যায় চলাচলকারী পথিকদের কষ্ট দূর করার জন্য ক্ষতি প্রতিরোধ করা, রাস্তা ও বাজারের অলি-গলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি হিস্‌বাহ্‌ বিভাগের দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় হিস্‌বাহ্‌র মাধ্যমে বাজারের ঐ সকল কাজ করা হতো যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান পৌরসভার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।[৫১]

বাজারের মধ্যে ক্ষতিকর বস্তু বহনে বাধা প্রদান

মুহ্‌তাসিবের উচিত কাঠের বোঝা, খড়ের বস্তা, পানির বালতি, বৃহদাকৃতির ব্যাগ, ছাই, তীর, ধারালো বস্তু ইত্যাদি বাজারে প্রবেশে বাধা প্রদান করা; যার কারণে বাজারে আগত মানুষের শরীরের ও পোশাকের ক্ষতি হতে পারে। মুহ্‌তাসিব বাজারের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, পশু ও যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ক্রেতাদের চলাচল নিরাপদ করার ব্যবস্থা করবেন। মুহ্‌তাসিবের অধীনে বাজারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রহরী নিয়োজিত থাকবে। তারা বাজারে কাউকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করবে। কেউ এ নিয়ম-শৃঙ্খলা অমান্য করলে মুহ্‌তাসিব তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[৫২] আবু বুরদাহ্‌ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) ইরশাদ করেন, مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا "যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাজারের মধ্য দিয়ে চলে সে যেন তীরের ফলা হাত দিয়ে ধরে রাখে, যাতে তার হাতে কোন মুসলমান আঘাতপ্রাপ্ত না হয়"।[৫৩] এখানে মুসলমানদের পবিত্রতা ও সম্মানের তাগিদ রয়েছে, যেন তারা ভীত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।[৫৪] আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) ইরশাদ করেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ "কেউ কারো ক্ষতি করবে না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যে কারো ক্ষতি করবে, আল্লাহ্‌ও তার ক্ষতি করবেন এবং যে কারো প্রতি কঠোর আচরণ করবে, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি কঠোর আচরণ করবেন"।[৫৫] হাদীসের মর্ম হলো, একজন মানুষ তার ভাইকে তার অধিকার বা তার চলার পথে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। ইসলামে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের ক্ষতি সাধন করা বা নিজে

---

[৫০]মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন বুসাম আল্‌-মুহ্‌তাসিব, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্‌ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্‌*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

[৫১]আহমাদ মুস্তাফা আল্‌-মারাগী, *আল্‌-হিস্‌বাহ্‌ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৫২]'আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাস্‌র আশ্‌-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্‌ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্‌*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

[৫৩]আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্‌ন কাসীর, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ১৭৩

[৫৪]ইব্‌ন বাত্তাল আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন 'আব্দুল মালিক, *শরহে সহীহিল বুখারী লিইব্‌ন বাত্তাল*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৫৫]আবু বকর আহ্‌মাদ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ আদ্‌-দাইনূরী আল্‌-কাযী, *আল্‌-মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরিল 'ইল্‌ম*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ২৫৯

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিষিদ্ধ। এটি জনকল্যাণের সারকথা ও মূলনীতি।[৫৬] অতএব বাজারের মধ্যে কেউ ঝুঁকিপূর্ণ কোন বস্তু বা পণ্য নিরাপদভাবে পরিবহন না করলে কর্তৃপক্ষ তাকে বাধা প্রদান করবে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর দণ্ডবিধির ৫২ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি, কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কোন কাজ করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৫৭]

প্রতারণা ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করা

বাজারে খাদ্য ও উৎপাদিত পণ্য যা কিছু ক্রয় ও বিক্রয় করা হয় তার প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধ করা মুহ্তাসিবের দায়িত্ব।[৫৮] কারণ, মুসলিম ব্যবসায়ীদের সততা, ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মহানবী (স.) কর্তৃক প্রতারণা প্রতিরোধ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطّعَامِ؟" قَالَ: أَصَابَتْهُ السّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النّاسُ، مَنْ غَشّ فَلَيْسَ مِنّي "একদা (বাজারে) রাসূলুল্লাহ্ (স.) একটি খাদ্যের স্তুপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি খাদ্যের ভিতরে তাঁর হাত প্রবেশ করিয়ে ভেজা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কী? সে (খাদ্য বিক্রেতা) বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বৃষ্টির কারণে এরূপ হয়েছে। নবী (স.) বললেন, তুমি ভেজা খাদ্য উপরে রাখলে না কেন? তাহলে ক্রেতারা এর অবস্থা দেখতে পেত (তারা প্রতারিত হতো না)। যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়"।[৫৯] শরহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রতারণাকারী দীন ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত না হলেও সে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সুন্নাহ্ ও নির্দেশিত পথের পরিপন্থি কাজ করেছে বলে গণ্য হবে, যা হারামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ ধরণের প্রতারণা মুসলমানদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৬০] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالَّذِينَ

---

[৫৬]মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্নুল আয্হারী আল্-হারাবী আবু মানসূর, *তাহ্যীবুল লুগাহ্*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি. পৃ. ৩১৪

[৫৭]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৮

[৫৮]আহমাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী, *আল্-হিস্বাহ্ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৫৯]আবু বকর আহ্মাদ ইব্নুল হুসাইন আল্-বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল্-কুব্রা*, ৫ম খণ্ড, মক্কা : মাক্তাবাতু দারুল বায্, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রী. পৃ. ৩২০; আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি. পৃ. ৯৯

[৬০]মুহিউস্ সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল ফার্রা আল্-বাগ্বী, *শরহুস সুন্নাহ্*, ৮ম খণ্ড, দামেশক : আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ১৬৭

يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ "আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই"।[৬১] প্রতারণা নিষিদ্ধের এ ঘোষণা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ বিধান অনুযায়ী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের গুণাগুণ ও দোষ-ত্রুটি গোপন করে মানুষকে প্রতারণা করা নিকৃষ্ট কার্য যা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।[৬২] ইসলামে উক্ত অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসককে সকল বিষয় বিবেচনা করে তা'যীরের আওতায় অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা, প্রহার করা, বন্দী করা, জেল দেওয়া, বাজার থেকে বহিস্কার, সম্পদ আটক করা, জরিমানা করা ইত্যাদি যে কোন শাস্তি প্রদান করতে পারেন। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে তিনি এ শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।[৬৩] ইব্ন 'আব্দুল বার (মৃ. ৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেন, "মদীনার মহিলা বাজার পরিদর্শক সাম্রা বিনতে নুহাইক আল্-আসাদিয়্যাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও উমর (রা.)-কে বাজারে চলাচল করতে, সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে দেখতেন; এমতাবস্থায় তিনি (সামুরা) লোকদের অর্থাৎ প্রতারকদের তাঁর সাথে রক্ষিত লাঠি দিয়ে প্রহার করতেন।[৬৪]

বাংলাদেশের ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর দণ্ডবিধির ৩৭ ধারায় পণ্যের মোড়ক ব্যবহার না করা, মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওযন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ না করা; ৩৮ ধারায় কোন ব্যক্তি আইন অমান্য করে তার দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা ঝুলিয়ে প্রদর্শন না করা; ৪০ ধারায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা এবং ৫১ ধারায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা বা করতে প্রস্তাব করা অপরাধ। এসব অপরাধের জন্য ব্যক্তি অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ধারা ৫০-এ কোন ব্যক্তি কোন পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৬৫] অনুরূপভাবে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৩২ ধারার (ক)-তে খাদ্যপণ্য

---

[৬১]সূরা আল্-ফাতির, আয়াত : ১০

[৬২]ড. এম ওমর চাপড়া, ভাষান্তর : ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[৬৩]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আইয়ুব ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ্, *আত্-তুরুকুল হুক্মিয়্যাহ্ ফিস্-সিয়াসাতিশ্ শার'ঈয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্রামাহ্ : দারু 'আলিম আল্-ফাওয়ায়িদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি. পৃ. ৬৯৩

[৬৪]মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৬৫]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৬-৬৮

আইনের নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেভেল সংযোজন ব্যতিরেকে উৎপাদন বা বিক্রয় করলে; (খ)-তে পণ্যের লেভেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপকৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধি বলে দাবি করে বিভ্রান্তিকর তথ্য লিপিবদ্ধ করলে; (গ)-তে মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎস-শনাক্তকরণ তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধকরণ ব্যতিরেকে উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করলে এবং (ঘ)-তে খাদ্যপণ্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করে বা মুছে কোন খাদ্যপণ্য বিক্রি করলে প্রতিটি ক্ষেত্রে (ক, খ, গ ও ঘ) অপরাধী দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৬৬] উল্লিখিত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধসমূহ মূলত ক্রেতাদের সাথে প্রতারণা করার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে উপার্জন করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

পণ্যে ভেজাল প্রদানে নিষেধ করা

মুহ্তাসিব বাজারে যে কোন পণ্যে মানুষের জন্য শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিকর সব ধরণের ভেজাল দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন।[৬৭] লিসানুল 'আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে, الغِشُّ: نَقِيضُ النُّصْح وَهُوَ مأْخوذ مِنَ الغَشَش المَشْرَب الكدِر وَمِنْ هَذَا الغشُّ فِي الْبِيَاعَاتِ "ধোঁকা বা ভেজাল কল্যাণের বিপরীত, এটি 'গাশাশ' বা প্রতারণা হতে গৃহীত হয়েছে আর এর অর্থ হলো ঘোলা পানি। এ অর্থের ভিত্তিতে الغِشُّ শব্দটি ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা বা ভেজাল দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়"।[৬৮] ভেজালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, الغش: ما يخلط من الرديء بالجيد "ভাল পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করাকে ভেজাল বলে"।[৬৯]

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩-এ বলা হয়েছে, ভেজাল খাদ্য অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ-(ক) যাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করার জন্য এরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হয়েছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা (খ) যাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়েছে যার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি

---

[৬৬]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, নবম অধ্যায়, ধারা ৫৮ এর তফসিল, ধারা ৩২ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ)-এর অপরাধের দণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৫৪ ও ৮৮৬৫

[৬৭]আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ আল্-ফাযারী, *সুব্হুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইন্শা*, ১০ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, তা. বি. পৃ. ৩৮৪

[৬৮]মুহাম্মদ ইব্ন মুক্রিম ইব্ন 'আলী আবুল ফয্ল জামালুদ্দীন ইব্ন মান্যূর আল্-ইফ্রীকী, *লিসানুল 'আরব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারু সাদির, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি. পৃ. ৩২৩

[৬৯]যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ 'আব্দুর রঊফ ইব্ন তাজুল 'আরিফীন ইব্ন 'আলী আল্-মুনাবী আল্-কাহিরী, *আত্-তাওকীফু 'আলা মুহিম্মাতিত্ তা'রীফ*, আল্-কাহিরাহ্ : 'আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি. পৃ. ২৫২

সাধিত হয়েছে এবং যার ফলে এর গুণাগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পেয়েছে; বা (গ) যার মধ্য হতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করার মাধ্যমে আপাতঃ ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করে খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয়"।[৭০] এ আইনের প্রথম অধ্যায়ের ২ এর (১৬) ধারায় বলা হয়েছে, "নকল খাদ্য" অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।[৭১]

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ভেজাল পণ্য এক মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ভেজাল খাদ্য ও ওষুধ গ্রহণের কারণে ভোক্তা শারীরিক ও আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব কারণে ইসলামে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় ভেজাল কর্মকাণ্ড হারাম করা হয়েছে।[৭২] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ "আর তোমরা নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না"।[৭৩] অর্থাৎ তাদের ভাল মালগুলো গ্রহণ করে তদস্থলে নিকৃষ্ট মালগুলো স্থাপন করো না। আর প্রতারণা করে মানুষের মাল গ্রাস করার জন্য তাদের মালের সাথে তোমাদের মাল মিশ্রিত করো না। যে এরূপ কাজের সাহস দেখাবে সে বড় ধরণের পাপে লিপ্ত হবে।[৭৪]

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا "তোমরা পৃথিবীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না"।[৭৫] আয়াতে ব্যাপকার্থে যাবতীয় বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতের তাফসীরে এসেছে, فَالْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ تَصْيِيرُ الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ مُضِرَّةً كَالْغِشِّ فِي الْأَطْعِمَةِ "বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ভালো বস্তুকে ক্ষতিকারকে পরিণত করা। যেমন খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যে ভেজাল প্রদান করা"।[৭৬] পণ্যে ভেজাল সম্পর্কে ইমাম ইব্ন তাইমিয়া বলেন, وَالْغِشُّ يَدْخُلُ فِي الْبُيُوعِ بِكِتْمَانِ الْعُيُوبِ وَتَدْلِيسِ السِّلَعِ؛ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْمَبِيعِ خَيْرًا مِنْ بَاطِنِهِ "ক্রয়-

---

[৭০]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, প্রথম অধ্যায়, ধারা ২ এর (২৯), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮২৭

[৭১]প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়, ধারা ২ এর (১৬), পৃ. ৮৮২৬

[৭২]এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

[৭৩]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ২

[৭৪]আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল মুন'ইম ইব্ন 'আব্দুর রহীম ইব্নুল ফারাস আল্-উন্দুলুসী, *আহ্কামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি. পৃ. ৪৩

[৭৫]সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ৫৬

[৭৬]মুহাম্মদ আত্-তাহির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আত্-তাহির ইব্ন 'আশুর আত্-তিউনিসী, *আত্-তাহ্রীর ওয়াত তানভীর*, ১ম খণ্ড, তিউনিস : দারুত্ তিউনিসিয়্যাহ্ লিন্নাশ্র, ১৯৮৪ খ্রি. পৃ. ২৮৪

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা এবং ভেজাল প্রদান করা ধোঁকার শামিল। যেমন- পণ্যের উপরের অংশ নিচের অংশের চেয়ে ভাল হওয়া"।[৭৭]

বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের দণ্ডবিধির ৪১ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করলে বা করতে প্রস্তাব করলে; ৪২ ধারায় বলা হয়েছে, মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্য পণ্যের সাথে যার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোন ব্যক্তি এরূপ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সাথে মিশ্রিত করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায়, যা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করলে তিনি অনুর্ধ্ব দুই বছর কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৭৮]

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ২৫ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মওজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা অপরাধ। প্রথমবার এ অপরাধে অপরাধীর অনুর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৭৯]

ইসলামে এ অপরাধের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় শাস্তি হিসেবে এ অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে মুহ্তাসিব কিংবা প্রশাসন অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে পারবেন। যেমন-অপরাধীকে বেত্রাঘাত করা কিংবা জেল দেওয়া, ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বিনষ্ট করে ফেলা, নিকৃষ্টমানের সূতা দ্বারা বস্ত্র তৈরি করা হলে তা বিনষ্ট করা বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া, পানি মেশানো দুধ মাটিতে ঢেলে বিনষ্ট করা ইত্যাদি।[৮০]

---

[৭৭]তকীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন 'আব্দুল হালীম ইব্ন 'আব্দুস সালাম ইব্ন তাইমিয়া আদ-দামেশকী, *আল্-হিস্বাহ্ ফিল ইসলাম আও ওয়াযীফাতিল হুকুমাতিল ইসলামিয়্যাহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ১৮

[৭৮]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৭

[৭৯]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, প্রথম অধ্যায়, ধারা ২৫ এর অপরাধ ও ধারা ৫৮ এর তফসিল কলাম ৩ ও ৪ ও ৫, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮৬৫

[৮০]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আইয়ুব ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ, *আত্-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস্-সিয়াসাতিশ্ শার'ঈয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯১

খাদ্যপণ্য মওজুদে বাধা প্রদান

মুহ্তাসিব যদি কাউকে সব ধরণের খাদ্যপণ্য এমন অবস্থায় মওজুদ করতে দেখে যে, ঐ পণ্য সস্তা থাকাকালীন ক্রয় করা হয়েছে এবং মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষা করা হচ্ছে; এমতাবস্থায় যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে জোরপূর্বক তা তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন। কেননা, মওজুদদারী হারাম এবং হারাম কাজে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব।[৮১] ই'য়ালা ইব্ন উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, احتكارُ الطعامِ في الحَرَمِ إلحادٌ فيه "মক্কার হারামে খাদ্যপণ্য মওজুদ করা সেখানে ধর্মদ্রোহী কাজ করার নামান্তর"।[৮২] 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ "আমদানীকারক রিয্কপ্রাপ্ত হয় আর মওজুদদার অভিশপ্ত হয়"।[৮৩] হাদীসের মর্মার্থ হলো, وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْجَالِبِ الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ لِلْبَيْعِ فَيَجْلِبُهُ إِلَى بَلَدِهِ فَيَبِيعُهُ، فَهُوَ مَرْزُوقٌ لِأَنَّ النَّاسَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ فَيَنَالُهُ بَرَكَةُ دُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ لِلْمَنْعِ وَيَضُرُّ بِالنَّاسِ "আমদানীকারক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে ব্যক্তি যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করে, অতঃপর তা নিজ দেশে আমদানী করে এবং বিক্রি করে, সে রিয্কপ্রাপ্ত হয়। কেননা, জনগণ তার দ্বারা উপকৃত হয়; তাই সে মুসলমানদের দু'আর কল্যাণ লাভ করে। আর মওজুদদার সে ব্যক্তি যে স্বাভাবিক সরবরাহে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্যপণ্য ক্রয় করে এবং জনগণের ক্ষতি করে।[৮৪]

ইসলামে মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসন অপরাধ বিবেচনা ও নির্দেশ লঙ্ঘনের পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মওজুদদারকে লঘু বা গুরু দণ্ড দিতে পারবেন। যেমন-মওজুদকৃত পণ্য জব্দ করা, মওজুদদারকে বন্দী করা, বাজার থেকে বহিষ্কার করা, প্রহার করা, মওজুদকৃত পণ্য ধ্বংস করা ইত্যাদি যে কোন শাস্তি প্রদান করতে পারবেন।[৮৫]

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (১) ধারায় এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ মওজুদদারী বা কালোবাজারীর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে ও তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, মওজুদদারীর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রমাণ করে যে, আর্থিক বা অন্যবিধ লাভ

---

[৮১]মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন বুসাম আল্-মুহ্তাসিব, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

[৮২]আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আল্-আযাদী আস্-সিজিস্তানী, *সুনানে আবি দাউদ*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল 'আলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ৩৬৯

[৮৩]আবু বকর আহ্মাদ ইব্নুল হুসাইন আল্-বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল্-কুব্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৮৪]আবুল লাইস্ নাস্র ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আস্-সমরকন্দী, *তাম্বিহুল গাফিলীন বিআহাদীসি সায়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন লিস্-সমরকন্দী*, দামেশক : দারু ইব্ন কাসীর, ৩য় প্রকাশ, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. পৃ. ১৯১

[৮৫]আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউনুস আত্-তামীমী, *আল্-জামি'উ লিমাসায়িলিল মুদাওয়ানাহ্*, ১৪শ খণ্ড, জামি'আহ্ উম্মুল কুরা : মা'হাদুল বুহুসিল 'ইল্মিয়্যাহ্ ওয়া ইহ্য়াইত্ তুরাসিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি. পৃ. ১৯৯

করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে মওজুদ করেছিল, তবে সে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে ও তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে"।[৮৬]

তালাক্কী বা অগ্রবর্তী হয়ে কাফেলা হতে পণ্য ক্রয়ে নিষেধ করা

বাজারের অন্যতম অপরাধমূলক কাজ হলো, শহরের বাইরে থেকে পণ্যসামগ্রী শহরে বা বাজারে প্রবেশের পূর্বে শহুরে ক্রেতা অগ্রবর্তী হয়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য থেকে কম মূল্যে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাম্য বিক্রেতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে যা আছে তার অভাব সম্পর্কে সে তাদের জানায় এবং তাদের নিকট থেকে তা ক্রয় করে নেয়। ইসলামে এরূপ কাজ নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে মুহ্তাসিব বা বাজার পরিদর্শক ইসলামী বিধানে অপরাধীর উপর তা'যীর প্রয়োগ করতে পারবেন। তা'যীর করার পর তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখবেন।[৮৭] মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ "তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে মাঝপথে অগ্রসর হয়ে সাক্ষাৎ করো না। কোন ব্যক্তি যদি কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করে কিছু ক্রয় করে, তাহলে যখন পণ্যের মালিক বাজারে এসে পৌঁছবে, তখন তার (বিক্রয় প্রত্যাখ্যান বা বহাল রাখার) অধিকার থাকবে"।[৮৮] "আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ "আমরা বণিকদলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে খাদ্য ক্রয় করতাম। নবী (স.) খাদ্যপণ্য বাজারে পৌঁছার পূর্বে আমাদের তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"।[৮৯] গ্রামের অধিবাসীগণ যারা পণ্য ও বাজার সম্পর্কে জানে তারা এ হুক্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। হাদীসের অর্থ হলো, গ্রাম্য বিক্রেতা ও শহুরে ক্রেতার মধ্যে কোন দালাল থাকতে পারবে না। যে দালাল এ অগ্রবর্তী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাপক এবং রক্ষক হয়ে অন্যের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে।[৯০] 'উম্দাতুল কারী গ্রন্থে বলা হয়েছে,

---

[৮৬] *The Special Powers Act, 1974*, Act no. XIV of 1974, Section 25 (1), Government of the People's Republic of Bangladesh, 9 February, 1974. (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-462/section-11095.html, Retrived on 30.06.2022).

[৮৭] 'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৮৮] আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী, আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫৭

[৮৯] আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৯

[৯০] শিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন রিস্লান আল্-মাক্দাসী, *শরহে সুনান্ আবি দাঊদ*, ১৪শ খণ্ড, আল্-ফাইউম (মিসর) : দারুল ফালাহ্ লিল্বাহ্সিল 'ইল্মী ওয়া তাহ্কীকুত্ তুরাস্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি. পৃ. ৩১৬

এভাবে শহরবাসী লোকটির জন্য গ্রাম্য বিক্রেতার দালাল হিসেবে কাজ করা ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ। কারণ এতে বিক্রেতা ও শহরবাসীদের জন্য ক্ষতি নিহিত রয়েছে।[৯১]

বাজারে প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কে নির্দেশনা

মানুষ যাতে শরী'আহ্সম্মত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার মূল্যমান ও লেনদেন সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা মুহ্তাসিবের জন্য আবশ্যক। একই জাতের মুদ্রার বিনিময়ে কেউ যেন কম-বেশি না করে সে ব্যাপারে তিনি নির্দেশ প্রদান করবেন। কারণ, এতে সুদ সাব্যস্ত হবে। কেউ এরূপ কাজ করলে মুহ্তাসিব তাকে তা'যীর করবেন। অনুরূপভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্য সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকার কোন সুযোগ মুহ্তাসিবের নেই।[৯২]

বিভিন্ন প্রকার ওযন ও পরিমাপ সম্পর্কে নির্দেশনা

মুহ্তাসিব বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের ওযন ও পরিমাপ পদ্ধতি ও হিসাব সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত থাকবেন। সবচেয়ে সঠিক ওযন হলো, দাঁড়িপাল্লার দুই পার্শ্ব সোজা এবং তার দুই পাল্লা সোজা করে ওযন করা। মুহ্তাসিব দাঁড়িপাল্লার মালিকদের প্রতি ঘণ্টায় দাঁড়িপাল্লা মুছে ফেলতে এবং তেল দ্বারা রং ও ময়লা পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিবেন। কারণ এক ফোঁটা চর্বিও যদি পাল্লায় জমা হয় তাও ওযনে প্রদর্শিত হবে। ওযন করার সময় পাল্লাটি স্থির করা এবং পণ্যটি আলতো করে রাখা উচিত। পাল্লায় পণ্য রাখা অবস্থায় ওযনকারী হাত উপরে তুলবেন না। একটি সূক্ষ্ম কারচুপি হলো, ওযনকারী পণ্য থেকে হাত তুলে মুখের কাছে নিয়ে আসে এবং পাল্লার যে পাশে পণ্য আছে সেখানে হালকাভাবে ফুঁ দেয়। এতে পাল্লার ভারসাম্য নষ্ট হয় তথা পাল্লা পণ্যের দিকে বেশি ঝুঁকে যায়। কারণ ক্রেতার চোখ থাকে পাল্লার দণ্ডের দিকে, বিক্রেতার মুখের দিকে নয়। ওযনে কারচুপির ক্ষেত্রে তাদের একটি নৈপূণ্য রয়েছে। তা হলো, তারা একটি পাল্লার নিচে মোমের টুকরা, করতাল, রূপা ইত্যাদি আটকে রাখে। মুহ্তাসিব এসব বিষয়ে তদারক করবেন এবং বার বার পরীক্ষা করে দেখবেন। কারণ, এসব বস্তু ভিন্ন আকৃতিতে বা বক্রভাবেও স্থাপন করা হতে পারে।[৯৩] বিশুদ্ধ পরিমাপ হলো পাত্রের উপরের অংশ ও নীচের অংশ খোলা ও প্রশস্ততার দিক থেকে সমান ও বরাবর থাকা। এর কোন দিকে সংকীর্ণ হবে না এবং কিছু অংশ বাইরে আর কিছু অংশ ভিতরে হবে না। মুহ্তাসিবের উচিত পরিমাপগুলোর প্রতি সূক্ষ্ম

---

[৯১]আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহমাদ বদরুদ্দীন আল্-'আইনী, *'উম্দাতুল কারী শরহে সহীহিল বুখারী*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি. পৃ. ২৫৮

[৯২]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৯৩]মুহিব্বুদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল্-মাক্দাসী, *বায্লুন নাসায়িহুশ্ শার'ঈয়্যাহ্ ফীমা 'আলাস সুলতান ওয়া উলাতুল উমূরি ওয়া সায়িরুর রা'ঈয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সা'উদ আল্-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৪০০

দৃষ্টি রাখা এবং তারা পরিমাপে কীভাবে কারচুপি করে তা পর্যবেক্ষণ করা। কেননা, তাদের কেউ কেউ পরিমাপক পাত্রের নিচে জিপসামের টুকরা এমন ভাবে আটকে দেয় যা আর আলাদা করা যায় না। অনেকে নিচে বা পাশে প্লাস্টার লাগিয়ে দেয়। তাদের কেউ কেউ ডুমুরের দুধ তেল দিয়ে মেখে পাত্রের নিচে ঢুকিয়ে দেয়, যা আর বের হয় না। পরিমাপক পাত্রে কারচুপির ক্ষেত্রে তাদের সূক্ষ্ম নৈপূণ্য রয়েছে, যার কারণে তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না। ইসলামী বিধানে এরূপ অপরাধের জন্য পরকালীন শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। পার্থিব শাস্তি হিসেবেও মুহ্তাসিব এরূপ অপরাধ প্রমাণিত হলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিচার কামনা করলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় তা'যীরের আওতায় বিক্রেতাকে শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।[৯৪] কারণ, পণ্য বিক্রয়কালে মাপ বা ওযনে কম দেওয়া প্রতারণা ও অন্যের অধিকার হরণের শামিল, যা ইসলামে হারাম করা হয়েছে।[৯৫] এ পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বর্তমানে পণ্য মাপার জন্য বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক স্কেল বাজারে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারেও মুহ্তাসিবকে কঠোর তদারক করতে হবে। যারা ওজনে কম দেয় তাদের পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহান দিবসে; যে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে"।[৯৬] অত্যন্ত কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তাদের জন্য যারা ওযন ও মাপে কারচুপি করে। মুশরিকগণ ওযনে কারচুপি করাতে অভ্যস্ত ছিল এবং এটি তাদের নিয়ম ও রীতিতে পরিণত হয়েছিল। তাই এখানে তাদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এবং এ অপকর্মের জন্য শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়েছে।[৯৭] মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "তোমরা পরিমাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে প্রদান করবে। আমরা করো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না"।[৯৮] মহান আল্লাহ্ মানুষের পণ্যসামগ্রীর মাপ ও ওযন ন্যায্য ও পরিপূর্ণরূপে প্রদান করার আদেশ দিয়েছেন। কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে মাপ ও ওযনে ত্রুটি করে

---

[৯৪]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি যায়েদ যিয়াউদ্দীন, *মা'আলিমুল কুর্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, ইস্তাম্বুল : দারুল ফনূন, তা. বি. পৃ. ২৯৮

[৯৫]আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৮তম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি. পৃ. ৩৬২

[৯৬]সূরা আল্-মুতাফ্ফিফীন, আয়াত : ১-৬

[৯৭]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ আবু মান্সূর আল্-মাতুরিদী, *তাফসীরুল মাতুরিদী তা'বিলাতি আহ্লিস্ সুন্নাহ্*, ১০ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ৪৫৩

[৯৮]সূরা আল্-আন'আম, আয়াত : ১৫২

ফেলে, তাহলে তার কোন অপরাধ হবে না।[৯৯] "আব্দুল্লাহ্ ইব্নে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ "যে ব্যক্তি খাদ্য বিক্রয় করে, সে যেন মেপে দেওয়া ব্যতীত (অনুমানভিত্তিক) বিক্রয় না করে"।[১০০] উক্ত আয়াত ও হাদীসের শিক্ষা হলো, বাজার ব্যবস্থাপনায় বিক্রেতা সঠিক মাপে পণ্য বিক্রয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং ক্রেতাও অনুমানভিত্তিক কোন পণ্য গ্রহণ করবেন না। তবে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করা সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের দণ্ডবিধির ৪৬ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওযন অপেক্ষা কম ওযনে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করলে; ৪৭ ধারায় কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওযন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওযন পরিমাপক যন্ত্র প্রকৃত ওযন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওযন প্রদর্শনকারী হলে; ৪৮ ধারায় কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করলে; ৪৯ ধারায় কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা হলে উক্ত প্রতিটি ধারার ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তি অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১০১]

খাদ্যশস্য বিক্রির ব্যাপারে নির্দেশনা

বিক্রেতাগণ খারাপ খাদ্যশস্যের সাথে ভালো এবং নতুন খাদ্যশস্যের সাথে পুরাতন খাদ্যশস্য মিশ্রিত করবে না। কেননা এতে জনগণের সাথে প্রতারণা করা হয়। যদি কোন পণ্য বা শস্য ধৌত করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা ভালোভাবে ধৌত করে এবং শুকিয়ে পৃথকভাবে বিক্রি করতে হবে। খাদ্য শস্য গুঁড়ো করার পূর্বে অবশ্যই তার মধ্যকার মাটি, ধুলোবালি ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিতে হবে। অন্যথায় এগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর হবে এবং ওযনে প্রদর্শিত হবে। ফলে ক্রেতা আর্থিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতির শিকার হবে। মুহ্তাসিব এ ব্যাপারে লোকদের নির্দেশ প্রদান করবেন। বিক্রেতা

---

[৯৯]আহ্মাদ ইব্ন 'আলী আবু বকর আর্-রাযী আল্-জাস্সাস্ আল্-হানাফী, *আহ্কামুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ৩২

[১০০]আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আস আল্-আযাদী আস্-সিজিস্তানী, *সুনান আবি দাউদ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

[১০১]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, '*ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৭-৬৮

নির্দেশ অমান্য করলে তাকে তা'যীর করবেন।[১০২] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শাস্তি হিসেবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের পূর্বোক্ত ৪৩ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

খাদ্য প্রস্তুতকারীর জন্য নির্দেশনা

মুহ্তাসিব বাজারের রুটি ও অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুতকারকদের দোকানের ছাদ উঁচু করতে, দোকানের দরজা খোলা রাখতে এবং চুল্লী বা ওভেনের উপরিভাগে ধোঁয়া নির্গত হওয়ার জন্য প্রশস্ত ছিদ্র রাখতে নির্দেশ প্রদান করবেন, যাতে বাজারে আগত মানুষ ধোঁয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রতিবার রুটি তৈরির পর চুল্লীর অভ্যন্তরে কাপড় দ্বারা মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। মুহ্তাসিব তার রেজিস্টারে দোকানদারদের নাম ও দোকানের অবস্থান লিপিবদ্ধ করবেন। কারণ, যে কোন প্রয়োজনে মুহ্তাসিব যাতে তাদের ডাকতে এবং পরিচ্ছন্নতার আদেশ দিতে পারেন। রেস্তোঁরার পানি ও অন্যান্য রান্নাকৃত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিবেন। দুই পা, হাঁটু বা কনুই দিয়ে আটা-ময়দার খামির তৈরি করতে নিষেধ করবেন। কারণ, এতে খাবারের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। ঘন চালনি দিয়ে ময়দা কয়েকবার ছেঁকে নিতে নির্দেশ দিবেন। গমের আটার সাথে চাল বা ছোলার গুড়া মিশ্রণ করতে নিষেধ করবেন। বকরীর মাংসের সাথে ভেড়ার মাংস এবং গরুর মাংসের সাথে উটের মাংস মিশিয়ে রান্না করতে নিষেধ করবেন। খাদ্য-দ্রব্যে যাতে শরীরের ঘাম কিংবা মাথার চুল পতিত না হয় সেজন্য হাতে ও মাথায় রান্নার কাজের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করতে এবং ঘাম থেকে রক্ষার জন্য কপালে একটি সাদা কাপড়ের পট্টি বেঁধে রাখতে নির্দেশ দিবেন। বাবুর্চির হাঁচি-কাশিতে যেন কফ-থুথু খাবারে পতিত না হয় সেজন্য মুখে মাস্ক বা পট্টি পরিধান করতে নির্দেশ দিবেন এবং খাদ্য-দ্রব্যের উপর থেকে মাছি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে নির্দেশ দিবেন। খাদ্য প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করছে কিনা মুহ্তাসিব তা কঠোরভাবে নযরদারি করবেন। যারা মুহ্তাসিবের নির্দেশ অমান্য করবে তাদেরকে তিনি তা'যীর হিসেবে বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, আর্থিক জরিমানা, ভেজাল খাদ্য নষ্ট করা ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন।[১০৩]

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৩৫ ধারায় হোটেল-রেস্তোঁরায় সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহীতার স্বাস্থ্যহানি ঘটালে অনুর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৩৬ ধারায় ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা

---

[১০২] মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন বুসাম আল্-মুহ্তাসিব, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

[১০৩] আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

কোন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও বিক্রয় করলে অনুর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।[১০৪]

কসাই বা মাংস বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব মাংস বিক্রেতা বা কসাইকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও মুসলিম হওয়ার শর্তে এ কাজে নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন, যাতে সে পশু যবেহের সময় কিবলামুখী হয়ে পশুকে বাম পার্শ্বের উপর শায়িত করে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে। কারণ, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ ব্যতীত যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ "আর যে সব জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় না তা তোমরা আহার করো না; কেননা এটা গর্হিত বস্তু"।[১০৫] পরিদর্শক বাজারের কসাইদেরকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন ধারালো ছুরি দিয়ে পশু যবেহ্ করে; যাতে পশু কষ্ট না পায় এবং যবেহ্কৃত পশু সম্পূর্ণরূপে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া ছাড়াতে নিষেধ করবেন। চামড়া ছাড়ানোর সময় মুখে ফুঁ দেওয়া কিংবা গোশ্তের মধ্যে পানি ফুঁকে দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন; কারণ মানুষের মুখের ফুঁ মাংসকে বিকৃত করে দেয়। পশুকে হিংস্রভাবে পা ধরে টেনে যবেহের স্থানে আনতে নিষেধ করবেন; কারণ এটা পশুর জন্য শাস্তিস্বরূপ এবং কষ্টদায়ক। মুহ্তাসিব মাংস বিক্রেতাদের তাদের দোকানের বারান্দার বাইরে মাংসের কোন অংশ বের করতে নিষেধ করবেন। কারণ, বাজারে আগত লোকদের চলাচলের সময় তাদের কাপড়ে রক্ত বা মাংস লেগে যেন তাদের ক্ষতি না হয়। তিনি তাদের ছাগল ও ভেড়ার মাংস আলাদা করতে এবং উভয়টি একত্রে না মেশাতে নির্দেশ দিবেন। মাংস ব্যতীত অন্যান্য অংশগুলো আলাদাভাবে বিক্রির নির্দেশ দিবেন এবং এর সাথে কোন মাংস মেশাতে নিষেধ করবেন। মাংস বিক্রি শেষে কসাই তার মাংস কাটার স্থানে যেন লবণ ছিটিয়ে দেন, যাতে কুকুর তা চাটতে না পারে এবং অন্যান্য পোকা-মাকড় এর উপর চলতে না পারে। মুহ্তাসিব জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে সমপরিমাণ মাংস বিক্রি করতে নিষেধ করবেন। কারণ, ইসলামে এতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যদি জন্তুটি মৃত নাকি যবেহকৃত এ ব্যাপারে মুহ্তাসিবের সন্দেহ হয়, তাহলে তিনি জন্তুটি পানিতে ফেলবেন, অতঃপর যদি তা ডুবে যায় তাহলে তা যবেকৃত বলে গণ্য হবে। আর যদি না ডুবে তাহলে তা মৃত বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে ডিম পানিতে রাখলে তা যদি ভেসে যায় তাহলে তা নষ্ট এবং যদি ডুবে যায় তাহলে তা

---

[১০৪] নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, ধারা ৩৫ ও ৩৬ (তফসিল ধারা ৫৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬৮

[১০৫] সূরা আল্-আন'আম, আয়াত : ১২১

ভালো বলে গণ্য হবে। মুহ্তাসিব এসব বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করবেন। যারা এসব অপরাধ করবে তাদেরকে তিনি তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১০৬]

বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে, রোগাক্রান্ত বা পঁচা মৎস বা মৎসপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা বিক্রয় করলে অপরাধীর জন্য অনুর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।[১০৭]

শিকারকৃত পাখি বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দেশনা

পাখি শিকারীদের শিকারকৃত পাখি বাজারে বিক্রির ব্যাপারে মুহ্তাসিব সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কারণ, তাদের মধ্যে যারা দীনদার নয় তারা প্রায়ই যবেহ্কৃত পাখির সাথে কিছু মৃত পাখি মিশিয়ে দেয় এবং একত্রে তা বিক্রি করে। এরূপ অপরাধ প্রমাণিত হলে মুহতাসিব তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন।[১০৮] এ অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর পূর্বোক্ত ৩৪ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

কাবাব প্রস্তুতকারীর প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব কাবাব প্রস্তুত করার পূর্বে চুলা যেন মুক্ত মাটি ও বিশুদ্ধ পানি দ্বারা ভালোভাবে তৈরি করা হয় সে ব্যাপারে আদেশ দিবেন। কারণ, চুলা তৈরির মাটি ও পানিতে যদি অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত থাকে তাহলে তা কাবাবকে অপবিত্র করে দিবে। কাবাব যেন ভালোভাবে সিদ্ধ হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। আবার যেন পুড়ে কালো হয়ে না যায় তার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। উত্তপ্ত কাবাব যেন তামা বা সীসার পাত্রে রাখা না হয়, কেননা, চিকিৎসকগণের মতে এতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যারা থেঁতলে যাওয়া মাংসের ভাজাভুজি বিক্রি করে তারা তাদের কাছে একটি কাপে লেবু ও লবণ মিশ্রিত পানি রাখে। এ মাংসের সাথে তারা কিডনি, লিভার, ভুড়িসহ বিভিন্ন প্রকার জিনিস গ্রাহকের অমনোযেগের অবস্থায় মিশিয়ে দিয়ে গ্রিল করে, এমনকি পূর্বের দিনের বাসী মাংসও সাথে মিশিয়ে দেয়। এরপর তাতে লেবু ও লবণ মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে দিয়ে গ্রাহককে পরিবেশন করে যাতে মাংসের গন্ধ নাকে না আসে। এটি পুরোপুরি প্রতারণা। এসব নিষিদ্ধ করা মুহ্তাসিবের দায়িত্ব। যারা এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য

[১০৬]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি যায়েদ আল্-কুরাশী, *মা'আলিমুল কারিয়াহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮

[১০৭]নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, ধারা ৩৪ (তফসিল ধারা ৫৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬৮

[১০৮] 'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

করে তাদের প্রতারণা চালিয়ে যাবে তাদেরকে তিনি তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১০৯] আধুনিক যুগে বিভিন্ন ধরণের ইলেক্ট্রনিক ওভেন বা চুল্লীতে যদি কাবার তৈরি করা হয় তাহলে ওভেন ও চুল্লী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে। এ অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর পূর্বোক্ত ৩৫ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

মাছ বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব মাছ বিক্রেতাদের প্রতিদিন মাছ বহন করার থালা-বাসন ও যারা মাছ মাথায় বহন করে নিয়ে আসে তাদের মাথা ধোয়ার নির্দেশ দিবেন। থালা-বাসন ও পাল্লায় প্রতি রাতে লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা না হলে দুর্গন্ধ ও ময়লা জমে যেতে পারে। তাজা মাছের সাথে বাসী মাছ মেশাতে নিষেধ করবেন। সংশ্লিষ্ট বাজার নিয়ন্ত্রক প্রতি ঘণ্টায় মুহ্তাসিবকে মাছ বাজারের তথ্য জানাবেন। যে মাছ বাজারে আনা হবে কিংবা সংরক্ষণ করা হবে তার আঁশ ছাড়ানো যাবে না এবং তা লবণ দিয়ে বা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ, মাছের মাথা ও ফুল্কার মধ্যেই প্রথমে কৃমি জন্ম নেয়। পঁচা ও নষ্ট মাছ ফেলে দিলে তা বাজারের বাইরে আবর্জনার স্তূপে ফেলতে হবে। যারা এসব বিধান অমান্য করবে তাদেরকে মুহ্তাসিব শাস্তি প্রদান করতে পারবেন।[১১০] প্রচলিত আইনে এ অপরাধের ক্ষেত্রে পূর্বে উদ্ধৃত বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৩৪ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

মিষ্টি বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

বাজারে বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি দ্রব্য বিক্রি হয় যার গুণমান যাচাই করা কঠিন কাজ। বাজারের নিয়ন্ত্রক সকল প্রকার মিষ্টি সম্পর্কে অবগত থাকবেন। মিষ্টি সম্পূর্ণরূপে রান্না করতে হবে যাতে কাঁচা বা পোড়া না থাকে। তিনি বাজারের মিষ্টি দ্রব্য ঢেকে রাখার নির্দেশ প্রদান করবেন, যাতে মাছি বসতে না পারে এবং ধূলাবালি না পড়ে। মিষ্টি বিক্রেতাকে কোন বস্তু দ্বারা সর্বদা মাছি তাড়াতে হবে। মিষ্টিতে কীভাবে ভেজাল করা হয় তা মুহ্তাসিব তদারক করবেন। এ ভেজালের ধরণ অনেক। যেমন-তারা মৌমাছির মধুর সাথে আঙ্গুরের রস, চিনি ইত্যাদি মিশ্রিত করে। এর আলামত হলো, এটি আগুনের উপর নেওয়া হলে গন্ধ পাওয়া যায়। আর তারা খাগড়ার মধুর সাথে গুড় মিশ্রিত করে। এর আলামত হলো এটি পাত্রের তলদেশে স্থির হয়ে থাকে। মুহ্তাসিব মিষ্টি তৈরিতে চালের গুড়া, ভাতের মাড়, ময়দা, মসুর

---

[১০৯]মুহিব্বুদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল্-মাক্দাসী, *বায্লুন নাসায়িহুশ্ শার'ঈয়্যাহ্ ফীমা 'আলাস সুলতান ওয়া উলাতুল উমূরি ওয়া সায়িরুর রা'ঈয়্যাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮-৪০৯

[১১০]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

ডালের গুড়া, তিলের খোসা ইত্যাদি মিশিয়ে ভেজাল করা নিষিদ্ধ করবেন। এ ধরণের মিষ্টির আলামত হলো, এটি পানিতে রাখলে ভেসে থাকে। কেউ এরূপ ভেজাল করলে মুহ্তাসিব তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১১১] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শাস্তি হিসেবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের পূর্বোক্ত ৪৩ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধির প্রযোজ্য হবে।

ঔষধ বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

ঔষধ বিক্রির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভেজাল ও প্রতারণা রয়েছে, যা অবর্ণনীয়। এটি অন্য বস্তুর তুলনায় মানুষের জীবনের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। কারণ, ঔষধ বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মিশ্রণের হয়ে থাকে। এতে ভেজাল করার অনেক রকম পন্থা ও কৌশল রয়েছে, যা অবিবেচক ফার্মাসিস্টগণ করে থাকে। মুহ্তাসিব ঔষধপত্রে ভেজাল দিতে নিষেধ করবেন এবং প্রতি সপ্তাহে ঔষধের দোকান পর্যবেক্ষণ করবেন। তাঁরা ফার্মাসিস্টদের এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করবেন, উপদেশ দিবেন এবং পরকালীন ও পার্থিব শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করবেন। কারণ, এটা মানুষের জীবন ও সম্পদে মারাত্মক ক্ষতি করার শামিল। তাই ফার্মাসিস্টদের মহান আল্লাহকে ভয় করে এ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিবেন। তারপরও ভেজাল পাওয়া গেলে মুহ্তাসিব অপরাধীকে ইসলামী আইনে অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন।[১১২] এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে শাস্তি হিসেবে বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ও ৫১ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

সুগন্ধি ও প্রসাধনী পণ্য বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

সুগন্ধি ও প্রসাধনী পণ্যে জালিয়াতি ও প্রতারণা ব্যাপক। এসবের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কৃত্রিম বস্তুর গন্ধের মিল থাকা এবং এক জাতীয় হওয়ার কারণে এ ক্ষেত্রে জালিয়াতির অনেক সুযোগ রয়েছে। মুহ্তাসিব আতর, পারফিউম, প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি পণ্যের সাথে কোন ক্ষতিকর বস্তু মিশিয়ে ভেজাল করতে নিষেধ করবেন; কারণ, এতে মানুষের ত্বক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তিনি এসব পণ্যের প্রস্তুত প্রণালী, এতে ব্যবহৃত উপাদান এবং এর ব্যবহারে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন। কোনরূপ ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে বিক্রেতাকে তা'যীরের

---

[১১১]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবি যায়েদ যিয়াউদ্দীন, *মা'আলিমুল কুরবাতি ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪

[১১২]ড. আহমাদ ঈসা, *তারীখুল বীমারিস্তানাত ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারুর রায়িদ আল্-'আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৪০২ হি./১৯৮১ খ্রি. পৃ. ৫৭-৫৮

আওতায় শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন।[১১৩] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫০ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

পানীয় বা জুস বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব ব্যাপকভাবে পরিচিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে পানীয় বা জুসে কোন ধরণের কেমিক্যাল, রং ইত্যাদি মেশাতে অনুমতি প্রদান করবেন না এবং সকল ধরণের হারাম পানীয় নিষিদ্ধ করবেন। পানীয় গ্রহণকারী পানশালায় প্রবেশ করে নিষিদ্ধ পানীয় পান করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন, পরকালের শাস্তির ভয় করবেন। পরিষ্কার, ভালো স্বাদ ও গন্ধের দুধ, মধু ও ফলের রস মিশ্রিত পানীয় গ্রহণ করা বৈধ। পানীয় প্রস্তুতকারী অনেক সময় মৌমাছির মধু ও চিনির পরিবর্তে ঘনচিনি ইত্যাদি ক্ষতিকর বস্তু মিশ্রিত করে থাকে। মুহ্তাসিব তাদেরকে এ কাজ না করার জন্য শপথ করাবেন। কারণ এটা ক্ষতিকর, পানীয়কে বিকৃত ও নষ্ট করে দেয়। মুহ্তাসিব প্রতি মাসের প্রারম্ভে পানীয় পরীক্ষা ও দোকান পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে বিক্রেতাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করতে পারবেন।[১১৪] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ধারার দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে এবং নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ২৩ ধারায় বলা হয়েছে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক বা বালাইনাশক, খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য কোন খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মওজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য অনুর্ধ্ব পাঁচ বছর কিন্তু অন্যূন চার বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।[১১৫]

মুদি মালামাল বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব বা বাজার পরিদর্শক নিত্য প্রয়োজনীয় বা মুদি মালামাল বিক্রেতাদের ভাল পণ্যের সাথে মন্দ পণ্য মিশ্রণ করতে নিষেধ করবেন, যদি তারা তা পৃথক মূল্যে আলাদাভাবে ক্রয় করে থাকে। আর নতুনের সাথে পুরনো খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি মেশাতে নিষেধ করবেন। আর্দ্র ও ওযন বৃদ্ধি করার

---

[১১৩] মুহিব্বুদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল্-মাক্দাসী, *বায্লুন নাসায়িহুশ্ শার'ঈয়্যাহ্ ফীমা 'আলাস সুলতান ওয়া উলাতুল উমূরি ওয়া সায়িরুর রা'ঈয়্যাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯-৩০

[১১৪] 'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

[১১৫] নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, ধারা ২৩ (তফসিল ধারা ৫৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬৫

জন্য খেজুর ও কিসমিসে পানি ছিটাতে নিষেধ করবেন। রঙ পরিষ্কার করতে এবং সুন্দর দেখাতে কিসমিসে তেল লাগাতে নিষেধ করবেন। বিভিন্ন প্রকার তেলের মধ্যে ভেজাল মেশাতে নিষেধ করবেন। দুধ, সির্কা, ভিনেগার ইত্যাদিতে পানি মেশাতে নিষেধ করবেন। দুধে পানি মেশানোর ব্যাপারে অবগতির জন্য মুহ্তাসিব দুধে একটি চুল ডুবিয়ে তুলবেন। যদি চুলে দুধ লেগে থাকে এবং জ্বল জ্বল করে তাহলে তা খাঁটি, আর যদি দুধ না লাগে তাহলে তা পানি মেশানো বলে জানবেন। সির্কা ও ভিনেগারে পানি মেশানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য কিছু সির্কা বা ভিনেগার মাটিতে ফেলবেন, যদি পানি মেশানো না হয় তাহলে মাটি তা শুষে নিবে আর পানি মেশানো হলে তা মাটি শুষে নিবে না। দোকানে কোন কাঁচামাল বিক্রি না হলে তা অন্য মালের সাথে না মিশিয়ে আলাদাভাবে বিক্রি করতে নির্দেশ প্রদান করবেন। তাদের পণ্যগুলো সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কোন মাছি বা পোকা-মাকড় এতে পৌঁছতে না পারে কিংবা মাটি বা ধুলোবালি ইত্যাদি লাগতে না পারে। মালামাল কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে রাখলেও কোন দোষ নেই। পরিদর্শকগণ বিক্রেতাদের জামা-কাপড় পরিষ্কার করা, তাদের পাত্র, মই ইত্যাদি ধৌত করা এবং তাদের হাত ধৌত করার নির্দেশ দিবেন। মুহ্তাসিব বাজারের বাইরে রাস্তায়, গলিতে দোকানের মালিকদের পরিদর্শন করবেন। প্রতি সপ্তাহে তাদের পণ্য সামগ্রী, দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক পাত্র ইত্যাদি আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম, ভেজাল বা প্রতারণা পাওয়া গেলে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১১৬] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ধারার দণ্ডবিধি এবং নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ২৫ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ২৬ ধারায় বলা হয়েছে, মানুষের আহার্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মওজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। উভয় ধারার অপরাধের জন্য অনুর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।[১১৭]

কাপড় বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশনা

কাপড় বিক্রি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে তার বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করা উচিত নয়। বাজারের অধিকাংশ কাপড় বিক্রেতাকে তাদের দোকানে এমন কিছু কাজ করতে দেখা যায়, যা তাদের জন্য

---

[১১৬] ‘আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬০

[১১৭] নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, ধারা ২৩ (তফসিল ধারা ৫৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬৫

বৈধ নয়। যেমন-কাপড়ের দোষ-ত্রুটি গোপন করা, নিম্ন মানের কাপড়কে উন্নতমানের বলে বিক্রি করা ইত্যাদি। কাপড়ের দোষ-ত্রুটি, কাপড়ের মান ও রং সম্পর্কে সঠিক তথ্য ক্রেতাকে জানাতে হবে। মুহ্তাসিব এসব ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করবেন এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১১৮] প্রচলিত আইনে শাস্তি হিসেবে বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪৯ ধারায় বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

নাজাশ (النجش)-এর ব্যাপারে নির্দেশনা

পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা ছাড়াই কেবল প্রকৃত ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে পণ্যের উচ্চদাম বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাকে নাজাশ বলা হয়। লোকদের ঠকানোর জন্য পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে বলা যাবে না। এটি হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ। এ ধরণের কর্মকাণ্ডের ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।[১১৯] মুহ্তাসিব লোকদের নাজাশ কার্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। কেউ যদি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নাজাশে লিপ্ত থাকে তাহলে তিনি তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, وَلاَ تَنَاجَشُوْا "তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করো না"।[১২০] ইমাম বুখারী (র) বলেন, وَقَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ، لاَ يَحِلُّ "ইব্নু আবি আওফা বলেন, নাজাশকারী হচ্ছে সুদ ভক্ষণকারী, খিয়ানাতকারী। এটি ধোঁকাবাজি ও অবৈধ কাজ, যা হালাল নয়"।[১২১]

অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নির্দেশনা

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে পণ্য লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ইসলাম কতিপয় অনুমানভিত্তিক লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছে। অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে 'আরবদেশে প্রচলিত ছিল। যেমন মুযাবানাহ্, মুলামাসাহ্, মুনাবাযাহ্, মুহাকালাহ্, মুখাদারাহ্ ইত্যাদি পদ্ধতি। মুহতাসিব এ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় বাজারে নিষিদ্ধ করবেন এবং কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১২২] নিম্নে অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের নিষিদ্ধ পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করা হলো :

---

[১১৮]মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-১০

[১১৯]মুহাম্মদ না'ঈম মুহাম্মদ হানী সা'ঈ, *মাওসূ'আতু মাসাইলিল জামহুর ফিল্ ফিক্হিল ইসলামী*, ১ম খণ্ড, মিসর : দারুস সালাম লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী' ওয়াত্ তারজুমাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি. পৃ. ৪৫৬

[১২০]আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৫

[১২১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৩

[১২২]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

'মুযাবানাহ্' ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا "রাসূলুল্লাহ্ (স.) মুযাবানাহ্ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানাহ্ হলো, (বৃক্ষস্থিত) খেজুরের বিনিময়ে পরিমাপ করে ফল বিক্রি করা এবং (বৃক্ষস্থিত) আঙ্গুরের বিনিময়ে পরিমাপ করে কিসমিস বিক্রি করা"।[১২৩] মুযাবানাহ্ (الْمُزَابَنَةُ) অর্থ হলো, পরস্পর প্রতিরোধ করা, তর্ক-বিতর্ক করা, ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদি। কর্তিত খেজুর ইত্যাদি ফলের বিনিময়ে বৃক্ষস্থিত ফল অনুমান করে বিক্রি করাকে মুযাবানাহ্ বলে। আঙ্গুর ও কিসমিসের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। ক্রেতা-বিক্রেতা যখন এ ধোঁকাপূর্ণ কাজে একত্রিত হয় তখন মাগ্বূন বা সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি চায় ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করতে এবং গাবিন তথা অন্যায়কারী চায় ক্রয়-বিক্রয় চালিয়ে যেতে। তখন তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও বাদানুবাদ চলতে থাকে বলে এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে মুযাবানাহ্ বলা হয়।[১২৪]

'মুনাবাযাহ্' ও 'মুলামাসাহ্' ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

প্রাচীন 'আরবে ক্রেতা পণ্য দেখার পূর্বে বিক্রেতা ক্রেতার দিকে কাপড় ইত্যাদি নিক্ষেপ করলে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। আবার কোন পণ্য না দেখে শুধু স্পর্শ করলেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা নিহিত থাকায় ইসলামে এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) মুনাবাযাহ্ পদ্ধতিতে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। এটা হলো, বিক্রেতা তার কাপড় ক্রেতা কর্তৃক উল্টে-পাল্টে পরখ করার পূর্বে তার দিকে নিক্ষেপ করা। তিনি মুলামাসাহ্ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতেও নিষেধ করেছেন। মুলামাসাহ্ হলো, না দেখে কাপড় স্পর্শ করা"।[১২৫] মুনাবাযাহ্ অর্থ নিক্ষেপ করা। কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরদাম হয়েছে কিন্তু ক্রেতা বস্তুটি ক্রয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও বিক্রেতাকে অবগত করেনি। এমতাবস্থায় বিক্রেতা ক্রেতার দিকে বস্তুটি নিক্ষেপ করলেই ক্রেতার জন্য তার সম্মতি

---

[১২৩]আবু 'আওয়ানাহ্ ই'য়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আন্-নাইসাপুরী, *মুস্তাখ্রাজ আবি 'আওয়ানাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ২৯৮

[১২৪]আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবা আদ্-দাইনূরী, *গারীবুল হাদীস*, ১ম খণ্ড, বাগদাদ : মাতবা'আতুল 'আনী, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি. পৃ. ১৯৩

[১২৫]আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

ব্যতিরেকে বস্তুটি গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ধরণের বেচাকেনাকে মুনাবাযাহ্ বলা হয়।[১২৬] মুলামাসাহ্ অর্থ স্পর্শ করা। যখন দুই ব্যক্তি কোন একটি বস্তু পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মত হয়ে দরদাম ঠিক করে, এমতাবস্থায় ক্রেতা যখন বিক্রয় চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে বস্তুটি স্পর্শ করবে তখন ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে। এরূপ বেচাকেনাকে বা'য় মুলামাসাহ্ বলা হয়। এ ধরণের বেচাকেনা তৎকালীন 'আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা তার ক্রয়কৃত বস্তুটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য কিছুই জানতে পারে না। তাই এসব ধোঁকা ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এতে অন্যায়ভাবে অপরের মাল ভক্ষণ করা হয়।[১২৭]

'মুহাকালাহ্' ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) মুহাকালাহ্ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন"।[১২৮] মুহাকালাহ্ (الْمُحَاقَلَةِ) অর্থ কৃষিক্ষেত্রের ফসল খোসাসহ বিক্রি করা। ঘরে রক্ষিত শুকনো গমের বিনিময়ে ক্ষেতের অকর্তিত গম অনুমান করে মেপে বিক্রি করা এবং গমের বিনিময়ে ভূমি কেরায়া বা ভাড়া প্রদান করা অথবা এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি ফসলের বিনিময়ে জমি চাষ করাকে বা'য় মুহাকালাহ্ বলা হয়। অনুমানভিত্তিক এবং প্রতারণার সম্ভাবনা থাকায় এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১২৯]

'মুখাদারাহ্' ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) মুহাকালাহ্, মুখাদারাহ্ ও মুনাবাযাহ্ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"।[১৩০] মুখাদারাহ (الْمُخَاضَرَةِ) অর্থ সবুজ বা অপরিপক্ক। তাৎক্ষণিক কর্তনের শর্ত ব্যতিরেকে সবুজ বা অপরিপক্ক ফসল বিক্রি করাকে বা'য় মুখাদারাহ্ বলা হয়। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী (স.) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। বিভিন্ন ধরণের

---

[১২৬] সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি. পৃ. ৯১

[১২৭] আবুল হাসান 'আলী ইব্ন খাল্ফ ইব্ন 'আব্দুল মালিক ইব্ন বাত্তাল, *শরহে সহীহ্ আল্-বুখারী লি-ইব্ন বাত্তাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

[১২৮] আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল হক ইব্ন 'আব্দুর রহমান আল্-আশ্বিলী, *আল্-জাম'উ বাইনাস্ সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল মুহাক্কিক লিন্নাশরি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৪৯৯

[১২৯] মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি মূসা আশ্-শরীফ আবু 'আলী আল্-হাশিমী আল্-বাগদাদী, *আল্-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর্ রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ১৮৭

[১৩০] মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হাকীম আন্-নাইসাপুরী, *আল্-মুস্তাদরাক আ'লাস্ সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./ ১৯৯০ খ্রি. পৃ. ৬৬

অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে। ব্যবসায়ীদের এ ধরণের সন্দেহজনক ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করা কর্তব্য।[১৩১]

খাদ্যশস্য ও ফলমূল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রির ব্যাপারে নির্দেশনা

খাদ্যশস্য ও ফলমূল পরিপক্ক ও ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। ইব্ন ‘উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) পরিপুষ্ট বা ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন"।[১৩২] তাঁর থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে এসেছে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) খেজুর হলুদবর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত এবং খাদ্যশস্য পরিপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার আশংকা না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন"।[১৩৩] আহ্লে ‘ইল্মগণ হাদীসের বক্তব্যের উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সকল বৃক্ষের ফলমূল ও খাদ্য শস্য এ হাদীসের হুক্মের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে সকল মায্হাবের ‘আলিমগণ একমত হয়েছেন। কেউ অপরিপক্ক ফলমূল ও খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় করলে ইসলামী আইনে মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসন তাকে তা‘যীর করতে পারবেন।[১৩৪]

প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নির্দেশনা

জাহিলিয়া যুগে প্রস্তর, কাঁকর ইত্যাদি কোন বস্তু নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারিত হয়ে যেত। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা ও অপকৌশল থাকায় ইসলামে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুহ্তাসিব এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করবেন এবং কেউ এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় করলে তাকে তা‘যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১৩৫] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[১৩১]আবু সুলাইমান হাম্দ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-খাত্তাবী, *ই‘লামুল হাদীস শরহে সহীহিল বুখারী*, ২য় খণ্ড, মক্কা : জামি‘আতু উম্মুল কুরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ১০৬৯

[১৩২]মালিক ইব্ন আনাস আবু ‘আব্দুল্লাহ্ আল্-আস্বাহী, *মুয়াত্তা আল্-ইমাম মালিক*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল ‘আরাবী, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ৬১৮

[১৩৩]আবু ‘আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু‘আইব আন্-নাসায়ী, *আস্-সুনানুল কুব্রা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ৩৮

[১৩৪]আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্নুল মুন্যির আন্-নাইসাপুরী, *আল্-ইশ্রাফ ‘আলা মাযাহিবিল ‘উলামা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আল্-ইমারাতুল ‘আরাবিয়্যাতুল মুত্তাহিদাহ্ : মাক্তাবাহ্ মক্কা আস্-সাকাফিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি. পৃ. ২৪-২৫

[১৩৫]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবি যায়েদ যিয়াউদ্দীন, *মা‘আলিমুল কুরবাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রতারণামূলকভাবে এবং প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন"।[১৩৬] পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতার নিকট গোপন করাই প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য। অনুরূপভাবে আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয়, পানিতে অবস্থিত মাছ বিক্রয়, পলাতক উট বিক্রয় এবং যে বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণযোগ্য নয় এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় ইসলামী শরী'আতে হারাম করা হয়েছে।[১৩৭] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ "অপকৌশল ও প্রতারণাকারীর ঠিকানা জাহান্নাম"।[১৩৮]

নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নির্দেশনা

জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ "নবী (স.) নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট পরিমাণে খেজুরের স্তুপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"।[১৩৯] ইমাম নববী (র.) বলেন, চুক্তি করা অবস্থায় সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ে বরাবর করার ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে অনুমানভিত্তিক বাড়তি পণ্য বিনিময় করা জায়িয হবে না। কারণ, এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৪০]

দর্জিদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব দর্জিদেরকে গ্রাহকদের শরীরের পরিমাপ অনুযায়ী তাদের পোশাকাদি যথাযথভাবে সেলাই করতে ও জামার পকেট, আস্তিন ইত্যাদি ভালোভাবে তৈরি করার নির্দেশ প্রদান করবেন। দর্জিগণ মানুষের তৈরিকৃত পোশাকের কাপড়ের হিসাব বুঝিয়ে দিবে। তারা মানুষের মাল থেকে চুরি করছে কিনা তা মুহ্তাসিব পর্যবেক্ষণ করবেন। আর নোংরা পরিবেশে বা ময়লা হাতে মানুষের মূল্যবান কাপড়-চোপড় যাতে সেলাই না করে তা পর্যবেক্ষণ করবেন। লোকদের পোশাক সেলাই করার ক্ষেত্রে তারা যাতে সময় বিলম্বিত না করে, এবং দীর্ঘ দিন কাপড় আটকে রাখা না হয়, সে ব্যাপারে নির্দেশ দিবেন। এ ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের বেশি যেন বিলম্ব না হয় তা নিশ্চিত করবেন। যদি কাপড়ের মালিক

---

[১৩৬]আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, *আল্-জামি'উল কাবীর সুনানুত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল গুরবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৫২৩

[১৩৭]আবু জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন 'আব্দুল মালিক আত্-তাহাবী, *মুখ্তাসারু ইখ্তিলাফিল 'উলামা*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি. পৃ. ৭৮

[১৩৮]আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মাদ আত্-তামীমী, *আত্-তাকাসীমু ওয়াল আনওয়া'উ-সহীহ্ ইব্ন হিব্বান*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৪২২

[১৩৯]আবু 'আওয়ানাহ্ ই'য়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আন্-নাইসাপুরী, *মুস্তাখ্রাজ আবি 'আওয়ানাহ্*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

[১৪০]আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল্-বাগ্বী, *শরহুস্ সুন্নাহ্*, ৮ম খণ্ড, দামেশক : আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ৬৮

হতে একটু বেশি সময় নেওয়া হয়, তাহলে তা যেন অতিক্রম না করে। মুহ্তাসিব তাদেরকে শপথ করাবেন তারা যেন সব ধরণের প্রতারণা থেকে বিরত থাকে। তারপরও কেউ যদি এ ধরণের কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১৪১] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪৯ ধারার দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।

তুলা ব্যবসায়ীর প্রতি নির্দেশনা

তুলা বিক্রেতাগণ নতুন তুলার সাথে পুরনো তুলা এবং সাদা তুলার সাথে লাল তুলা মেশাতে পারবে না। তুলা বার বার ধূনা উচিত যাতে কালো স্কার্ফ এবং ভাঙ্গা দানাগুলো বের হয়ে যায়। কারণ, এর ভিতরে দানা থাকলে ওযনে তা প্রদর্শিত হবে। এ তুলা যখন লেপ-তোষক, বালিশ, গদি ও পোশাকে ব্যবহৃত হয় তখন সহজেই ইঁদুর ও পোকা-মাকড় এর ক্ষতি করবে। ধূনিত তুলা যেন আর্দ্র স্থানে রাখা না হয়, এতে তুলার ওযন বৃদ্ধি পাবে, যা একটি প্রতারণা। মুহ্তাসিবগণ এ কাজে নিষেধ করবেন।[১৪২]

জুতা প্রস্তুতকারকদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব জুতা প্রস্তুতকারকদের জুতার তলা ও আস্তরণের মধ্যখানে এবং জুতা ও তার উপরিভাগের মাঝখানে অতিরিক্ত ন্যাকড়া প্রবেশ করাতে নিষেধ করবেন। নারীদের চপ্পলের মধ্যে কাগজ, কাগজের তৈরি বোর্ড ইত্যাদি প্রবেশ করিয়ে উঁচু হিল বিশিষ্ট করবে না। এতে হাঁটার সময় জোর করতে হয়, যা অত্যন্ত কুৎসিৎ, আত্মপ্রকাশ এবং স্বাধীনা নারীদের জন্য বেমানান। জুতা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে হাটার সময় কষ্ট ও পায়ের ক্ষতি না হয়।[১৪৩]

রঞ্জকদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব কাপড় ও সূতায় রঞ্জকদের রংয়ের সাথে মেহেদী মিশাতে নিষেধ করবেন। কারণ, এতে সূর্যের তাপে কাপড়ের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। রং করার ক্ষেত্রে কোন রূপ ভেজাল মিশ্রণ করা যাবে না, যাতে কাপড় ক্রয়ের সময় উজ্জ্বল পাকা রং মনে হলেও অল্প দিনের ব্যবধানে কাপড়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কাপড় রাঙানোর পর একজনের কাপড় যেন পরিবর্তন করে অন্য জনকে প্রদান

---

[১৪১] 'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

[১৪২] মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-১০

[১৪৩] 'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

করা না হয়। এসবই খিয়ানত ও সীমালঙ্ঘন। মুহ্‌তাসিব এসব কাজ নিষিদ্ধ করবেন এবং তাদের রং করার বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রকের নিকট পেশ করবেন।[১৪৪]

বাজারে সুদের লেনদেনের ব্যাপারে নির্দেশনা

ইসলামে সুদভিত্তিক কারবার জঘন্য হারাম ও মারাত্মক পাপ কাজ। তাই ব্যবসায়ে সকল প্রকার সুদের লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে।[১৪৫] মহান আল্লাহ্ বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ- فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন কর। কিন্তু যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আর যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবে না"।[১৪৬]

সুদের পরিণতি সম্পর্কে জাবির ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) সুদ ভক্ষণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের সাক্ষীদ্বয় এবং সুদের হিসাব লেখকের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন এবং তিনি বলেন, এক্ষেত্রে তারা সকলেই সমান"।[১৪৭] অর্থাৎ যদিও সুদ গ্রহণকারী সুদ নিজে ভক্ষণ না করেন, তবুও এ অভিশম্পাতের যোগ্য হবে। এখানে সবাই পাপের কাজে অংশগ্রহণের কারণে সকলের উপর অভিশম্পাত করা হয়েছে।[১৪৮] বাজারের মানি চেঞ্জারদের অবশ্যই সুদ সম্পর্কিত শরী'আতের আহ্‌কাম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। শর'ঈ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত হারাম কাজে পতিত হওয়ার আশংকা থাকায় তাদের জন্য এ ব্যবসা বৈধ হবে না। মুহ্‌তাসিবের উচিত বাজারে সুদের কারবার করা হচ্ছে কিনা তা অবগত হওয়ার জন্য বাজার পর্যবেক্ষণ করে দেখা এবং গুপ্তচর নিয়োগ করা। তিনি সুদ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো বাজারের ব্যবসায়ীদের অবহিত করবেন।[১৪৯] তারপরও

---

[১৪৪]বুরহানুদ্দীন আবুল মা'আলী মাহমুদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল্-হানাফী, *আল্-মুহীতুল বুরহানী ফিল্ ফিক্‌হিন্ নু'মানী*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি. পৃ. ৬৩০; 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাস্‌র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

[১৪৫]ড. মোঃ মুহসিন উদ্দিন, "সুদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও তার জবাব", সম্পাদক সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৫৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ পৃ. ১১০

[১৪৬]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৭৮-২৭৯

[১৪৭]আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌নুল জারূদ আন্-নাইসাপুরী, *আল্-মুন্‌তাকা মিনাস্ সুনানিল মুসনাদাহ্ 'আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, আল্-কাহিরাহ্ : দারুত্ তাক্‌ওয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি. পৃ. ২৪০

[১৪৮]মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল হাদী আত্-তাত্‌বী আবুল হাসান নূরুদ্দীন আস্-সিন্দী, *হাশিয়াতুস্ সিন্দী 'আলা সুনান ইব্‌ন মাজাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল, তা. বি. পৃ. ৪০

[১৪৯]মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবি যায়েদ যিয়াউদ্দীন, *মা'আলিমুল কুর্‌বাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

যদি কাউকে সুদের লেনদেন করতে দেখা যায়, তাহলে ইসলামী আইনে মুহ্তাসিব বা প্রশাসন সুদখোরকে তাওবা করতে আদেশ প্রদান করবেন। যদি সে তাওবা করে সুদের কারবার থেকে ফিরে আসে তাহলে বিচারক তাকে ক্ষমা করতে পারেন এবং সে তার মূলধন ফেরত পাবে। অন্যথায় তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং বাজার থেকে তাকে বহিষ্কার করতে হবে।[১৫০] বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সুদভিত্তিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ নয়; বরং তা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত।[১৫১]

স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নির্দেশনা

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান সমান ও হাতে হাতে ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় করা কারো জন্য বৈধ নয়। যদি মানি চেঞ্জার একই পরিমাণের বেশি গ্রহণ করে কিংবা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায় তাহলে তা হারাম হবে। তবে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বা কম-বেশি করা বৈধ। এ ক্ষেত্রে বাকীতে লেনদেন বা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হওয়া হারাম হবে।[১৫২] স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও তৈজসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ একই জাতীয়, সমান সমান ও হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। যদি অন্য ধাতু মিশ্রিত গয়না বিক্রি করে তাহলে ক্রেতাকে অবশ্যই ভেজালের পরিমাণ জানাতে হবে। সে যদি কারো জন্য কোন অলংকার তৈরি করতে চায় তাহলে মালিকের উপস্থিতি ব্যতীত তা চুল্লীতে প্রবেশ করাবে না। মিশ্রিত অলংকার চুল্লীতে প্রবেশ করানোর আগে পরে তা ওযন করে নিতে হবে। গয়নার উপর পাথর বা অন্য কিছু স্থাপন করতে হলে মালিকের উপস্থিতিতে ওযন করার পর তা করতে হবে। স্বর্ণকারদের প্রতারণা ও ভেজাল এটাই সূক্ষ্ম যে, তা জানা অত্যন্ত কঠিন। তাদের বিশ্বস্ততা ও ধর্মভীরুতা ব্যতীত অন্য কিছুই তাদেরকে বাধা দিতে পারে না। মুহ্তাসিব যদি স্বর্ণকারদের প্রতারণা জানতে পারেন তাহলে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন এবং তার প্রতারণার ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার করবেন।[১৫৩] 'উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلّا سَواءٌ بسَواءٍ عَيْنًا بعَيْن يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرِقَ بالذَّهَبِ والبُرَّ بالشَّعِيرِ والشَّعِيرَ بِالبُرِّ والتَّمْرَ بالمِلْحِ والمِلْحَ بالتَّمْرِ يَدًا بيَدٍ كيفَ شِئْتُمْ "তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ,

---

[১৫০]আহ্মাদ ইব্ন 'আলী আর্-রাজী আল্-জাস্সাস আবু বকর, *আহ্কামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

[১৫১]ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি. পৃ. ১০৮

[১৫২]মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি যায়েদ যিয়াউদ্দীন, *মা'আলিমুল কুর্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-৪৪

[১৫৩]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয়-বিক্রয় করো না; তবে সমান সমান, নগদ নগদ ও হাতে হাতে হলে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। কিন্তু রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ, স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে গম, গমের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে খেজুর, খেজুরের বিনিময়ে লবণ যদি হাতে হাতে হয় তাহলে যেভাবে ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় করতে পার"।[১৫৪]

কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে রিবা আল্-ফাদল হয় সে ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একই রকম পণ্য বিনিময়কালে কম-বেশি করাকে রিবা আল্-ফাদ্ল বলা হয়। কতিপয় ফকীহ্র মতে, সুদ হওয়ার বিষয়টি এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহে উল্লিখিত ছয়টি পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পণ্যগুলো হলো : স্বর্ণ, রৌপ্য, খেজুর, গম, যব ও লবণ। অন্যান্য ফকীহগণ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানিফার মতে, যেহেতু এসব দ্রব্য পাত্র বা ওযনদণ্ড দ্বারা মাপা হয়, সেহেতু এসব দ্রব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিমাপক যন্ত্র ও ওযনকে গণ্য করতে হবে। এর ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো : যেসব দ্রব্য পাত্র বা ওযনদণ্ড দ্বারা মাপা যায় তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই রিবা আল্-ফাদল-এর হুক্ম প্রযোজ্য হবে। ইমাম শাফি'ঈ ভক্ষণযোগ্য ও মূল্য (অর্থাৎ পণ্যের মূল্যায়নের মানদণ্ড) হওয়ার বিষয়টিকে এসব দ্রব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এ কারণে তিনি সেসব দ্রব্যকে এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা খাদ্য হিসেবে গণ্য বা যা মূল্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে (অর্থাৎ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। ইমাম মালিক এগুলোকে খাদ্যদ্রব্য এবং যা কিছু জমিয়ে রাখা বা গুদামজাত করা যায় এমন পর্যায়ের দ্রব্য হিসেবে দেখেছেন। এ কারণে তিনি এ দুই পর্যায়ের সকল বস্তুকে রিবা আল্-ফাদল-এর হুকমের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করেছেন।[১৫৫]

তাম্রকার ও কর্মকারদের প্রতি নির্দেশনা

মুহ্তাসিব তাম্রকারদের রূপার সাথে তামার মিশ্রণ করতে নিষেধ করবেন। কারণ এটা শক্ত হয়ে যায় এবং পিতল শুকিয়ে যায়। এটি কাঁচের মত সামান্য আঘাতে দ্রুত ভেঙ্গে যায়। নতুন তামার সাথে ব্যবহৃত তামার পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা মেশানো উচিত নয়; বরং প্রত্যেকটি পৃথকভাবে গলিয়ে পৃথক ব্যবহার করতে হবে। মুহ্তাসিব কর্মকারদের ছুরি, কাঁচি, বটি, দা ইত্যাদি যা কিছু তৈরি করে তা ইস্পাত বলে বিক্রি করতে নিষেধ করবেন। কারণ, এটি একটি প্রতারণা। তারা সদ্য পেটানো লোহার

---

[১৫৪]মুহিউস্ সুন্নাহ্ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইবন মাস'উদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল ফাররা আল্-বাগ্বী, *মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্ লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ৩২১

[১৫৫]সংকলক অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, *মহানবীর (সা) অর্থনৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ২৩৬

সাথে ছিটকে যাওয়া লোহার টুকরা মিশ্রিত করবে না। এসব ক্ষেত্রে প্রতারণা করলে তা'যীর এর আওতায় শাস্তি প্রদান করবেন।[১৫৬]

সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করতে নিষেধ করা

ইসলামে কল্যাণকর কাজের জন্য পরামর্শ করা উত্তম ও সওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচিত। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও দীনের ক্ষতি সাধনের জন্য কোন গোপন পরামর্শ করা ইসলামে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীদের পরস্পর গোপন পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের সুবিধার্থে অতি মুনাফার লোভে সিন্ডিকেট করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা অবৈধ ও ঘৃণিত কাজ। এতে বাজারে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং জনগণ চরম সংকটে নিপতিত হয়। যারা বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাজারকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং গরীব ও অসহায় মানুষকে কষ্টে নিপতিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করে, তারা যালিম হিসেবে গণ্য হবে।[১৫৭] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন কোন পরামর্শ কর, সেই পরামর্শ যেন পাপাচার ও সীমালংঘনমূলক কার্য সম্পর্কে না হয়"।[১৫৮] মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَۚ "তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। তিনি আরও অবগত রয়েছেন তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর"।[১৫৯] মু'য়াজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللهُ الأَسْعارَ حَزِنَ وَإِنْ أَغْلاَها فَرِحَ "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, "মওজুদদার কতইনা ঘৃণিত বান্দা! আল্লাহ্ দ্রব্যমূল্য হ্রাস করলে সে চিন্তিত হয় এবং বাড়িয়ে দিলে আনন্দিত হয়"।[১৬০]

বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা এ আইনের দণ্ডবিধির ৪০ ধারার অপরাধের শামিল। এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ ও দণ্ড পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী বিধানেও এরূপ অপরাধের উল্লিখিত পরকালীন শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। পার্থিব শাস্তি হিসেবেও মুহ্তাসিব এরূপ অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় সিন্ডিকেটকারীদের কম-বেশি শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

---

[১৫৬] মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি যায়েদ যিয়াউদ্দীন, *মা'আলিমুল কুর্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-৪৮

[১৫৭] এম আকরাম খান ও এম রকিবুজ জামান, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন, *ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[১৫৮] সূরা আল্-মুজাদালাহ্, আয়াত : ৯

[১৫৯] সূরা আত্-তাগাবুন, আয়াত : ৪

[১৬০] মাজদুদ্দীন আবুস্ সা'আদাত আল্-মুবারক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল করীম আশ্-শাইবানী ইব্নুল আসীর, *জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল হালাওয়ানী, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রি. পৃ. ৫৯৫

হারাম পণ্য বিক্রি করতে নিষেধ করা

মুহ্তাসিব বাজারের ব্যবসায়ীদের হালাল-হারামের প্রতি সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করবেন। মাদক ও নেশা জাতীয় কোন দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করবেন।[১৬১] মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর, উৎকৃষ্ট ও পবিত্র বস্তুকে হালাল করেছেন। আর যে সকল বস্তু হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে মানুষের দৈহিক, আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক দিক বিবেচনায় ক্ষতিকর, নিকৃষ্ট ও অপবিত্র।[১৬২] মহান আল্লাহ্ বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর, এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়"।[১৬৩] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ মদ ও মদের মূল্য হারাম করেছেন, মৃত জন্তু ও এর মূল্য হারাম করেছেন এবং শূকর ও এর মূল্য হারাম করেছেন"।[১৬৪] কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র হালালকৃত পবিত্র বস্তুকে ত্যাগ করে ঘৃণিত হারাম বস্তুকে গ্রহণ করে, সে মূলত আল্লাহ্র সীমালঙ্ঘনকারী। এ কারণে ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হারাম বস্তুর আদান-প্রদান এবং হালাল পণ্যের সাথে হারাম বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৬৫]

ইসলামী আইনে এ ধরণের অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে বিচারক তা'যীরের আওতায় অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের অনুরূপ কিংবা আরও কম বা বেশি শাস্তি প্রদান করতে পারেন। যেমন-মহানবী (স.) মদের হাঁড়ি ও পানপাত্রসমূহ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিতেন। 'উমর এবং 'আলী (রা.) মদ বিক্রির নির্দিষ্ট স্থান আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছেন।[১৬৬] বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ও নিরাপদ খাদ্য আইনসহ কোন আইনে হারাম পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কোন নির্দেশনা নেই।

---

[১৬১] আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহ্মাদ আল্-ফাযারী, *সুব্হুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইন্শা*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

[১৬২] ড. মাওলানা মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, "ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য", সম্পাদক ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *অগ্রপথিক*, ৩৩ বর্ষ সংখ্যা ১, ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারী ২০১৮ খ্রি. পৃ. ৮৪

[১৬৩] সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ৯০

[১৬৪] আবু দাউদ সুলাইমান ইব্নুল আশ'আস আল্-আযাদী আস্-সিজিস্তানী, *সুনানে আবি দাউদ*, ৫ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০

[১৬৫] আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫১

[১৬৬] আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আইয়ুব ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ, *আত্-তুরুকুল হুক্মিয়্যাহ্ ফিস্-সিয়াসাতিশ্ শার'ঈয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩

ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা শপথ করতে নিষেধ করা

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা শপথ করে ক্রেতাদের সাথে প্রতারণা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। শপথ করার কারণে ক্রেতাগণ বিক্রেতার প্রতি সরল বিশ্বাসে পণ্যটি ক্রয় করে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই মুহ্তাসিব বাজারের লোকদের মিথ্যা শপথ করে পণ্য বাজারজাত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। ইসলামে এ অপরাধের পরকালীন শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। পার্থিব শাস্তি হিসেবেও এরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে কম-বেশি শাস্তি প্রয়োগ করার দায়িত্ব মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসনের উপর অর্পণ করা হয়েছে।[১৬৭]

আবুযর্ গিফারী (রা.) মহানবী (স.) হতে বর্ণনা করেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ "কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো : দান করার পর খোঁটাদানকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্য বাজারজাতকারী"।[১৬৮] হাদীসের শেষাংশের মর্মার্থ হলো, এ পরিণতি ঐ বিক্রেতার জন্য, যে মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র অধিকার ক্ষুন্ন করে এবং অন্যায়ভাবে অপরের মাল হাতিয়ে নেয়।[১৬৯] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশই নেই এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।[১৭০]

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أن النبي ﷺ دخل السوق بالمدينة فقال: ألا إن التاجر فاجر، ثم عاد إليهم فقال: يا معشر التجار، إنكم تحلفون فتكذبون، وتقولون فتأثمون، ألا شوبوا أيمانكم بالصدقة "নবী করীম (স.) একদা মদীনার বাজারে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বললেন, সাবধান! নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীগণ পাপিষ্ঠ। তারপর তিনি তাদের নিকট আগমন করলেন, অতঃপর

---

[১৬৭]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১৬৮]'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-বাহিলী আবু 'উসমান আল্-বস্রী, *আহাদীসি 'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম*, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হাদীস, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি. পৃ. ২৬৮

[১৬৯]'আয়ায ইব্ন মূসা ইব্ন 'আয়ায ইব্ন 'ইমরূন আল্-বুস্তী আবুল ফযল, *ইক্মালুল মু'লিম বিফাওয়াইদি মুসলিম*, ১ম খণ্ড, মিসর : দারুল ওয়াফা লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৩৮৩

[১৭০]সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭৭

বললেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তোমরা মিথ্যা শপথ করে থাক, আর এমন কথা বল যা তোমাদের পাপে লিপ্ত করে। সাবধান! তোমাদের শপথসমূহ সাদাকাহ্‌র মাধ্যমে মিটিয়ে দাও"।[১৭১] ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের বিরুদ্ধে এটি ভীতি প্রদর্শনস্বরূপ। কারণ, বিক্রেতাগণ প্রায়ই তাদের প্রাচুর্যের স্বার্থে পণ্যের প্রশংসায় মিথ্যা বলে থাকে এবং কোন কোন সময় ক্রয়, লেনদেন ইত্যাদিতেও মিথ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এ কথার দ্বারা সকল ব্যবসায়ী পাপী সাব্যস্ত হবে না; বরং মিথ্যাশ্রয়ী ব্যবসায়ীগণ পাপী হবে।[১৭২] মিথ্যা শপথ করে ভোক্তাকে প্রতারণা করার অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, নিরাপদ খাদ্য আইনসহ অন্যান্য আইনে কোন অপরাধ ও দণ্ড উল্লেখ নেই।

মিথ্যা, অশ্লীল ও প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করতে নিষেধ করা

ইসলামে পণ্যের সঠিক বিজ্ঞাপন প্রচারে কোন অপরাধ নেই; কিন্তু মিথ্যা, অশ্লীল ও প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা ইসলামী শরী'আহ্‌র ন্যায়-নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও নিষিদ্ধ কাজ। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ "তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণত যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে বলো না-এটা হালাল এবং এটা হারাম। যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না"।[১৭৩] আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, তোমরা নিজেরা যা হালাল বানিয়েছ তা হালাল বলে প্রচার করো না এবং যা তোমরা হারাম বানিয়েছ তা হারাম বলে প্রচার করো না। অর্থাৎ তোমাদের ইচ্ছামতো মুখে যা আসে তা বলে বেড়াবে না। এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচার করা হয়। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি রয়েছে।[১৭৪] মহান আল্লাহ্ বলেন, لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا "আল্লাহ্ কোন মন্দ কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না, তবে কেউ অত্যাচারিত হয়ে থাকলে তার কথা স্বতন্ত্র; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী"।[১৭৫] আয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ্ কোন অশ্লীল ও মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। আয়াতে পছন্দ না করার কথা বলে আল্লাহ্ এ কাজটি হালাল না হওয়ার সংবাদ প্রদান করেছেন। তবে অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা অশ্লীল হলেও

---

[১৭১]ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল ফয্‌ল ইব্‌ন 'আলী আল্-কুরাশী আল্-ইস্পাহানী, *আত্-তার্‌গীব ওয়াত্ তার্‌হীব*, ১ম খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ৪৫১

[১৭২]আবু সুলাইমান হামদ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-খাত্তাবী, *ই'লামুল হাদীস শরহে সহীহিল বুখারী*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

[১৭৩]সূরা আন্-নাহ্‌ল, আয়াত : ১১৬

[১৭৪]মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ আবু মান্‌সূর আল্-মাতুরিদী, *তাফসীরুল মাতুরিদী তা'বিলাতি আহ্‌লিস্ সুন্নাহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৭

[১৭৫]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১৪৮

তা প্রকাশ করা বৈধ।[১৭৬] তাই বাজারে কেউ ইসলামী শরী'আহ্ ও ন্যায়-নীতি লঙ্ঘন করার চেষ্টা করলে মুহ্তাসিব তাকে সাথে সাথে বাধা প্রদান করবেন, উপদেশ প্রদান করবেন, ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করবেন। এরপরও কেউ যদি উক্ত অপরাধ করে তাহলে মুহ্তাসিব তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।[১৭৭]
বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের দণ্ডবিধির ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৭৮] নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৪১ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে ক্রেতার ক্ষতি করলে; এবং ৪২ ধারায় কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বর্ণনাসম্বলিত কোন বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশ করলে তিনি ধারাদ্বয়ের প্রতিটিতে অনুর্ধ্ব এক বছর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৭৯]

ক্রেতাকে জোরপূর্বক পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করতে নিষেধ করা

বাজারে কিছু বিক্রেতা রয়েছে, যারা তাদের পণ্যের দাম জিজ্ঞাসা করলে কিংবা পণ্যে হাত দিলে তা ক্রয়ে বাধ্য করেন। ক্রয় না করলে ক্রেতাকে অপমান অপদস্থ করতে দেখা যায়। ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা বা ভোক্তার পণ্য দেখার পর ক্রয় করা বা না করার স্বাধীনতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভোক্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক কোন পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করা যাবে না। 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) জোরপূর্বক ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"।[১৮০] মুহ্তাসিব ব্যবসায়ীদের সততার সাথে ব্যবসা করার পরামর্শ প্রদান করবেন। এ ধরণের জবরদস্তি নিষিদ্ধ করবেন। প্রচলিত আইনে এ বিষয়ে কোন কিছু বলা না থাকলেও বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে কাউকে ক্রয় বা বিক্রয়ে বাধ্য করার

---

[১৭৬] ইব্রাহীম ইব্নুস্ সুর্রী ইব্ন সাহ্ল আবু ইসহাক আয্-যুজায, *মা'আনিউল কুরআন ওয়া ই'রাবুহু*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ১২৫

[১৭৭] আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ আল্-ফাযারী, *সুবহুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইন্শা*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

[১৭৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৭

[১৭৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, প্রথম অধ্যায়, ধারা ৪১ ও ৪২ এর অপরাধ ও ধারা ৫৮ এর আরোপযোগ্য দণ্ড, তফসিল কলাম ৩ ও ৪ ও ৫, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮৬৫

[১৮০] আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইব্ন 'আলী আল্-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুব্রা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৯

প্রমাণ পাওয়া গেলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসন অপরাধীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন।[১৮১]

কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা

আবু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، "মহানবী (স.) কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন"।[১৮২] ইমাম মালিক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে আমি হিংস্র বা অহিংস্র সব ধরণের কুকুরের মূল্য হারাম মনে করি।[১৮৩] অধিকাংশ ফকীহ্র অভিমত হলো, বিনা প্রয়োজনে বা শখের কারণে কুকুর লালন-পালন ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম। তবে শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত্র বা গবাদি পশুর সংরক্ষণ ও প্রহরার জন্য কুকুর লালন-পালন এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব প্রয়োজনে কুকুর ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হবে।[১৮৪] ইসলামের দৃষ্টিতে কুকুরের মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ। এসব কাজ প্রতিরোধ করা এবং প্রয়োজনে এর জন্য তা'যীর করা মুহ্তাসিবের দায়িত্ব।[১৮৫]

মদ, জুয়া ও লটারীতে লিপ্ত হতে নিষেধ করা

ভোক্তাগণ পূর্বে উল্লিখিত মদ, জুয়া, মূর্তি, লটারী ইত্যাদি গর্হিত ও নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত হলে তা বাজার ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলবে এবং বাজার ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ "নিশ্চয়ই শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখে। অতএব এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না"?[১৮৬] "আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَنَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "আমি যা বলিনি এমন কথা যে ব্যক্তি আমার নামে বলে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল। আর তিনি মদ, জুয়া, দাবাখেলা ও নেশাকর উদ্ভিদ

---

[১৮১] 'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুতবাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[১৮২] আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯

[১৮৩] মালিক ইব্ন আনাস, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ৬৫৬

[১৮৪] আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান আশ্-শাইবানী, *আল্-হুজ্জাতু 'আলা আহ্লিল মাদীনাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি. পৃ. ৭৫৮

[১৮৫] ওয়াজীহুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আলী আশ্-শাইবানী, *বাগ্য়াতুল ইর্বাহ্ ফী মা'রিফাতি আহ্কামিল হিস্বাহ্*, মক্কা মুকাররামাহ্ : মা'হাদুল বুহূসিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৫৬

[১৮৬] সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ৯০-৯১

গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, নেশার উদ্রেককারী প্রতিটি দ্রব্যই হারাম”।[১৮৭] এসব নিষিদ্ধ কার্যে যারা লিপ্ত হয় তারা একসময় সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে সে ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এভাবে সে নিজেকে এবং তার পরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করে।[১৮৮]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মুহ্তাসিবের দায়িত্ব যেহেতু বাজারে সততা, শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা করা এবং বাজারে সংঘটিত যাবতীয় অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা; সেহেতু তিনি সকল বৈধ কাজে ক্রেতা-বিক্রেতাকে উৎসাহিত করবেন এবং ইসলামে নিষিদ্ধ ও অবৈধ সকল কাজে বাধা প্রদান করবেন এবং অবৈধ কাজের জন্য প্রয়োজনে তা'যীর শাস্তি প্রদান করবেন।[১৮৯] নিম্নে বাজারে সংঘটিত কতিপয় অপরাধমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হলো, যা তদারক করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুহ্তাসিবের দায়িত্বে অর্পিত।

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে নিষেধ করা

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে ন্যায়সঙ্গত সেবা প্রদান করতে হবে। কারণ কোন কোন পণ্যে বিক্রয় মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেবা প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক সময় বিক্রেতা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে থাকে কিংবা বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের অঙ্গীকার করে থাকে। এটি গ্রাহকদের অধিকার, এ চুক্তি বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা বিক্রেতার কর্তব্য।[১৯০] আল্লাহ্ বলেন, وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ “আর আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর”।[১৯১] আয়াতের মর্মার্থ হলো, তোমরা মানুষের সাথে পরস্পর যে সকল বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও এবং পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে তোমরা যে সকল চুক্তি সম্পাদন করে থাক, সেই সকল অঙ্গীকার ও চুক্তির ব্যাপারে প্রত্যেককে মহান আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[১৯২]

---

[১৮৭]আবু 'আব্দুল্লাহ্ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন হিলাল আশ্-শাইবানী, *মুসনাদে আহ্মাদ*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১২

[১৮৮]ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, “সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের বিধান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ”, সম্পাদক মোঃ ফজলুর রহমান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৬০

[১৮৯]ওয়াজীহুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আলী আশ্-শাইবানী, *বাগ্য়াতুল ইর্বাহ্ ফী মা'রিফাতি আহ্কামিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[১৯০]ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, *ইসলামে ভোক্তা অধিকার*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪৪০ হি./২০১৮ খ্রি. পৃ. ৭৭

[১৯১]সূরা আল্-আন'আম, আয়াত : ১৫২

[১৯২]আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমর ইব্ন কাসীর আদ্-দামেশকী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৫ম খণ্ড, রিয়াদ : দারু তায়্যিবাতিন লিন্নাশ্রি ওয়াত্-তাওজী' ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৭৪

বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের দণ্ডবিধির ৪৫ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করলে তিনি অনুর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৯৩] ইসলামী আইনে পার্থিব শাস্তি হিসেবে মুহ্‌তাসিব এরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করতে নিষেধ করা

পণ্য ক্রয়ের পূর্বে পণ্যের মান ও গুণাগুণ যাচাই করার অধিকার ইসলাম ক্রেতাকে প্রদান করেছে। তাই স্বপ্রণোদিত হয়ে পণ্যের সঠিক মান, উপাদান ও গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতাকে অবগত করা বিক্রেতার কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে পণ্যের মধ্যে যে উপাদান অনুপস্থিত তা বর্ণনা করা, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা কিংবা পণ্য সম্পর্কে কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হারাম।[১৯৪] ইসলামী আইনে মুহ্‌তাসিব তা'যীরের আওতায় পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করার অপরাধে শাস্তি প্রদান করতে পারবেন।[১৯৫] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ "এটা নিঃসন্দেহ যে, যা কিছু তারা গোপন করে এবং প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা জানেন"।[১৯৬] ওয়াসিলাহ্ ইব্‌নুল আসকা' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللهِ ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ "যে ব্যক্তি কোন দোষযুক্ত পণ্য বিক্রয় করল, অথচ ক্রেতার নিকট তা বর্ণনা করল না, সে সর্বদা আল্লাহ্‌র ক্রোধের মধ্যে থাকবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ সর্বদা তাকে অভিশম্পাত বর্ষণ করবে"।[১৯৭]

বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের দণ্ডবিধির ৩৭ ধারায় উল্লিখিত উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের মোড়ক, ওযন, পরিমাণ, উপাদান ইত্যাদি উল্লেখ না করার কারণে ভোক্তার পক্ষে পণ্যের মান ও গুণাগুণ যাচাই করা সম্ভব হয় না। এটি ভোক্তার পণ্যের মান ও গুণাগুণ অবগত হওয়ার অধিকার হরণ করার শামিল। এ অপরাধে পূর্বে উল্লিখিত ৩৭ ধারার দণ্ড প্রযোজ্য হবে। পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ এর ৪১ ধারায় বলা হয়েছে যে, 'ক্রেতার পণ্য পরীক্ষা করার অধিকার-ক্রেতা কর্তৃক পণ্য পরীক্ষা করা হয়নি এমন কোন পণ্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হলে চুক্তি অনুযায়ী পণ্য

---

[১৯৩]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, '*ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন*-২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৭

[১৯৪]সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ৮৪

[১৯৫]মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবি যায়েদ আল্-কুরাশী যিয়াউদ্দীন, *মা'আলিমুল কুর্‌বাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[১৯৬]সূরা আন্-নাহ্‌ল, আয়াত : ২৩

[১৯৭]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইয়াযিদ ইব্‌নু মাজাহ্ আল্-কায্‌ভীনী, *সুনান্ ইব্‌নু মাজাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল 'আলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ৩৫৬

সরবরাহ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার অধিকার ক্রেতার আছে এবং এ পরীক্ষা করার জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় ক্রেতাকে দিতে হবে'।[১৯৮]

পণ্য ক্রয় করার পর নিজ দখলে না এনে বিক্রয় করতে নিষেধ করা

ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর নিজের আয়ত্বে আনয়ন করার পূর্বে তা বিক্রয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ "যে ব্যক্তি খাদ্যপণ্য ক্রয় করলো, তা তার পূর্ণ অধিকারে আনয়ন না করা পর্যন্ত সে যেন তা বিক্রি না করে। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি মনে করি, প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য"।[১৯৯] খাদ্যপণ্য ক্রয় করার পর তার উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যদি বিক্রেতা তা বিক্রি করে তাহলে পণ্যের দোষ-ত্রুটির জন্য বিক্রেতা জিম্মাদার ও দায়ী হবে। আর এ ক্রয়-বিক্রয়ে একইভাবে ক্রেতারও পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মনোমালিন্য, বিবাদ কিংবা অসন্তুষ্টি দেখা দিতে পারে। তাই এ বিষয়টি ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালার পরিপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২০০]

পণ্য ক্রয়ের পর তা স্থানান্তরের পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করা

কোন পণ্যবাহী কাফেলার নিকট হতে অনুমানের ভিত্তিতে পণ্য ক্রয় করলে তা ক্রয়ের স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের পূর্বে পুনরায় বিক্রি করা নিষেধ। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর যুগে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। তিনি আমাদের নিকট কোন ব্যক্তিকে (নির্দেশ সহকারে) পাঠাতেন। আমরা যে স্থানে পণ্য ক্রয় করেছি তা পুনরায় বিক্রি করার পূর্বে সে স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য সে ব্যক্তি আমাদের নির্দেশ দিতেন"।[২০১] এ প্রসঙ্গে অপর এক হাদীস সালিম ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত।

---

[১৯৮] The Commodities Sale Act, 1930, Bangladesh, Rights of buyer, Section 40. (গাজী শামছুর রহমান, *বাণিজ্যিক আইনের ভাষ্য*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, নতুন সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ২৫৯)

[১৯৯] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী, আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : মাত্বা'আহ্ 'ঈসা আল্-বাবী আল্-হালাবী ওয়া শুরাকাহু, ১৩৭৪ হি./১৯৫৫ খ্রি. পৃ. ১১৫৯

[২০০] আবু ইব্রাহীম ইসমা'ঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল্-মুযানী, *মুখ্তাসারুল মুযানী*, ৮ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ১৭৯

[২০১] মালিক ইব্ন আনাস আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-আস্বাহী, *মুয়াত্তা আল্-ইমাম মালিক*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি. পৃ. ৩৪৩

তাঁর পিতা বলেন, قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর যুগে দেখেছি যে, লোকেরা অনুমান করে খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসার পূর্বে অর্থাৎ ক্রয়ের স্থানে বিক্রি করলে তাদেরকে প্রহার করা হতো। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (র.) আমাকে বলেছেন, তাঁর পিতা ('আব্দুল্লাহ্) অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা নিজ বাড়িতে নিয়ে আসতেন"।[২০২] ইব্ন 'আব্দুল বর (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন, যখন পণ্য ক্রেতার নিজ স্থানে স্থানান্তর করবে তখন তা তার হস্তগত হয়েছে বলে গণ্য হবে। তাদেরকে প্রহার করার কারণ হলো, তারা যেন পণ্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে। এটা তা'যীরের অন্তর্ভুক্ত শাস্তি।[২০৩]

পণ্য ব্যতীত কেবল পণ্যের কার্ড ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা

পণ্যের উপস্থিতি ও মালিকানাস্বত্ব ব্যতীত শুধু কাগজপত্রের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একদা মারওয়ান ইব্নুল হাকামকে (উমাইয়া বংশের চতুর্থ খলিফা, মৃ. ৬৮৫ খ্রি.) প্রশ্ন করেন, أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى»، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، «فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ "আপনি কি সুদী বেচা-কেনা বৈধ করে দিয়েছেন? মারওয়ান বললেন, না, আমি তো তা করিনি। আবু হুরায়রা (রা.) পুনরায় বললেন, আপনি রেশন কার্ড বিক্রি বৈধ করে দিয়েছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স.) খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মারওয়ান এক বক্তৃতায় তা বিক্রি করতে লোকদের নিষেধ করে দেন। বর্ণনাকারী সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার (র.) বলেন, অতঃপর আমি দেখলাম যে, মানুষের কাছ থেকে সরকারী কর্মচারীগণ রেশন কার্ড ফিরিয়ে নিচ্ছে"।[২০৪]

হাদীসে বর্ণিত প্রশাসনের পক্ষ হতে হকদারকে প্রদত্ত রেশন কার্ড, যেখানে তার জন্য নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির বিষয়ে লিপিবদ্ধ থাকে। খলিফা মারওয়ানের শাসনামলে (৬৮৪-৬৮৫ খ্রি.) রেশন কার্ড

---

[২০২]আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী, আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬১

[২০৩]আবু 'উমর ইব্ন 'আব্দুল বর্ আন্-নাম্রী আল্-কুরতুবী, *আত্-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ ফী হাদীসি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, ৮ম খণ্ড, লন্ডন : মুআস্সাসাতুল ফুরকান লিত্তুরাসিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৭ খ্রি. পৃ. ৪৩৪

[২০৪]আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী, আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬২

পাওয়ার পর সে কার্ডধারী তার পণ্যদ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে অপর ব্যক্তির নিকট এ কার্ড বিক্রি করে দিত। সাধারণভাবে পণ্যের দখলস্বত্ব ব্যতীত পণ্যের নামে হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। কারণ, এসব ডকুমেন্টগুলো একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে চলে যায়, কিন্তু পণ্যের মালিকানা বা দখলস্বত্ব ক্রেতার হাতে আসে না। পণ্যদ্রব্য পূর্বের অবস্থায় থেকে যায়। এ প্রথা সাধারণ ক্রেতাদের জন্য খুবই ক্ষতির কারণ হয়। কেননা, কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই ডকুমেন্টগুলো হাতবদল হওয়ার সাথে সাথে পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই ইসলাম এ ধরণের লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে।[২০৫]

জুমু'আহ্‌র সালাতের আযান হলে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা

মহান আল্লাহ্ বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ "হে মু'মিনগণ! জুমু'আহ্‌র দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর"।[২০৬] মহানবী (স.)-এর সময় খুতবাহ্‌র পূর্বে মসজিদের দরজায় জুমু'আহ্‌র একমাত্র আযান দেওয়া হতো। বর্তমানে প্রথমে যে আযান দেওয়া হয় তা 'উসমান (রা.)-এর সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চালু করা হয়। সকল 'আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আহ্‌র খুত্‌বা বা ভাষণ প্রদানের জন্য ইমাম মিম্বরে বসার পর যে আযান দেওয়া হয় তখন থেকে সালাত সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত বেচাকেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়।[২০৭] এরূপ ক্ষেত্রে মুহ্‌তাসিব জনগণকে সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমু'আর সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দিবেন। যে সালাত আদায় করে না এবং খুত্‌বার পূর্বে প্রদত্ত আযানের পর যারা সালাতে উপস্থিত না হয়ে বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকবে তাকে প্রহার বা কারাদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করবেন।[২০৮]

ব্যবসায়ে মুনাফার ব্যাপারে নির্দেশনা

বাজারের মুহ্‌তাসিব পণ্য বিক্রয়ে অতিরিক্ত মুনাফা করতে বাধা প্রদান করবেন। বেশি মুনাফা করলে তা বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করবেন এবং শাস্তি প্রদান করবেন। প্রয়োজনে তাকে বাজার

---

[২০৫]আবু যাকারিয়্যা ইয়াহ্য়া ইব্‌ন শরফ আন্-নববী, *শরহে মুসলিম লিন্নববী*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ১৭০

[২০৬]সূরা আল্-জুমু'আহ্, আয়াত : ৯

[২০৭]আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব আল্-মাওয়ারদী আল্-বসরী, *তাফসীরুল মাওয়ারদী আন্-নুকাতু ওয়াল 'উয়ূন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৯-১০

[২০৮]আহমাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী, *আল্-হিস্‌বাহ্ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২০; আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আহমাদ আল্-ফাযারী, *সুবহুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইন্‌শা*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

থেকে বহিষ্কার করবেন।[২০৯] কোন পণ্যে কত লাভ করা যাবে এরূপ কোন নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না। আবার সকল পণ্যে এক রকম লাভ করা যাবে না এমন কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। শরী'আতে বিষয়টিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কারণ লাভ নির্ণয়ের বিষয়টি নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। লাভ করার সর্বনিম্ন সীমারেখা সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদগণ বলেছেন, কারো মাল-সম্পদ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে কমপক্ষে এ পরিমাণ লাভ করা যাবে যাতে ব্যবসায়ীর পরিবারের ভরণ-পোষণ, ব্যবসার কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান ও যাকাত আদায়ের পর মূলধন অপরিবর্তিত থাকে।[২১০] তবে লাভের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা সম্পর্কে একটা ধারণা হাদীস থেকে পাওয়া যায়। শাবীব ইব্‌নে গার্‌কাদাহ্ (রা.) তাঁর সম্প্রদায়কে 'উর্‌ওয়া আল্‌-বারিকী (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করতে শ্রবণ করেন। তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ رَبِحَ فِيهِ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজের কুরবানীর জন্য একটি ছাগল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি দিনার প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি এটি দ্বারা দুইটি ছাগল ক্রয় করলেন। এর মধ্য হতে একটিকে তিনি এক দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। তারপর তিনি একটি ছাগল ও একটি দিনারসহ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট আসলেন। অতঃপর রাসূল (স.) তাঁর ব্যবসায়ে বারাকাহ্‌র জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি মাটি ক্রয় করলেও তাতে লাভ হতো।[২১১] এরপর তিনি কুফার অদূরে কুনাসাহ্ নামক স্থানে চলে যান এবং ব্যবসায়ে অনেক মুনাফা অর্জন করেন। ফলে তিনি কুফার সবচেয়ে সম্পদশালী লোকে পরিণত হন। হাদীসে বর্ণিত সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পক্ষে শতভাগ লাভ করা সত্ত্বেও রাসূল (স.) তার জন্য বারাকাহ্‌র দু'আ করেছেন এবং এ দু'আর ফলে উক্ত সাহাবী জীবনে প্রচুর বারাকাহ্ লাভে ধন্য হয়েছেন।[২১২] সুতরাং মওজুদদারী ও প্রতারণা না করে ক্রেতার স্বাভাবিক অবস্থা ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির ভিত্তিতে কোন পণ্য বিক্রয় করে বিক্রেতা শতভাগ মুনাফা করলেও শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ক্রেতা যেন কোন ক্ষতি ও যুল্‌মের শিকার না হয়।[২১৩]

---

[২০৯]'আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাস্‌র আশ্‌-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুতবাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

[২১০]ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আত্‌-তাইয়্যার, ড. "আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্‌-মুত্‌লাক ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্‌-মূসা, আল্‌-ফিক্‌হুল মুয়াস্‌সার, ১০ম খণ্ড, রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান লিন্নাশ্‌র, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৪১

[২১১]আবু বকর আহমাদ ইব্‌নুল হুসাইন ইব্‌ন 'আলী আল্‌-বায়হাকী, *আস্‌-সুনানুল কুব্‌রা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

[২১২]জামালুদ্দীন 'আব্দুর রহীম আল্‌-আস্‌নাবী, *আল্‌-মুহিম্মাতু ফী শর্‌হির রাওদাতি ওয়ার্‌ রাফি'ঈ*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ৫০

[২১৩]রফিক ইসা বীকুন, অনুবাদ : মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি. পৃ. ৯৩

একই অপরাধ বার বার সংঘটিত করার শাস্তি

ফকীহগণের মতে, কোন ব্যক্তি যদি একই অপরাধ বার বার করে, তাহলে বিচারক তা'যীরের আওতায় যে কোন শাস্তি প্রদান করতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এ ধরণের অপরাধীর অপরাধের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা বিবেচনায় নিয়ে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদান করতে পারবেন।[২১৪] ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৫৫ ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনে উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রয়েছে তার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২১৫] নিরাপদ খাদ্য আইনে দণ্ডবিধির ২৩ হতে ৪২ ধারা পর্যন্ত প্রতিটি ধারার অপরাধ পুনরায় সংঘটনের ক্ষেত্রে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের পরিমাণ ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।[২১৬]

অপরাধীর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের বিধান

ইসলামী বিধান অনুযায়ী কোন অপরাধীর শাস্তিস্বরূপ তার সম্পদ জব্দ করা হলে তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আটক রাখা যাবে, যাতে সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে। অপরাধী অনুশোচনাপূর্বক সংশোধিত হয়ে গেলে তার আটককৃত সম্পদ তাকে ফেরত দেওয়া যাবে। যদি অপরাধী সংশোধিত হওয়ার কোন আশা না থাকে, তাহলে আটককৃত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।[২১৭]

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৫৬ ধারায় বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী ধারাসমূহে বর্ণিত দণ্ডের অতিরিক্ত, আদালত যথাযথ মনে করলে, অপরাধের সংশ্লিষ্ট অবৈধ পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী, ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ করতে পারবেন।[২১৮]

ইসলামে মুহ্তাসিব বা বাজার পরিদর্শকের দায়িত্বসমূহ বাজারের নিষিদ্ধ কাজসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের সোনালী যুগে বাজারের ক্রেতাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্রেতাদের অতি সূক্ষ্ম বিষয়েও তদারক করা হতো, যা বর্তমান আধুনিক যুগেও কল্পনাতীত ব্যাপার।

---

[২১৪]আবু 'আব্দুর রহমান 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন সালিহ্ আত্-তামীমী, *তাওযীহুল আহ্কাম মিন্ বুলুগিল মারাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

[২১৫]প্রাগুক্ত

[২১৬]নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, ধারা ২৩-৪২ (তফসিল ধারা ৫৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬৫-৬৯

[২১৭]আবু 'আব্দুর রহমান 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন সালিহ্ আত্-তামীমী, *তাওযীহুল আহ্কাম মিন্ বুলুগিল মারাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

[২১৮]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, '*ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৮

৫.৬ প্রচলিত আইনে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব হলো : কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে যে কোন খাদ্য স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাদ্য স্থাপনার লাইসেন্সের শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ; আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে উৎপাদিত, মওজুদকৃত, বিক্রিত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে বলে সন্দেহ হলে যে কোন খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ; আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, মওজুদ বা বিপণন করা হচ্ছে কিনা তা নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান ও পরিদর্শন; অনিরাপদ খাদ্যবাহী বলে সন্দেহ হলে যুক্তিসঙ্গতভাবে ন্যূনতম সময়ের জন্য যে কোন যানবাহন থামিয়ে তল্লাশী করা; কোন ব্যক্তির খাদ্য ব্যবসার লাইসেন্স বা নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করা হলে তার নাম ঠিকানা, প্রকৃতি ও ব্যবসার স্থানের রেকর্ড সংরক্ষণ; আমদানি বা বিপণনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্দেহজনক খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আটক; ভেজাল খাদ্য জব্দ; কর্তৃপক্ষ ও খাদ্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।[২১৯]

৫.৭ প্রচলিত আইনে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

এ আইনের ধারা ২১-এ মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিধারণ করা হয়েছে। যেমন-ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম মহাপরিচালক গ্রহণ করতে পারবেন। কোন পণ্য বা সেবার নির্ধারিত মান বিক্রেতা কর্তৃক সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; কোন পণ্যের বিক্রয় বা সরবরাহের ক্ষেত্রে ওযন বা পরিমাপে কারচুপি করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; কোন পণ্য বা ঔষধের নকল প্রস্তুত, উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে কিনা এবং তা দ্বারা ক্রেতা সাধারণ প্রতারণার শিকার হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; কোন পণ্য বা ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; কোন আইন বা বিধির অধীন নির্দেশিত মতে কোন পণ্য বা ঔষধের মোড়কে উক্ত পণ্য বা ঔষধ উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ, সঠিক ব্যবহারবিধি ও পরিমাণ মুদ্রণ করা হয়েছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোন খাদ্যপণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন

[২১৯]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, প্রথম অধ্যায়, ধারা ৫২ এর উপধারা ১, *বাংলাদেশ গেজেট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৫০-৮৮৫১

বা বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায় কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; বৈধ লাইসেন্স ব্যতিরেকে অবৈধভাবে কোথাও কোন ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য অসত্য বিজ্ঞাপন দ্বারা ভোক্তা সাধারণকে প্রতারিত করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।[২২০]

৫.৮ সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ীদের কতিপয় ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করার জন্য ক্রেতাসাধারণ ও ব্যবসায়ী উভয়পক্ষের কল্যাণে ইসলাম কিছু নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান ব্যবসায়ীদের পালনীয় করে দিয়েছে। ব্যবসায়ীগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যদি সচেতন হন তাহলে বাজারের ব্যবস্থাপকের জন্য সুষ্ঠুভাবে বাজার পরিচালনা করা সহজসাধ্য হবে। আর যদি তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকেন কিংবা কর্তব্য পালনে শৈথিল্য বা অনীহা প্রকাশ করেন, তাহলে মুহ্তাসিবের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে বাজার পরিচালনা করা সহজসাধ্য হবে না। নিম্নে ব্যবসায়ীদের কতিপয় ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য উপস্থাপন করা হলো :

ব্যবসায়ে প্রবেশের পূর্বে শরী'আতের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা

পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জ্ঞানার্জনের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ রয়েছে। সাধারণভাবে দীনের প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। কোন বিশেষ বিষয়ে দীনি জ্ঞানার্জন সীমাবদ্ধ নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ "তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর"।[২২১] আয়াতে আহ্লে যিক্র বলতে আহ্লে কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে; যারা কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান, এর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নে তৎপর এবং এর গোপন ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।[২২২] জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। মানুষ যখন যে বিষয়ে প্রয়োজনের মুখোমুখি হয় তখন সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা তার উপর ফরয। যেমন : সালাত

---

[২২০]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯, *বাংলাদেশ গেজেট*, ধারা ২১ এর উপধারা ১ ও ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬০-৬১

[২২১]সূরা আল্-আম্বিয়া, আয়াত : ৭

[২২২]শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হুসাইনী আল্-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস্ সাব'ইল মাসানী*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি. পৃ. ৩৯৯

আদায়ের জন্য পবিত্রতা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন, ব্যবসার ইচ্ছা করলে সুদ থেকে বেঁচে থাকা, ফাসিদ চুক্তি, হারাম ও হালাল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ইত্যাদি।[২২৩]

'উমর (রা.) বলেন, لَا يَتَّجِرُ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِهِ، وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، شَاءَ، أَوْ أَبَى "যার দীনের জ্ঞান আছে সে ব্যতীত আমাদের বাজারে কেউ যেন ব্যবসা না করে, অন্যথায় সে সুদ গ্রহণ করবে, সে তা পছন্দ করুক বা না করুক"।[২২৪] ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত একজন প্রত্যক্ষ ব্যবসায়ীর জন্য তার ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা অধিক প্রয়োজন ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা যে ইসলামের ব্যবসায়িক জ্ঞান ব্যতীত ব্যবসা করতে আসে সে বৈধ ও অবৈধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না; যার কারণে সে হারামে জড়িয়ে পড়বে।[২২৫] দাহ্হাক (মৃ. ১০২ হি.) বলেন, "কোন ব্যবসায়ী যদি ফকীহ্ না হয় অর্থাৎ ব্যবসা ও লেনদেন সম্পর্কিত দীনি মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করে, তাহলে সে কিছু না কিছু সুদ ভক্ষণ করে"।[২২৬] 'আলী (রা.) বলেন, 'জ্ঞানার্জন কর, তারপর ব্যবসা কর। নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীগণ পাপিষ্ঠ, তবে তারা নয়, যারা সঠিকভাবে গ্রহণ ও প্রদান করে'।[২২৭] সুতরাং ব্যবসায়িক সততা রক্ষা, অন্যায়ের সাথে যুক্ত না হওয়া, কাউকে প্রতারিত না করা, নিজে প্রতারিত না হওয়া এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম শর'ঈ বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য ইসলামের ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

ক্রেতাদের উৎকৃষ্ট পণ্য নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া

ক্রেতাগণ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যটি ভোগ ও ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পাশাপাশি পছন্দনীয় ও মানসম্পন্ন হওয়া কামনা করে।[২২৮] মহান আল্লাহ্ বলেন, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ "বলুন! নিকৃষ্ট বস্তু ও উত্তম বস্তু সমান হতে পারে না; যদিও নিকৃষ্ট বস্তুর আধিক্য তোমাকে আকৃষ্ট করে"।[২২৯] আয়াতের শিক্ষা হলো, ভালো ও মন্দ যেহেতু সমান নয় সেহেতু ক্রেতাদের উত্তম পণ্যটি বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। অতএব বিক্রেতা যেমন নিজে উত্তম পণ্যটি পেতে আশা করে

---

[২২৩]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান ইব্ন ফার্কাদ আশ্-শাইবানী, *আল্-কাস্ব*, দামেশক : 'আব্দুল হাদী হারসুনী, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হি. পৃ. ৬৬

[২২৪]আবু 'উমর ইব্ন 'আব্দুল বর্ আন্-নামরী আল্-কুরতুবী, *আত্-তামহীদ লিমা ফিল্ মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ ফী হাদীসি রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

[২২৫]আবু মালিক কামাল ইব্নুস সায়্যিদ সালিম, *সহীহ্ ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬-৫৭

[২২৬]আবুল কাসিম আল্-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আর্-রাগিব আল্-ইস্পাহানী, *মুহাদারাতুল উদাবা ওয়া মুহাওয়ারাতুশ্ শু'আরা ওয়াল বুলাগা*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : শির্কাতু দারিল আর্কাম ইব্ন আবিল আর্কাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি. পৃ. ৫৪৮

[২২৭]'আব্দুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আবু মান্সূর আস্-সা'আলাবী, *আল্-লাতাইফ ওয়াজ্ জারাইফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

[২২৮]জাবেদ মুহাম্মাদ, *আল্লাহর হক মানুষের হক*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি. পৃ. ৩০৫

[২২৯]সূরা আল্-মায়িদা, আয়াত : ১০০

তেমনি ক্রেতাদের জন্যও উত্তম পণ্যটি উপস্থাপন করা তার একান্ত কর্তব্য। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ "সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। কোন বান্দা পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের ভ্রাতার জন্য কল্যাণকর জিনিস থেকে তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"।[২৩০]

প্রচলিত বাজারসমূহে সীমিত পর্যায়ে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রেতাদেরকে পণ্যদ্রব্য বেছে নেওয়ার বা পণ্য নির্বাচন করার অধিকার প্রদান করতে দেখা যায়। বেশির ভাগ ব্যবসায়ী ক্রেতাদের পণ্যে হাত দিতে কিংবা বেছে নিতে বাধা প্রদান করে থাকেন। এটা ইসলামে অপছন্দনীয় কাজ।

ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সন্তুষ্টির সাথে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে তাদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় পর্ব এমনভাবে সম্পন্ন করবে যাতে একে অপরের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং এ সন্তুষ্ট অবস্থায় উভয়ে পৃথক হয়। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ "ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত অবশ্যই যেন পৃথক না হয়"।[২৩১] অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতার দিক থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন আক্ষেপ থাকা উচিত নয়। আর এটাই অসন্তুষ্টির ভিত্তি হওয়ার কারণে শরী'আতে এটি নিষিদ্ধ।[২৩২] ক্রেতা যাতে সন্তুষ্টির সাথে পণ্য ক্রয় করতে পারে সে ব্যাপারে বাজার কর্তৃপক্ষের যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।

প্রয়োজনে ক্রেতার নিকট থেকে পণ্য ফেরত গ্রহণ করা

বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় বিক্রিত পণ্য ফেরত না নেওয়া একটি বড় সমস্যা। অনেক দোকানের শপিং ব্যাগ বা সাইনবোর্ডে বিক্রিত পণ্য ফেরত না নেওয়ার কথা লেখা থাকে।[২৩৩] এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলাম একটি সুন্দর সমাধান পেশ করেছে। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের (অনুরোধে তার) সাথে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করবে (অর্থাৎ পণ্য ফেরত গ্রহণ করবে),

---

[২৩০]আবু 'আওয়ানাহ্ ই'য়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আন্-নাইসাপুরী, *মুস্‌তাখ্‌রাজ আবি 'আওয়ানাহ্*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[২৩১]আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আস আল্-আযাদী আস্-সিজিস্তানী, *সুনান আবি দাউদ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৭

[২৩২]আশ্-শাইখ খলীল আহ্‌মাদ আস্-সাহারানপুরী, *বায্‌লুল মাজ্‌হুদ ফী হাল্লি সুনান্ আবি দাউদ*, ১১শ খণ্ড, আল্-হিন্দ : মারকাযুশ্ শাইখ আবুল হাসান আন্-নদভী লিল বুহুস ওয়াদ্ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি. পৃ. ১৭৩

[২৩৩]ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, *ইসলামে ভোক্তা অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন”।[২৩৪] মানুষ কোন না কোন সমস্যার কারণে পণ্য ফেরত দিতে আসে। কোন ব্যবসায়ী যদি ক্রেতার অপারগতার যৌক্তিক ও মানবিক দিক বিবেচনায় বিক্রিত পণ্যটি ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে। এতে একজন বান্দার বিপদ দূর করা হয়। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ “যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভ্রাতার দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্যে একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ আখিরাতে তার বিপদসমূহের মধ্যে একটি বিপদ দূর করে দিবেন”।[২৩৫]

শত্রুদের শক্তিশালী করে এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় না করা

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুদের শক্তিশালী করে, তাদের সাথে এমন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন-অস্ত্র এবং তার মূল উপাদান লোহা ইত্যাদি বিক্রি করা। শত্রুর সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পরেও এরূপ ব্যবসা করা যাবে না; যেহেতু নবী (স.) এরূপ ব্যবসা করতে নিষেধ করেছেন। তবে এসব পণ্য ছাড়া যে সব পণ্য মুসলিমদের প্রয়োজন নেই সে সব পণ্যের ব্যবসা শত্রুদের সাথে করা যাবে।[২৩৬] মহানবী (স.) অমুসলিমদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন করেছেন। ‘আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا “রাসূলুল্লাহ্ (স.) জনৈক ইয়াহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং নিজের বর্মটি তার কাছে বন্ধক রাখেন”।[২৩৭] ‘আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً “আমরা মহানবী (স.)-এর সাথে ছিলাম, তারপর দীর্ঘদেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন মুশ্‌রিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসল। অতঃপর নবী (স.) জিজ্ঞেস করলেন, বিক্রি করবে না উপহার দিবে? সে বলল, না, বরং বিক্রি করব। অতঃপর নবী (স.) তার নিকট হতে একটি বকরী ক্রয় করলেন”।[২৩৮]

---

[২৩৪]আবু ‘আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইয়াযিদ ইব্‌নু মাজাহ্ আল্-কায্‌বীনী, *সুনান্ ইব্‌নু মাজাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল ‘আলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রী. পৃ. ৩১৮

[২৩৫]আবুল কাসিম সুলাইমান ইব্‌ন আহমদ আত্-তাবারানী, *আল্-মু‘জামুল আওসাত*, ২য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ২৬৯

[২৩৬]ইব্‌ন ‘আবিদীন মুহাম্মদ আমীন ইব্‌ন ‘উমর ইব্‌ন ‘আব্দুল ‘আযীয ‘আবিদীন আদ্-দিমাশ্‌কী, *রাদ্দুল মুহ্‌তার ‘আলাদ্ দুর্‌রিল মুখ্‌তার*, ৪র্থ খণ্ড, মিসর : শির্‌কাতু মাক্‌তাবাহ্ ওয়া মাত্‌বা‘আতি মুস্তাফা আল্-বাবী আল্-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি. পৃ. ২৬৮

[২৩৭]আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২৬

[২৩৮]আবু ‘আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لم يتحقق تحريم مَا مَعَهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يبيع أهل الحرب سلاحا وآلَةَ حرب "মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যিম্মী (মুসলিম দেশে মুসলিম সরকারের যিম্মা বা নিরাপত্তায় থাকা অমুসলিম) এবং অন্যান্য কাফিরের সাথে পারস্পরিক লেনদেন ও আদান-প্রদান বৈধ, যদি এর সাথে এমন কিছু না থাকে যা হারাম হওয়া সুনিশ্চিত। কিন্তু হারবী (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত কাফির)-এর নিকট অস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম বিক্রয় করা অবৈধ"।[২৩৯] সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি মতে, تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى؛ بعدا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر "বৈধ ব্যবসায়িক কাজে কাফিরদের সাথে অংশগ্রহণ করা জায়িয রয়েছে, মুসলিমদের মধ্যে যে অংশগ্রহণ করবে সে যদি মানুষকে প্রতারিত করা বা নিজে প্রতারিত হওয়া অথবা আল্লাহ্‌র হারামকৃত যে সকল কার্যক্রম রয়েছে যেমন-সুদ, জুয়া, ধোঁকা ইত্যাদি থেকে নিরাপদে থাকে। তবে সন্দেহ-সংশয়, মানুষের অভিযোগ-আপত্তি এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা থেকে দূরে থাকার স্বার্থে তাদের সাথে অংশগ্রহণ না করাই উত্তম"।[২৪০]

ব্যবসায়ে সন্দেহজনক কার্যে লিপ্ত না হওয়া

ব্যবসায়িক সকল কাজে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সন্দেহপূর্ণ যাবতীয় কাজ বর্জন করা ব্যবসায়ীদের নৈতিক দায়িত্ব। যেমন কোন বাজারে যদি হালাল পণ্যের সাথে হারাম পণ্যের মিশ্রণ ঘটানো হয় সে বাজারে বেচাকেনা করা অথবা এমন কারো সাথে লেনদেন করা যার অধিকাংশ পণ্যই হারাম; এরূপ সন্দেহপূর্ণ ব্যবসায় বর্জন করতে হবে।[২৪১] এ প্রসঙ্গে নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ "নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং নিশ্চয়ই হারাম সুস্পষ্ট; আর এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ। তা হালাল নাকি হারামের অন্তর্ভূক্ত সেটা অনেক লোকই জানে না। যে ব্যক্তি এ

---

[২৩৯]আবু যাকারিয়্যা মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শরফ আন্-নববী, *আল্-মিন্হাজ শরহে সহীহ্ মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি. পৃ. ৪০

[২৪০]আল্-লাজ্‌নাহ্ আদ্-দায়িমাহ্ লিল্ বুহুসিল্ 'ইল্‌মিয়্যাহ্ ওয়াল ইফ্তা, *ফাতাওয়া আল্-লাজ্‌নাহ্ আদ্-দায়িমাহ্-আল্-মাজমু'আতুল উলা*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুস্ আল্-'ইল্‌মিয়্যাহ্ ওয়াল ইফ্তা, তা. বি. পৃ. ৯৯

[২৪১]আবু মালিক কামাল ইব্‌নুস সায়্যিদ সালিম, *সহীহ্ ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : আল্-মাক্তাবাহ্ আত্-তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৫৪

সন্দেহজনক বিষয়গুলো ত্যাগ করবে সে তার নিজ দীন এবং মান-সম্মানেরই রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হবে সে হারামে লিপ্ত হবে"।[২৪২] সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ে যেহেতু অন্যের হক জড়িত থাকে সেহেতু এক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোন বিষয়ে নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত সন্দেহজনক কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

বাজারে 'ইবাদাতের উপযোগী পরিবেশ রক্ষা করা

বাজারে জুমু'আহ্র দিন ছাড়াও প্রতিদিনের সকল 'ইবাদাত যথাসময়ে আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। 'ইবাদাতে কোনরূপ অলসতা বা গাফিলতি করার অবকাশ নেই। যারা অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহ্র 'ইবাদাত যথাসময়ে আদায় করে তাদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ্ বলেন, رِجَالٌ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ- لِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ "সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। যাতে তারা যে কাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দান করেন; আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন"।[২৪৩] আল্লাহ্র 'ইবাদাতরত অবস্থায় পার্থিব কোন ব্যবসা বা ক্রীড়া-কৌতুক দেখলে 'ইবাদাত ত্যাগ করে তার দিকে ছুটে যাওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٌ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ "যখন তারা কোন ব্যবসা বা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে তখন তারা আপনাকে দণ্ডায়মান রেখে তার দিকে ছুটে যায়। আপনি বলুন, আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম জীবিকাদাতা"।[২৪৪] রাসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনায় জুমু'আহ্র দিবসে দাঁড়িয়ে খুত্বা প্রদান করছিলেন। এ সময় মদীনায় খাদ্যের অভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন সময় দিহ্ইয়া ইব্ন খলীফাতুল কলবী (রা.) সিরিয়া থেকে মানুষের সকল প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী এক কাফেলা নিয়ে মদীনায় আগমন করলেন। তাঁর আগমন বার্তা প্রচারের জন্য ঢোল পিটানো হল। অতঃপর এ সংবাদ শুনে নবী (স.)-কে খুত্বা পাঠরত অবস্থায় দণ্ডায়মান রেখে মাত্র বার জন নারী-পুরুষ সাহাবী ব্যতীত বাকী লোকজন কাফেলার

---

[২৪২] মুহাম্মদ ইব্ন ফুতুহ্ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ফুতুহ্ ইব্ন হামীদ আল্-আযাদী আল্-হুমাইদী আবু 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবু নাস্র, *আল্-জাম'উ বাইনাস্ সহীহাইন আল্-বুখারী ওয়া মুসলিম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৫০০

[২৪৩] সূরা আন্-নূর, আয়াত : ৩৭-৩৮

[২৪৪] সূরা আল্-জুমু'আহ্, আয়াত : ১১

দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[২৪৫] আয়াতে এরূপ কাজের প্রতি তিরষ্কার করা হয়েছে। অতএব বাজারে ব্যবসায়ের সাথে সাথে 'ইবাদাত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ক্রেতাদের সাথে সদাচরণ করা

সর্বাবস্থায় পরস্পর পরস্পরের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ রয়েছে ইসলামে। বিশেষত বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ভালো আচরণের প্রতি হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ক্রয়, বিক্রয় ও পাওনা আদায়ে নম্র ব্যবহার করে তার উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেন"।[২৪৬] এ হাদীসে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রের দিকটির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্ষমা, উত্তম আচরণ, উচ্চ নৈতিকতার ব্যবহার ও অহংকার পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এটাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বারাকাহ্ বা কল্যাণ প্রাপ্তির কারণ। কেননা, যে জিনিসের মধ্যে দীন ও দুনিয়ার উপকারিতা রয়েছে, তার প্রতি মহানবী (স.) তাঁর উম্মতকে অনুপ্রণিত করেছেন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যবসায়ীর জন্য আখিরাতে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমার জন্য দু'আ করেছেন।[২৪৭] ব্যবসার ক্ষেত্রে সদাচরণ করা ব্যবসার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। মানুষের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তার আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (স.) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যার নিকট কল্যাণ আশা করা যায় এবং যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি মন্দ যার কাছ থেকে কোন কল্যাণ আশা করা যায় না এবং যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায় না"।[২৪৮]

ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার মানসিকতা পোষণ করা

একজন ব্যবসায়ী ব্যবসার মাধ্যমে শুধু জীবিকার্জন করে না; বরং সে সমাজের মানুষের চাহিদা পুরণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত উপকার করে চলেছে। তাই ব্যবসায়ী যদি উপকারের মানসিকতা নিয়ে ব্যবসা করে

---

[২৪৫]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন আহ্মাদ আল্-কুরতুবী, *আল্-জামি'উ লিআহ্কামিল কুরআন*, ১৮শ খণ্ড, রিয়াদ : দারু আ'লামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ১০৯-১১০

[২৪৬]মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-বুখারী আল্-জু'ফী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[২৪৭]সিরাজুদ্দীন আবু হাফ্স 'উমর ইবন 'আলী ইবন আহমাদ আল্-আনসারী, *আত্-তাওযীহু লিশারহিল জামি'ঈস সহীহ্*, ১৪শ খণ্ড, দামেশ্ক : দারুন্ নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ১৩১

[২৪৮]আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহ্মাদ আত্-তামীমী, *আত্-তাকাসীমু ওয়াল আনওয়া'উ-সহীহ ইব্ন হিব্বান*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

তাহলে সেখানে ক্রেতাদের সাথে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে, যা একটি সুগঠিত ও শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য প্রয়োজন। এতে উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পুরস্কার লাভ করবেন।[২৪৯] নু'মান ইবন বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى "তুমি মু'মিনদেরকে পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের দিক থেকে একই দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের কোন একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে, তখন গোটা দেহটাই জ্বর ও নিদ্রাহীনতা দ্বারা এর প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে"।[২৫০] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ "বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ্ ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তায় রত থাকেন"।[২৫১] ব্যবসা করে ব্যবসায়ী গ্রাহকের কাছ থেকে শুধু লাভ করে তা নয়; বরং ব্যবসায়ীগণ তাদের বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী ও সেবা প্রদান করেন। ব্যবসায়ীগণ অন্যদের জন্য কাজের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করেন, হালাল উপার্জনের পথ প্রশস্ত করেন এবং রাষ্ট্রের মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটান। এ সকল কাজ ইসলামে অত্যন্ত পূণ্যময় কাজ হিসেবে বিবেচিত। ব্যবসা শুধু আয়-রোজগারের একটি ব্যবস্থার নাম নয়। ব্যবসার সাথে যেমনিভাবে মানুষের জীবন-জীবিকার সম্পর্ক, অনুরূপভাবে সামাজিক, মানবিক ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে সম্পর্ক রয়েছে।

ক্রেতাদের ঋণ পরিশোধে অবকাশ প্রদান কিংবা ঋণ মওকুফ করা

ব্যবসায়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি কোন দেনাদার বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কষ্টে নিপতিত হয় তাহলে তাকে ঋণ পরিশোধে অবকাশ প্রদান করা কিংবা সম্ভব হলে মওকুফ করে দিতে ঋণদাতাকে ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।[২৫২] এটা ব্যবসায়ে বারাকাহ্ বা কল্যাণ লাভের কারণ হবে। মহানবী (স.) দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উপকারী ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে উৎসাহিত করেননি।[২৫৩] ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান কিংবা পাওনা ছেড়ে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ "যদি সে (ঋণগ্রহীতা) অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে

---

[২৪৯] ড. মারওয়ান ইব্রাহীম আল-কায়সি, অনুবাদ শেখ এনামুল হক, *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১১৫

[২৫০] আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৮ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি. পৃ. ২০

[২৫১] আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল্-কায্ভীনী, *সুনান্ ইব্ন মাজাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল 'আলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৫২

[২৫২] আবু মালিক কামাল ইব্নুস্ সায়্যিদ সালিম, *সহীহ্ ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

[২৫৩] আবুল হাসান 'আলী ইব্ন খাল্ফ ইব্ন "আব্দুল মালিক ইব্ন বাত্তাল, *শরহে সহীহ্ আল্-বুখারী লি-ইব্ন বাত্তাল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

তাকে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিবে, আর তা ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করে থাক"।[২৫৪] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ "জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন"।[২৫৫]

ব্যবসায়ের পণ্য থেকে কিছু দান-সাদাকাহ্ করা

কায়েস ইব্ন আবু গারাযাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِفَفَرِحَ الْقَوْمُ وَاشْرَأَبُّوا إِلَيْهِ، وَكُنَّا نُدْعَى السَّمَاسِرَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَمَّانَا بِالتُّجَّارِ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِصَدَقَةٍ "আমরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। অতঃপর বললেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তখন সকলে আনন্দিত হল এবং ঘাড় উঁচু করে তাঁর দিকে তাকাল। আর আমাদেরকে ইতঃপূর্বে দালাল ডাকা হতো। অতঃপর তিনিই আমাদের সর্বপ্রথম ব্যবসায়ী বলে নামকরণ করলেন এবং বললেন, ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় শয়তান ও পাপ এসে উপস্থিত হয়। অতএব তোমরা ব্যবসায়ের সাথে সাদাকাহ্ যুক্ত কর"।[২৫৬] হাদীসের মর্মার্থ হলো, যেহেতু বাজারে শয়তান উপস্থিত হয়ে থাকে আর সে মানুষকে পাপের দিকে আহ্বান করে, সেহেতু পাপের উপস্থিতি হয়ে থাকে। কারো মতে, পাপের উপস্থিতি বলতে মিথ্যা শপথ করাকে বুঝানো হয়েছে এবং এ পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাদাকাহ্র নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[২৫৭] ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের মাল ও সম্পদের যাকাত প্রদান এবং ব্যক্তিগত স্বেচ্ছামূলক সাদাকাহ্র মাধ্যমে সমাজের গরীব ও অসহায় মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।[২৫৮]

---

[২৫৪]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৮০

[২৫৫]আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩১

[২৫৬]সুলাইমান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আইয়ুব ইব্ন মুতায়্যির আল্-লাখ্মী আবুল কাসিম আত্-তাবারানী, *আল্-মু'জামুল কাবীর*, ১৮শ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : মাক্তাবাহ্ ইব্ন তাইমিয়া, ২য় প্রকাশ, তা. বি. পৃ. ৩৫৭

[২৫৭]'আব্দুর রহমান ইব্ন আবি বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *কুতুল্ মুগ্তাযী 'আলা জামি'ঈত্ তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, মক্কা মুকার্রামাহ্ : জামি'আহ্ উম্মুল কুরা, ১৪২৪ হি. পৃ. ৩৪৬

[২৫৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

ভোর বেলা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া

ব্যবসায়িক কাজে বা জীবিকা অন্বেষণে ভোরে বের হওয়ার জন্য মহানবী (স.) উৎসাহ প্রদান করেছেন।[২৫৯] সখর আল্-গামিদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا كَانَ يُرْسِلُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُهُ "হে আল্লাহ্! আপনি আমার উম্মাতের সকালসমূহে বারাকাহ্ দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কোন ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলে দিনের প্রথম ভাগেই প্রেরণ করতেন। বর্ণনাকারী সখর (রা.) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর যুবকদের (কর্মচারীদের) ব্যবসায়িক পণ্যসহ দিনের প্রথমভাগে পাঠাতেন, ফলে তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, এমনকি সম্পদ কোথায় রাখবেন তা তিনি জানতেন না।[২৬০] হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পূর্ণ দিনের সাথে দিনের প্রথম ভাগের সম্পর্ক পূর্ণ মাসের সাথে মাসের প্রথম ভাগের সম্পর্ক ও পূর্ণ বছরের সাথে বছরের প্রথম ভাগের সম্পর্কের ন্যায়। প্রথমসমূহের মধ্যে শক্তির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দিন, মাস ও বছরের প্রথম ভাগ উহাদের যৌবনকালের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন। আর শেষ ভাগসমূহ বার্ধক্যের ন্যায়। এ বিষয়টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা গিয়েছে। এটাই আল্লাহ্র হিকমাহ্ বা কর্মকৌশলের চাহিদা।[২৬১] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَلَا تَنَامُوا عَنْ طَلَبِ أَرْزَاقِكُمْ "যখন তোমরা ফজরের সালাত সম্পন্ন করবে তখন তোমাদের জীবিকার অনুসন্ধান না করে ঘুমিয়ে পড়ো না"।[২৬২] অর্থাৎ ফজরের সালাত আদায়ের পর ঘুমাতে নিষেধ করার কারণ হলো, এ উম্মতের সকালসমূহে বারাকাহ্ বা কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বান্দা যে জীবিকা সন্ধান করবে তা তার জন্য কল্যাণকর সময়ের মধ্যে সন্ধান করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।[২৬৩]

---

[২৫৯]আবু মালিক কামাল ইব্নুস্ সায়্যিদ সালিম, *সহীহ্ ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : আল্-মাক্তাবাহ্ আত্-তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৫৩

[২৬০]আবু দাউদ আত্-তায়ালিসী সুলাইমান ইব্ন দাউদ ইব্নুল জারূদ, *মুসনাদ আবি দাউদ আত্-তায়ালিসী*, ২য় খণ্ড, মিসর : দারু হিজ্র, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৫৭৪

[২৬১]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আইয়ুব ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ, *মিফ্তাহু দারিস সা'আদাহ্ ওয়া মান্শুরু বিলায়াতিল্ 'ইলমি ওয়াল ইরাদাহ্*, ৩য় খণ্ড, রিয়াদ : দারু 'ইতা'আতিল 'ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি. পৃ. ১৪৩৩

[২৬২]জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর আস্-সুয়ূতী, *আল্-ফাতহুল কাবীর ফী দাম্মিয্ যিয়াদাহ্ ইলাল্ জামি'ঈস্ সাগীর*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রী. পৃ. ১২১

[২৬৩]ইমাম হাফিয যাইনুদ্দীন 'আব্দুর রঊফ আল্-মানাভী, *আত্-তাইসীর বিশার্হিল জামি'ইস্ সাগীর*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল ইমাম আশ্-শাফিঈ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ১১২

জীবিকা অন্বেষণ ও জীবন যাপনে মধ্যপন্থা অবলম্বন

ব্যবসা কিংবা অন্য কোন পেশার মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও কৃচ্ছ্বতা সাধন থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবিকা অন্বেষণ করা এবং প্রয়োজনের চেয়ে কম অর্জন করা কোনটাই উচিত হবে না।[২৬৪] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সারজিস (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, السَّمْتُ الْحَسَنُ ، وَالتُّؤَدَةُ وَالاِقْتِصَادُ ، جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "উত্তম আচরণ, ধীর-স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ"।[২৬৫] নিশ্চয়ই এগুলো নবীগণের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত, যা ছাড়া নবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ হয় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা; অর্থাৎ কোন বিষয়ে অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি করা এবং কোন বিষয়ে অবহেলা বা শিথিলতা এড়িয়ে চলা।[২৬৬]

বাজারে মহান আল্লাহ্র যিক্র করা

বাজারে প্রবেশের সাথে সাথে আল্লাহ্র যিক্র করা এবং ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল কাজে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখার প্রতি ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর গাফিলতি বা অমনোযোগের স্থানসমূহেও আল্লাহর স্মরণ বেশি করতে নির্দেশ রয়েছে।[২৬৭] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র স্মরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সফলতা লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "আর তোমরা বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার"।[২৬৮] "আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) তাঁর পিতা 'উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ جَامِعٍ يُبَاعُ فِيهِ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "সমষ্টিগত বাজার যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়, সেখানে (প্রবেশ করে) যে ব্যক্তি বলে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সকল ক্ষমতা তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনিই প্রাণ দান করেন ও মৃত্যু দেন,

---

[২৬৪]ড. মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, "আল-কুরআনে মধ্যমপন্থী উম্মত : কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে একটি পর্যালোচনা", সম্পাদক সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল-জুন ২০১৭ পৃ. ১৩

[২৬৫]আবু বকর 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবীদ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন কায়েস ইব্ন আবিদ্ দুনিয়া, *ইস্লাহুল মাল*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুল কুতুব আস্-সাকাফিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ৯৮

[২৬৬]আল্-কাযী নাসিরুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর আল্-বায়যাভী, *তুহ্ফাতুল আব্রার শরহে মাসাবীহিস্ সুন্নাহ্*, ৩য় খণ্ড, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ২৭০

[২৬৭]আবু মালিক কামাল ইব্নুস্ সায়্যিদ সালিম, *সহীহ্ ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

[২৬৮]সূরা আল্-জুমু'আহ্, আয়াত : ১০

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁর হাতেই মঙ্গল এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী', তার জন্য আল্লাহ্ দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, তার দশ লক্ষ পাপ মার্জনা করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন"।[২৬৯] বাজারে ব্যবসা-বণিজ্য, ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যস্ততা মানুষকে মহান আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে বা অমনোযোগী করে। অতঃপর যে ব্যক্তি এ ব্যস্ততার মধ্যে কিংবা কাজের ফাঁকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে তার পুরষ্কার বিশাল আকারে প্রদান করা হবে।[২৭০] ব্যবসায়ীর অন্তরে আল্লাহ্র স্মরণ থাকলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তার অনৈতিক পন্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

৫.৯ ব্যবসায়ীদের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা

সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত নানা সুবিধা ও সহযোগিতার মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। এ সুবিধা ও সহযোগিতার বিনিময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি ব্যবসায়ীর দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য। একজন ব্যবসায়ী রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে সার্বিক সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ব্যবসায় গড়ে তুলতে পারে। এখানে তার শ্রম, মূলধন, মালামাল, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ইত্যাদি এ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবদান। আবার তার উৎপাদিত পণ্য ও সেবা এ সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণই ক্রয় করার মাধ্যমে তার উপকার করে থাকে। তাই একজন ব্যবসায়ীকে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে হবে।[২৭১] নিম্নে ব্যবসায়ীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।

সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতা

সরকার যে কোন সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনিভাবে ব্যবসায়ীদেরও সরকারের প্রতি দায়িত্ব থাকা স্বাভাবিক। সরকার জনগণের কাছ থেকে কর আদায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আয়, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের ব্যবসায় অবকাঠামো গড়ে তোলে এবং ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। এ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের উচিত সরকারের কর ও রাজস্ব সঠিকভাবে পরিশোধ করা,

---

[২৬৯]মুহিউস্ সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল ফাররা আল্-বাগ্‌বী, *মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

[২৭০]মুহাম্মদ ইব্নু 'ইয্যিদ্দীন 'আব্দুল লতীফ ইব্ন 'আব্দুল 'আযীয ইব্ন আমীনুদ্দীন আল্-কির্মানী আল্-হানাফী, *শরহু মাসাবীহিস্ সুন্নাহ্ লিল্ ইমাম আল্-বাগ্‌বী*, ৩য় খণ্ড, কুয়েত : ইদারাতুস্ সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ১৯৭

[২৭১]কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, "ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য", সম্পাদক মুহিউদ্দীন খান, *মাসিক মদীনা*, ৪০ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, রমযান ১৪২৫ হি, নভেম্বর ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৩০; আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*, ঢাকা : আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, ২০১১ খৃ. পৃ. ১৭৩-২০০

রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করা, সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, বেকার সমস্যা সমাধান ও সকল জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারকে সহযোগিতা করা, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কোন ব্যবসা না করা ইত্যাদি।[২৭২] যদি ব্যবসায়ীগণ সরকারকে রাজস্ব ফাঁকি দেয়, আইন-কানুন না মানে এবং সরকারের সাথে অসহযোগিতা করে, তবে সরকার সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। সমাজের যে মানুষগুলো তাকে সহযোগিতা করে, সে যদি ঐ সমাজেই বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তবে ব্যবসায়ী নিজেও এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে না। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে ব্যবসায়ীদের অবশ্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কাজ করতে হবে।[২৭৩]

সহযোগিতার উন্নয়ন

সমাজের মানুষগুলোকে পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করাই ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে ভোক্তা বা ক্রেতার বাইরেও তার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এই সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রতিদান হিসেবে ব্যবসায়ীদের সাধ্যানুযায়ী নানাভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত। একটি পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে সবাই যদি একে অন্যের সহযোগিতা করে তবে তার সৌন্দর্য ও ফলাফল হবে আকর্ষণীয়। ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজ সম্পৃক্ত একটা প্রতিষ্ঠান। সবার সহযোগিতার মধ্য দিয়েই এটি বিকশিত হয়।[২৭৪] ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাতেই দেশের ব্যবসায় খাত এগিয়ে যায়। পারস্পরিক কর্তব্যবোধ ও দায়বদ্ধতাই শুধুমাত্র এরূপ সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যবসায়ের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।[২৭৫]

ব্যবসায়ের সুনাম অক্ষুন্ন রাখা

ব্যবসায়ের সুনাম এমন একটি মূল্যবান সম্পদ যা অদৃশ্য ও অস্পর্শণীয়, কিন্তু এর ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ সুনাম অর্জন ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। যদি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের ব্যাপক বিজ্ঞাপণ প্রচার করে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে এবং বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি তার ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করে, মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের পাওনা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করে তাহলে দেখা যাবে

---

[২৭২] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

[২৭৩] রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[২৭৪] আবুল কাসেম ফজলুল হক, "উন্নতি ও উন্নয়নে রাজনীতির ভূমিকা", সম্পাদক মঈনুল হাসান, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৫ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০০৭ খ্রি. পৃ. ১৯

[২৭৫] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪; মোঃ রফিকুল ইসলাম ও সমীর কুমার শীল, "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আঞ্চলিক বাজার : একটি পর্যালোচনা", সম্পাদক পরিষদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা : ৭৯, ঢাকা : রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০৪, পৃ. ৮৯

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি ঋণ খেলাপি হয়ে আইনী জটিলতায় পড়তে পারে, পণ্যের মান কমে যাওয়ায় বাজার হারাতে হতে পারে, মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা না করলে বাজারে পণ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে সাফল্য পেতে হলে এবং ব্যবসায়ের সুনাম ধরে রাখার জন্য সকল পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ীদের সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।[২৭৬]

ক্রেতা বা ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা

ক্রেতা বা ভোক্তা বলতে গেলে ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ। এই ক্রেতা বা ভোক্তারা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই ভোক্তাদের প্রতি ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বেশি দায়বদ্ধতা রয়েছে। বিভিন্নভাবে এ দায়বদ্ধতা রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। যেমন-পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করা, চাহিদামত পণ্য সামগ্রী অল্প পরিশ্রমে ও সহজ শর্তে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, নতুন পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করে ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি দানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে যে, সে নিজেও সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সে নিজের পরিবার ও সন্তানদের জন্য যেমন কোন ক্ষতিকর পণ্য পছন্দ করে না তেমনি অন্যের জন্যও তার এটাই কাম্য হওয়া উচিত। এটা তার সামাজিক দায়বদ্ধতারই অংশ।[২৭৭]

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা

শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিশ্রমের উপরই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। তাই তাদের সন্তুষ্ট ও কর্মচঞ্চল রাখার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও আর্থিক সুবিধা দান, চাকুরির নিরাপত্তা বিধান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। লিঙ্গভেদে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বৈষম্য না করা, কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক ব্যবহার না করা; কর্মক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য নীতি পরিহার করে চলা; অবৈধ অভিবাসীদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে কমমূল্যে কাজ করতে বাধ্য না করা; কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নমূলক কোন ঘটনা যাতে না ঘটে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি প্রদান করা; কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয় এমন কোন কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা। ব্যবসায়ীরা যদি শ্রমিক-কর্মীদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা প্রদান না করে

---

[২৭৬]মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ, অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্স ব্যুরো, ১৯৯২ খ্রি. পৃ. ২৬-৩০

[২৭৭]রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

তাহলে শ্রমিক-কর্মীদের অসন্তোষ ও আন্দোলনে উৎপাদন ব্যাহত কিংবা বন্ধ হতে পারে।[২৭৮] মহানবী (স.) শ্রমিকদের যথাসময়ে পারিশ্রমিক প্রদানের তাগিদ দিয়েছেন। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "তোমরা ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান কর"।[২৭৯] এখানে দ্রুততার সাথে শ্রমিকের মজুরি প্রদানের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।[২৮০]

বিনিয়োগকারী ও সরবরাহকারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা

অংশীদারি ব্যবসায় বিনিয়োগকারীরা তাদের কষ্টের সঞ্চয়কে লভ্যাংশের বা মুনাফার প্রত্যাশায় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। এছাড়া ব্যবসায়ে যারা মালামাল সরবরাহ করে তারাও যথাসময়ে তাদের পাওনা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে। পাওনাদারের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা, অংশীদারদের ন্যায্য ও উৎসাহব্যঞ্জক লভ্যাংশ প্রদানের চেষ্টা চালানো; ব্যবসায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগকারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিনিয়োগকারী ও সরবরাহকারীদের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা।[২৮১]

ব্যবসায়ীদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব

সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের পরস্পরের প্রতিও দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। ব্যবসায়ীরা এরূপ দায়িত্ব পালন না করলে তাদের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি বৃদ্ধি পায় এবং এতে সকলেরই স্বার্থ বিপন্ন হয়ে থাকে। প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদেরকে সংঘবদ্ধ করে সংঘ বা সমিতি গড়ে তোলা; একের অসুবিধায় অন্যেরা সহযোগিতা করা; অন্যায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক দায়িত্ব।[২৮২]

ব্যবসায়ীদের জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব

সমাজ ও সমাজের মানুষকে ঘিরেই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যবসায়ীদের মধ্যেই বেশি হয়ে থাকে। তাই বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সহায়তা দান ও জাতীয়

---

[২৭৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

[২৭৯]আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইব্‌ন 'আলী আবু বকর আল্-বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল্-কুবরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; আলী ইব্‌ন হুসামুদ্দীন আল্-মুত্তাকী আল্-হিন্দী, *কান্‌যুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আক্ওয়াল ওয়াল আফ্'আল*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ১৪৮৬

[২৮০]'আব্দুল হক ইব্‌ন সাইফুদ্দীন দেহলভী হানাফী, *লুম'আতুত্ তানকীহ্ ফী শরহে মিশ্‌কাতিল মাসাবীহ্*, ৫ম খণ্ড, দামেশ্‌ক : দারুন্ নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি. পৃ. ৬৫২

[২৮১]রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[২৮২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

দুর্যোগের মুহূর্তে জনগণের পাশে দাঁড়ানো; এলাকায় হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও অন্যান্য কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান গঠন; বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবসায়ীদের সাধ্যমত এগিয়ে আসতে হবে।[২৮৩]

পরিবেশ সুরক্ষা করা

মানুষ পরিবেশের অনুগামী। উত্তম পরিবেশ মানুষকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করে। অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশ মানুষকে করে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। এই পরিবেশ বিষয়টির উপর ব্যবসায়িক নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ দূষণে মূখ্য ভূমিকা রাখছে শিল্প কারখানাগুলো। তাদের নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া, নিঃসরিত বর্জ্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। দেশে পানি ও বায়ূ দূষণ সবকিছুই এর মারাত্মক শিকার। তাই নৈতিকতার শিক্ষাই ব্যবসায়ীদের পরিবেশ আইনের অনুসরণে ও উত্তম পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর সহযোগিতা করতে পারে। পরিবেশ দূষণকারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য হাদীসে কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[২৮৪] মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ "তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে। তা হলো : মানুষের অবতরণস্থল, চলাচলের পথ ও ছায়াবিশিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করা"।[২৮৫] হাদীসে উল্লিখিত الْمَلَاعِنَ অর্থ অভিশাপের জায়গা। মানুষের পানির ঘাটে অবতরণের স্থানসমূহে, মানুষের চলাচলের রাস্তাসমূহে এবং মানুষ যে ছায়ার মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে-এমন তিনটি স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হবে।[২৮৬] অনুরূপভাবে হাদীসের শিক্ষানুযায়ী যে কোন উপায়ে পরিবেশ দূষণকারীগণও অভিশপ্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। অতএব পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ব্যবসায়ীদের বিরত থাকতে হবে।

জনগণকে মানসিক প্রশান্তি দান

সমাজের মানুষ তাদের খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা, ক্রয়-বিক্রয়ে তার প্রতি কৃত প্রতারণা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যদি সার্বক্ষণিক দুঃশ্চিন্তায় থাকে, তাহলে তাদের মানসিক প্রশান্তি থাকে না। যখন বাজারে পণ্যে

---

[২৮৩]মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনু: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা*, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ২২-২৮

[২৮৪]রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[২৮৫]আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌নুল আশ'আস আল্-আযাদী আস্-সিজিস্তানী, *সুনান আবি দাউদ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[২৮৬]আবু সুলাইমান হামদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল খাত্তাব আল্-বুস্‌তী আল্-খাত্তাবী, *মা'আলিমুস্ সুনান শরহে সুনান আবি দাউদ*, ১ম খণ্ড, হালব : আল্-মাত্‌বা'আতুল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি. পৃ. ২১

ব্যাপক ভেজাল ও নকল হয় অবলীলায়, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউই মানসিক প্রশান্তিতে থাকতে পারে না। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাই শুধু সে অবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।[২৮৭] আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিজনস্বরূপ, অতঃপর তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় যে তাঁর পরিজনের প্রতি সবচেয়ে বেশী কল্যাণকারী"।[২৮৮] মানুষের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী, বিভিন্ন শিল্পের কারিগর ও কৃষিজীবী। মহান আল্লাহ্‌ বিভিন্ন হক ও ফরয যাকাত এ শ্রেণির লোকদের সম্পদের উপর আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। যাদের ব্যবসা বা শিল্পকর্ম নেই, অন্যান্য সৃষ্টির পাশাপাশি বিশেষত তারাই হল আল্লাহ্‌র পরিজন। কারণ, মহান আল্লাহ্‌ ঐ সকল লোককে তাঁর পরিজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন । তাই তাদের জীবিকার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ব্যবসায়ী ও কারিগরদের উপর। সুতরাং এদের প্রতি কল্যাণকর আচরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হওয়া সম্ভবপর হবে।[২৮৯]

বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করা

ব্যবসা-বাণিজ্য হলো একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। ব্যবসা শুধুমাত্র নিজ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সারা বিশ্বের সাথেই একটি দেশকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়। দেশের ভাবমূর্তি ও সামর্থ্য এই ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যবসা কতটা নীতি-নৈতিকতা মেনে পরিচালিত হচ্ছে তার উপর সমাজের মানুষগুলোর নৈতিকতার মান, জনগণের মন-মানসিকতা, সামাজিক সুস্থতা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় নির্ভর করে। যে কারণে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমাজে অনেক বেশি প্রয়োজন।[২৯০] জাতীয় ভাবমর্যাদা যে কোন জাতির জন্য একটা বড় সম্পদ। ভাল ব্যবসায়ীরা দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু ব্যবসায়ী যদি নৈতিকতাহীন হয়, বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতারণা করে তবে দেশের ভাবমূর্তি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দেশের রপ্তানীকৃত পণ্যে কোন ধরণের প্রতারণা করা হলে দেশের সম্ভাবনাময়

---

[২৮৭] রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

[২৮৮] আবু ইয়া'লা আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌নুল মুসান্না ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ঈসা আত্‌-তামীমী, *মুসনাদে আবি ইয়া'লা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দামেশ্‌ক : দারুল মা'মূন লিত্তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি. পৃ. ৬৫

[২৮৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আতিয়্যাহ্‌ আল্‌-হারিসী আবু তালিব আল্‌-মাক্কী, *কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহ্‌বূব ওয়া ওয়াসফু তারীকিল মুরীদ ইলা মাকামিত্‌ তাওহীদ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্‌, ২য় প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ৭

[২৯০] ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, "নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলামের নির্দেশনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ", সম্পাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, সংখ্যা ১০-১১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশকাল : জুন ২০১৬, পৃ. ১৪-১৫

খাতসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে। ব্যবসায়ে নৈতিকতাই শুধুমাত্র এ ধরণের অবস্থা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে।[২৯১]

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে সুষ্ঠু ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। দেশে কিংবা বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে যখন মন্দাভাব আসে তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। তাই ব্যবসায়ীদের উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করা উচিত এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল উপায় ও উপকরণ অবাধ ও উন্মুক্ত করা।

৫.১০ সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে ব্যবসায়ীদের যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তেমনিভাবে ক্রেতা বা ভোক্তাদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যবসায়ীদের একক প্রচেষ্টা ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও জনবান্ধব বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবসায়ী ও ক্রেতার সমন্বিত, সুসংহত ও সংযত আচরণ একান্ত আবশ্যক। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

একজন ক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অন্যজনের ক্রয়-বিক্রয় না করা

যখন কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মূল্যে বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা বাতিল করার শর্তের ভিত্তিতে একটি পণ্য ক্রয় করে, তখন অন্য ব্যক্তি বিক্রেতাকে আরো ভালো মূল্যে বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলে পণ্যটি ফিরিয়ে নিতে বলে, তাহলে এটি হারাম সাব্যস্ত হবে। মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম করে। এটি হলো, যখন কোন ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করে তখন অন্যজন বিক্রেতাকে বলে, আমি তোমাকে এ দামের চেয়ে আরো ভালো দাম দিব। এ কাজটিও হারাম। তাই মুহ্তাসিব এ ধরণের হারাম কাজ নিষিদ্ধ করবেন। ইসলামী আইনে এ অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসক তা'যীরের আওতায় অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় শাস্তি প্রদান করতে পারেন।[২৯২] আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ "কোন ব্যক্তি যেন তার ভ্রাতার ক্রয়-

---

[২৯১]রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[২৯২]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্‌র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার ভ্রাতার দরদামের উপর দরদাম না করে"।[২৯৩] কোন ক্রেতা পণ্যের দরদাম যাচাই করা অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তির জন্য একই পণ্যের দাম করা বা বলা ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রথম ব্যক্তি দরদাম শেষে পণ্য ক্রয় না করলে তখন অন্য ব্যক্তি দরদাম করতে পারবে।[২৯৪] আল্-কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا "শৃঙ্খলা আসার পরে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না"।[২৯৫] সমাজের মানুষের আয় ও পেশার ভিন্নতার কারণে তাদের চাহিদাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। একজনের দামের উপর অন্যজন দাম বললে পণ্যের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে কিংবা বিক্রেতার মনোযোগ প্রথম ব্যক্তির থেকে সরে যায়। এর মাধ্যমে একজন মুসলিম ভাইয়ের পণ্য ক্রয়ের অধিকার খর্ব করার মাধ্যমে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। ইসলামে বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে।

ক্রেতা কর্তৃক কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ না করা

কোন ক্রেতা বিক্রেতা বা ব্যবসায়ীর আর্থিক ক্ষতি সাধন করার মানসে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের সম্পদের কিছু অংশ জ্ঞাতসারে পাপাচারমূলক পন্থায় ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে সোপর্দ করো না"।[২৯৬] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করার অন্যতম উপায় হলো, বিচারপ্রার্থী হয়ে বিচারকের নিকট এমন কোন অসত্য সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা যাতে বিচারক প্রকাশ্যভাবে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হুক্ম দিয়ে তা বিচারপ্রার্থীর জন্য বৈধ করে দেন। এ ধরণের পন্থা অবলম্বন করে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[২৯৭]

ভোক্তা কর্তৃক কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ বা মামলা করা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৫৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধের শামিল। এ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি, কোন ব্যবসায়ী বা

---

[২৯৩]মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আবু 'আব্দুল্লাহ আল্-কায্‌ভীনী, *সুনান্ ইব্ন মাজাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা.বি. পৃ. ৭৩৪

[২৯৪]তাকী উদ্দীন আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ওহাব ইব্ন দাকীকুল 'ঈদ, *আল্-ইল্‌মাম বিআহাদীসিল আহ্কাম*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল মি'রাজ আদ্-দাওলিয়্যাহ্, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৫০৮

[২৯৫]সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ৫৬

[২৯৬]সূরা আল্-বাকারা, আয়াত : ১৮৮

[২৯৭]আহমাদ ইব্ন 'আলী আর্-রাযী আল্-জাস্‌সাস আবু বকর, *আহ্কামুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি. পৃ. ৩১২

সেবা প্রদানকারীকে হয়রানি বা জনসমক্ষে হেয় করা বা তার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করলে, উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২৯৮] ইসলামী বিধানেও এরূপ অপরাধের জন্য পরকালীন শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। পার্থিব শাস্তি হিসেবেও বিচারক এরূপ অপরাধের জন্য বিক্রেতাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন।

সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ব্যক্তিকে সহজ-সরল ও স্বল্প ব্যয়ের তথা মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করে। একজন মুসলিমের সম্পদ অর্জন, ভোগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযত আচরণ করা একান্ত কাম্য। ভোক্তার বিলাসিতা ইসলামে নিন্দিত বিষয়, যা বাজার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও অস্থির করে তোলে। মহানবী (স.) তাঁর আচরণের মাধ্যমে একজন আদর্শ মুসলিম ভোক্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। সাহাবীগণও তাঁর আদর্শ অনুসরণে স্বল্প ভোগের মানসিকতা পোষণ করতেন এবং সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। তাই ভোক্তার প্রয়োজন পূরণের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয়িত হওয়া একান্তভাবে কাম্য।[২৯৯] একজন মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণে বিলাসিতামুক্ত জীবন যাপন করা। কিয়ামতের দিন বিলাসিতাকারীদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ- وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ- لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ- إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ- وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ "তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যা শীতল ও নয়, আরামদায়কও নয়। ইতঃপূর্বে তারাতো মগ্ন ছিল ভোগ বিলাসে। আর তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে"।[৩০০] সমাজের এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ পণ্য সংকট দেখা দেয়। ফলে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। বিলাসী ব্যক্তিরা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য যে কোন মূল্যে পণ্য কিনতে তৎপর ও উৎসাহী থাকে। এজন্য ইসলাম মানুষকে বিলাসিতা সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। কারণ বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। সাহাবী মু'আজ ইব্‌ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁকে ইয়ামেনে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছিলেন, إِيَّاكَ والتَّنَعُّمَ فإِنَّ عِبادَ الله لَيْسُوا بالمُتَنَعِّمِينَ "তুমি বিলাসিতা থেকে বিরত থাকবে।

---

[২৯৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬৮

[২৯৯] ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

[৩০০] সূরা আল্-ওয়াকিয়াহ্, আয়াত : ৪২-৪৬

কারণ আল্লাহ্‌র বান্দারা বিলাসী নন”।[৩০১] ‘উসমান ইব্‌ন ‘আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الخِصَالِ، بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الخُبْزِ وَالمَاءِ "এ সম্পদগুলো ছাড়া আদম সন্তানের জন্য অন্য কোন সম্পদের অধিকারী হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। তার বসবাসের জন্য একটি বাড়ি, তার দেহ আবৃত করার প্রয়োজনীয় পোশাক এবং আহারের জন্য শুকনো রুটি ও পানি”।[৩০২] জাবির ইব্‌ন ‘আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁকে বলেন, فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ "একটি বিছানা পুরুষের জন্য, একটি তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি অতিথির জন্য এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্য”।[৩০৩] প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত জিনিস গ্রহণ করা হয় প্রদর্শন ও দাম্ভিকতার উদ্দেশ্যে এবং যা কিছু সাজসজ্জার জন্য পরিধান করা হয় তা পার্থিব জীবনের প্রয়োজনের জন্য নয়। অতএব এটি অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় এবং প্রত্যেক নিন্দনীয় বিষয় শয়তানের সাথে সম্পর্কিত।[৩০৪]

অপব্যয় ও অপচয় না করা

ইসলামে অপব্যয় একটি নিন্দনীয় অভ্যাস ও শয়তানের কাজ হিসেবে অভিহিত। কিছু সংখ্যক মানুষের অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে সমাজে ও বাজার ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا- إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا "আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও, আর কোনক্রমেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ”।[৩০৫] যেখানে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা অনুচিত সেখানে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে التبذير বা অপব্যয় বলা হয়। অর্থাৎ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বহির্ভুত কাজে ব্যয় করাই অপব্যয় এবং এটা নিষিদ্ধ কাজ।[৩০৬] অপচয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ "তোমরা আহার কর ও পান কর তবে অপচয় করো না।

[৩০১]আবু ‘আব্দুল্লাহ্ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আসাদ আশ্-শাইবানী, *আয্-যুহ্‌দ*, ৯ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ২৪

[৩০২]আবু ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘ঈসা আত্-তিরমিযী, *সুনানুত্ তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

[৩০৩]আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী আন্-নাইসাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫১

[৩০৪]‘আয়ায ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আয়ায ইব্‌ন ‘ইমরূন আস্-সাব্‌তী আবুল ফয্‌ল, *ইক্‌মালুল মু‘লিম বিফাওয়াইদি মুসলিম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মিসর : দারুল ওয়াফা লিত্তাবা‘আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী‘, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৫৯৭

[৩০৫]সূরা আল্-ইস্‌রা, আয়াত : ২৬-২৭

[৩০৬]জাবির ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আব্দুল কাদির ইব্‌ন জাবির আবু বকর আল্-জাযায়েরী, *আইসারুত তাফাসীর লিকালামিল আলিয়্যিল কাবীর*, ৩য় খণ্ড, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, ৫ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ১৮৮

নিশ্চয় আল্লাহ্ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না"।[৩০৭] 'আমর ইব্ন শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ "তোমরা অপচয় ও অহংকার পরিহার করে আহার কর, সাদাকাহ্ কর এবং পোশাক পরিধান কর"।[৩০৮] যা ব্যয় করা উচিত তার চেয়ে বেশি ব্যয় করাকে الإسراف বা অপচয় বলা হয়। কারো মতে, কোন অসৎ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করাকে অপচয় বলা হয়। হাদীসের অর্থ হলো, তোমরা সকল পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর; অভাবগ্রস্ত, গরীব ও মিসকীনদের দান কর এবং সকল প্রকার বৈধ পোশাক পরিধান কর। তবে শর্ত হলো তা অপচয় ও অহংকারমুক্ত হতে হবে।[৩০৯]

কৃপণতা না করা

কৃপণতা একটি সামাজিক অপরাধ। অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে মানুষের মধ্যে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। ইসলামী পরিভাষায় যা ব্যয় করা ওয়াজিব তা না করাকে কৃপণতা বলা হয়। এ কারণেই কার্পণ্য হারাম এবং এজন্য পবিত্র কুরআনে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যে সব ব্যয় ওয়াজিব বা আবশ্যক নয় সে সব ক্ষেত্রে ব্যয় থেকে বিরত থাকা সাধারণভাবে কার্পণ্য নয়। এ ধরণের কার্পণ্য হারাম না হলেও এটি উত্তম অভ্যাসের পরিপন্থি।[৩১০] কার্পণ্যের কারণেও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটে এবং বাজার ব্যবস্থার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ক্রেতাগণ কৃপণতা করে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় না করলে ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ব্যবসার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ "আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন সে বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তারা যে সম্পদের বিষয়ে কৃপণতা করেছে সে সম্পদ কিয়ামত দিবসে তাদের গলায় বেড়ী হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে"।[৩১১] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا "তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে

---

[৩০৭] সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ৩১

[৩০৮] আবু 'আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন্-নাসায়ী, *আস্-সুনান্ আল্-কুব্রা*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ৬২

[৩০৯] মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আদম ইব্ন মূসা আল্-আসয়ূবী, *যাখীরাতুল 'উক্বা ফী শারহিল মুজ্তাবা*, ২৩শ খণ্ড, রিয়াদ : দারুল মি'রাজ আদ-দাওলিয়্যাহ্ লিন্নাশর, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৬০

[৩১০] ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২১

[৩১১] সূরা আলে-'ইমরান, আয়াত : ১৮০

সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, অতঃপর তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তাদেরকে পাপাচারে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে"।[৩১২]

সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা

অপচয় কিংবা অপব্যয় এবং কার্পণ্যের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বনের জন্য ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতির নেতৃত্বে নিয়োজিত বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ্ এ মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩১৩] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا "তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না (ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করো না) এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না (নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়ে কপর্দকহীন হয়ে পড়ো না)। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে পড়বে"।[৩১৪] এর অর্থ হলো-মানুষের মধ্যে এ পরিমাণ ভারসাম্য থাকতে হবে, যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ না করে, আবার অপব্যয়কারী হয়ে নিজের আর্থিক সামর্থ্য বিনষ্ট করে না ফেলে। উভয় অবস্থাই বাজার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মহান আল্লাহ্ বান্দাদের অর্থ ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا "আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে"।[৩১৫]

মূল্যবান অলংকার ও রেশমী কাপড় পরিধান না করা

"আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ "আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি স্বর্ণ পরিধান করলে এবং তা পরিহিত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের স্বর্ণ হারাম করে দিবেন। যে ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এবং তা পরিহিত অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রেশমী পোশাক হারাম

[৩১২]আবু দাউদ সুলাইমান ইব্নুল আশ্'আস্ ইব্ন ইস্হাক ইব্ন বশীর আস্-সিজিস্তানী, *সুনান আবি দাউদ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : আল-মাক্তাবাহ্ আল-'আসরিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ১৩৩

[৩১৩]ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, "ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থব্যবস্থার দিক নির্দেশনা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", সম্পাদক সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ পৃ. ১১

[৩১৪]সূরা আল্-ইস্রা, আয়াত : ২৯

[৩১৫]সূরা আল্-ফুর্কান, আয়াত : ৬৭

করে দিবেন"।[৩১৬] স্বর্ণালংকার ও রেশমী পোশাক ব্যবহার পুরুষদের জন্য হারাম করার মূল কারণ হলো, তাদেরকে সর্বপ্রকার নৈতিক অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতন থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নৈতিকতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।[৩১৭] স্বর্ণ নগদ সম্পদ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সংরক্ষিত মূলধন আকারে বিবেচিত হয়। পুরুষদের স্বর্ণালংকার, রেশমী পোশাক ও অন্যান্য বিলাসী দ্রব্যের ব্যবহার বাজার ও পণ্যমূল্যের উপর প্রভাব ফেলে।

ছবি ভাস্কর্য ইত্যাদি ক্রয় না করা

মুসলমানদের জন্য প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি ও ক্রয়-বিক্রয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আবু তালহা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ "যে ঘরে কুকুর কিংবা জীবের ছবি রয়েছে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না"।[৩১৮] 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ، فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমার নিকট আসলেন, আমি তখন ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানাচ্ছিলাম। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি পর্দাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন সেই সব লোকের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে যারা মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্র সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরি করে"।[৩১৯] মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি যা আঁকা হয় কিংবা প্রাচীরে খোদাই করে আকৃতি তৈরি করা হয় কিংবা ভাস্কর্য আকারে তৈরি করা হয়, তা হারাম।[৩২০] যারা এসব নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা যাকাত, সাদাকাহ্ ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকতে দেখা যায়। ফলে গরীব-মিসকীনগণ তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যার প্রভাব বাজার ব্যবস্থার উপর পতিত হয়।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণ উপরিউক্ত স্ব স্ব দায়িত্বসমূহ পালনে যত্নবান হলে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন, সমঝোতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাজারের

---

[৩১৬]আবুল হাসান নূরুদ্দীন 'আলী ইব্ন আবু বকর ইব্ন সুলাইমান আল্-হায়সামী, *গায়াতুল মাক্সাদ ফী যাওয়াইদিল মুসনাদ*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ১৮৫

[৩১৭]মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, *আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

[৩১৮]আবু দাঊদ আত্-তায়ালিসী সুলাইমান ইব্ন দাঊদ ইব্নুল জারূদ, *মুসনাদে আবি দাঊদ আত্-তায়ালিসী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫

[৩১৯]ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ আবু ইসহাক আয্-যুহ্রী, *নুস্খাতু ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৯০

[৩২০]আবু সুলাইমান হাম্দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্নুল খাত্তাব আল্-বুস্তী আল্-খাত্তাবী, *মা'আলিমুস্ সুনান*, ৪র্থ খণ্ড, হালব : আল্-মাত্বা'আহ্ আল্-'ইল্মিয়্যাহ্, পৃ. ২০৬

কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণ পরস্পর যখন পরস্পরকে আপন করে নিতে পারবে তখন একে অপরকে প্রতারিত করার কোন সুযোগ থাকবে না। ইসলাম কঠোরতা আরোপ কিংবা শাস্তি প্রদানের চেয়ে অত্যন্ত সহজতর পদ্ধতিতে তথা পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সকল কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এর বিকল্প কিছু চিন্তা করার কোন কারণ নেই।

৫.১১ ইসলামপূর্ব আরবে বাজার ব্যবস্থাপনা

প্রাচীন ‘আরবে বাজারের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে মক্কা এবং মদীনার বাজারগুলোকে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যেখানে ‘আরব উপদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলের বণিকরা তাদের পণ্য বিক্রি ও ব্যবসা করতো। এ বাজারগুলোর উপর তৎকালীন সমাজের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। ইসলামপূর্ব ‘আরবে বাজারের অস্তিত্ব দুইটি রূপে বিদ্যমান ছিল। একটি স্থায়ী শহুরে বাজার এবং অপরটি মৌসুমী বা অস্থায়ী বাজার। যদিও শহুরে বাজারের তথ্য দুষ্প্রাপ্য, অস্থায়ী বাজারগুলো সম্পর্কে ‘আরবী সাহিত্যে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগে ‘আরবে কয়েকটি অস্থায়ী বাজার বিদ্যমান ছিল, যা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট এলাকায় বসতো। এসব বাজারের অনুসরণে ‘আরবরা একস্থান হতে অন্যস্থানে ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তারা ‘আরবের বাইরে ইরাক, সিরিয়া এবং ইথিওপিয়ার বাজারেও গিয়েছিল। তৎকালীন যুগে বাজার ছিল যাযাবরদের জন্য নিজস্ব পণ্য বিক্রি, খাদ্য ক্রয় এবং শহরের অধিবাসীদের সাথে মেলামেশা করার উপযুক্ত স্থান। প্রতিমাসে ‘আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিখ্যাত বাজার বসতো; যেমন-বাহরাইনের ‘সূক[৩২১] হিজর’ (Suq Hijr) রবিউস্ সানী মাসে, বাহরাইনের ‘সূক ওমান’ (Suq Oman) জুমাদাল উলা মাসে, ওমানে ‘সূক সোহার’ (Suq Sohar) রজব মাসের প্রথম দিকে, এডেন উপসাগর (Gulf of Aden) বরাবর ‘সূক আদন’ (Suq Adan) রজব মাসে এবং দক্ষিণ ‘আরবে ‘সূক হাজারমুন’ (Suq Hazarmun) যুল্ কা‘দা মাসে বসত। এ বাজারগুলোর প্রত্যেকটি বিশেষ পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যেমন-‘সূক হিজর’ খেজুরের জন্য এবং ‘সূক আদন’ সুগন্ধি ও মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এ বাজারগুলোর মধ্যে ‘উকায (Okaz) বাজার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে ভূমিকা রাখার কারণে এবং ‘আরবী কবিতার প্রভাবের কারণে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। ‘উকায মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে একটি বড় মাঠে একটি মন্দিরের নিকটে অবস্থিত ছিল। মক্কার নৈকট্য এ বাজারকে জনসমাগম, কেনাকাটার স্থান এবং বিশেষ করে হাজ্জযাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত করেছিল।

---

[৩২১]‘আরবী ‘সূক’ (سُوْقٌ) শব্দের অর্থ বাজার।

ইসলামপূর্ব যুগে গোত্রীয় যুদ্ধে জর্জরিত নিরাপত্তাহীন 'আরব সমাজে বাজারসমূহ সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হতো, যেখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। বাজারের নিয়ম-কানুন অমান্যকারীদের মোকাবিলা করার জন্য প্রতিটি বাজারে প্রহরী নিযুক্ত ছিল।[৩২২] ইসলামপূর্ব যুগে 'আরবদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহ কলুষিত হলেও বাজার ব্যবস্থাপনার দিকটি বেশ প্রশংসনীয় ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

৫.১২ মহানবী (স.)-এর যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবের প্রসিদ্ধ বাজার ছিল 'উকায, মাজান্নাহ্ ও যুল্মাজায প্রভৃতি। ঐ বাজারগুলোতে 'আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসতো; কিন্তু তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারতো না। তাদের কাছ থেকে উচ্চ হারে কর আদায় করা হতো। এতে ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাজার ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত ও পরিকল্পিত কোন পদ্ধতি না থাকলেও মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহানবী (স.) বাজার প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলেন। তিনি মদীনায় এমন একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ব্যবসায়ীদের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে কোন প্রকার খাজনা আদায় করা হতো না।[৩২৩] আবু উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سُوقُكُمْ، فَلَا يُنْتَقَصَنَّ، وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ "রাসূলুল্লাহ্ (স.) আন্-নাবীত নামক বাজারে গেলেন এবং কিছুক্ষণ তা পরিদর্শন করে বলেন, এটা তোমাদের উপযোগী বাজার নয়। অতঃপর তিনি অন্য একটি বাজারে গেলেন এবং তা পরিদর্শন করে বলেন, এটিও তোমাদের উপযোগী নয়। অতঃপর তিনি এ বাজারে (আন্-নাবীত) ফিরে এলেন এবং কিছুক্ষণ পরিদর্শন করে বলেন, এটি তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাজার। এটি সংকুচিত করা হবে না এবং এ বাজারে তোমাদের উপর খাজনা আরোপ করা হবে না"।[৩২৪] আন্-নাবীত একটি স্থানের নাম এবং এখানে কৃষক ও অন্যান্য মানুষের একটি সম্মিলিত বাজার ছিল। মহানবী (স.) এ বাজারের বিভিন্ন দিক ও অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শন করেন এবং এটি মুসলিমদের জন্য অনুপযুক্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর অপর একটি বাজারে এসে অনুরূপভাবে ভিতর-বাহির পরিদর্শন করে এটিও অনুপযুক্ত ঘোষণা করলেন। তারপর তিনি পুনরায় পূর্বের আন্-

---

[৩২২] Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History*, op. cit. pp. 27-28

[৩২৩] সম্পাদনা মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন, *খোলাফায়ে রাশেদীন জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১৩৮

[৩২৪] আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ্ আল্-কায্‌ভীনী, *সুনান ইব্‌ন মাজাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল 'আলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

নাবীত নামক বাজারে ফিরে এসে তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বাজারের অবস্থান, যাতায়াত, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিবেচনা করে এটাকে মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত ঘোষণা করলেন। তিনি বাজারের লোকজনকে আশ্বস্ত করলেন যে, এ বাজারের স্থানকে বাড়ি, বাগান ইত্যাদি তৈরি করে সংকুচিত করা হবে না। অর্থাৎ এ বাজার কখনো বন্ধ করা হবে না বরং তা স্থায়ী হবে। এ বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কেউ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট হারে কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। বাজারে বিক্রেতাদের উপর খাজনা বা কর আরোপের বিষয়টি বাজার প্রশাসনের উপর ন্যস্ত থাকবে।[৩২৫]

মহানবী (স.)-এর যুগে বাজারের অবস্থাদি পরিদর্শন, পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা, মওজুদদারী ও মুনাফাখোরী নিষিদ্ধকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসাধু ও অন্যায় তৎপরতা বন্ধ করা, পণ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, সঠিক ওযন ও মাপ নিশ্চিতকরণ, ভেজাল ও নকল প্রতিরোধ ইত্যাদির তদারক করাই ছিল বাজার প্রশাসনের কাজ। মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে ও নির্দেশক্রমে সুদখোরী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণির উপর শোষণ বন্ধ হয়ে যায়। বাজারসমূহ, বিভিন্ন মেলা, আমদানী, রপ্তানী ইত্যাদি যথানিয়মে চালু ছিল। মহানবী (স.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রশাসনিক ও বিচারিক আদালতের প্রধান হিসেবে নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করতেন এবং বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ক্রেতা-বিক্রেতার আচরণ প্রত্যক্ষ করতেন। বাজারে কোন রকম অন্যায় ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে মহানবী (স.) তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। মহানবী (স.) বাজার ব্যবস্থাপনার নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করে মুসলিম জাতিকে শিক্ষা প্রদান করেছেন।[৩২৬]

মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের পর মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বাজার পরিচালনা শুরু করেন। পরবর্তী মুসলিম শাসন ব্যবস্থাগুলোতে হিস্‌বাহ ভিত্তিক ভ্রাম্যমান আদালতের অসংখ্য প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হিজরতের পর প্রথমদিকে মহানবী (স.) নিজে মদীনার বাজার পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করতেন। দূরবর্তী এলাকাগুলোতে কোন কোন সাহাবীকে বাজার পরিদর্শনের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ প্রদান করতেন। যেমন 'উমর (রা.) ও 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ (রা.)-কে মদীনার বাজার পরিদর্শন ও তদারকির দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। মদীনার বাজারে নারীদের বিষয় তদারক করার জন্য সাম্‌রা বিন্‌তে নুহাইক আল্-আসাদিয়্যাহ্ (রা.)-

---

[৩২৫]মুহাম্মদ আল্-আমীন ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন হাসান আল্-বুস্‌তী, *শরহে সুনান ইব্‌ন মাজাহ্*, ১৩শ খণ্ড, জেদ্দা : দারুল মিনহাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি. পৃ. ১২০-১২১

[৩২৬]ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, *ইসলামে ভোক্তা অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

কে নিয়োগ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর সা'ঈদ ইব্‌নুল 'আস ও 'ইতাব ইব্‌ন উসাইদ (রা.)-কে মক্কার বাজার, 'উসমান ইব্‌নুল 'আস (রা.)-কে তায়েফের বাজার, খালিদ ইব্‌ন সা'ঈদ (রা.)-কে 'উরাইনা নগরীর বাজার এবং 'আলী ও মু'আজ (রা.)-কে ইয়ামেনের বাজারসমূহ পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৩২৭] ইসলামের সোনালী যুগে বাজার পরিদর্শকগণ ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে দক্ষতার সাথে বাজারসমূহ পরিচালনা করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করেন। তখনকার বাজারগুলো সমাজের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হতো।

৫.১৩ খুলাফায়ে রাশিদীনের[৩২৮] (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা

মহানবী (স.)-এর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসকগণও বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাসূল (স.)-এর শিক্ষা অনুসরণ করেছেন।[৩২৯] মহানবী (স.)-এর ইন্তিকালের পর খলিফাগণ হিসবাহ্ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। চার খলিফার শাসনামলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয় এবং এ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। খলীফাগণ বাজার, লোকালয়, মসজিদসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতেন। তাঁরা লাঠি বা চাবুক নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতেন, ব্যবসায়ীদের সব ধরণের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতেন, সতর্ক করতেন এবং প্রতারণাকারী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করতেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে হিসবাহ্ প্রশাসনের কার্যক্রম প্রধানত বাজার তদারকির মধ্যে সীমিত ছিল।[৩৩০]

প্রথম খলিফা আবু বকর (১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) (রা.) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ে নিয়োজিত গভর্ণর ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর যুগে যাঁরা বিভিন্ন বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরাই আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত আমলেও নিযুক্ত ছিলেন। তাই আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে রাসূলুল্লাহ্

---

[৩২৭] মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

[৩২৮] খুলাফায়ে রাশিদীন : খুলাফা শব্দটি 'আরবী 'খলিফা' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ প্রতিনিধি, যে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়, বড় নেতা। রাশিদীন শব্দটি 'আরবী 'রাশিদ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ ন্যায়নিষ্ঠ, সৎপথ প্রাপ্ত। 'খুলাফায়ে রাশিদীন' এর অর্থ 'ন্যায়নিষ্ঠ ও সরলসঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিগণ'। (নাসির সাইয়েদ আহ্‌মাদ ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২ ও ২৫৩) মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবী ত্রিশ বছর যাবৎ ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তাঁদেরকে ইসলামেরইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশিদীন' বলা হয়। উক্ত চারজন খলিফা হলেন : ১. আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.), 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.), 'উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ও 'আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)। (সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস [হিস্ট্রি অফ সারাসিনস]*, শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ অনূদিত মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ১৬-১৭)

[৩২৯] মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই ইব্‌ন 'আব্দুল কবীর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-হাসানী আল্-কাত্তানী, *আত্-তারাতীবুল ইদারিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল আর্‌কাম, ৩য় প্রকাশ, তা. বি. পৃ. ২৪০

[৩৩০] মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

(স.)-এর যুগের মতোই বাজার ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান ছিল।[৩৩১] ‘উমর (রা.) (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর নিজেই মুহ্তাসিবের কার্য সম্পাদন করেন, বাজার পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিয়মিতভাবে বাজারের অবস্থা, হাল-চাল, পণ্য সরবরাহ, পণ্যমূল্যের অবস্থা, পরিমাপ ও ওযনের স্কেলগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং ভেজাল কর্মকাণ্ড, প্রতারণা ইত্যাদির ব্যাপারে তদারক করতেন।[৩৩২] তিনি রাস্তা হতে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ক্ষতিকর বস্তু অপসারণের নির্দেশ দিতেন। আল্-মুসায়্যিব ইব্ন দারিম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমর (রা.)-কে দেখেছি এক ব্যক্তিকে (বাজারের মধ্য দিয়ে) উটের পৃষ্ঠে অতিরিক্ত বোঝা পরিবহনের কারণে প্রহার করতেছিলেন এবং তাকে বলতেছিলেন, حملت جملك ما لا يطيق ‘তুমি তোমার উটের উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়েছ’।[৩৩৩]

বাজারের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত বোঝা পরিবহনের কারণে বাজারের মধ্যে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং বাজারে আগত ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের ক্ষতি কিংবা চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই ‘উমর (রা.) লোকটিকে প্রহার করছিলেন। বর্তমানে এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের ট্রাফিক বিভাগ ও প্রাণীসম্পদ বিভাগ পালন করে থাকে।[৩৩৪] বাজারে রাস্তা দখল করে কিংবা জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এমন স্থানে বা পণ্য আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি হয় এমন জায়গায় কেউ দোকান-পাট তৈরি করলে ‘উমর (রা.) তা উচ্ছেদ করে দিতেন। যিয়াদ ইব্ন ফাইয়্যায (রা.) মদীনাবাসী এক ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السُّوقَ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثَ فِي السُّوقِ، فَكَسَرَهُ ‘উমর (রা.) একদা সওয়ারী অবস্থায় বাজারে প্রবেশ করলেন, অতঃপর সদ্য নির্মিত একটি দোকান দেখতে পেয়ে তা ভেঙ্গে দিলেন’।[৩৩৫]

‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সা‘য়িদাহ্ আল্-হুযালী (রা.) বলেন, رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلم ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتنا “আমি ‘উমর (রা.)-কে দেখেছি বাজারে খাদ্যপণ্যের নিকট (ক্রয়ের জন্য) ভিড় করার কারণে ব্যবসায়ীদের বেত্রাঘাত করতে, যতক্ষণ না তারা গলিসমূহে প্রবেশ করছিল। আর তিনি বলছিলেন, তোমরা বিভিন্ন দিক থেকে

---

[৩৩১]সম্পাদনা মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন, *খোলাফায়ে রাশেদীন জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

[৩৩২]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

[৩৩৩]আবুল ফিদা ইসমা‘ঈল ইব্ন ‘উমর ইব্ন কাসীর আদ্-দিমাশ্কী, *মুসনাদুল ফারুক ‘উমর ইব্নুল খাত্তাব ওয়া আক্ওয়ালুহু ‘আলা আব্ওয়াবিল ‘ইল্ম*, ২য় খণ্ড, আল্-ফাইয়ূম : দারুল ফালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ২৪৮

[৩৩৪]আহ্মাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী, *আল্-হিস্বাহ্ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৩৩৫]আবু বকর ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবি শাইবাহ্ আল্-কুফী, *আল্-কিতাবুল মুসান্নিফ ফিল্ আহাদীসি ওয়াল আসার*, ৪র্থ খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ৪৮৮

আগত আমাদের পথিকদের জন্য ক্রয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না"।[৩৩৬] কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ী খাদ্যপণ্যের নিকট ভিড় করার কারণে সাধারণ ক্রেতাগণ প্রতারিত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। তাই 'উমর (রা.) তাদেরকে প্রহার করেছেন।[৩৩৭] আস্-সুনানুল কুব্রা গ্রন্থে 'উমর (রা.) কর্তৃক বাজারে পণ্যের মূল্য তদারকি সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। হাদীসটি হলো, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبِ بِسُوقِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا فَسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ حُدِّثْتُ بِعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنْ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِك فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْت فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزْمَةٍ مِنِّي وَلَا قَضَاءٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ "কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ 'উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন। একদিন 'উমর (রা.) 'আল্-মুসাল্লা' নামক বাজারে হাতিব ইব্ন আবি বাল্তা'আ (রা.)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর সম্মুখে দু'টি বস্তা ছিল, যার মধ্যে কিসমিস ছিল। উমর (রা.) তাঁকে মূল্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, প্রতি দিরহামে দুই মুদ (এক মুদ=৫১০ গ্রাম প্রায়) দরে বিক্রি করবেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, আমি অবগত হয়েছি যে, তায়েফের একটি কাফেলা এখানে কিসমিস নিয়ে আসবে। তারা তোমার দর অনুসারেই দর দিবে। (এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে) তাই তোমার উচিত হবে, হয়তো তুমি মূল্য আরও বৃদ্ধি করবে অথবা কিসমিসগুলো বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং তোমার যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করবে। এরপর যখন উমর (রা.) চলে গেলেন তখন নিজে বিষয়টি নিয়ে আত্মসমালোচনা করলেন। অতঃপর হাতিবের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বললেন, তোমাকে আমি যা বলেছিলাম তা আমার পক্ষ হতে কোনো আবশ্যিক বিধান নয় এবং কোনো ফয়সালাও নয়। নিশ্চয়ই এটা আমি শহরবাসীর কল্যাণ চিন্তা করে বলেছিলাম। অতএব তুমি যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করো এবং যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো"।[৩৩৮] তিনি বাজারে ভেজাল পণ্য বিক্রি করতে দেখলে তা নষ্ট করে দিতেন। যেমন-পানি মিশ্রিত করে কেউ যদি দুধ বিক্রি করতো, তাহলে তিনি সে দুধ মাটিতে ঢেলে বিনষ্ট করতেন।[৩৩৯]

---

[৩৩৬]'আলী ইবন হুসামুদ্দীন আল্-মুত্তাকী আল্-হিন্দী, *কান্যুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আক্ওয়াল্ ওয়াল আফ'আল্*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৫

[৩৩৭]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মুনী' আল্-বাগ্দাদী, *আত্-তাবাকাতুল কুব্রা*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি. পৃ. ৪৪

[৩৩৮]আহ্মাদ ইব্নুল হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন মূসা আবু বকর আল্-বায়হাকী, *সুনানুল্ বায়হাকী আল্-কুব্রা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্রামাহ্ : মাক্তাবাহ্ দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ২৯

[৩৩৯]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আইয়ুব ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ্, *আত্-তুরুকুল হুক্মিয়্যাহ্ ফিস্-সিয়াসাতিশ্ শার'ঈয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯১

‘উমর ও ‘উসমান (রা.) এর খিলাফত আমলে মজুদদারী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ‘উমর (রা) ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله “আমাদের বাজারে কোন মওজুদদারী চলবে না। যাদের হাতে অতিরিক্ত মুদ্রা রয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্কসমূহ হতে কোন রিয্ক ক্রয় করে আমাদের উপর মওজুদদারী করার ইচ্ছা না করে। তবে যে ব্যক্তি শীত ও গ্রীষ্মে কঠিন পরিশ্রম করে খাদ্যশস্য আমদানী করবে, সে ‘উমরের অতিথিস্বরূপ। আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করুক এবং যেভাবে ইচ্ছা মওজুদ করুক”।[৩৪০] ‘উমর (রা.) সর্বপ্রথম খাদ্য মওজুদকারীদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। উমাইয়া ইব্ন ইয়াযীদ আল্-আসাদী ও মুযায়না গোত্রের জনৈক আযাদকৃত দাস মদীনায় খাদ্যপণ্য মওজুদ করতো। ‘উমর (রা.) তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।[৩৪১]

খিলাফতের প্রথম দিকে ‘উমর (রা.) নিজে বাজার তদারকির দায়িত্ব পালন করেন।[৩৪২] পরবর্তীতে ‘উমর (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় বাজার পরিদর্শক নিয়োগ দেন। তিনি ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উত্বাহ্ (রা.) ও সুলাইমান ইব্ন আবি খাস্মাহ্ (রা.)-কে হিসবাহ্ বিভাগের সামগ্রিক বিষয় অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেন। অপরদিকে শিফা বিন্তে ‘আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে বাজারে মহিলাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.)-কে মদিনার বাজার এবং ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘উকবা (রা.)-কে অন্যান্য বাজারসমূহ তদারকির জন্য নিয়োগ প্রদান করেন।[৩৪৩] তাঁদেরকে পরিমাপ ও ওযনের স্কেলসমূহ পরিদর্শন এবং যা কিছু ক্রয় ও বিক্রয় করা হয় তাতে প্রতারণা বন্ধ করার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।[৩৪৪]

তৃতীয় খলিফা ‘উসমান (রা.) (২৩-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)-এর খিলাফতকালে পূর্ববর্তী খলিফাদের গৃহীত নীতিমালা অনুসরণে বাজারের পরিদর্শকগণ বাজার নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ‘উসমান (রা.) তাঁর লাঠি হাতে নিয়ে বাজার পরিদর্শনে যেতেন এবং লোকদের সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন।[৩৪৫] চতুর্থ খলীফা আলী (রা.) (৩৫-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও ন্যায়ভিত্তিক লেনদেন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজে বাজার

---

[৩৪০]আবু ‘উমর ইউসুফ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আব্দুল বর্ ইব্ন ‘আসিম আন-নামরী আল্-কুরতুবী, *আল্-ইস্তিয্কার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি. পৃ. ৪০৯-৪১০

[৩৪১]আহ্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন ‘উসমান ইব্ন মুহাম্মদ আল্-কাওরানী, *আল্-কাউসার আল্-জারী ইলা রিয়াদি আহাদীসিল বুখারী*, ১০ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল ‘আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ৩৬৯

[৩৪২]আবু ‘উমর ইউসূফ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আব্দুল বর্, *আল্-ইস্তি‘আব ফী মা‘রিফাতিল আস্হাব*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি. পৃ. ৫৭৬

[৩৪৩]মুহাম্মদ ‘আব্দুল হাই ইব্ন ‘আব্দুল কবীর ইব্ন মুহাম্মদ আল্-কাত্তানী, *আত্-তারাতীবুল ইদারিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

[৩৪৪]আহমাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী, *আল্-হিস্বাহ্ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৩৪৫]মানাহিজু জামি‘আতিল মাদীনাহ্ আল্-‘আলামিয়্যাহ, *আল্-হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

পরিদর্শন করতেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা জারি করতেন। তিনি বাজারে হেঁটে যেতেন, ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করতেন এবং বাজারের অবস্থা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতেন। কেউ যদি ইসলামী শরী'আহ্ ও ন্যায়-নীতির লঙ্ঘন করার চেষ্টা করতো, তাহলে তাকে সাথে সাথে উপদেশ প্রদান করতেন এবং সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতেন। তিনি ব্যবসায়ীদের পণ্যে ভেজাল, ব্যবসায়ে অসততা, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি বিষয় থেকে সতর্ক করতেন।[৩৪৬] কুলাইব ইব্ন ওয়ায়েল আল্-আযাদী (রা.) বলেন, رأيت علي بن أبي طالب مر بالقصابين، فقال: يا معشر القصابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منا "আমি 'আলী ইব্ন আবি তালিব (রা.)-কে বাজারের গোশ্ত বিক্রেতাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছি। তখন তিনি বললেন, হে গোশ্ত বিক্রেতাগণ! তোমরা গোশ্তের মধ্যে ফুঁৎকার করবে না। যে গোশ্তে ফুঁৎকার করবে সে আমার দলভুক্ত নয়"।[৩৪৭]

জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْخُلُ السُّوقَ وَبِيَدِهِ الدِّرَّةُ... يَقُولُ: يَا أَيُّهَا التُّجَّارُ، خُذُوا الْحَقَّ وَأَعْطُوا الْحَقَّ تَسْلَمُوا، لا تَرُدُّوا قَلِيلَ الرِّبْحِ فَتُحْرَمُوا كَثِيرَهُ "আলী (রা.) হাতে বেত নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতেন এবং বলতেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তোমরা যা সঠিক তা গ্রহণ কর এবং যা সঠিক তা প্রদান কর, তাহলে তোমরা নিরাপদ থাকবে। তোমরা অল্প পরিমাণ মুনাফা ফিরিয়ে দিও না, তাহলে তোমরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবে"।[৩৪৮]

আবু ইসহাক আস্-সাবী'ঈ (রা.) বলেন, كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ إِلَى السُّوقِ، فَيَقُومُ مَقَامًا لَهُ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ السُّوقِ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي الْحَلِفِ، فَإِنَّ الْحَلِفَ يُزَجِّي السِّلْعَةَ، وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ، التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ، وَأَعْطَاهُ "আলী (রা.) বাজারে আসতেন অতঃপর তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে বাজারের অধিবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা শপথের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, শপথ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেয় এবং বারাকাহ্কে বিনষ্ট করে দেয়। যে ব্যবসায়ী সঠিকভাবে গ্রহণ করে এবং সঠিকভাবে প্রদান করে সে ব্যতীত অপর ব্যবসায়ীগণ পাপিষ্ঠ"।[৩৪৯] তিনি নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করতেন, বাজারের লোকদের তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দিতেন, উত্তমরূপে ব্যবসা করার নির্দেশ দিতেন এবং ওযন ও পরিমাপ পরিপূর্ণরূপে প্রদানের নির্দেশ দিতেন।

---

[৩৪৬] সম্পাদনা মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন, *খোলাফায়ে রাশেদীন জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

[৩৪৭] আলী ইব্ন হুসামুদ্দীন আল্-মুত্তাকী আল্-হিন্দী, কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল *আক্ওয়াল্ ওয়াল আফ্'আল্*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[৩৪৮] জামালুদ্দীন আবুল ফরজ 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আলী আল্-জাওযী, *আল্-মুনতাযিমু ফী তারীখিল উমাম্ ওয়াল মুলুক*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি. পৃ. ৭০

[৩৪৯] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল্-জামি'উল কবীর*, ১৮শ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : আল্-আয্হার আশ্-শরীফ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ৪১৭

মুসলিমদের খলীফা হিসেবে তিনি একাকী বাজার পরিদর্শনে বের হতেন, পথহারাকে পথ দেখিয়ে দিতেন, দুর্বলকে সাহায্য করতেন, পণ্য ও সব্জি বিক্রেতাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন এবং তাদের কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনাতেন।[৩৫০] তিনি পাঠ করতেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ "এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য"।[৩৫১]

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মহান খলীফাগণকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। যেমন-ভণ্ড নবীদের দমন, যাকাত বিরোধীদের দমন, মুনাফিকদের বিভিন্ন চক্রান্ত মোকাবিলা, বিভিন্ন বিভ্রান্ত দল ও মতবাদের প্রতিরোধ, বিজিত অঞ্চলগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে খলীফাগণ অত্যন্ত ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেছেন। এমন ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং যে কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মহানবী (স.)-এর পরে ইসলামের মহান খলীফাগণ ছিলেন ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ। বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসৃত নীতি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ।

৫.১৪ উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা

উমাইয়া যুগে 'আরবে সাধারণভাবে প্রচলিত মৌসুমী বা অস্থায়ী বাজারগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামের আবির্ভাব ও মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিমত্তা অর্জনের পর নতুন নগর কেন্দ্রসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-বাগদাদ, বসরা, কুফা[৩৫২], কায়রাওয়ান[৩৫৩] (Qayrawan) ইত্যাদি। তখন বাজারসমূহকে শহরের একটি স্থায়ী অংশ হিসেবে গণ্য করা হতো। ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে বাজার

---

[৩৫০]মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ, *আল্-হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[৩৫১]সূরা আল্-কাসাস, আয়াত : ৮৩

[৩৫২]বাগদাদ, বসরা ও কুফা : বাগদাদ : এটি দজলা বা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত ইরাকের রাজধানী শহর। এ শহর ৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আব্বাসীয় যুগে এটিকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়। এ শহর প্রতিষ্ঠার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বসরা : বসরা ইরাকের একটি শহর যা কুয়েত ও ইরানের মধ্যবর্তী শাতিল 'আরবে অবস্থিত। এটি ৬৩৬ সালে নির্মিত ইরাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও অর্থনৈতিক রাজধানী। কুফা : ইরাকের রাজধানী বাগদাদ হতে ১৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং নাজাফ থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কুফা নগরী অবস্থিত। ৬২২ হি. হতে পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে এ শহর গড়ে উঠে। এটি ইসলামের চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা.)-এর রাজধানী ছিল। শিয়াদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর। (Henry Field, *Arabs of Central Iraq Their History*, Ethnology and Physical Characters, Chicago : Field Museum of Natural History, 1935, pp. 32-40)

[৩৫৩]কায়রাওয়ান : তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিস থেকে ১১২ মাইল দক্ষিণে এবং সুসা থেকে ৪০ মাইল পশ্চিমে কায়রাওয়ান নগরী অবস্থিত। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে 'উকবা ইব্‌ন নাফি' কায়রাওয়ান শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে শহরে প্রথম একটি মসজিদ, সরকারের প্রাসাদ এবং সৈন্যদের জন্য ঘর তৈরি করেন। এটি মুসলিম আফ্রিকার রাজধানী এবং এখানে মুসলিম গভর্ণরদের বাসভবন ছিল। (Salah Zaimeche, *Al-Qayrawan (Tunisia)*, Manchester : Foundation for Science Technology and Civilization, September, 2004, pp. 2-3)

ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছিল। এ যুগে মুসলিম কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের পর পরই সে সকল অঞ্চলের বাজারসমূহের অবস্থা উন্নত করা হতো। উমাইয়া যুগে আধুনিক তিউনিসিয়ার কায়রাওয়ান থেকে আধুনিক ইরাকের কুফা পর্যন্ত সরকারী রাজস্ব উৎপাদনের জন্য বেশ কিছু শহুরে বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা যে আয় সৃষ্টি করেছিল তা এ সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া আর্থিক সংকট দূর করতে সাহায্য করেছিল। শহরসমূহ সম্প্রসারণ, গ্রাম থেকে বহু লোকের শহরে অভিবাসী হওয়ার কারণে বাজার প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এর একটি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছিল বসরা নগরীর একটি বাজারে। উমাইয়া আমলে বসরা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মেরবাদে (Merbad) এ বাজার নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এটি একটি বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠে এবং এমনকি আরবী সাহিত্যের ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।[৩৫৪] উমাইয়া যুগে বসরা, কুফা, বাগদাদ, কায়রাওয়ান, কর্ডোভা ইত্যাদি রাজ্যের বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনায় কঠোর প্রবিধান প্রচলিত ছিল। বাজারের প্রতিটি পেশার লোকদের জন্য পৃথক নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত ছিল। পরিদর্শকগণ চাবুক বা লাঠি হাতে বর্ম পরিধান করে বাজারে প্রবেশ করতেন। বাজারের পরিদর্শকগণ ব্যবসায়ীদের সততার সাথে ব্যবসা করার পরামর্শ প্রদান করতেন এবং সর্ব প্রকারের প্রতারণা, ভেজাল ও জালিয়াতি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতেন। হালাল-হারাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন এবং অন্যায়ভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিকারীদের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করতেন। পণ্যসামগ্রী ওযন ও পরিমাপে কম-বেশি করা হচ্ছে কিনা এবং বাটখারা ও পরিমাপের পাত্রসমূহ যথাযথ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতেন। মাদক ও নেশা জাতীয় পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা হতো এবং সকল কাজে আল্লাহ্‌র ভয় ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করতেন। যদি কেউ বাজারের এসব আদেশ-নিষেধ অমান্য করতো তাহলে তাদেরকে ইসলামী আইন অনুযায়ী কঠোরভাবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করা হতো।[৩৫৫]

৫.১৫ 'আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা

'আব্বাসীয় শাসনামলে সমাজে ব্যবসায়ীদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রতিটি শহরে একটি ব্যবসায়ী সমিতি বিদ্যমান ছিল, যাতে কোন সরকারী প্রতিনিধি থাকা বাধ্যতামূলক ছিল না। ব্যবসায়ীগণ নিজেরাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতো। ব্যবসায় পণ্যের উপর অতি সামান্য কর ছিল, ফলে ব্যবসায়ীদের কোন অভিযোগ ছিল না। ব্যবসায়ীগণ রাজকীয় কর্মকর্তাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত

---

[৩৫৪] Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History,* op. cit. pp. 28-29

[৩৫৫] Elizabeth Bowen, *The Bazaar and Other Stories*, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2008, pp. 182-83

বিবেচিত হতেন। ব্যবসায়ীদের খলীফাদের দরবারে অবাধে প্রবেশাধিকার ছিল। যে সকল ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে বিক্রি করতেন, শহরের প্রশাসকগণ তাদেরকে অত্যধিক আদর-আপ্যায়ন করে সম্মানিত করতেন। প্রশাসকগণ মনে করতেন, ব্যবসায়ীগণ পণ্য আমদানী করে দেশের বড় উপকার করেছেন। কোন কারণে ব্যবসায়ীর আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি না হলে শাসক বা খলীফা ব্যবসায়ীর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজন না থাকলেও তা ক্রয় করে রাখতেন। কোন শাসকের এলাকায় বাণিজ্যিক কাফেলা লুণ্ঠিত হলে তিনি অযোগ্য ও দায়িত্বহীন শাসক হিসেবে বিবেচিত হতেন। কখনো কোথাও কোন বিদ্রোহী বাহিনী বা ডাকাতদলের উৎপাতের কারণে রাস্তায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে সরকারী সৈন্যদের প্রেরণ করা হতো। কোন ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক সফর থেকে দেশে ফিরে আসলে স্বয়ং খলীফা তাকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার সফর কাহিনী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন এবং বিভিন্নভাবে তাকে সম্মানিত করতেন। কোন কোন খলীফা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের উপর তাদের আনীত পণ্যদ্রব্যের শুল্ক মওকুফ করে দিতেন। খলীফাদের এরূপ ব্যবহারের ফলে ‘আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সর্বপ্রকার শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রতিটি শহর কোন না কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে।[৩৫৬]

প্রতিটি পণ্যের পৃথক পৃথক বাজার প্রতিষ্ঠিত ছিল। শহরের বাজারসমূহে বৈদেশিক পণ্য আমদানী হতো। যেমন-চীন থেকে মাটির বাসন, রেশম ও কস্তুরী; ভারত হতে মশলা, রং ও খনিজদ্রব্য; মালয় দীপপুঞ্জ হতে লাল পাথর ও বস্ত্রসামগ্রী; মধ্য এশিয়ার তুরস্ক থেকে দাস-দাসী; স্ক্যানডিনেভিয়া ও রাশিয়া থেকে মধু, মোম ও শ্বেতাঙ্গ দাস-দাসী; পূর্ব আফ্রিকা হতে হাতীর দাঁত, স্বর্ণ চূর্ণ ও কৃষ্ণাঙ্গ দাস-দাসী ইত্যাদি। চীনা পণ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য বাগদাদে একটি বিশেষ বাজার ছিল। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জল ও স্থলপথে আসতো তাদের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ। মিসর হতে ধান, গম, যব ও বস্ত্র; সিরিয়া থেকে কাঁচ, ধাতব দ্রব্য ও ফলমূল; ‘আরব থেকে কিংখাব (জরির কারুকার্যবিশিষ্ট রেশমী কাপড়), মতি ও অস্ত্র-শস্ত্র; পারস্য থেকে রেশম, আতর ও শাক-সবজি ইত্যাদি আসতো। বাগদাদ ও অন্যান্য রপ্তানী কেন্দ্র হতে ‘আরব বণিকরা কাপড়-চোপড়, অলংকার, ধাতব আয়না, কাঁচের গুটিকা এবং মশলা নিয়ে দূরপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বাণিজ্য করতে চলে যেতো।[৩৫৭]

‘আব্বাসীয় যুগে বিভিন্ন খলীফার শাসনামলে বাজারসমূহে নিয়মিত তদারক করা হতো। ‘আব্বাসীয় শাসনামলে বাজার ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, খলীফা আবু জা‘ফর আল মান্সুর (৭৫৪-

---

[৩৫৬]মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ৫৫২-৫৩

[৩৫৭]ফিলিপ কে. হিট্টি, অনুবাদ : প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা : জ্ঞান বিতরণী, ২য় প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি. পৃ. ৮৭-৮৮

৭৭৫ খ্রি.) বাগদাদের বাজারে আবু যাকারিয়া নামে এক ব্যক্তিকে মুহ্তাসিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সাধারণ জনগণ ও ব্যবসায়ীদের উপর যুল্ম ও নির্যাতন করার অভিযোগে আল মান্সুর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং তার স্থলে নাফে' ইব্ন 'আব্দুর রহমানকে মুহ্তাসিব হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।[৩৫৮] খলীফা মুশ্তার্শিদ (৫১৩-৫২৯ হি.) কাযী আবুল কাসিম যায়নীকে মুহ্তাসিব নিয়োগ করেন। তিনি বাজারের ব্যবসায়ীদের সততার সাথে সুন্দরভাবে ব্যবসা করার পরামর্শ প্রদান করতেন। বাজারের পণ্যদ্রব্যের মূল্যের যথার্থতা যাচাই করে দেখতেন। পণ্যসামগ্রী ওযন ও পরিমাপে কারচুপি, বাটখারা ও পরিমাপক সামগ্রী পরীক্ষা করতেন। খলীফা নাসির উদ্দিন (৫৭৫-৬২২ খ্রি.) কাযী মহিউদ্দিনকে মুহ্তাসিব বা পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি বাজারে ঘোষণা করতেন যে, কেউ যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে, মিথ্যা শপথ করে পণ্য বাজারজাত করে, পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ করে এবং মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দালালী করে তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। এভাবে ব্যবসায়ীদের অন্যায় কাজের জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হতো।[৩৫৯] বাজারের বিধি-বিধান অমান্য করা হলে অপরাধীকে জনসমক্ষে কঠোরভাবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করা হতো। ফলে বাজারের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় ছিল।[৩৬০]

৫.১৬ ফাতেমীয়[৩৬১] শাসনামলে (৯১০-১২৫০ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনা

ফাতেমীয় শাসনামলে উত্তর আফ্রিকার কায়রাওয়ানে অবস্থিত সাবরা মানসুরিয়াতে[৩৬২] বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়েছিল। এটি প্রধান সড়কে অবস্থিত এক বিস্তৃত বাজার সমষ্টি, যা শহরের এক ফটক থেকে অন্য ফটক এবং গ্রেট মসজিদের সীমানা পর্যন্ত পুরো শহর সারি সারি ও পাশাপাশি দোকান বিন্যস্ত ছিল। কায়রোর মার্কেট কেয়ার্টারসমূহ সম্প্রসারণ করা হয়েছিল, যেখানে আটচল্লিশটি বাজার ও চুয়াল্লিশটি পান্থনিবাস বা সরাইখানা ছিল। এটি বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রায় চল্লিশ হেক্টর

---

[৩৫৮]প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, "মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ", সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২১, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, জানুয়ারী-মার্চ ২০১০, পৃ. ৪২

[৩৫৯]প্রাগুক্ত

[৩৬০]আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ আল্-ফাযারী, *সুব্হুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইন্শা*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

[৩৬১]ফাতেমীয় শাসনামল : ফাতেমী খিলাফত ইসলামী খিলাফতগুলোর মধ্যে চতুর্থতম। এ খিলাফত ইসমা'ঈলী শিয়া মতবাদ পোষণ করতো। পূর্বে লোহিত সাগর হতে শুরু করে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা এ খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি তিউনিসিয়াকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে এবং মিসরকে খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। ২৯৬ হি./৯১০ খ্রি. আবু 'আব্দুল্লাহ শিয়ায়ীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১২৫০ খ্রি. এদের পতন ঘটে। (Hamid Haji, *Founding the Fatimid State The Rise of an Early Islamic Empire*, London : I. B. Tauris Publishers, 2006, pp. 4-8)

[৩৬২]সাবরা মানসুরিয়া : এটি তিউনিসিয়ার কায়রাওয়ানের কাছে ইসমাঈলী ইমাম আল-মানসুর বি-নাসরিল্লাহ্ (৯৪৬-৯৫৩ খ্রি.) এবং আল-মু'ঈজ লি-দীনিল্লাহ্র (৯৫৩-৯৭৫ খ্রি.) শাসনামলে ফাতেমীয় খিলাফতের রাজধানী ছিল। ৯৪৬ ও ৯৭২ খিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত সাবরা মানসুরিয়া ছিল একটি প্রাচীর ঘেরা শহর যেখানে বাগান, কৃত্রিম পুল এবং পানির চ্যানেল দ্বারা বেষ্টিত প্রাসাদ রয়েছে। (Jamil M. Abun-Nasr, *A History of the Maghrib in the Islamic Period*, New York : Cambridge University Press, 1st published, 1987, pp. 66-67)

জমিতে স্থাপিত হয়েছিল। অন্যান্য বিশেষায়িত বাজারগুলো কয়েকটি প্রধান সড়ক বরাবর গড়ে উঠেছিল এবং শহর অভিমুখে অগ্রসরমান ছিল, যাতে দৈনিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হতো। স্থানীয় বাজারগুলো বিশেষায়িত ছিল না এবং নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করার প্রবণতা কম ছিল।[৩৬৩] তাদের শাসনামলে আমদানি ও রপ্তানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্যক বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন ও উৎপাদনের সরঞ্জাম ইত্যাদি সবকিছুই বিদ্যমান ছিল। এ সময়ে অত্যন্ত লাভজনক খনিজ সম্পদ হিসেবে লবণ, ন্যাট্রন (এক ধরণের প্রাকৃতিক খনিজ লবণ, যা সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত), পান্না, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি আহরণ করে এর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য রাষ্ট্র একচেটিয়াভাবে রপ্তানি করে প্রচুর আয় করতো। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মুনাফার জন্য প্রধানত শস্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক শাখাটি পরিচালনা করতো। কৌশলগত উদ্দেশ্যে বাজারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করা হতো। যেমন-অস্ত্র তৈরির জন্য লৌহ এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য কাঠ ইত্যাদি। সাধারণভাবে দোকান, কারখানা, হোটেল ইত্যাদি ব্যবসা করতে সরকারী লাইসেন্স গ্রহণ করতে হতো।[৩৬৪]

ফাতেমীয় শাসনামলে ইসলামী নীতিমালা অনুসারে বাজার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। খলীফা হাকীম বি-আমরিল্লাহ্ ফাতেমী (৯৯৬-১০২১ খ্রি.) মিসরের কাযীকে বাজার পরিদর্শন করার নির্দেশ দিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। তিনি আরও লিখেছিলেন, মসজিদের ইমাম ও মুয়ায্যিনগণ যেন স্বেচ্ছায় বাজার পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন। বাজারের মানুষ যেন সালাতের সময় গল্প-গুজব না করে, স্বর্ণ-রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ে যেন কেউ ভেজাল মিশ্রণ না করে এবং গমের আটার সাথে কেউ যেন চাউলের আটা মিশ্রিত না করে। কারণ, এতে ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।[৩৬৫] খলীফা 'আব্দুল্লাহ্ আল্-আদীদ লি-দীনিল্লাহ্ ফাতেমী (১১৬০-১১৭১ খ্রি.) বাজার ব্যবস্থাপনার নীতিমালাস্বরূপ ঘোষণা করেন, কেউ যেন ওযন ও মাপে কম-বেশি না করে এবং কেউ যেন গুদামজাত করে যেন বাজারে খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করে। লেনদেনে হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা ও ভেজাল দেওয়া যাবে না। নেশা জাতীয় কোন দ্রব্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ। বাজারের লোকেরা যেন জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করে। সকল কাজের পূর্বে আল্লাহ্র ভয় ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।[৩৬৬] ফাতেমীয় শাসনামলে বিভিন্ন বাজারে মুহ্তাসিব বা বাজার নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত ছিল এবং তাদের নির্দিষ্ট দপ্তর ছিল। পরিদর্শকগণ সেখানে নিয়মিত বসতেন এবং বাজার তদারক

---

[৩৬৩] Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History,* op. cit. p. 30

[৩৬৪] Michael Brett, *The Fatimid Empire*, London : Edinburgh University Press, 2017, pp. 166-67

[৩৬৫] সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামী আইন ও বিচার*, প্রাগুক্ত

[৩৬৬] প্রাগুক্ত

করতেন, যেন ব্যবসায়ীগণ পণ্যদ্রব্যে কোন ভেজাল দিতে না পারে। তারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতেন এবং সকল ব্যবসায়ীকে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হতো। বাজারে ওযন ও বাটখারা সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য 'দারুল আ'ইয়ান' (دَارُ الْأَعْيَانِ) নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। পরিদর্শক ওযন ও মাপার যন্ত্র পরীক্ষার জন্য ব্যবসায়ীদের ডাকলে তারা উপস্থিত হতে বাধ্য হতো। কেউ ওযনে কারচুপি করলে বা বাজারের প্রবিধান অমান্য করলে বা অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত কিংবা জেল দেওয়া হতো।[৩৬৭]

ফাতেমীয় যুগে ব্যবসার সামঞ্জস্যের কারণে বাজারের দোকানসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান ছিল। বাজারের সমিতিগুলো সাধারণ স্বার্থ, সুবিধা এবং সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন এলাকায় বাজার গঠন করেছিল। খাদ্যশস্য ও মশলার দোকানগুলো একসাথে কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। কম সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো বাজারের পৃথক স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল। যেমন-কামার, স্বর্ণকার, রুটি প্রস্তুতকারী ইত্যাদি ব্যবসায়ী। কিছু ক্ষেত্রে ফল ও সবজির বাজার শহরের বাইরে অবস্থিত ছিল, যেমন আফগানিস্তান ও দামেশ্কের বাজারে এরূপ দেখা গিয়েছে। কিছু ব্যবসায়ী সমিতি (উদাহরণস্বরূপ ইরানের বাজারের স্বর্ণকাররা) গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের কথোপকথন এবং কৌশলগুলো লুকানোর জন্য কতিপয় গোপন পরিভাষা তৈরি করেছি। এসব ক্ষেত্রে জনগণকে প্রতারিত করা হচ্ছে কিনা-তা কঠোরভাবে তদারক করা হতো।[৩৬৮]

এ সময়ে প্রতিটি ব্যবসায়ী সমিতি একটি বড় পরিবারের মত কাজ করেছিল, অল্প বয়স্ক সদস্যদের জন্য বিবাহের অনুষ্ঠান এবং সম্প্রতি মৃতদের জন্য শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। প্রাণবন্ত সংস্কৃতির এ ধরণের বিষয়গুলো পুরো বাজারটিকে শহরের একটি সক্রিয় অংশ এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি সম্ভাব্য ক্ষেত্র করে রেখেছিল। বিভিন্ন সম্পদ ওয়াক্ফের[৩৬৯] মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমিতিগুলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করতো। বাজারসমূহে অবস্থিত স্থানীয় মসজিদসমূহ অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় বা ধর্মীয় 'আলিম বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের শেষকৃত্যের সময় বাজার বন্ধ রাখা হতো। ইরানে বাজারগুলো কুচকাওয়াজ, মিছিল এবং তাজিয়ার মত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে

---

[৩৬৭]আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্দুল কাদির তকীউদ্দীন আল্-মাক্রিযী, *আল্-মাওয়া'ইযু ওয়াল ই'তিবারু বিযিক্রিল খুতাতি ওয়াল আসার*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি. পৃ. ৪৬৩; ফিলিপ কে. হিট্টি, অনুবাদ : জয়ন্ত সিংহ, সেঁজুতি ভট্টাচার্য ও সৌমিত্র সেনগুপ্ত, *আরব জাতির ইতিহাস*, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৭১৫-১৬

[৩৬৮]Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History,* op. cit. p. 57

[৩৬৯]ওয়াক্ফ : এটি 'আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ আবদ্ধ রাখা বা আটক রাখা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় কোন বস্তু নিজের মালিকানায় রেখে বা আল্লাহর মালিকানায় দিয়ে তার উপকারাদি কল্যাণমূলক কাজে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়। (আবুল ফযল মাওলানা 'আব্দুল হাফিয বালয়াভী (রহঃ), *মিসবাহুল লুগাত*, অনুবাদ হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ১০১২; ইমাম আবুল হোসাইন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আহমদ বাগদাদী আল্-কুদূরী, *আল্-মুখতাসারুল কুদূরী*, সম্পাদনা মাওলানা মুহাম্মদ গোলামুন্নবী, ঢাকা : নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ১৯৮)

ব্যবহৃত হতো। এ সময় খোলা জায়গাগুলো অস্থায়ীভাবে আবদ্ধ করা হতো এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের রোদ বা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ছাদযুক্ত করা হতো। ফাতেমীয় শাসনামলে বাজারগুলো ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সর্বসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[৩৭০]

৫.১৭ 'উসমানীয়[৩৭১] (১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.) খিলাফতের যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা

'উসমানীয় যুগে খলীফাগণ তাদের প্রথম রাজধানী বুরসায়[৩৭২] এবং ইস্তাম্বুলের[৩৭৩] মত বড় বড় শহরসমূহে বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসব বাজারে মূলত রেশম ও পশমী পণ্যসামগ্রী আমদানী করা হতো। 'উসমানীয়দের শাসনামলের শেষ দিকে বাজারগুলো শহুরে নকশার অংশ হয়ে উঠে। পান্থনিবাসগুলো হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং এগুলোর মধ্যে শহুরে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এগুলো বাণিজ্যিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রায়ই বিশেষ পণ্যের পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। সাফাভীয়[৩৭৪] রাজাগণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'উসমানীয় শাসকদের মধ্যে পশমী পণ্যের ব্যবসায় পারস্যের ভূমিকা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পান্থনিবাস নির্মাণ ও বাজার স্থাপন এবং তাবরীজ[৩৭৫], ইস্পাহান[৩৭৬], ও কিরমানের[৩৭৭] মতো প্রধান

---

[৩৭০] Dilip Hiro, *Inside Central Asia A Political and Cultural History of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey and Iran*, New York : Overlook Duckworth,Peter Mayer Publishers, Inc., 2009, pp. 63-64

[৩৭১] 'উসমানী খিলাফত : 'উসমানী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা তুর্কী বংশোদ্ভূত 'উসমান ১২৮৮ খ্রি. পিতা আত্-তুগ্রিলের মৃত্যুর পর আনাতোলিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন থেকে শুরু করে ১৯২৪ খ্রি. পর্যন্ত ৩৭ জন খলীফা ৬৩৬ বছর 'উসমানী খিলাফত পরিচালনা করেন। 'উসমানী খলীফাগণ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বেশিরভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। (এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *'উসমানী খিলাফতের ইতিকথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি. পৃ. ৫)

[৩৭২] বুরসা : এটি উত্তর পশ্চিম আনাতোলিয়ায় মারমারা সাগরের উপকূলে অবস্থিত তুরস্কের একটি প্রদেশ। বুরসা শহরটি ১৩২৬ খ্রি. হতে ১৩৬৫ খ্রি. পর্যন্ত উসমানী খিলাফতের যুগে রাজধানী শহর ছিল। (Murat Gul, *Architecture and the Turkish City An Urban History of Istanbul since Ottomans*, New York : I. B. Tauris & Co. Ltd, 2017, pp. 124)

[৩৭৩] ইস্তাম্বুল : এটি তুরস্কের প্রধান শহর ও রাজধানী। তুরস্কের উত্তর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত শহরটি দেশের বৃহত্তম শহর, প্রধান সমুদ্র বন্দর, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কেন্দ্র। প্রাচীনকালে এটি বাইজেন্টিয়াম ও কনস্টান্টিনোপল নামে পরিচিত ছিল। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট এটিতে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন। (ibid, pp. 1-4)

[৩৭৪] সাফাভীয় : সাফাভীয় সাম্রাজ্য ছিল ৭ম শতাব্দীর মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের পরবর্তী অন্যতম বৃহদাকার পারসিক সাম্রাজ্য, যা ১৫০১ হতে ১৭৩৬ খ্রি. পর্যন্ত সাফাভীয় রাজবংশের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। সাফাভীয় রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল সুফীবাদের সফবিয়া তরীকা থেকে। এটি আজারবাইজানের আর্দাবিল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা কুর্দি বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (Andrew J. Newman, *Safavid Iran Rebirth of a Persian Empire*, London : I. B. Tauris & Co Ltd, Paperback edition published in 2009, pp. 2-4)

[৩৭৫] তাবরীজ : তাবরীজ ইরানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর। প্রশাসনিকভাবে এটি ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী শহর। শহরটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় হওয়ায় বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিবারই এ শহরকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। এটি ইরানের বৃহত্তম শিল্পোৎপাদন, বাণিজ্য ও পরিবহন কেন্দ্র। তাবরীজের মিষ্টিদ্রব্য, চকোলেট, শুকনো বাদামসহ ঐতিহ্যবাহী তাবরিজী রান্না সমগ্র ইরানে উৎকৃষ্ট খাবার হিসেবে বিবেচিত। (Edited by W. B. Fisher, *The Cambridge History of Iran*, Cambridge : The Press Syndicate of the University of Cambridge, vol. 1 The Land of Iran, 1968, pp. 9-14)

[৩৭৬] ইস্পাহান : এটি ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ৩৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ইরানের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। কিংবদন্তীতুল্য ইস্পাহানের ইসলামী স্থাপত্য, ছাদ আবৃত সেতু, মসজিদ ও মিনারসমূহের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অদ্যাবধি এ শহরকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। ১০৫০ হতে ১৭২২ খ্রি. পর্যন্ত এ শহরের সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। সাফাভী শাসনামলে ইস্পাহানের পার্ক, পাঠাগার, মসজিদ, স্থাপনাসমূহ ইউরোপীয়দের বিস্মিত করে দেয়। (Ervand Abrahamian, *A History of Modern Iran*, Cambridge : Cambridge University Press, 1st published, 2008, pp. 12-19)

শহরগুলোতে বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিল। যেমন-বন্দর আব্বাস আন্তর্জাতিক আমদানি ও রপ্তানির জন্য গতিশীল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।[৩৭৮]

‘উসমানীয় খিলাফতের সময় আল্-হিসবাহ্ বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এ সময় সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে গঠিত একটি কমিটি হিসবাহ্ বিভাগ তদারক করতো। এ সময়ে হিসবাহ্ বিভাগের মাধ্যমে বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরিদর্শকগণ ব্যবসায়ীদের সৎ ও ন্যায়ানুগ হওয়ার পরামর্শ প্রদান করতেন। এ সময়ে ভেজাল ও প্রতারণা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাজার তদারক করা হতো। ভালো মাল দেখিয়ে মন্দ মাল বিক্রি করলে পরিদর্শক সেখানে হস্তক্ষেপ করে তা বন্ধ করে দিতেন। বাজারের বিধি-নিষেধ অমান্যকারীদের অপরাধের ধরণ ও মাত্রা বিবেচনায় বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হতো।[৩৭৯]

‘উসমানীয় খিলাফত আমলে সরকার ও বাজারের ব্যবসায়ীগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বাজারে ব্যবসার বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা নিরসনের জন্য বিশেষ ধরণের সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই বাজারের সমস্ত খুচরা বিক্রেতাদেরকে তাদের পণ্য অনুযায়ী আলাদা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। একই ধরণের ব্যবসা বা শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটিগুলোকে ‘আসনাফ’ বা ‘গিল্ড’[৩৮০] (Guild) অর্থাৎ বণিকসমিতি বলা হতো। যেমন-তামার কারিগর, স্বর্ণকার, কর্মকার, জুতা প্রস্তুতকারক, রঞ্জক প্রভৃতি বণিকদল। বিভিন্ন শিল্পের কারিগর ও ব্যবসায়ীদের পেশাগত স্বার্থ সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ বণিকসমিতি প্রথার বিকাশ ঘটে। এ প্রথা ইউরোপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাধারণভাবে বাজারে প্রতিটি ব্যবসায়ী গ্রুপের নিজস্ব জায়গা ছিল। প্রত্যেক গ্রুপের এমন একটি চর্চা ছিল যা গ্রাহকদের সর্বোচ্চ মান ও সর্বোত্তম মূল্যের পণ্য ও সেবাসমূহ সনাক্ত করা সহজ করেছিল। বণিকসমিতি কর্তৃক সংগঠিত হওয়া গ্রাহক ও সমিতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং পারস্পরিক কার্যক্রমকে সমর্থন প্রদান করতো। এ বণিকসমিতি বিশেষ উপলক্ষ্যে সরকারের সাথে ব্যবসায়ীদের আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যরা একজন নতুন সদস্যকে

---

[৩৭৭]কিরমান : কিরমান ইরানের একটি প্রদেশ। প্রদেশটি মূলত পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথম সাসানীয় রাজা আরদাশির (২২৪-২৪২ খ্রি.) দ্বারা বিজিত হয়েছিল। প্রদেশটি বেশিরভাগ রাজপরিবারের রাজকুমারদের দ্বারা শাসিত হতো, যারা ‘কিরমানশাহ্’ বা কিরমানের রাজা উপাধি ধারণ করতো। (Edited by W. B. Fisher, *The Cambridge History of Iran*, op. cit, pp.16-24)

[৩৭৮]Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History,* op. cit. pp. 30-31

[৩৭৯]মানাহিজু জামি‘আতিল মাদীনাহ্ আল্-‘আলামিয়্যাহ্, *আল্-হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৩৮০]গিল্ড (Guild) : গিল্ডকে ফার্সী ভাষায় আসনাফ (أَصْنَافٌ) বলা হয়। এর একবচন (صِنْفٌ)। আরবদেশগুলোতে আসনাফ, নাকাবাত (نَقَبَةٌ) বা তাওয়াইফ (طَوَائِفُ) বলা হয় এবং তুর্কী ভাষায় Loncalar বলা হয়। এর বাংলা অর্থ হলো, ব্যবসায়ীদল, The Guilds were also Islamic associations and trade unions. অর্থাৎ গিল্ডগুলো ছিল ইসলামী সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন। (Gharipour, op. cit. p. 33)

তার ব্যবসায় সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে দিত। সমিতির সদস্যদের কিছু মৌলিক নিয়ম ও প্রবিধান অনুসরণ করতে হতো, যা প্রতিটি বণিকসমিতির মধ্যকার সুষম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসার উন্নতি সাধন করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল।[৩৮১]

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সাধারণত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজার সংগঠিত করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতো। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বাজারগুলো তাদের স্থানীয় পণ্য বা হস্তশিল্পের উপর নির্ভর করতো। তখন অনেক ইউরোপীয় বণিক চীন থেকে কাপড় ও রেশম আমদানি করে এ বাজারগুলোতে বিক্রি করতো। 'উসমানীয় আমলে মক্কা ও অন্যান্য মুসলিম পবিত্র স্থানগুলোতে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ ইত্যাদি পালনের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের রুট হিসেবে দামেশ্কের বাজারগুলো বর্ধিত বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ সময় ইয়াজ্দ বা তাব্রীজের মতো মরু অঞ্চলের বাজারগুলো সক্রিয়ভাবে রেশম আমদানির রুটসমূহের জংশন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। অনুরূপভাবে দিল্লী, ইস্তাম্বুল ও বুশেহরের ন্যায় বন্দরসমূহ নদী ও সমুদ্র বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। শহুরে বাজার হলেও এগুলো বিভিন্ন পণ্যের বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতো এবং প্রতিটি বাজারের একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি ছিল। যেমন 'উসমানীয় বাজার বুরসা পশমী পণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। মূলত বাজারগুলো শহুরে অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল। মরক্কোসহ আরও কিছু এলাকায় ব্যবসায়ীদের বাজারের বাইরে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ব্যবসায়িক মানদণ্ডের উপর ব্যবসার স্তর নির্ভর করতো। দোকানদারগণ বেশিরভাগই বাজারে ব্যবসা করতেন এবং পাইকারী ব্যবসায়ীরা দূর-দূরান্তের বাণিজ্যের ঝুঁকি গ্রহণ করতেন।[৩৮২]

বণিকসমিতির সংখ্যা ব্যবসার নির্দিষ্টতা ও আয়তন উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। বিখ্যাত কবি ও ভ্রমণকারী নাসির খসরু[৩৮৩] (মৃ. ১০৭০ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন, একাদশ শতাব্দীতে ইস্ফাহানের পার্শ্ববর্তী কৌতরাজ (Koutaraz) নামক বাজারে পঞ্চাশটিরও বেশি পান্থনিবাস এবং দুই শতাধিক ব্যাংকার ছিল। দশম শতাব্দীতে ইস্ফাহান সফরকারী মুসলিম গবেষক ইব্ন ইখ্ভা উল্লেখ করেছেন, তখনকার ইস্ফাহানের একটি বাজারে সাতাত্তরটি বণিক সমিতি ছিল। এ হিসাবসমূহ মধ্যযুগে ইস্ফাহানের বাজারের বিশালতা ও বাণিজ্যের বিকশিত প্রকৃতি প্রদর্শন করে। 'উসমানীয় আমলে শুধু দামেশ্কেই

---

[৩৮১] Ibid

[৩৮২] Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History*, op. cit, pp. 34-35

[৩৮৩] নাসির খসরু : তাঁর পূর্ণ নাম আবু মঈন হামিদুদ্দীন নাসির ইব্ন খসরু আল্-কুবাদিয়ানী (১০০৪-১০০৭ খ্রি.)। তিনি নাসির খসরু নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ফার্সি কবি, দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ইসমা'ঈলী শিয়া পণ্ডিত, পর্যটক এবং ফার্সি সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত লেখক। তিনি পবিত্র কুরআনের হাফিয ছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত ব্যবহার করতেন। (W. Ivanow, *Nasir-I Khusraw and Ismailism*, Holland : E. J. Brill, 1948, pp. 6-10)

ষাটটি বণিক সমিতি কার্যকর ছিল। এ ধরণের একটি বণিক সমিতির সদস্য হতে হলে একটি নৈপূণ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হতো। বাজার কমিটির সদস্য হওয়ার সাথে সাথে তার উপর ব্যাপক দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি আরোপিত হতো। কমিটির চেয়ারম্যান পণ্যের মান পরীক্ষা করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকতেন। এটি ঐ সকল গ্রাহকদের সমর্থন লাভ করতো, যাদের পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে অভিযোগ ছিল। বাজারের বিভিন্ন অংশের শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাজার সংগঠনকে স্থিতিশীল রাখা, এমনকি পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োগ করে বা বাজারের দোকানদারদের নিজ নিজ উদ্যোগে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্ব ছিল। সমিতিগুলো সরকারের কর সংগ্রহের কাজও করতো। যেমন-মিশরে শায়খ বা সমিতির প্রধানকে সমিতির সদস্যদের কাজকর্ম ও কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ করা হয়েছিল। সমিতিগুলো সাধারণত পূণ্যের উদ্দেশ্য ছাড়াও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভের জন্য স্থানীয় মসজিদগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতো। সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য সাধারণত নির্দিষ্ট ধর্মের কোন শর্তারোপ করা হতো না। একই সমিতিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ী ও শিল্পের কারিগররা কাজ করতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বণিক সমিতিগুলো তাদের অনমনীয় মনোভাব এবং ইউরোপীয় তৈরি পণ্যের ব্যাপক আমদানির ফলে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। এর ফলে স্থানীয় শিল্পগুলোও হ্রাস পায়। এ সময়ে বাজারের গ্রাহক এবং বিক্রেতাদের মধ্যে পরস্পর সুসম্পর্ক ছিল, যা ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দোকান যেমন একটি পরিবারের প্রজন্ম পরম্পরায় মালিকানাধীন ছিল, তেমনি গ্রাহকরা সাধারণত প্রজন্ম পরম্পরায় একই দোকান থেকে কেনাকাটা করতেন। তবে অধিকতর সস্তা বা ভাল মানের পণ্য প্রাপ্তির জন্য ভোক্তাদের অন্য দোকানে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিল না। সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তির উপর অনেক দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি আরোপিত হতো। বাজার কমিটির চেয়ারম্যানরা খুব একটা বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না, কারণ এতে তাদের কর্তৃপক্ষের সমর্থন এবং জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর আশংকা থাকতো। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তেহরানের গভর্ণর 'আইন আল-দৌলা' (Ayn-al-Dawla) বাজারের দুই জন বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে অতিরিক্ত মূল্য দাবী ও চিনি মওজুদ করার জন্য শারীরিকভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন। এ ঘটনাটি তেহরানের বাজারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৩৮৪]

সাধারণত বাজার কমিটির সদস্যদের শ্রেণীবিন্যাস তাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে হতো। ইস্পাহানের বাজারসমূহের প্রতিটি কমিটির চেয়ারম্যান বাজারের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতো।

[৩৮৪] Arang Keshavarzian, *Bazaar and State in Iran The Politics of the Tehran Marketplace*, New York : Cambridge University Press, 2007, p. 235; Elizabeth Bowen, *The Bazaar and Other Stories*, op. cit. pp. 182-83

মেসোপটেমিয়ার বাজারগুলোতে 'মুহ্তাসিব' বা পরিদর্শকদের উপর বাজারের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল। মুহ্তাসিব ছাড়াও উত্তর আফ্রিকার বাজারসমূহ 'কাযী' ও 'হাকীম' (Qadis and Hakims) নামক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ইস্তাম্বুলের বাজারে বিভিন্ন বিভাগে প্রবেশাধিকার বাজারের চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো, যিনি সরকারী মূল্য ও গুণমান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। মুহ্তাসিবগণ বিক্রেতাদের সৎ ও ন্যায়ানুগ হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এবং প্রতারণা ও পণ্যের গুণমান সম্পর্কে গ্রাহকদের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য বাজারে ঘোরাফেরা করতেন। মুহ্তাসিব বাজারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কোলাহল, ভিড়, এমনকি পশুর চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করতেন।[৩৮৫]

বেশ কয়েকটি কারণে বাজারের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। বিশেষ করে ক্রেতাদের পণ্যের প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিতে এ বিভক্তি নির্ধারিত হতো। যেমন ইস্পাহানে 'নাগশ-ই-জাহান স্কয়ার' (Naghsh-e Jahan Square)-এ শিল্পীদের দোকান ছিল, কারণ বিপুল সংখ্যক পর্যটক সেখানে কেনাকাটা করতে পছন্দ করতো। এছাড়াও নিরাপত্তা একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত ছিল। এ কারণে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে স্বর্ণকারদের এলাকা কৌশলগতভাবে শহরের কেন্দ্রস্থলে জামে' মসজিদের কাছে অবস্থিত ছিল। অপরদিকে মুদি দোকানগুলো শহরের কেন্দ্রস্থলের বাইরে আবাসিক এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। দামেশ্‌কেও একই প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে শুক্রবার মসজিদের কাছে বিলাসবহুল পণ্য বিক্রি করা হতো এবং শহরের দেয়ালের বাইরে ব্যস্ততম বাজারগুলো নির্ধারিত ছিল।[৩৮৬]

বাজারে ব্যবসার সামঞ্জস্য রক্ষা করা অপর একটি প্রভাবশালী কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। একই ধরণের পণ্যের ব্যবসায়ীগণ এক এক এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল, তবে কসাই ও রুটি প্রস্তুতকারকের মতো কিছু দোকান শহরের মধ্যে এবং শহরের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবাসিক এলাকার আশেপাশে কিছু নিত্যপণ্য ও বিশেষ পণ্যের বাজার গড়ে উঠেছিল। আফগানিস্তান ও দামেশ্‌কে কোন কোন ক্ষেত্রে ফল ও সবজির বাজার এবং উৎপাদনকারী জেলাগুলো শহরের বাইরে অবস্থিত ছিল।[৩৮৭]

---

[৩৮৫] Gharipour, op. cit, pp. 37-38

[৩৮৬] Arang Keshsvarzian, *Bazaar and State in Iran The Politics of the Tehran Marketplace*, op. cit, p. 56

[৩৮৭] Gharipour, op. cit. p. 39

৫.১৮ ভারতীয় উপমহাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনা

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর[৩৮৮] (মৃত্যু-১২০৬ খৃ.) নদীয়া বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত (১২০৪ খৃ.) পূর্ব দিকের পথ ধরে ইসলাম প্রচারকের দল যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের সত্যবাণী ভারতীয় উপমহাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে থাকেন। দশম শতাব্দীতে 'আরব ব্যবসায়ী, মুসলিম মনীষী ও 'উলামা-মাশায়েখ কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়।[৩৮৯] ইসলামের আগমনের ফলে এ উপমহাদেশের নগরকেন্দ্র এবং উন্মুক্ত স্থানসমূহের (public spaces) বিশেষ করে বাজারসমূহের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। পান্থনিবাস (caravanserai), হোটেল এবং বাজার কাঠামোসমূহ দ্রুততার সাথে শহরের দুর্গের বাইরে গড়ে উঠতে শুরু করে। কার্যত শহরের ফটকের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে (no-man's land) বাণিজ্যিক লেনদেন চলছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুঘলদের আগমনের ফলে মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে এ প্রবণতার পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন শহরগুলো তখন তাদের কাঠামোর মধ্যে বাজারসমূহকে একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে। তৎকালীন কিছুসংখ্যক আচ্ছাদিত বাজার চারটি মোগল রাজধানী তথা আগ্রা[৩৯০], শাহজাহানাবাদ[৩৯১], ফতেহপুর সিক্রি[৩৯২] এবং বুরহানপুরের[৩৯৩] নগর কাঠামোর মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত মহাসগরের উপকূলীয় ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে

---

[৩৮৮]ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী : তিনি ছিলেন বাংলার মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতিগতভাবে তুর্কী এবং পেশায় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিলেন। তিনি আফগানিস্তানের গরমশির এলাকার অধিবাসী ছিলেন। দারিদ্র্যের পীড়নে স্বদেশ ত্যাগ করে তিনি ভাগ্যান্বেষণে বের হন। খাট, লম্বা হাত ও কুৎসিত চেহারার অধিকারী বখতিয়ার খলজী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সৈনিকের চাকুরী লাভে ব্যর্থ হয়ে অযোধ্যায় গমন করেন। সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিন তাঁকে 'ভাগবত' ও 'ভিউলী' নামক দুইটি পরগণার জায়গীর প্রদান করেন। বখতিয়ার খলজী অল্পসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য আক্রমণ ও লুন্ঠন করতে থাকেন। তিনি ১২০৪ খৃস্টাব্দে মাত্র আঠার জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তৎকালীন বাংলার রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করেন এবং সহজেই তা জয় করেন। (আসকার ইবনে শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৬২-৬৫; Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and The Bengal Frontier 1204-1760,* New Delhi : Oxford India Paperbacks, 1997, p. 33.)

[৩৮৯]Muhammad Nurul Hoque, *Arab Relations With Bangladesh,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1st Edition, 2001. pp. 237-38; ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৯৪

[৩৯০]আগ্রা : ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহর। শহরটি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) ১৫৬৬ খ্রি. আগ্রা শহর প্রতিষ্ঠা করেন। আগ্রা একটি রেলওয়ে জংশন, বাণিজ্যিক ও শিল্পকেন্দ্র। এখানে বিখ্যাত তাজমহল অবস্থিত। (Hermann Kulke and Dietmar Rothermund, *A History of India*, 4th edition, New York : Routledge Tylor & Francis Group, 2004, p. 10)

[৩৯১]শাহজাহানাবাদ : মুঘল সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) মুঘল সাম্রাজ্যের সপ্তম শহর হিসেবে শাহজাহানাবাদ তথা বর্তমান দিল্লি শহরটি নির্মাণ করেন। সম্রাটের নামে এ শহরের নামকরণ করা হয়েছিল। ১৬৩৮ খ্রি. পর্যন্ত এটি মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৯২৭ সালে এর নাম 'দিল্লি' করা হয়। (Ibid, pp. 158-160)

[৩৯২]ফতেহপুর সিক্রি : এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রা থেকে ৩৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলী একটি শহর। ফতেহপুর সিক্রি সম্পূর্ণই পাথুরে জায়গা। এর দুর্গ ও প্রাসাদগুলো রক্তবর্ণের বেলে পাথরের তৈরি। ১৫৭১ খ্রি. হতে ১৫৮৫ খ্রি. পর্যন্ত সম্রাট আকবর শহরটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন। (General Editor Gordon Johnson, *The New Cambridge History of India*, New York : Cambridge University Press, 1st published, 1992, p. 337)

[৩৯৩]বুরহানপুর : ভারতের মধ্যপ্রদেশের একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি তপতী নদীর উত্তর তীরে এবং মুম্বাই শহরের ৫১২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এটি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, কৃষি যন্ত্রপাতি, তুলা ও তেলের কারখানার জন্য বিখ্যাত। (Ibid, p. 172)

বাজারগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছিল। ভারতের মুম্বাই[৩৯৪], আধুনিক ওমানের মাস্কাট[৩৯৫], আধুনিক ইয়েমেনের এডেন[৩৯৬] এবং আধুনিক ইরানের সিরাফের[৩৯৭] (Siraf) মত ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী বন্দরগুলো থেকে ক্রমবর্ধমান সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজারের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে বন্দর 'আব্বাস[৩৯৮] এবং বুশেহরের[৩৯৯] (Bandar Abbas and Bushehr) ন্যায় পারস্য উপসাগরীয় বন্দরগুলোতে সামুদ্রিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজারগুলো ভারত, ইরাক এবং ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত পণ্য এবং জাহাজ শিল্পের জন্য উৎপাদিত পণ্যের প্রধান আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এ বন্দরসমূহের গুরুত্ব ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।[৪০০]

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকরাও 'আল্-হিসবাহ্' বিভাগ চালু করেন। তাঁরা জনসাধারণকে সব ধরণের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।[৪০১] দিল্লীর মুসলিম সুলতানদের শাসনামলে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণে বাজার ব্যবস্থাপনা বা বাজার তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করা হতো। প্রতিটি বাজারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুলতান নিজে মুহ্তাসিব বা নিয়ন্ত্রক বা পরিদর্শক নিয়োগ দিতেন। কোন কোন শাসকের আমলে বাজার পরিদর্শক বা বাজারের প্রধানকে 'আমীর-ই-বাজুরগান' বলা হতো।[৪০২] দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কার্যকর ভূমিকা রাখেন আলাউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ খিল্জী[৪০৩] (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.)। তিনি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগে

---

[৩৯৪]মুম্বাই : এর পূর্ববর্তী নাম ছিল বোম্বাই বা বম্বে। এটি ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী। মুম্বাই ভারতের জনবহুল শহরগুলোর অন্যতম। ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত মুম্বাই একটি সমুদ্র বন্দর। ১৯৬০ সালে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের ফলে নতুন রাজ্য মহারাষ্ট্র গঠিত হলে বোম্বাইকে এ রাজ্যের রাজধানী করা হয়। ১৯৯৫ সালে রাজধানীর নাম পরিবর্তন করে মুম্বাই রাখা হয়। (Ibid, p. 335)

[৩৯৫]মাস্কাট : ওমানের বন্দর রাজধানী ও প্রধান শহর মাস্কাট পাহাড় ও মরুভূমি বেষ্টিত ওমান উপসাগরে অবস্থিত। ঐতিহাসিকভাবে মাস্কাট পার্সিয়ান, পর্তুগীজ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি কর্তৃক শাসিত হয়েছে। গল্ফ সাগরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী হওয়ায় এটি বিদেশী ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। (Jeremy Jones and Nicholas Ridout, *A History of Modern Oman*, New York : Cambridge University Press, 1st published, 2015, pp. 3-5)

[৩৯৬]এডেন : লোহিত সাগরের পূর্ব প্রান্তের এডেন উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইয়েমেনের একটি শহর। ২০১৫ সাল থেকে এটি ইয়েমেনের অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এডেনের প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়টি একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে অবস্থিত। এখন এটি একটি উপদ্বীপে পরিণত হয়েছে, যা একটি সংকীর্ণ সংযোজক ভূখণ্ড দ্বারা মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে। ইয়েমেনের এডেন পৃথিবীর প্রাচীন বন্দরসমূহের অন্যতম। আব্বাসীয় আমলে এর তৎপরতা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। এ শহরটি বেশ বড় হলেও এখানে তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। (Edited by Fahd al-Semmari, *A History of the Arabian Peninsula*, London : I. B. Tauris & Co Ltd, 2010, p.149)

[৩৯৭]সিরাফ : এটি ইরানের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর। হিজরি তৃতীয় শতকে পারস্য উপসাগরের তীরে সিরাফ বন্দর স্থাপন করা হয়। চীন ও ভারতে চলাচলকারী জাহাজসমূহ এখানে ভিড়ত। (Arang Keshavarzian, *Bazaar and State in Iran The Politics of the Tehran Marketplace*, op. cit. p. 112)

[৩৯৮]বন্দর আব্বাস : এটি ইরানের একটি বন্দর শহর। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ইরানের একটি সমুদ্রবন্দর ও হরমোজগান প্রদেশের রাজধানী। এখানে ইরানী নৌবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি অবস্থিত। (Ibid, p. 34)

[৩৯৯]বুশেহর : বন্দর 'আব্বাসের পর বুশেহর ইরানের একটি প্রদেশ ও দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। এটি ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত এবং দক্ষিণ পারস্য উপসাগরে প্রদেশটির একটি দীর্ঘ উপকূল রয়েছে। (Ibid, p. 114)

[৪০০]Edited by Mohammad Gharipour, *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History*, op. cit. pp. 30-32

[৪০১]'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৪০২]Gharipour, op. cit. p. 38

[৪০৩]আলাউদ্দিন খিলজি : তিনি ১২৬৬ কিংবা ১২৬৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খিলজি বংশের দ্বিতীয় ও সবচেয়ে শক্তিশালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন। ১২৯৬ সালে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লীতে বসে ভারতবর্ষে খিলজি শাসন পরিচালনা করেন। তিনি

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতেন না। কারণ, তিনি জানতেন যে, অর্থনীতির সাধারণ ধারা ভেঙ্গে বলপ্রয়োগ করে এ ব্যবস্থা স্থায়ী ও কার্যকর হবে না। তাই তিনি উৎপাদন ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে সব ধরণের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন।[৪০৪]

তিনি খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, গবাদিপশু ও দাস-দাসীদের মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন। তিনি সরকারীভাবে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য মওজুদ করতেন। সরকার ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল মওজুদ নিষিদ্ধ করা হয়। কোন ব্যবসায়ী বেশি মূল্য গ্রহণ করলে কিংবা ওযনে কম দিলে তার মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। ব্যবসায়ীগণ যেন কাউকে ঠকাতে না পারে সেজন্য এমন এক নিয়ম করা হয়েছিল যে, বিক্রেতা যে পরিমাণ পণ্য ওযনে কম প্রদান করতো, ঠিক সে পরিমাণ মাংস তার শরীর থেকে কেটে নেওয়া হতো। ফলে কেউ ওযনে কম দিতে সাহস পেতো না।[৪০৫]

আলাউদ্দিন খিলজি জনগণের সেবার অংশ হিসেবে ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্যের মূল্য তালিকা তৈরি করেন। মূল্য তালিকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, বস্ত্র, আসবাবপত্র, ঘোড়া, গবাদি পশু এবং দাস-দাসীদের মূল্যও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সুষ্ঠুভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য শস্য সরবরাহ, পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করা, শস্য বাজার পরিচালনা, অন্যায় লেনদেন বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক নির্দেশনামা জারি করেন।[৪০৬]

তাঁর নির্ধারিত মূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য তিনি দিল্লীতে চারটি বিশেষ ধরণের বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন-(১) 'মুন্ডি' নামে এক ধরণের শস্য বাজার চালু করা হয়। 'শাহানা-ই-মুন্ডি'[৪০৭] নামে এক শ্রেণির কর্মচারী এ বাজার পরিচালনা করতেন। এখানে চাল, ডাল, গম, বার্লি প্রভৃতি নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা হতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণেই এখানে পণ্যের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হতো না। বাজারের উপর কঠোর নযরদারি করার জন্য সুলতান কর্তৃক 'বারিদ' নামে এক ধরণের গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। (২) বায়ুনের প্রবেশদ্বারের পাশে 'সেরা-ই-আদল' নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে চিনি, মাখন, তেল, ফলমূল, ওষুধপত্র প্রভৃতি বস্তুসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। 'দেওয়ান-ই-রিয়াসত'

নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন এবং স্বীয় নৈপূণ্য ও দক্ষতায় বিশাল সাম্রাজ্য কারায়ত্ত করেন। (Kishori Sharan Lal, *History of the Khaljis (1290-1320)*, Allahabad : The Indian Press Ltd, 1950, pp. 40-42)

[৪০৪]এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ৭৮

[৪০৫]ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাসকথা (প্রাচীনকাল হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ)*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ৭৮

[৪০৬]Kishori Sharan Lal, *History of the Khaljis (1290-1320)*, op. cit. pp. 269-271

[৪০৭]শাহানা-ই-মুন্ডি : শাহানা অর্থ রাজকীয় বা রাজোচিত; মুন্ডি অর্থ হাট, বড় বাজার ইত্যাদি। (সংকলক সিরাজ রব্বানী, *ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী (জদীদ) উর্দূ-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ৮ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি. পৃ. ৫২৮ ও ৭৯১)

নামের একটি দপ্তর এ বাজারের দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের নাম নিবন্ধন করতো। যে কোন দেশী কিংবা বিদেশী ব্যবসায়ী কোন পণ্য নিয়ে বাজারে আসলে তা এ 'সেরা-ই-আদল' নামক বাজারে জমা করে সুলতানী বাজার দরে তা বিক্রি করা বাধ্যতামূলক ছিল। (৩) গবাদিপশু, ঘোড়া, ক্রীতদাস ইত্যাদি বিক্রির জন্য পৃথক বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়। (৪) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দিল্লীর বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য বাজার নির্মাণ করা হয়। এসব বাজারে মাছ, মাংস, তরিতরকারি, বাসনপত্র, জুতা, চিরুনি, টুপি ইত্যাদি বেচাকেনা হতো।[৪০৮]

আলাউদ্দিন খিলজির লক্ষ্য ছিল মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা এবং ব্যবসায়ীরা যাতে অত্যধিক মুনাফা অর্জন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। তাঁর অপরিসীম দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের ফলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল ও সার্থক হয়েছিল এবং সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও উপকৃত হয়েছিল। চাহিদা ও সরবরাহের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে বাজারে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, প্রতারক ব্যবসায়ীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, গুপ্তচর প্রথার মাধ্যমে বাজারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে জরুরী ব্যবস্থাস্বরূপ সরকারী ভাণ্ডার হতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ প্রভৃতি ব্যবস্থাসমূহ সুলতানের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিকে বাস্তব রূপ দান করেছিল।[৪০৯]

তবে ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে না পারায় তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। আলাউদ্দিন খিলজির জীবদ্দশায় কঠোরভাবে বাজারের এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মান্য করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। দেশের স্বাভাবিক অবস্থায়, দুর্যোগকালীন অবস্থায় এমনকি দুর্ভিক্ষের সময়ও তাঁর রাজ্যে কখনো খাদ্যপণ্যের সংকট দেখা যায়নি এবং কোন পণ্যের মূল্যও হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি হয়নি। বছরের পর বছর তাঁর পণ্যের মূল্য একইভাবে স্থির রাখার এ কৃতিত্বের বিষয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[৪১০]

পর্যালোচনা : বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন অপরাধের জন্য বেশকিছু আইন ও শাস্তির বিধান রয়েছে তেমনি ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট প্রবিধান ও নীতিমালা এবং অপরাধের জন্য তা'যীর বা বিবেচনামূলক শাস্তির বিধান রয়েছে। এ বিধি-বিধান দ্বারা

---

[৪০৮]জিয়াউদ্দিন বারানী, অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরায়শী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮২ খ্রি. পৃ. ২৫১-২৫৮

[৪০৯]ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ঢাকা ও বরিশাল : গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১৪৬

[৪১০]জিয়াউদ্দিন বারানী, অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরায়শী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-২৫৮

মহানবী (স.) এর যুগ, পরবর্তী মুসলিম খলীফা ও শাসকদের যুগে বাজার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। তখন বাজারে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাত্রা খুবই কম ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর আইন ও নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এর কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. ইসলামী জীবন বিধানে প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনা। প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ ব্যাপারে আইন-কানুন থাকলেও বাজার ব্যবস্থাপনার কাজটিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে প্রতীয়মান হয় না।

২. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় বাজারের মুহ্তাসিব বা ব্যবস্থাপক হিসেবে ফকীহ্, সৎ, ন্যায়বান, তাকওয়ার অধিকারী ও জবাবদিহিতার অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত গুণাবলী বিবেচনায় নেওয়া হয় না। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় মুহ্তাসিবগণ পরকালীন জবাবদিহিতা ও প্রতিফল প্রাপ্তির বিশ্বাস ও অনুভূতি নিয়ে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাগণ চাকুরীর দায়িত্ব হিসেবে কাজ করলেও তাদের অধিকাংশের মধ্যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পরকালীন জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় বাজার পরিদর্শকগণ বাজারে দপ্তর স্থাপন করে সার্বক্ষণিক বাজারে অবস্থান করে সার্বিক বিষয়ে তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। কিন্তু প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় সার্বক্ষণিক বাজার তদারকির ব্যবস্থা নেই। এখানে থানা বা উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকেন। তাদের পক্ষে থানা বা জেলার সকল বাজার প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে এমনকি প্রতি মাসেও একবার পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। বাজার তদারকিতে নিরবচ্ছিতা না থাকার ফলে অসৎ ব্যবসায়ীরা এটাকে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে।

৪. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় মুহ্তাসিব বা বাজার পরিদর্শকগণ বাজারের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তারা অপরাধের ন্যায়বিচার ও শাস্তি প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় কালে-ভদ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কিছু অপরাধের তাৎক্ষণিকভাবে জেল-জরিমানা করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও আইনী জটিলতার কারণে অপরাধীরা শাস্তি পায় না। ফলে অসৎ ব্যবসায়ীরা দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের অনিয়ম চালিয়ে যেতে থাকে।

৫. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বাজারে মুহ্তাসিব নিয়োগ করা হয়। মুহ্তাসিবের সহকারী হিসেবে প্রত্যেক সমজাতীয় পণ্যের পরিদর্শনের জন্য সৎ ও অভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করা হয় এবং নিয়ন্ত্রকের সাহায্যকারী হিসেবে কিছু সংখ্যক সৎ ও ন্যায়বান কর্মচারী নিয়োজিত থাকেন। ফলে ব্যবসায়ীগণ অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ খুব কমই পেয়ে থাকেন। কারণ, ইসলাম অপরাধের শাস্তি প্রদান করতে উৎসাহী নয়; বরং অপরাধ যাতে সংঘটিত হতে না পারে সে ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি সমজাতীয় পণ্যের অভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত না থাকায় বাজারে ভেজাল, অনিয়ম ও দুর্নীতি করার সুযোগ থেকে যায়।

৬. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় বাজারের বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়ানো, শৃঙ্খলা রক্ষা ও ক্রেতাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পেশাগত কারিগর ও একই ধরণের পণ্যের ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক পৃথক স্থানে তাদের পেশাগত কাজ ও পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় অধিকাংশ বাজারে বিভিন্ন পেশাগত কাজ ও পণ্যের দোকান পাশাপাশি মিশ্র অবস্থায় থাকে। ফলে বাজারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে।

৭. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় বাজারের ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী ও আমদানিকারকদের নিকট থেকে কোনরূপ উপহার, হাদিয়া, ঘুষ, উপঢৌকন ইত্যাদি গ্রহণ করা মুহ্তাসিবের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের নিকট আইনের চোখে সকলেই সমান বিবেচিত হয় এবং কারো প্রতি তারা পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন না। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় অপরাধের শাস্তির বিষয়টি আইনে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর হতে দেখা যায় না কিংবা সকল অপরাধীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ, উপঢৌকন ইত্যাদি অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ব্যবসায়ীদের অন্যায় কাজের সুযোগ প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে বাজারে অনিয়ম ও দুর্নীতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ভোক্তা জনগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৮. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় হারাম বস্তুর ব্যবসা, সুদভিত্তিক লেনদেন, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় এসব বিষয় উপেক্ষিত রয়েছে। ফলে প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় এসব কর্মকাণ্ড অবাধে চালু রয়েছে।

৯. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ী ও ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য মুহ্তাসিবগণ বাজারে সর্বদা ন্যায়-নীতির অনুসরণ করার জন্য উপদেশ প্রদান অব্যাহত রাখেন। তাদেরকে পরকালীন জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, হারাম-হালাল বিষয়ে সতর্ক করেন এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। বিশেষত ব্যবসায়ীদের সতর্ক ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে

শরী'আতের দৃষ্টিতে বাজারে কোন কোন কাজ করা অপরাধ ও শাস্তিযোগ্য, তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রচলিত আইনে বাজার তদারকির জন্য নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বাজারের অনিয়ম দূর করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হলেও ব্যবসায়ী বা পণ্য উৎপাদনকারীদের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য ইসলামী বাজার পরিদর্শকের অনুরূপ কোন দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি; বরং বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে বাস্তব অবস্থা এই যে, বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক বিভিন্ন অপরাধে ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের জেল-জরিমানা করা হলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদেরকে আবারও একই অপরাধে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এতে স্থায়ী ও কার্যকরভাবে অনিয়ম ও অপরাধপ্রবণতা বন্ধ হচ্ছে না। তাই ব্যবসায়ীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা, পরকালীন শাস্তির ভয় ও জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় স্থায়ী ও কার্যকরভাবে বাজারের অনিয়ম ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধ করা সম্ভব হবে না। এছাড়া অপরাধ ও শাস্তির বিষয়টি আইনে লিপিবদ্ধ থাকলেও প্রচারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ব্যবসায়ী অপরাধ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বাজারে অনিয়ম করে থাকে। ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে না এবং শুধু পার্থিব শাস্তি প্রয়োগ করে অপরাধ প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

১০. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের ব্যবসা শুরু করার পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে শরী'আতের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত শর'ঈ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসক কাউকে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করেন না। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। এখানে পুঁজি থাকলে যে কেউ ব্যবসা করতে পারে। এ সুযোগের ফলে ব্যবসায়ে অসৎ ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়ের কোন পরোয়া করছে না।

১১। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় মুহ্তাসিব বা বাজার প্রশাসনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি দায়িত্বে অবহেলা করে বা কারো কাছ থেকে ঘুষ, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি গ্রহণ করার মাধ্যমে তাকে অন্যায় সুবিধা প্রদান করে অথবা কোন অপরাধীর পক্ষপাতিত্ব করে অথবা শাস্তি প্রয়োগে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং তা প্রমাণিত হয় তাহলে তাদেরকে বাজারের দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার ও অব্যাহতি প্রদানসহ বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনায় এসব ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় না। ফলে বাজারের অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক পর্যালোচনা হতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, ইসলামে পবিত্র কুরআন ও মহানবী মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রদত্ত বিধান ও আদর্শের আলোকে বাজার ব্যবস্থাপনার সকল আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত বাজার ব্যবস্থাপনার সকল বিধি-বিধান ইসলামের সোনালী যুগে বাজারসমূহে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে বাজারের বিভিন্ন অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, ভেজাল, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, প্রতারণা ইত্যাদি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান আধুনিক যুগেও বাজার ব্যবস্থাপনার উপরিউক্ত ত্রুটি ও অসঙ্গতিসমূহ দূর করে প্রচলিত আইনের সাথে সমন্বিতভাবে ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে বাজারের নিয়মতান্ত্রিক, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা

৬.১ বা'য় বা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান	২৫১
৬.২ বা'য় বা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ	২৫৪
৬.৩ পণ্যের পরিচয়	২৫৯
৬.৪ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের বিধান	২৬১
৬.৫ ক্রেতা-বিক্রেতার খিয়ার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা	২৬৮
৬.৬ ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদারাবা পদ্ধতি	২৭৬
৬.৭ ব্যবসা-বাণিজ্যে মুশারাকা পদ্ধতি	২৭৯
৬.৮ ব্যবসা-বাণিজ্যে ইজারা পদ্ধতি	২৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা

আবহমানকাল থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত মানুষের পার্থিব জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে কাজ করে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ বিচার বিবেচনার মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের উপর ভিত্তি করে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য হল, বিক্রেতার মুনাফা অর্জন এবং ক্রেতার সুযোগ-সুবিধা লাভ। ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করা আবশ্যকীয়। ইসলামী নীতিমালা বহির্ভূতভাবে বাজারের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করলে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। এছাড়া সুদ ও সন্দেহজনক কার্যে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান জানা মুসলিম ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবস্থাপনাকারীর জন্য অপরিহার্য। আলোচ্য অধ্যায়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ তথা পণ্য, মূল্য ও মূল্য নির্ধারণের বিধান, খিয়ার, মুদারাবা, মুশারাকা ও ইজারা পদ্ধতি সম্পর্কিত নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৬.১ বা'য় বা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

أَلْبَيْعُ শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর অর্থ معنى البيع هو مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدل وإعطاء بدل 'মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা; আর তা হলো, একটি বিনিময় গ্রহণ করা এবং অন্য একটি বিনিময় প্রদান করা'।[১] বায়' এর সংজ্ঞা হলো, اَلْبَيْعُ لُغَةً : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ , أَوْ دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مَاعُوض عَنْهُ وَاصْطِلَاحًا : مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ বায়' এর আভিধানিক অর্থ 'বস্তুর বদলে বস্তুর বিনিময় করা' অথবা 'কোন বস্তু প্রদান করে তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণ করা'। পরিভাষায়, 'সুনির্দিষ্ট পন্থায় মালের বিনিময়ে মাল আদান প্রদান করাকে بَيْعٌ বলা হয়'।[২] بَيْعٌ শব্দটি একই সাথে পরস্পর

---

[১]ড. ওয়াহবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৪র্থ খণ্ড, দামেশ্ক : দারুল ফিক্র, তা.বি. পৃ. ৬৫২

[২]ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্, *আল্-মাউসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ্ আল্-কুয়েতিয়্যাহ্*, ৯ম খণ্ড, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ৫

বিপরীত অর্থ প্রদান করে। তাই بَيْعٌ এর অর্থ ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টিই হয়ে থাকে, যেমন اَلشِّرَاءُ এর অর্থ ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি হয়ে থাকে।[৩]

ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন

জমহুর 'আলিমগণের মতে, ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন চারটি। যথা : ১. (اَلْبَائِعُ) বা ক্রেতা ২. (اَلْمُشْتَرِىْ) বা বিক্রেতা ৩. (صيغة) সম্মতিসূচক শব্দ বা (إيجاب وقبول) ঈজাব ও কবুল ৪. (معقود عليه) চুক্তিকৃত বস্তু বা (ثمن ومثمن) মূল্য ও পণ্য। হানাফী ফকীহ্গণের মতে ঈজাব হলো, সম্মতিসূচক সুনির্দিষ্ট এমন কোন শব্দ যা ক্রেতা ও বিক্রেতা যে কোন একজনের পক্ষ থেকে প্রথমে প্রকাশিত হয়। এটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে হতে পারে, যেমন বিক্রেতা বলল (بِعْتُ) 'আমি বিক্রয় করলাম'; কিংবা ক্রেতার পক্ষ থেকেও হতে পারে, যেমন ক্রেতা বলল, (اِشْتَرَيْتُ بِكَذَا) 'আমি এ মূল্যে ক্রয় করলাম'। আর কবুল হলো, পণ্যের মালিক বানানোর জন্য বা হওয়ার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার যে কোন একজনের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে শব্দ উল্লেখ করা হয়। এখানে গ্রহণযোগ্য বিষয় হলো প্রাথমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি প্রকাশ পাওয়া। জমহুরের মতে ইজাব হলো, কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তুর মালিক বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথমে কিংবা পরে যে সম্মতি প্রকাশ পায়; আর কবুল হলো, যার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তা স্পষ্ট হওয়া, যদিও তা প্রথমে হয়।[৪]

ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী

ইসলামী শরী'আতে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। সাধারণভাবে এ শর্তসমূহের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মধ্যে বিরোধ প্রতিরোধ করা, চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের স্বার্থ রক্ষা করা, সন্দেহ-সংশয় দূর করা এবং অজ্ঞতার কারণে ক্ষতির ঝুঁকি থেকে দূরে রাখা।[৫] ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

ক. ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ব্যক্তি হওয়া। পাগল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্বোধ ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচিত হবে।[৬]

---

[৩]ইমাম 'আল্লামা আবুল ফয্ল জামালুদ্দীন ইব্ন মান্যুর আল্-ইফ্রীকী আল্-মিসরী, *লিসানুল 'আরব*, ৭ম খণ্ড, ইরান : নশরু আদাব আল্-হাউযাহ্ কুম, ১৪০৫ হি. পৃ. ১১; ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৪]ড. ওয়াহবাহ্ আয্-যুহায়লী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৫]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৬]'আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল্-কাসানী, *বাদায়ে'উস্ সানায়ে' ফী তারতীবিশ্ শারায়ে'*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১৩৬

খ. ঈজাব ও কবুল প্রকাশক শব্দগুলো অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ হতে হবে। ঈজাব ও কবুলের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অর্থাৎ বিক্রেতা কর্তৃক প্রস্তাবিত মূল্যের সাথে ক্রেতার সম্মতি থাকতে হবে। ফকীহ্গণের ঐক্যমতে, ক্রেতা ও বিক্রেতাকে পরস্পরের ঈজাব ও কবুলের শব্দ বা কথা সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ করতে হবে।[৭]

গ. ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব ও কবুল একই মজলিসে সম্পন্ন হওয়া। যদি মজলিস বা স্থান ভিন্ন হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না।[৮]

ঘ. বিক্রিতব্য পণ্যটি উপস্থিত থাকা, বিক্রির জন্য প্রস্তাবিত পণ্যটি ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল হিসেবে বিবেচিত হওয়া, মাল বা পণ্যটি আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য হওয়া, প্রস্তাবিত পণ্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা বিদ্যমান থাকা, পণ্য বা মালটি মালিকানা লাভের যোগ্য হওয়া এবং হস্তান্তরযোগ্য হওয়া।[৯]

ঙ. ক্রয়-বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য না হওয়া। পণ্য বা মাল সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হওয়া। পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য সুনির্দিষ্ট হওয়া। পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য অজ্ঞাত থাকলে ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে না। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যে কোন প্রকারের উপকারিতা বা কল্যাণ থাকা। ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকা।[১০]

চ. ক্রয়-বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার খিয়ার (পণ্য গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের অধিকার) থেকে মুক্ত হতে হবে।[১১]

ক্রয়-বিক্রয়ের হুক্ম

ক্রয়-বিক্রয়ের হুক্ম হল, ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রয়কৃত পণ্য বা মালের উপর ক্রেতার এবং মূল্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি ক্রয়-বিক্রয় মওকুফ বা মুলতবীরূপে সম্পন্ন হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বা অভিভাবকের অনুমতির পর পণ্য ও মূল্যের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। অপর হুক্ম হল, বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তর করবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মূল্য হস্তান্তর করবে।[১২]

---

[৭]প্রাগুক্ত

[৮]ড. **ওয়াহবাহ্** আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৯]'আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল্-কাসানী, *বাদায়ে'উস্ সানায়ে' ফী তারতীবিশ্ শারায়ে'*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯

[১০]'আলী হায়দার খাজা আমীন আফিন্দী, *দুরারুল হুক্কাম ফী শর্হে মাজাল্লাতিল আহ্কাম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি. পৃ. ৩৮৩

[১১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

[১২]সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ১৮-১৯

৬.২ বা'য় বা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ

ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ শরী'আতের বিধানের আলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে بَيْعٌ বা ক্রয়-বিক্রয়কে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলীর মতে, ينقسم البيع بالنسبة للبدلين إلى أنواع أربعة "বিনিময়কৃত বস্তু তথা পণ্য ও মূল্য হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার। যথা-১. بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ (বায়'উল মুকায়াযাহ্) ২. اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ (বায়'উল মুতলাক) ৩. بَيْعُ الصَّرْفِ (বায়'উস সর্ফ) ৪. بَيْعُ السَّلَمِ (বায়'উস সালাম)।[১৩] নিম্নে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ 'বায়'উল মুকায়াযাহ্' : هُوَ مُبَادَلَةُ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ هِيَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ "বস্তুর বিনিময়ে বস্তু বিক্রয় করাকে 'বায়'উল মুকায়াযাহ্' বলা হয়"। যেমন-গমের বিনিময়ে কাপড়, ধানের বিনিময়ে গম ইত্যাদি বিক্রি করা।[১৪]

২. اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ বা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় : اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ هُوَ مُبَادَلَةُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ "মুদ্রা বা অর্থের বিনিময়ে কোন বস্তু বিক্রয় করাকে 'বায়' মুতলাক' বলা হয়"। এটি ক্রয়-বিক্রয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রকার এবং বাজারে এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও সর্বাধিক। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় থাকার ফলে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন করতে সক্ষম হয়। সাধারণভাবে বায়' বললেই 'বায়' মুতলাক' বোঝানো হয়ে থাকে।[১৫]

৩. بَيْعُ الصَّرْفِ 'বায়'উস সর্ফ' : هُوَ مُبَادَلَةُ الْأَثْمَانِ أَيْ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ "এক ধরণের মুদ্রা অন্য ধরণের মুদ্রার সাথে বিনিময়, অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা বা বিপরীতভাবে বিক্রয় করাকে বায়'উস সর্ফ বলা হয়"।[১৬] অপর এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, الصرف: وهو بيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق: وهو الدراهم والدنانير "বায়' সর্ফ হলো ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি করা তথা সাধারণ মূল্যের বিনিময়ে সাধারণ মূল্য বিক্রি করা। আর তা হলো, দিরহাম ও দীনার তথা মুদ্রার বিনিময়"।[১৭] আধুনিক যুগে মানি এক্সচেঞ্জ (Money Exchange) এর ব্যবসায়কে বায়'উস সর্ফ এর মধ্যে গণ্য করা যায়। এ জাতীয়

---

[১৩]ড. **ওয়াহবাহ্** আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০০

[১৪]ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আত্-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদআল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-মূসা, *আল্-ফিক্হুল মুয়াস্সার*, রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান লিন্নাশ্র, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ১৯

[১৫]প্রাগুক্ত

[১৬]প্রাগুক্ত

[১৭]ড. **ওয়াহবাহ্** আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত

ব্যবসায়কে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বৈধ করা হয়েছে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় করাকে বায়'উস সর্‌ফ বলা হয়। বায়'উস সর্‌ফ সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ হলো : যে মজলিসে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে সে মজলিস থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতার শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বেই মাল ও মূল্য হস্তগত করা অর্থাৎ হাতে হাতে বুঝে নেওয়া। ক্রয়-বিক্রয়ের এ চুক্তিতে ক্রেতা-বিক্রেতা কারো জন্যই খিয়ারের শর্ত বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করার ইখ্‌তিয়ার না থাকা। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে মেয়াদের শর্তারোপ না করা। কারণ বায়'উস সর্‌ফের মধ্যে যদি মেয়াদের শর্তারোপ করা হয় বা খিয়ারের শর্ত রাখা হয় তাহলে বায়'উস সর্‌ফ ফাসিদ বা ভঙ্গ হয়ে যাবে।[১৮]

৪. بَيْعُ السَّلَمِ 'বায়'উস সালাম' : هُوَ مُبَادَلَةُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ أَوْ بَيْعُ شَيْءٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ "নগদ মূল্যের বিনিময়ে দায়িত্বে থাকা বস্তুর বিনিময় কিংবা নগদ মূল্যের বিনিময়ে বিলম্বে পণ্য গ্রহণ করাকে বায়' সালাম বলা হয়"।[১৯] অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের বহুল প্রচলিত পরিভাষা হল বায়' সালাম। কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবাগণের মধ্যকার প্রচলন বা আসার এবং ফকীহ্গণের ঐক্যমতে বায়' সালাম ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পদ্ধতি। ফকীহ্গণ বায়' সালাম এর বৈধতার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন একে অপরের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ"।[২০] ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم "রাসূলুল্লাহ্ (স.) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন লোকেরা অগ্রিম মূল্য প্রদান করে খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, কেউ যদি অগ্রিম মূল্য প্রদান করে কোন কিছু ক্রয় করে সে যেন তা নির্দিষ্ট ওযনে, নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করে"।[২১]

বায়' সালাম বৈধ হওয়ার শর্তাবলী হলো, বায়' সালাম এর মূল্য নগদ অর্থে বা মালের দ্বারা পরিশোধ করার বিষয়টি চুক্তির সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের মজলিসেই মূল্য বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায় মজলিস ত্যাগের সাথে সাথেই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মালের প্রকৃতি (جِنْسُ الْمَالِ) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন ধান, গম, যব, ডাল,

---

[১৮]সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[১৯]ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আত্-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্-মূসা, *আল্-ফিক্‌হুল মুয়াস্‌সার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[২০]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৮২

[২১]আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন সারওয়াহ্ ইব্‌ন মূসা আত্-তিরমিযী, *সুনান্ আত্-তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, মিসর : শির্‌কাতু মাক্‌তাবাহ্ ওয়া মাত্‌বা'আহ্ মুস্তাফা আল্-বাবী আল্-হালাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫ খ্রি. পৃ. ৫৯৪

পাট ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মালের শ্রেণিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন আমন ধান, বোরো ধান ইত্যাদি। মালের মান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন মাল উত্তম মানের, মধ্যম মানের, নিম্নমানের ইত্যাদি। মালের পরিমাণ এবং মাল ওযনযোগ্য, পরিমাপযোগ্য, গণনাযোগ্য ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। বায়' সালামে যেহেতু মাল পরবর্তী সময়ে প্রদান করা হয় সেহেতু মাল ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের সময় তথা তারিখ সুনির্দিষ্ট করে নিতে হবে। মাল হস্তান্তরের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মাল ও মূল্যের মধ্যে কোনভাবে সুদের সংমিশ্রণ থাকতে পারবে না।[২২]

ড. আয্-যুহাইলী আরও বলেন, وينقسم البيع أيضاً بالنظر إلى الثمن إلى أربعة أنواع "মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার। যথা-১. بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ (বায়'উল মুরাবাহা) ২. بَيْعُ التَّوْلِيَةِ (বায়'উত্ তাওলিয়া) ৩. بَيْعُ الْوَضِيْعَةِ (বায়'উল ওয়াদী'আহ) ৪. بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ (বায়'উল মুসাওয়ামাহ্)।[২৩] নিম্নে প্রকারসমূহের আলোচনা করা হলো।

১. بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ 'বায়'উল মুরাবাহা' : وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين "বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট লাভ যোগ করে বিক্রয় করাকে বায়'উল মুরাবাহা বা লাভকৃত ব্যবসায় বলে"। লাভে ক্রয়-বিক্রয় করা ইসলামী শরী'আতে জায়িয। মুরাবাহা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ হলো : মাল নগদ অর্থ নয়; বরং পণ্যদ্রব্য হতে হবে। কারণ নগদ অর্থ বিনিময়ে কম-বেশি করা হারাম। মূল্য এমন জিনিস হতে হবে যার উপর ক্রেতার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। এ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে লাভের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে।[২৪]

বায়'উল মুরাবাহা (بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)-এর ক্ষেত্রে কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ

মুহ্তাসিব ক্রেতার ক্রয়ের সংবাদের সত্যতা এবং বায়' মুরাবাহার ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ যাচাই করে দেখবেন। তাদের অধিকাংশই এমন কাজ করে থাকে, যা জায়িয নয়। এর মধ্যে একটি কাজ রয়েছে যেমন-এক ব্যক্তি কোন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্রয় করে, তারপর বায়' মুরাবাহার ক্ষেত্রে মূলধন বা ক্রয়মূল্য বলে দেয়। এটা জায়িয নয়। কেননা, এখানে মেয়াদ মূল্যের ন্যায্যতার বিপরীত। আবার কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি পণ্য ক্রয় করে, অতঃপর চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বিক্রেতা মূল্য চাইলে ক্রেতা মূল্য কিছু কম প্রদান করে। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর এটা জায়িয নয়।

---

[২২]সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি. পৃ. ১১২-১১৩

[২৩]ড. **ওয়াহবাহ্** আয্-যুহাইলী, *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০০-৩৬০১

[২৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

তাদের কেউ নির্দিষ্ট মূল্যে একটি পণ্য ক্রয় করে এর মধ্যে ত্রুটি পায়, অতঃপর সে বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরতের জন্য প্রত্যাবর্তন করে। তখন বিক্রেতা জানায়, সে প্রথমে এ মাল ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ক্রয় করেছে এবং মূলধনের পরিমাণ জানিয়ে দেয়। মুহ্তাসিবের দায়িত্ব হলো, এসব কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা এবং নিষিদ্ধ করা। তিনি ক্রেতা ও পণ্য আমদানিকারকদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও উত্তম ব্যবহার এবং সকল পরিস্থিতিতে সততা রক্ষার নির্দেশ দিবেন।[২৫]

২. بَيْعُ التَّوْلِيَةِ 'বায়'উত তাওলিয়া' : وَهِيَ أَنْ يُحَدِّدَ فِيْهَا أَنَّ السِّلْعَةَ بِرَأْسِ مَالِهَا ثُمَّ يَبِيْعُهَا بِنَفْسِ رَأْسِ الْمَالِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا خُسْرَانٍ "কোন কারণবশত যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে, কোন প্রকার লাভ-ক্ষতি ছাড়া ঠিক সেই মূল্যে অন্যের নিকট বিক্রয় করাকে বায়'উত তাওলিয়া বা লাভহীন ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়"। ইসলামী শরী'আতে বায়'উত তাওলিয়া জায়িয। কোন ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে, আমাকে এ পণ্যটি আসল দামে দিয়ে দিন। বিক্রেতা তাতে সম্মত হলে ক্রেতাকে সঠিক ক্রয়মূল্য বলে দেওয়া ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা মিথ্যা বললে তার কবীরাহ্ গুণাহ্ হবে।[২৬]

৩. بَيْعُ الْوَضِيْعَةِ 'বায়'উল ওয়াদী'আহ' : وَهِيَ الَّتِيْ يُحَدِّدُ فِيْهَا رَأْسَ مَالِ السِّلْعَةِ ثُمَّ يَبِيْعُهَا بِثَمَنٍ أَقَلَّ 'ক্রেতা যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করেছে, তা থেকে কম মূল্য নির্ধারণ করে অন্যের নিকট বিক্রি করাকে বায়'উল ওয়াদী'আহ বা লোকসানী ব্যবসায় বলা হয়।[২৭]

৪. بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ 'বায়'উল মুসাওয়ামাহ' : وَهٰذَا النَّوْعُ مِنَ الْبُيُوْعِ لَا يُظْهِرُ فِيْهِ الْبَائِعُ رَأْسَ مَالِهِ 'যে বিক্রয়ে বিক্রেতা পুঁজির উল্লেখ না করে যে কোন মূল্যে বিক্রয় করে তাকে বায়'উল মুসাওয়ামাহ বলে'।[২৮]

বিভিন্ন ফিকহ্গ্রন্থে ক্রয়-বিক্রয়ের আরও কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

ক. اَلْبَيْعُ النَّافِذُ বা কার্যকর ক্রয়-বিক্রয় হল, البيع النَّافِذ فَهُوَ أَن يُوجد الرُّكْن مَعَ وجود شَرط الِانْعِقَاد والنفاذ جَمِيعًا "যার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন, সংঘটিত ও কার্যকর হওয়ার শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে

---

[২৫]'আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাস্‌র আশ্-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুতবাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

[২৬]প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[২৭]ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আত্-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্-মূসা, *আল্-ফিক্‌হুল মুয়াস্‌সার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[২৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

পাওয়া যায়"। এটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার নিজ নিজ বস্তুর উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়।[২৯]

খ. بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ 'বায়'উল মুযায়াদাহ' বা নিলামে বিক্রয় : فَهُوَ أَنْ يَّعْرِضَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ فِي السُّوْقِ وَيُزَايِدَ الْمُشْتَرُوْنَ فِيْهَا فَتُبَاعُ لِمَنْ يَّدْفَعُ الثَّمَنَ الْأَكْثَرَ "বিক্রেতা পণ্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার পর ক্রেতাগণ মূল্য বৃদ্ধি করতে থাকে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক মূল্য প্রদান করে তার নিকট তা বিক্রয় করা হয়। এটাকে বায়'উল মুযায়াদাহ্ বলে"। আধুনিক যুগের নিলাম ও টেন্ডারে ক্রয়-বিক্রয় করা এ পদ্ধতির মধ্যে গণ্য।[৩০]

গ. اَلْبَيْعُ الْمَوْقُوْفُ 'বায়'উল মাওকূফ' বা মূলতবী ক্রয়-বিক্রয় হলো, البيع الْمَوْقُوف فَهُوَ أَن يُوجد الرُّكْن مَعَ وجود شَرط الِانْعِقَاد والأهلية لَكِن لم يُوجد شَرط النَّفاذ وَهُوَ الْملك وَالْوِلَايَة "যার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির রুকন ও সংঘটিত হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যায় কিন্তু কার্যকর হওয়ার শর্ত পাওয়া যায় না; আর তা হলো মালের মালিকানা অথবা অভিভাবকত্ব, তাহলে তাকে বায়'উল মাওকূফ বলে"। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের মাল বা পণ্য তার অনুমতি ছাড়াই বিক্রি করাকে বায়'উল মাওকূফ বলা হয়। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ের শর'ঈ বিধান হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল মালিকের সম্মতি পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ ও কার্যকর হবে না।[৩১]

ঘ. اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ 'বায়'উল ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় : যে ক্রয়-বিক্রয় কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে ত্রুটিযুক্ত হয় কিন্তু ত্রুটি দূর হয়ে গেলে অর্থাৎ বিক্রেতার অনুমতি সাপেক্ষে ক্রয়কৃত পণ্য হস্তগত করার পর ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হয়, তাকে বা'য় ফাসিদ বলা হয়।[৩২]

ঙ. اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ 'বায়'উল বাতিল' বা অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় হলো, وإمّا أن لا يكون مشروعا بأصله أصلا بأن يكون قبح في أحد العوضين وهو البيع الباطل كبيع الميتة والخمر والحرّ ونحوها "যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিকভাবে অশুদ্ধ হয় এভাবে যে, বিনিময়কৃত বস্তুদ্বয়ের একটি বা উভয়টি হারামকৃত হয় তাকে বায়'উল বাতিল বলা হয়। যেমন মৃত প্রাণী, মদ, স্বাধীন ব্যক্তি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা"।[৩৩]

---

[২৯]মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবি আহমাদ আবু বকর 'আলাউদ্দীন আস্-সমরকন্দী, *তুহ্ফাতুল ফুকাহা*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ৩৪

[৩০]প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৩

[৩১]ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[৩২]আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার আল্-মাক্কী আল্-হায়তামী, *আল্-ফাতাওয়া আল্-কুব্রা আল্-ফিক্হিয়্যাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৪৩৬

[৩৩]আবু 'উমর দুবইয়ান ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দুবইয়ান, *আল্-মু'আমালাতুল মালিয়্যাহ্ ইসালাতুন ওয়া মু'আসারাহ*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল মালিক ফাহাদ আল্-ওয়াতানিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪৩২ হি. পৃ. ৫৬

৬.৩ পণ্যের পরিচয়

বাজার ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ হলো পণ্য। পণ্য বিনিময়কে কেন্দ্র করেই মূলত বাজার ব্যবস্থার উৎপত্তি। পণ্য ব্যতীত বাজারের অস্তিত্ব কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই বাজার ব্যবস্থায় পণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। পণ্য হলো বিক্রয়যোগ্য এমন বস্তু যা ক্রেতা বা ভোক্তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। নির্দিষ্ট বিনিময়ের মাধ্যমে চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য আদান-প্রদান করা হয় এমন দৃশ্যমান বস্তু ও সেবাকে পণ্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পণ্য হচ্ছে স্পর্শনীয় এমন জিনিস যার আকার, আকৃতি, ওযন, কার্যক্ষমতা, স্থানান্তরযোগ্যতা ও বস্তুগত অবস্থান রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বস্তুগত পণ্যের পাশাপাশি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এমন অস্পর্শনীয় জিনিসকেও পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যেমন সেবা, অভিজ্ঞতা, তথ্য, ধারণা, ইভেন্টস, ব্যবসায়ের সুনাম, ট্রেডমার্ক, লোগো, বিভিন্ন সফ্‌টওয়্যার, ইন্টারনেট সার্ভিস ইত্যাদি।[৩৪] একটি পণ্যকে ভোক্তাগণ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রতিযোগী পণ্যসমূহের মধ্যে তুলনামূলক একটি পণ্য গ্রাহকের মনে স্থান দখল করে। পণ্য কারখানায় তৈরি হয়, কিন্তু পণ্যের ব্র্যান্ড বা স্মারক প্রতীক বা মার্কা ভোক্তাদের মনে সৃষ্টি হয়ে থাকে।[৩৫]

পণ্য শব্দের অর্থ হচ্ছে, বেসাত; মূল্য; মাশুল; বিক্রেয় সামগ্রী; বিক্রয়যোগ্য বস্তু ইত্যাদি।[৩৬] ইংরেজি Product-এর বাংলা অর্থ হলো, প্রকৃতি ও মনুষ্য উৎপাদিত কোন কিছু; উৎপন্ন দ্রব্য; সৃষ্টি; গুণফল; রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ ইত্যাদি।[৩৭] ইংরেজিতে পণ্য অর্থ হলো, Product, Commodity, Ware, Merchandise ইত্যাদি।[৩৮] পণ্য হচ্ছে, A product is only a tool to solve a consumer problem. "পণ্য হলো ভোক্তার সমস্যা সমাধান করার একটি হাতিয়ার মাত্র"।[৩৯]

---

[৩৪] অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, *বাজারজাতকরণ দর্শন ও প্রযুক্তির অব্যবসায়িক প্রয়োগ*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ১৬-১৮

[৩৫] Mohammed Masud Rahman & Muhammad Mohiuddin, World Trade Organization : Implications for Bangladesh, Board of Editors, *Dhaka University Journal of Business Studies*, Volume XXI No. 2, University of Dhala : Faculty of Business Studies, December 2000, pp. 22-23

[৩৬] সম্পাদক জামিল চৌধুরী, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. পৃ. ৭৭৩

[৩৭] Editor Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, Revised & Enlarged Third Edition, Dhaka : Bangla Academy Dhaka, January 2002, p. 567

[৩৮] A. S. Hornby & Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 5th edition, Oxford : Oxford University Press, 1995, p. 923

[৩৯] Philip Kotler & Others, *Principles of Marketing*, 7th European edition, Edinburgh : Pearson Education Limited, 2017, p. 7

পণ্যের ‘আরবী শব্দ হচ্ছে, اَلسِّلْعَةُ، اَلْمَتَاعُ ও اَلْبِضَاعَةُ অর্থ দ্রব্য, ব্যবসায়ের মাল, পণ্য, মালামাল, বস্তু, জিনিসপত্র ইত্যাদি।[৪০] পণ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, اَلسِّلْعَةُ كُلُّ مَا يُتَّجَرُ بِهِ مِنَ الْبِضَاعَةِ وَالْمَتَاعِ "যে সকল মালামাল ও দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা ব্যবসা করা হয় সেগুলোকে পণ্য বলা হয়"।[৪১] বাংলাদেশে বিদ্যমান পণ্য বিক্রয় আইন ১৯৩০-এ পণ্যের সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে, "পণ্য অর্থ নালিশযোগ্য দাবী বা অর্থ ব্যতীত সব ধরণের অস্থাবর সম্পত্তি, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, মওজুদ মালামাল ও শেয়ার, বাড়ন্ত ফসল, ঘাস, ভূমির সহিত জড়িত বা উহার অংশ গঠন করে এইরূপ দ্রব্যাদি যাহা বিক্রয়ের পূর্বে বা বিক্রয়-চুক্তির অধীন বিচ্ছিন্ন করিতে সম্মতিদান করা যায় এমন কোন পণ্য"।[৪২]

ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্য

ইসলাম মানুষকে তার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা বিনষ্টকারী কিংবা সমাজব্যবস্থা ধ্বংসকারী কোন উপায় উপকরণ অবলম্বন করার অধিকার দেয়নি। যে সকল জিনিস ব্যবহারে মানুষের কোন উপকার হয় না, তা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার করা ইসলামে অবৈধ। তাই এসব বস্তু ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্য হিসেবে বিবেচিত নয়। এসব নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য করা কিংবা লেনদেন করা হারাম।[৪৩] কা‘ব ইব্ন ‘উজরা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেছেন : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ "নিশ্চয়ই ঐ রক্ত ও মাংস জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারামের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। জাহান্নামই এর জন্য অধিক উপযুক্ত"।[৪৪] এখানে হারাম বস্তু ভক্ষণ করা এবং নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জন করার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে, যা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশের উপযুক্ত করে।[৪৫] তাই মহান আল্লাহ্ ইসলামে যে সব জিনিস হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, তা কোনভাবেই মুসলিমদের নিকট বৈধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না এবং এসব জিনিসের কোন আর্থিক মূল্যমানও

---

[৪০]আবু নসর ইসমা‘ঈল ইব্ন হাম্মাদ আল্-জাওহারী আল্-ফারাবী, *আস্-সিহাহ্ তাজুল্ লুগাহ্ ওয়া সিহাহুল ‘আরাবিয়্যাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ‘ইল্ম লিল্মালায়ীন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ১২৮২

[৪১]ইব্রাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল্-মু‘জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুদ্ দা‘ওয়াহ্, তা. বি. পৃ. ৪৪৩; ড. সা‘দী আবু জাইব, *আল্-কামূসুল ফিক্হী লুগাতান ওয়া ইস্তিলাহান*, দামেশক : দারুল ফিক্র, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ১৮০

[৪২]গাজী শামছুর রহমান, *বাণিজ্যিক আইনের ভাষ্য*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ২৪৯

[৪৩]ড. ইউসুফ আল্-কারাদাভী, *আল্-হালালু ওয়াল হারামু ফিল্ ইসলাম*, আল্-কাহিরাহ্ : মাক্তাবা ওয়াহাবাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৩৪

[৪৪]আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মাদ আত্-তামীমী, *আত্-তাকাসীমু ওয়াল আন্ওয়া‘উ-সহীহ্ ইব্ন হিব্বান*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৩৮০ ‘আব্দুল ‘আযীম ইব্ন ‘আব্দুল কাবী ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ আবু মুহাম্মদ যকীউদ্দীন আল্-মুন্যিরী, *আত্-তার্গীব ওয়াত্ তার্হীব মিনাল হাদীসিশ্ শরীফ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি. পৃ. ৩৪৯

[৪৫]‘আব্দুল ‘আযীম ইব্ন ‘আব্দুল কাবী ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ আবু মুহাম্মদ যকীউদ্দীন আল্-মুন্যিরী, *আত্-তার্গীব ওয়াত্ তার্হীব মিনাল হাদীসিশ্ শরীফ*, প্রাগুক্ত

নেই।[৪৬] ইসলামে পবিত্র ও হালাল বস্তুই পণ্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ চূড়ান্তভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ "হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? আপনি ঘোষণা করে দিন, এসব (হালাল বস্তু) তো পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামত দিবসে তাদের জন্যই যারা ঈমান আনয়ন করেছে"।[৪৭] রুচিশীল দৃষ্টিনন্দন পোশাক-পরিচ্ছদ এবং হালাল ও পবিত্র জীবিকা পার্থিব সৌন্দর্যের অন্তর্গত। পার্থিব জীবনে কাফিরগণ মু'মিনদের সাথে হালাল ও পবিত্র জীবিকায় অংশগ্রহণ করলেও আখিরাতে এ জীবিকা কেবল মু'মিনগণই লাভ করবে। যে সব বস্তু ও সেবা অশ্লীলতা, পাপ, সীমালঙ্ঘন, শির্‌ক ও মিথ্যার প্রতি ধাবিত করে তা অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থায় পণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামী জীবন দর্শনে তা পণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৮] ইসলামে সাধারণভাবে সকল বস্তুই হালাল হিসেবে বিবেচিত, যতক্ষণ না কোন বস্তুর হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। ইমাম খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেন, أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر "শরী'আতের নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল বস্তুর মূল বিষয় হলো, তা বৈধ"।[৪৯]

৬.৪ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের বিধান

বাজারে ব্যবসা করতে হলে একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর প্রচলিত ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত জ্ঞান থাকতে হবে। মূল্য শব্দের অর্থ হচ্ছে, ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য বা সেবার চাহিদা ও মান নিরূপিত হয়; দাম; পারিশ্রমিক; বেতন; ভাড়া; মাশুল; গুরুত্ব; তাৎপর্য; ক্ষতিপূরণ; খেসারত।[৫০] মূল্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে, Price, Worth, Rate, Cost, Value. অভিধানে Price-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, An amount of money for whice something may be bought or sold. "মূল্য হচ্ছে, অর্থের একটি পরিমাণ যার জন্য কিছু ক্রয় বা বিক্রয় করা যেতে পারে"।[৫১]

---

[৪৬] ড. ইউসুফ আল্-কারাদাভী, *আল্-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৪৭] সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত : ৩২-৩৩

[৪৮] আল্-কাযী মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আবু বকর ইব্‌নুল 'আরাবী আল্-মু'আফিরী আল্-মালিকী, *আহ্‌কামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩১১-৩১৩

[৪৯] আবু সুলাইমান হাম্‌দ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল খাত্তাব আল্-বুস্‌তী আল্-খাত্তাবী, *মা'আলিমুস্ সুনান*, ৪র্থ খণ্ড, হালব : আল্-মাত্‌বা'আহ্ আল্-'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি. পৃ. ৩০২

[৫০] সম্পাদক জামিল চৌধুরী, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৭

[৫১] A. S. Hornby & Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 5th edition, ibid, p. 916

বাংলাদেশে বিদ্যমান 'পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০'-এর ২ (১০) ধারায় মূল্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'মূল্য অর্থ পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাবদ পণ্য'। অর্থাৎ 'মূল্য বলতে পণ্য বিক্রয়ের জন্য দেয় অর্থকে বুঝায়'।[৫২] ২০১২ সালে প্রণীত প্রতিযোগিতা আইনে বলা হয়েছে, "মূল্য" অর্থ কোন বিক্রয় কিংবা কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্যবান বিনিময় (Valueable exchange) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা বিলম্বিত হউক বা না হউক, এবং এমন বিনিময়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা কার্যতঃ কোন পণ্য বিক্রয় কিংবা সেবা প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত কিন্তু দৃশ্যতঃ অন্য কোন বিষয় বা ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট"।[৫৩]

সাধারণত মূল্য বলতে কোন পণ্য বা সেবার দামকে বুঝায়। ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন দরকষাকষির মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবার একটি দাম স্থির করে তখন তাকে মূল্য বলে। মূল্যের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত আরবী শব্দসমূহ হলো : ثَمَنٌ، عِوَضٌ، قِيْمَةٌ، سِعْرٌ ইত্যাদি। ثَمَنٌ শব্দের অর্থ বিক্রিত পণ্যের বিনিময়; দাম, মূল্য।[৫৪]

আল্-মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে, الثّمن : الْعِوَض الَّذِي يُؤْخَذ على التَّرَاضِي فِي مُقَابلَة الْمَبِيع عينا كَانَ أَو سلْعَة "ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিক্রীত পণ্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট থেকে যা গ্রহণ করে, চাই তা নগদ অর্থ হোক অথবা অন্য কোন সামগ্রী হোক, তাকে ثَمَنٌ বা মূল্য বলা হয়"।[৫৫] اَلسِّعْرُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা, দাম, মূল্য হিসেবে যা নির্ধারিত হয়। পরিভাষায় বলা হয়, وَهُوَ الَّذِي يقوم عَلَيْهِ الثّمن "যার উপর ভিত্তি করে দাম নির্ধারিত হয় তাকে اَلسِّعْرُ বলা হয়।[৫৬]

বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ (اَلتَّسْعِيْرُ)

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এতে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থ জড়িত থাকে। মূল্য নির্ধারণের ইংরেজি প্রতিশব্দ Pricing। আরবী শব্দ اَلتَّسْعِيْرُ এর অর্থ হচ্ছে, আগুন প্রজ্জ্বলিত করা, মূল্য নির্ধারণ করা। পরিভাষায় اَلتَّسْعِيْرُ বলা হয়, أَن تحدد الدولة بِمَا لَهَا من السُّلْطَان ثمنا رسميا للسلع لَا يجوز لِلْبَائِع أَن يتعداه "রাষ্ট্র বা প্রশাসন কর্তৃক

---

[৫২]গাজী শামছুর রহমান, *বাণিজ্যিক আইনের ভাষ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯, ২২২

[৫৩]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, '*প্রতিযোগিতা আইন*-২০১২, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ধারা ১-এর উপধারা (১), জুন ২১, ২০১২ খ্রি. পৃ. ৯০২২৫

[৫৪]আবু হেলাল আল্-হাসান ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সা'ঈদ আল্-'আসকারী, *মু'জামুল ফুরূকিল্ লুগাবিয়্যাহ্*, দামেশক : মুআস্সাসাতুন্ নাশ্রিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি. পৃ. ১৫০

[৫৫] ইব্রাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুদ্ দা'ওয়াহ্, তা. বি. পৃ. ১০১

[৫৬]মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্নুল আয্হারী আল্-হারাবী আবু মান্সূর, *তাহ্যীবুল্ লুগাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ২০০১ হি. পৃ. ৫৪

তার কর্তৃত্ব বলে পণ্যের একটি সরকারী মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া, যা অতিক্রম করা বা অমান্য করা বিক্রেতার জন্য জায়িয নয়”।[৫৭]

পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সংজ্ঞায় শিহাবুদ্দীন আল্-মাক্দাসী (মৃ. ৮৪৪ হি.) বলেন, التسعير هو أن يأمر السلطان، أو نائبه، أو كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، إما بمنع الزيادة لمصلحة العامة، وإما بمنع النقصان لمصلحة أهل السوق "পণ্যের মূল্য নির্ধারণ হলো, সরকার বা তার স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি অথবা যিনি মুসলিমদের বিষয়সমূহের উপর দায়িত্বশীল, তার পক্ষ হতে বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে এ মর্মে আদেশ প্রদান করা যে, তারা যেন তাদের পণ্যসমূহ এ নির্ধারিত মূল্য ব্যতীত বিক্রি না করে। এতে হয়তো জনস্বার্থে বাড়তি মূল্য গ্রহণে নিষেধ করা হবে কিংবা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কমমূল্যে বিক্রি করতে নিষেধ করা হবে”।[৫৮]

বাজারে পণ্যমূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে ফকীহ্গণের অভিমত

ইমাম আবু হানিফা[৫৯] (মৃ. ১৫০ হি.) ও তাঁর সাথীগণ বলেন, لَا يَجُوزُ التَّسْعِيرُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَصْلُحُ "জনগণের উপর মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জায়িয নয় এবং এটি যথার্থ নয়”।[৬০] ‘আলী ইব্ন আবি তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, أَنَّهُ سُئِلَ التَّسْعِيرَ وَأَنْ يُقَوِّمَ السُّوقَ فَأَبَى وَكَرِهَ ذَلِكَ حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهَةُ فِيهِ وَقَالَ السُّوقُ بِيَدِ اللَّهِ يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا "তাঁকে মূল্য নির্ধারণ ও বাজারে দাম স্থির করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অপছন্দ করেন, এমনকি এতে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রতীয়মান হয়েছে। আর তিনি বলেন : বাজার আল্লাহ্র হাতে, তিনিই এটিকে নিম্নমুখী ও উর্ধ্বমুখী করেন”।[৬১]

---

[৫৭]ইব্রাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল্-মু‘জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[৫৮]শিহাবুদ্দীন আবুল ‘আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন ‘আলী আল্-মাক্দাসী আশ্-শাফি‘ঈ, *শরহে সুনান আবি দাঊদ*, ১৪শ খণ্ড, আল্-ফাইয়ূম (মিসর) : দারুল ফালাহ্ লিল্ বাহ্সিল ‘ইল্মী ওয়া তাহ্কীকুত্ তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি. পৃ. ৩৪৯; ফয়সল ইব্ন ‘আব্দুল ‘আযীয ইব্ন ফয়সল ইব্ন হাম্দ আল্-মুবারক আন্-নাজ্দী, *বুস্তানুল আহ্বার মুখ্তাসার নায়লুল আওতার*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারু ইশ্বিলিয়া লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী’, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৫৯

[৫৯]ইমাম আবু হানিফা (র.) : তাঁর মূল নাম নু‘মান ইবন সাবিত। ইমাম আ‘যম তাঁর উপাধি। আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরী সনে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুফায় প্রায় ৯৩ জন মুহাদ্দিসের নিকট ‘ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি সাহাবীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তন্মধ্যে হযরত আনাস ইব্ন মালিক, ‘আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা, সাহল ইব্ন সা‘দ এবং আবু তোফায়েল (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, অমায়িক, নম্র, ভদ্র, পরিচ্ছন্ন সাধক, ‘আলিম ও সমসাময়িক কালের হাদীসের বিশিষ্ট হাফিয ছিলেন। হাদীসের বিশাল সম্পদ বক্ষে ধারণ করে এর নিগূঢ় অর্থ উদঘাটন এবং আল্ কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল বের করার কাজেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৫০ হি./৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। (ড. মুস্তাফা হুস্নী আস্-সুবায়ী, *ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্*, এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৪১৮)

[৬০]আবু ‘উমর ইউসুফ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল বর্ আন্-নাম্রী আল্-কুরতুবী, *আল্-ইস্তিয্কার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ,১৪২১ হি./২০০০ খ্রি. পৃ. ৪১২

[৬১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

ইমাম মালিক[৬২] (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেন : لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعرًا، أمر بأن يلحق بأهل السوق، أو ينعزل عنهم "বাজারের লোকদের উপর মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জায়েয নয়; বরং যে দাম কমিয়ে দেয় তাকে বাজারবাসীদের সাথে যোগ দিতে কিংবা তাদের থেকে পৃথক হতে নির্দেশ দেওয়া হবে"। ইমাম আহ্মাদ[৬৩] ও ইমাম শাফি'ঈ[৬৪] বলেন, لا يجوز التسعير على المخالف لأهل السوق في البيع ولا غيره "বাজারের ব্যবসায়ীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রয়-বিক্রয় ও অন্য কোন ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জায়িয নয়"।[৬৫] আল্-মাওয়ার্দী (মৃ. ৪৫০ হি.) বলেন, ولا يجوز أن يسعّر على الناس الأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء "মূল্য হ্রাস বা মূল্য বৃদ্ধির সময় মানুষের উপর খাদ্যপণ্য বা অন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা জায়েয নয়"।[৬৬]

স্বাভাবিক অবস্থায় পণ্যের মালিকদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া কিংবা কোন জ্ঞাত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করা বাজার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত মুহ্‌তাসিবের জন্য জায়িয নয়।[৬৭] পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ "(একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়) লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি আমাদের জন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে

[৬২]ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) : তিনি ৯৩ হিজরী সনে পবিত্র মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় সমগ্র মদীনা হাদীস চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। ইমাম মালিক (র.)-এর পিতা, চাচা এবং পিতামহ সকলেই মুহাদ্দিস ছিলেন। তখন সাহাবীদের শিক্ষাদান কেন্দ্র মদীনাতেই ছিল। ইমাম মালিক তাঁদের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করেন। তিনি তৎকালীন গুণী ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর সংগৃহীত এক লক্ষ হাদীস হতে তিনি তাঁর কিতাবে দশ হাজার হাদীস স্থান দেন। উক্ত দশ হাজার হতে মাত্র ১,৭২০টি অবশিষ্ট রাখেন। জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর তিনি এ কাজে ব্যয় করেন। ইমাম মালিক হাদীস সংকলন করে তদানীন্তন প্রায় ৭০ জন বিশিষ্ট 'আলিমের নিকট প্রেরণ করেন। সবাই তাঁর এই সংকলনের বিশুদ্ধতা সমর্থন করায় উক্ত হাদীস সংকলনের নামকরণ করা হয় 'মুয়াত্তা' বা সমর্থিত। প্রথম যুগ থেকেই মুয়াত্তা সমাদৃত হয়েছিল। সহস্রাধিক বিশিষ্ট 'আলিম ইমাম মালিকের নিকট তাঁর এই মুয়াত্তা শিক্ষা করেন। (মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১০৪-১০৫)

[৬৩]ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) : ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ আহ্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) ১৬৪ হি./৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, শাম, ইরাক ও তাবরীজ সফর করেন। প্রথমে তিনি ইমাম আবু ইউসুফের দার্সে অংশ নেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বাগদাদ অবস্থানকালে তিনি তাঁর সঙ্গে সর্বদা থাকতেন। তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীস সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার। এর মধ্য থেকে তিনি বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে ত্রিশ হাজার হাদীস তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে স্থান দেন। তাঁর হাদীস সংগ্রহ পরবর্তী মুহাদ্দিসগণকে প্রেরণা যোগায় এবং ফিক্‌হ ও ইসলামী আইন শাস্ত্র প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়তা করে। (ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭-৪১৮)

[৬৪]ইমাম শাফেঈ (র.) : ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিস শাফি'ঈ (র.) ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ফিলিস্তিনের গাজা বা আসকালানে মতান্তরে মক্কার মিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফ্‌য করেন। তিনি ইমাম মালিকের মাদ্‌রাসায় এবং তাঁর সাহচর্যে 'ইল্‌ম অর্জন করেন। মাত্র পনের বছর বয়সেই 'আলিমগণ তাঁকে ফতোয়া দেয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ইমাম শাফি'ঈ ১১৪ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত ফিক্‌হ ও ইসলামী আইন শাস্ত্রের গ্রন্থাদি এক অমূল্য সম্পদ। (মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ৪১৩-৪১৪)

[৬৫]আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন নাস্‌র আস্‌-সা'লাবী আল্‌-বাগদাদী আল্‌-মালিকী, *'উয়ূনুল মাসাইল*, বৈরুত : দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ৪২৪

[৬৬]আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব আল্‌-মাওয়ার্‌দী, *আল্‌-আহ্‌কামুস্‌ সুলতানিয়্যাহ্‌*, আল্‌-কাহিরাহ্‌ : দারুল হাদীস, তা. বি. পৃ. ৩৭০

[৬৭]'আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাস্‌র আশ্‌-শাইযারী, *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্‌ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্‌*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আল্লাহ্ই পণ্যের মূল্য নির্ধারণকারী, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং রিয্ক দানকারী। আমি কামনা করছি, আমি আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করব যে, কারো জীবন ও সম্পদে জুল্ম ও অন্যায় করার কারণে তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার কামনা করবে না”।[৬৮] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদের উপর মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যে তাদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা উচিত হবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা ও বিপুল সংখ্যক ফকীহ্র অভিমত।[৬৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে যে সব কারণে বাজারে মূল্য নির্ধারণ বৈধ

সাধারণ অবস্থায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে ‘আলিম ও ফকীহ্গণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন; তবে বিশেষ কোন অবস্থা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে জনস্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রশাসন বা সরকার কর্তৃক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করাকে বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন বাজারে ন্যায্যমূল্য বাস্তবায়ন, অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বিক্রেতাদের মূল্য কারসাজি রোধ, জনস্বার্থ রক্ষা করা, পণ্য মওজুদদারী রোধ করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হওয়া, ক্রেতা ও বিক্রেতা একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মানুষের উপর সাধ্যাতীত কষ্ট আরোপ করা, মুনাফাখোরী রোধ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া জায়িয হবে। বিশেষ অবস্থায় পণ্যমূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সরকার ভোক্তা কিংবা ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। বিক্রেতাকে মুনাফা অর্জনে যেমন বাধাগ্রস্ত করা যাবে না, তেমনি তাকে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের ক্ষতি করার সুযোগও দেওয়া যাবে না।[৭০] হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة “জনগণের উপর পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সরকারের উচিত নয়। তবে খাদ্যপণ্যের মালিকগণ যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে, এমতাবস্থায় প্রশাসন যদি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত মুসলমানদের

---

[৬৮]আবু আহ্মাদ মুহাম্মদ ‘আব্দুল্লাহ্ আল্-আ‘যমী আল্-মা‘রূফু বিয্-যিয়া, *আল্-জামি‘উল কামিল ফিল্ হাদীসিস্ সহীহ্ আশ্-শামিলুল্ মুরাত্তাবু ‘আলা আবওয়াবিল ফিক্হ*, ৫ম খণ্ড, রিয়াদ : দারুস্ সালাম লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী’, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৬৭২

[৬৯]আশ্-শাইখ খলীল আহ্মাদ আস্-সাহারানপুরী, *বায্লুল মাজ্হুদ ফী হাল্লি সুনানি আবি দাঊদ*, ১১শ খণ্ড, আল্-হিন্দ : মার্কাযুশ্ শাইখ আবুল হাসান আন্-নদ্ভী লিল্ বুহুস ওয়াদ্ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি. পৃ. ১৬৫

[৭০]ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্, *আল্-মাউসূ‘আতুল ফিকহিয়্যাহ্*, ১১শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-৩১৫

অধিকার রক্ষা করতে অক্ষম হন, তাহলে তখন অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করে দিলে কোন অপরাধ হবে না"।[৭১]

ব্যবসায়ী কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ

প্রত্যেকেরই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে স্বাধীনতা রয়েছে। আর স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের উপর মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় না কিংবা ক্রেতাদেরও ক্রয় করতে বাধ্য করা হয় না।[৭২] মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার আদেশ দিয়েছেন।[৭৩] এ ব্যাপারে শরী'আহ্র বিধান হলো, ব্যবসায়ীগণ মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। ব্যবসায়ী তার পণ্যদ্রব্যের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করবে, যাতে ক্রেতাসাধারণ সহজেই মূল্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সামান্য লাভে মূল্য নির্ধারণ করবে যাতে বিক্রেতা নিজেও লাভবান হয় এবং ক্রেতার উপর যেন অতিরিক্ত মূল্যের বোঝা আরোপিত না হয়।[৭৪] অতএব এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতি রয়েছে এবং ইসলামী শরী'আতে এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, তাই নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হিসেবে বিবেচিত।

মূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি

রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসনের দায়িত্ব হলো, যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে সে পণ্যের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে একটি স্থানে একত্রিত করা এবং অপর কিছু লোক তাদের (প্রশাসন) সততার স্বীকৃতিস্বরূপ উপস্থিত রাখা। ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে তাদের পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের মনোভাব সম্পর্কে জেনে নিতে হবে এবং তাদের দাবীকৃত বিষয় সম্পর্কে তাদের সাথে আলোচনা করে পণ্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার চেষ্টা করবেন, যাতে ব্যবসায়ীগণ প্রশাসনের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। মূল্য নির্ধারণের জন্য তাদের উপর জবরদস্তি করা যাবে না; বরং তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তা করতে হবে। এরই ভিত্তিতে 'আলিমগণ মূল্য নির্ধারণ জায়িয রেখেছেন। কারণ, এ উপায়েই কেবল ক্রেতা-বিক্রেতার উপকৃত হওয়ার বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে উদঘাটন করা যাবে। পণ্যে লাভের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; অন্যদিকে জনগণও যেন

---

[৭১]বুরহানুদ্দীন আলী ইব্ন আবু বকর আল্-মারগীনানী, *আল্-হিদায়াহ্ ফী শার্হি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা. বি. পৃ. ১৭১-৭২

[৭২]এম আকরাম খান ও এম রকিবুজ জামান, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন, *ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ২৬-২৭

[৭৩]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ২৯

[৭৪]মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আত্-তুওয়াইজিরী, *মাউসূ'আতুল ফিক্হিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, রিয়াদ : বাইতুল ইফ্কার আদ্-দাওলাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./ ২০০৯ খ্রি. পৃ. ৪৩৬

মূল্যবৃদ্ধির চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অভিযোগ করতে না পারে, সে দিকটি সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।[৭৫] মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে ভোক্তা, উৎপাদনকারী, বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, ও দূরদর্শীতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। অনুরূপভাবে তাদেরকে ক্রয়মূল্যে বা বিনা লাভে বিক্রি করতে বাধ্য করাও বৈধ হবে না। প্রয়োজন দেখা দিলে খাদ্যসহ সব ধরণের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ বৈধ হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে পণ্যের সংকট সৃষ্টি হওয়ার কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে বিক্রেতাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি হ্রাসকৃত মূল্যে তার পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে চায়, তাহলে তাকে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করা বৈধ হবে না।[৭৬]

মূল্য নির্ধারণের আওতাধীন পণ্য

শাফি‘ঈ ফকীহ্গণের সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য মতে, মানুষ ও পশুর খাদ্য এবং অন্য সকল পণ্য মূল্য নির্ধারণের আওতাভুক্ত থাকবে। হানাফীদের মতে, শুধু মানুষ ও পশুর খাদ্যে মূল্য নির্ধারণ বৈধ হবে। তবে ক্ষতির আশংকা থাকলে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা বৈধ হবে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, একচেটিয়া ব্যবসা ও মওজুদদারী প্রতিরোধে মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ।[৭৭] মালিকী মায্হাবের দুইটি মতের প্রথম অভিমত হলো, শুধু পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য পণ্যে মূল্য নির্ধারণ কার্যকর করা যাবে; তা খাদ্যপণ্য হোক বা অন্য কোন পণ্য হোক। যে জিনিস পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য নয়, তা একই শ্রেণির না হওয়ার কারণে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য পণ্য যদি একই রকম হয় তাহলে তার মূল্য নির্ধারণ কার্যকর হবে। পণ্য যদি ভিন্ন ভিন্ন মানসম্পন্ন হয় তাহলে উন্নতমানের পণ্যের মালিককে নিম্নমানের পণ্যের মূল্যে বিক্রি করার নির্দেশ দেওয়া যাবে না। কারণ উন্নতমানের পণ্যের মূল্য কিছু বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া পণ্যের পরিমাণ কম-বেশি হলে মূল্যও কম-বেশি হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় মত হলো, শুধু খাদ্যপণ্যের উপর মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।[৭৮] ইব্ন তাইমিয়া ও ইব্নুল কায়্যিম এর অভিমত হলো, মূল্য নির্ধারণ শুধু খাদ্যপণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটা সকল বস্তুর ক্ষেত্রে বৈধ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত যথাযথ উপায়ে ন্যায্যমূল্যে

[৭৫]আবুল ওয়ালীদ সুলাইমান ইব্ন খাল্ফ ইব্ন সা'দ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন ওয়ারিস আল্-কুর্তুবী, *আল্-মুন্তাকা শর্হুল্ মুয়াত্তা*, ৫ম খণ্ড, মিসর : মাত্বা'আহ্ আস্-সা'আদাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৩৩২ হি. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৭৬]আহ্মাদ ইব্ন সা'ঈদ আল্-মুজাইলিদী, *আত্-তাইসীর ফী আহ্কাম আত্-তাস'ঈর*, আল্-জাযাইর : আশ্-শির্কাতুল্ ওয়াতানিয়্যাহ্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী', তা. বি. পৃ. ৪৯

[৭৭]ইব্ন ‘আবিদীন মুহাম্মদ আমীন ইব্ন ‘উমর ইব্ন ‘আব্দুল ‘আযীয ‘আবিদীন আদ্-দিমাশ্কী আল্-হানাফী, *রাদ্দুল মুহ্তার ‘আলাদ্ দুর্রিল মুখ্তার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মিসর : শির্কাতু মাক্তাবাহ্ ওয়া মাত্বা'আহ্ মুস্তাফা আল্-বাবী আল্-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি. পৃ. ৪০০

[৭৮]আবুল ওয়ালীদ সুলাইমান ইব্ন খাল্ফ ইব্ন সা'দ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন ওয়ারিস আল্-কুর্তুবী, *আল্-মুন্তাকা শর্হুল্ মুয়াত্তা*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

পণ্যের লেনদেন না হবে। ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য করা আবশ্যক। এতে কারো ভিন্ন মত নেই। কারণ এতে মহান আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত সাধারণ কল্যাণের বিষয় জড়িত। আর জনকল্যাণ সাধন করা ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত সম্ভব নয়।[৭৯]

নির্ধারিত মূল্য অমান্য করার বিধান

ফকীহ্গণের স্পষ্ট মতানুসারে, বাজারের কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মূল্য নির্ধা**রণ** করে দেওয়ার পর কোন ব্যবসায়ী যদি তা অমান্য করে, তাহলে প্রশাসনের আদেশ অমান্য করা বা প্রশাসনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কারণে তাকে বিচারিক আদালতের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা যাবে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত হলো, কোন ব্যবসায়ী বাজারমূল্যের চেয়ে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অধিক মূল্যে তার পণ্য বিক্রি করে, তাহলে এটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ অপরাধে তাকে শাস্তি প্রদান করা বৈধ হবে।[৮০] এক্ষেত্রে তা'যীর বা বিবেচনামূলক শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিচারক বা তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করবে। এ ধরণের শাস্তির মধ্যে রয়েছে, অপরাধীকে বন্দী করা, বেত্রাঘাত করা, আর্থিকভাবে জরিমানা করা, বাজার হতে বহিষ্কার করা ইত্যাদি। এগুলো হতে বিচারক যে শাস্তি উপযুক্ত মনে করেন সেটিই প্রয়োগ করা হবে। যখন প্রশাসন কর্তৃক যথাযথ কারণ সাপেক্ষে মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ হবে এবং মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, তখন কেউ যদি তা অমান্য করে তাহলেই কেবল তাকে এ শাস্তি দেওয়া যাবে। আর যে সকল ফিক্হবিদ মূল্য নির্ধারণ করাকে বৈধ মনে করেন না তাঁদের মতে নির্ধারিত মূল্য অমান্যকারীকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাবে না।[৮১]

৬.৫ ক্রেতা-বিক্রেতার খিয়ার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা

বাজারে সাধারণত ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে দুইটি পক্ষ থাকে। আধুনিক সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে একদিকে ক্রেতার চাহিদা ও পছন্দের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে, অপরদিকে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে ক্রেতাগণ প্রায়ই প্রতারিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হচ্ছে। ইসলামের

---

[৭৯]তাকীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন 'আব্দুল হালীম ইব্ন তাইমিয়া, *আল্-হিস্বাহ্ ফিল্ ইসলাম আও ওয়াযীফাতুল হুকুমাতিল ইসলামিয়্যাহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, তা. বি. পৃ. ২২

[৮০]আবু যাকারিয়্যা মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শরফ আন্-নববী, *রাওদাতুত্ তালিবীন ওয়া 'উম্দাতুল মুফ্তিয়্যিন*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি. পৃ. ৪১১; যাকারিয়্যা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়্যা আল্-আনসারী যাইনুদ্দীন আবু ইয়াহ্ইয়া, *আসনাল্ মাতালিব ফী শর্হে রাওদিত্ তালিব*, ২য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি. পৃ. ৩৮

[৮১]শাইখ মান্সূর ইব্ন ইউনুস আল্-বাহুতী আল্-হাম্বলী, *কাশ্শাফুল কিনা'*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ১৮৭; মুস্তাফা ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আবদুহু আস্-সুয়ূতী আদ্-দিমাশ্কী, *মাতালিবু উলিন্ নুহা ফী শর্হে গায়াতিল্ মুন্তাহা*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ৬২

বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রেতাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য ক্রেতা প্রতারণার আশংকা থাকলে শর্ত সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। পণ্য-দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি দেখা গেলে কিংবা ব্যবহারের অযোগ্য হলে তা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফেরত প্রদান বা পরিবর্তন করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। নিম্নে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার স্বাধীনতা ও অধিকার বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হলো।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ক্রেতার স্বাধীনতা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা দুনিয়াকেন্দ্রিক, মূল্যবোধ নিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী অর্থব্যবস্থা। এতে নৈতিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি নেই বললেই চলে। এটি তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ও বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সমাজের সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য এ ব্যবস্থা মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, বাজার, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমন্বিত ভূমিকার উপর নির্ভরশীল নয়। এতে ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয় না। যার কারণে বাজার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বৈষম্য চিরস্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আসল সার্বভৌমত্ব সাধারণ ক্রেতা হতে চলে যায় গুটিকয়েক পুঁজিপতি উৎপাদক, মওজুদদার ব্যবসায়ী এবং শিল্প মালিকের হাতে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা দুনিয়াকেন্দ্রিক, মূল্যবোধ নিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী নয়; বরং ইসলামী অর্থব্যবস্থা এসবের মূলোৎপাটনকারী কতিপয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী অর্থনীতি নৈতিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিকতা, সহমর্মিতা ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ইসলাম সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ভূমিকার উপর নির্ভর করে এবং ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের উপর জোর দিয়ে থাকে।[৮২]

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ক্রেতাসাধারণ তথা ভোক্তারা একটি শক্তিশালী পক্ষ। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন বিক্রেতাকে ক্রেতার পছন্দের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হয়। তত্ত্বগতভাবে একজন বিক্রেতার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড ক্রেতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে, এটাই স্বাভাবিক এবং তিনি ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে ক্রেতাসাধারণের এ অধিকার আছে যে, তারা নিজেদের পছন্দমত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করবে। তাই পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা সাধারণের ইচ্ছার স্বাধীনতা ইসলামী বাণিজ্যনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ক্রেতাদের ন্যায্য অধিকার।[৮৩]

---

[৮২] ড. এম ওমর চাপড়া, ভাষান্তর : ড. মাহমুদ আহমদ, *ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি. পৃ. ৭৯

[৮৩] এ. জেড. এম শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ৪৩

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ক্রেতার স্বাধীনতা

সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সমর্থকদের নিকট দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হলো বিত্তশালীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া এবং তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া। মালিকানার বিধানকে বাতিল করা এবং দরিদ্র শ্রেণিকে ধনীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে শ্রেণি সংঘাতের জন্ম দেওয়া। এভাবে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের বিজয় অর্জিত হবে এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামী নীতিমালার সাথে এ মতবাদ সাংঘর্ষিক। ধনীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো, যদিও কতিপয় ধনী এমন যে, বিত্তবৈভব তাদেরকে বিদ্রোহের পথে পরিচালিত করে, অন্যদের উপর জুল্ম নির্যাতন করে এবং দুর্বল ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার হরণ করে; তবুও ধনীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন যারা বিত্তবৈভবের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে মহান আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং নিজেদের সম্পদ থেকে অসহায়, দরিদ্র ও দুর্বলদের অধিকার আদায় করে থাকে। ইসলামী বিধানে কোন শ্রেণির কতিপয় ব্যক্তির অপরাধের শাস্তি সে শ্রেণির সকল মানুষকে দেওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে নিজেই জবাবদিহি করবে।[৮৪] সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। সমাজ সমষ্টিগতভাবে সার্বভৌম হতে পারে, কিন্তু নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। এ অবস্থায় ক্রেতা তাদের সার্বভৌম অধিকার বিসর্জন দেয় বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর।[৮৫]

ইসলামে ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা

ইসলামী বাজার ব্যবস্থায় ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা নির্ধারিত হয় কুরআন ও সুন্নাহ্র সিদ্ধান্তের আলোকে এবং এতেই নিহিত রয়েছে ক্রেতাসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ। ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতার আরবী প্রতিশব্দ হলো (خِيَارٌ) 'খিয়ার'। এর শাব্দিক অর্থ নির্বাচন করা, বেছে নেওয়া, অধিকার বা ইখ্তিয়ার। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه "ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার অধিকারকে ফিক্হ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'খিয়ার' বলা হয়"।[৮৬] অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه

---

[৮৪] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, অনুবাদ : আবদুল কাদের, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*, ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৯১ খ্রি. পৃ. ৩০-৩১

[৮৫] এ. জেড. এম শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[৮৬] ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আত্-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-মূসা, *আল্-ফিক্হুল মুয়াস্সার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

"ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের মধ্যে উত্তম বিষয়টি অনুসন্ধান করাকে 'খিয়ার' বলা হয়।[৮৭]

খিয়ার ইসলামী শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হিক্মাত

ইসলামী শরী'আহ্র বিধি-বিধানের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি হিক্মাহ্ বা রহস্যে পরিপূর্ণ। ক্রয়-বিক্রয়ে যেহেতু খিয়ার রয়েছে, সেহেতু জ্ঞানীগণ এখানে কতিপয় হিকমাহ্ নির্ণয় করেছেন। যেমন : ১. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির প্রারম্ভেই পণ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি না থাকার কারণে গোপনীয় ক্ষতি থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া অথবা এর মধ্যে সন্দেহ, ধোঁকা ইত্যাদি প্রবেশ করার কারণে যে ক্ষতির দিকে ধাবিত করে তা থেকে রক্ষা পাওয়া। ২. পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার আকাঙ্ক্ষায় পণ্যের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে মূল সম্মতির বিষয়টি পরিষ্কার করা, যা চুক্তিকারীর পক্ষ থেকে ক্ষতি দূর করে। ৩. পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিকারীকে সাচ্ছন্দে রাখা ও তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য পণ্যটি মানসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা, যাতে সে যে কল্যাণ পেতে চায় তা লাভ করতে পারে। ৪. বিক্রেতার দিক থেকেও খিয়ারের হিক্মাহ্ অনুরূপ। বিক্রেতা পরামর্শক্রমে একটি পণ্য ক্রেতাকে প্রদান করল এবং ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে বা তার উপর ভরসা করে পণ্যের মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে প্রতারণা ও ক্ষতি নেই বলে মনে করে পণ্যটি নিয়ে গেল। বিক্রেতার কর্তব্য হলো, ক্রেতার বিশ্বাস ও ভরসার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ক্রেতার অপছন্দের পণ্য ফেরত গ্রহণ করা।[৮৮]

ক্রেতা-বিক্রেতার 'খিয়ার' বা অধিকারের প্রকারভেদ

ফিকহ্ গ্রন্থগুলোতে ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনায় খিয়ারের শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। নিম্নে খিয়ারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. خِيَارُ الْمَجْلِسِ 'খিয়ারুল মজলিস' বা ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানে ক্রেতা-বিক্রেতার খিয়ারের অধিকার

খিয়ারুল মজলিসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, خِيَارُ الْمَجْلِسِ، أَيِ الْمَكَانُ الَّذِيْ جَرٰى فِيْهِ التَّبَايُعُ؛ فَلِكُلٍّ مِّنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارُ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ "যে স্থানে ক্রয়-বিক্রয় চলমান থাকে সে স্থান হতে পরস্পর পৃথক হওয়ার সময় পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকারকে 'খিয়ারুল মজলিস'

---

[৮৭]মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ্, *আহকামু আহলিয্ যিম্মাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৩৩৬

[৮৮]ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আত্-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-মূসা, *আল্-ফিক্হুল মুয়াস্সার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

বলা হয়।[৮৯] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল হারিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের (ক্রয়-বিক্রয় বহাল বা ভঙ্গ করার) ইখ্তিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষ-ত্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং (ত্রুটি) গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে"।[৯০] ক্রয়-বিক্রয়ে 'খিয়ারুল মজলিস' শরী'আতে বিধিবদ্ধ হওয়ার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ব্যবসার মধ্যে মহান আল্লাহ্ পারস্পরিক সন্তুষ্টির যে শর্তারোপ করেছেন, এখানে তা পরিপূর্ণরূপে অর্জিত হয়। কোন রকম বিবেচনা কিংবা মূল্য যাচাই ছাড়াই যদি হঠাৎ কোন চুক্তি সংঘটিত হয়, সে ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্র সৌন্দর্যের দাবী হলো, এ চুক্তিকে এমন একটি সম্মানের জায়গায় স্থান দেওয়া যেখানে উভয় পক্ষ তাদের যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে এবং প্রত্যেকে যেন পুনর্বিবেচনা কিংবা উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করতে পারে।[৯১]

খ. خِيَارُ الشَّرْطِ 'খিয়ারুশ শর্ত' বা নির্দিষ্ট সময়ের শর্তযুক্ত অধিকার

খিয়ারুশ শর্তের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, هو أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما أو لغيرهما الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة "ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য অথবা অন্য কারো জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা বাতিল করার অধিকারকে 'খিয়ারুশ শর্ত' বলা হয়।[৯২] মহান আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর"।[৯৩] ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ারুশ শর্ত বৈধ। তাদের উভয়ের জন্য তিনদিন অথবা তিন দিনের কম সময়ের জন্য অধিকার থাকবে। তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খিয়ারে শর্ত জায়িয হবে না। এ ব্যাপারে দলীল হলো, ঐ হাদীস যা বর্ণিত হয়েছে মুন্কিজ ইব্ন আমর আনসারী (রা) হতে, যিনি বেচা-কেনায় প্রতারিত হতেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বললেন, إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِى كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ فَإِنْ

---

[৮৯] প্রাগুক্ত

[৯০] আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন কাসীর, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ৭৩২

[৯১] সালিহ্ ইব্ন ফাওযান ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-ফাওযান, *আল্-মুলাখ্খাস্ আল্-ফিক্হী*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল 'আসিমাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি. পৃ. ২২

[৯২] ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮

[৯৩] সূরা আল্-মায়িদাহ্, আয়াত : ১

رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ "যখন তুমি বেচা-কেনা করবে, তখন তুমি বলবে, আমাকে ধোঁকা দিবে না। তারপর তুমি যে পণ্য ক্রয় করেছ তার প্রত্যেকটিতে তোমার জন্য তিন দিনের খিয়ার থাকবে। যদি তুমি এতে সম্মত থাক তাহলে তা রেখে দিবে আর যদি সম্মত না থাক তাহলে তা ফেরত দিবে"।[৯৪]

ইমাম আবু ইউসুফ[৯৫] ও ইমাম মুহাম্মদ[৯৬] (র.) বলেন, খিয়ারুশ শর্তের জন্য তিন দিনের অধিক সময়ের শর্ত করা বৈধ। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে, তাদের উভয়ের পৃথক না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি খিয়ারের শর্তে বেচা-কেনা হয়, তবে পৃথক হওয়ার পরও ইখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে"।[৯৭]

গ. خِيَارُ الْغَبَنِ 'খিয়ারুল গাবান' বা প্রতারণার ক্ষেত্রে খিয়ার

গাবান অর্থ হলো মূল্য বা অন্যকিছু হ্রাস পাওয়া। পরিভাষায়, هو النقص في الثمن في البيع والشراء "ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যের মধ্যে হ্রাস করাকে 'খিয়ারুল গাবান' বলা হয়"। অর্থাৎ ক্রেতা যদি বিক্রেতার সাথে চরম ধোঁকাবাজি করে বা বিক্রেতা ক্রেতার সাথে প্রতারণা করে অথবা দালাল তাদের কোন একজনের সাথে প্রতারণা করে, তবে যার সাথে ধোঁকাবাজি করা হয়েছে তার ইখ্তিয়ার থাকবে। এ ধরণের ইখ্তিয়ারকে 'খিয়ারুল গাবান' বলা হয়। এ খিয়ার বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে। ক্রেতা ধোঁকাপ্রাপ্ত হলে যেভাবে তার চুক্তি ভঙ্গের অধিকার রয়েছে, তেমনি বিক্রেতাও

---

[৯৪]আবু বকর আহ্মাদ ইব্নুল হুসাইন ইব্নু 'আলী আল্-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুব্রা ওয়া ফী যায়লিহী আল্-জাওহারুন্ নকী*, ৫ম খন্ড, হায়দরাবাদ : মাজ্লিসু দায়িরাতিল্ মা'আরিফ আন্-নিযামিয়্যাতুল্ কায়িনাতু ফিল্ হিন্দ, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৪ হি. পৃ. ২৭৩

[৯৫]ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) : তাঁর মূল নাম ইয়া'কুব এবং উপনাম আবু ইউসুফ। পূর্ণ নাম হলো, আবু ইউসুফ ইয়া'কুব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাবীব ইব্ন সা'দ আল্-আনসারী। তিনি ইরাকের কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। হানাফী মাযহাবের মুখপাত্র, প্রখ্যাত বিচারক, ফকীহ্, মুজ্তাহিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে ইমাম আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি ফিক্হশাস্ত্রের উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৮২ হি. সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। (শামসুদ্দীন আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আয্-যাহাবী, *তায্কিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ২১৪)

[৯৬]ইমাম মুহাম্মদ (১৩২-১৮৯ হি.) : তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন ফারকাদ আশ্-শাইবানী। তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফের পর তিনিই ছিলেন আবু হানিফার একজন যোগ্য শিষ্য। তিনি ইমাম আবু হানিফার কর্ম ও ফাতাওয়াসমূহ লিপিবদ্ধ ও সম্পাদনা করতেন। তিনি প্রথম পর্যায়ের হানাফী ফকীহ্ ছিলেন। ফিক্হশাস্ত্রের উপর তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৮৯ হি. সনে লুবিয়া নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০)

[৯৭]আহমাদ ইব্নু শু'আইব আবু 'আব্দুর রহমান আন্-নাসাঈ, *সুনান আন্-নাসাঈ আল্-কুব্রা*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি. পৃ. ৭; আবু দাউদ সুলাইমান ইব্নুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী, *সুনান আবি দাউদ*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি. পৃ. ২৮৭

ধোঁকাপ্রাপ্ত হলে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে। আর এটি তখন হবে যখন বাজারে কোন পণ্যের মূল্য অনেক উচ্চ হয় এবং এ ব্যাপারে ক্রেতা অবগত না থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার খিয়ার থাকবে।[৯৮]

ঘ. خِيَارُ التَّدْلِيْسِ 'খিয়ারুত্ তাদ্‌লীস' বা ত্রুটি গোপন রাখার ক্ষেত্রে খিয়ার

তাদ্‌লীস এর সংজ্ঞা হলো, التدليس: هو إظهار المعقود عليه بصورة ليس هو عليها في الواقع "চুক্তিকৃত বস্তু এমনরূপে প্রকাশ করা যা বাস্তবে সেরূপ নয়"। তাদ্‌লীসের হুকুম হলো শরী'আতে এটি হারাম করা হয়েছে। কারণ এতে ধোঁকা ও প্রতারণা রয়েছে এবং এর দ্বারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হয়।[৯৯] হাদীসে মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ "তোমরা উটনী ও বকরীর স্তনে দুধ জমা করে রেখো না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দুইটি অধিকারের যেটি তার পক্ষে উত্তম মনে করবে সেটি গ্রহণ করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রয়কৃত পশুটি রেখে দিবে, আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দিবে এবং সঙ্গে এক 'সা' পরিমাণ খেজুর দিবে।[১০০]

ঙ. خِيَارُ الْعَيْبِ 'খিয়ারুল 'আয়েব' বা ত্রুটিযুক্ত মাল গ্রহণ না করার অধিকার

খিয়ারুল 'আয়েব এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع "ক্রয়কৃত মালের মধ্যে এমন কোন দোষ থাকা যার ব্যাপারে বিক্রেতা সংবাদ দেয়নি কিংবা বিক্রেতা তা জানতো না; এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য যে অধিকার সাব্যস্ত হয় তাকে 'খিয়ারুল 'আয়েব' বলা হয়"। এরূপ দোষের কারণে পণ্যের নির্ধারিত মূল্য হ্রাস পেয়ে যায়, এমতাবস্থায় ক্রেতা চুক্তি বহাল রাখতে পারে এবং বাতিলও করতে পারে।[১০১]

চ. خِيَارُ الْقَبُوْلِ 'খিয়ারুল কবুল' গ্রহণ করার অধিকার

খিয়ারুল কবুলের সংজ্ঞা হলো, هو حقّ يثبت للطّرف الثّاني عند التّعاقد ، وذلك بعد صدور الإيجاب من الطّرف الأوّل "এটি এমন অধিকার যা চুক্তির সময় প্রথম পক্ষের প্রস্তাব প্রকাশ পাওয়ার পরে দ্বিতীয়

---

[৯৮] ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আত্-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্-মূসা, *আল্-ফিক্‌হুল মুয়াস্‌সার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

[১০০] আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৫

[১০১] সালিহ্ ইব্‌ন ফাওযান ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-ফাওযান, *আল্-মুখাল্লাস্ আল্-ফিক্‌হী*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল 'আসিমাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি. পৃ. ২৭

পক্ষের জন্য সাব্যস্ত হয়”।[১০২] এখানে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া নয়; বরং বক্তব্যের মাধ্যমে পৃথক হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।[১০৩] সামুরাহ্ ইব্ন জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ইখ্তিয়ার থাকবে যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়"।[১০৪]

ছ. خِيَارُ الرُّؤْيَةِ 'খিয়ারুর রুয়াত' বা বিক্রিত মাল দেখার অধিকার

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাক্কালে ক্রেতার জন্য পণ্য না দেখে ক্রয় করা জায়িয রয়েছে। তবে পণ্য দেখার পর তা গ্রহণ করা বা ফেরত প্রদানের অধিকার রয়েছে। খিয়ারুর রুয়াত এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, هو أن يكون للمشتري الحق في إمضاء العقد أوفسخه عند رؤية المعقود عليه "বিক্রয়কৃত পণ্য দেখার পর ক্রেতার জন্য সে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার অধিকারকে খিয়ারুর রুয়াত বলে"।[১০৫] মাক্হুল (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "যে ব্যক্তি কোন বস্তু না দেখে ক্রয় করল, অতঃপর যখন সে বস্তুটি দেখবে, তখন তার জন্য ইখ্তিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বস্তুটি গ্রহণ করবে, অন্যথায় ফেরত দিবে"।[১০৬]

জ. خِيَارُ التَّعْيِيْنِ 'খিয়ারুত তা'য়ীন' নির্দিষ্টকরণের অধিকার

'খিয়ারুত তা'য়ীন' এর সংজ্ঞা হলো, هو أن يكون للعاقد حق تعيين أحد الأشياء الثلاثة المختلفة في الثمن والصفة التي ذكرت في العقد "চুক্তিকারীর জন্য চুক্তিতে উল্লিখিত মূল্য ও গুণের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির তিনটি বস্তুর একটি বস্তু নির্দিষ্টকরণের অধিকারকে 'খিয়ারুত তা'য়ীন' বলা হয়। যখন একটি বস্তু নির্দিষ্ট করে নেয় তখন চুক্তির কিছু অংশ অজ্ঞাত হওয়ার পরে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। মালের বিনিময়ে মাল প্রদানের চুক্তিসমূহ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এ খিয়ার সাব্যস্ত হবে না। হানাফীদের অগ্রগণ্য মতানুসারে এ খিয়ার শুধুমাত্র ক্রেতার জন্যই সাব্যস্ত হবে।[১০৭]

---

[১০২]ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্, *আল্-মাউসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ্ আল্-কুয়েতিয়্যাহ্*, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[১০৩]ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৪

[১০৪]মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল্-হাকীম আন্-নাইসাপুরী, *আল্-মুস্তাদরাক আ'লাস্ সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./ ১৯৯০ খ্রি. পৃ. ১৯

[১০৫]ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০

[১০৬]আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল্-বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল্-কুবরা*, ৫ম খণ্ড, মক্কা : মাক্তাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ২৬৮

[১০৭]ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৬

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামে ক্রেতার স্বাধীনতার বিধান সংরক্ষিত থাকায় বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের উদার, গণমুখী ও সর্বজনীন নীতি-আদর্শের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।[১০৮] ইসলাম এ ইখ্তিয়ার প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তার অধিকারকে শক্তিশালী করেছে। পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার থাকায় ক্রেতা যেমন স্বাচ্ছন্দচিত্তে পণ্য ক্রয় করতে পারে তেমনি বিক্রেতাও প্রতারণা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

ক্রেতা বিক্রেতার পূর্বশর্ত অনুযায়ী বাজারে সীমিতভাবে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত প্রদানের প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে এ বিষয়ে কিছু বলা নেই। তবে ১৯৩০ সালের পণ্য বিক্রয় আইনের ৩৭ ও ৩৮ ধারায় বলা হয়েছে, "বিক্রেতা কর্তৃক অসমপরিমাণ পণ্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হইলে ক্রেতা উক্ত পণ্য প্রত্যাখ্যানের অধিকার রাখে"।[১০৯]

৬.৬ ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদারাবা পদ্ধতি

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ একটি পদ্ধতি হলো মুদারাবা। সমাজে এমন কিছুসংখ্যক মানুষ রয়েছে যারা সম্পদশালী, কিন্তু সম্পদের সঠিক ব্যবহার করার মত সময়, সুযোগ ও যোগ্যতা তাদের নেই। অপরদিকে কিছু মানুষ এমন আছে যাদের নিকট কোন সম্পদ নেই, কিন্তু সম্পদের সঠিক ব্যবহার করার পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও দক্ষতা তাদের রয়েছে। তাই মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার মাধ্যমে সম্পদশালী ও সম্পদহীন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ও যোগ্যতাহীন সর্বপ্রকার মানুষের জন্য উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে। মহানবী (স.)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে লোকেরা মুদারাবার মাধ্যমে ব্যবসা করত। তিনি এ পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন। সাহাবাগণও এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। পরবর্তী প্রতিটি যুগে এবং অদ্যাবধি ব্যবসা-বাণিজ্যে এ পদ্ধতির ব্যবহার চলে আসছে। কোন যুগে কেউ এর বিরোধিতা করেনি। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদহীন মানুষকে কেবল মজুরীর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজের সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ স্বল্পসংখ্যক মানুষের হাতে চলে যায়। অবশিষ্ট লোকেরা সারাজীবন অন্যের প্রতিষ্ঠানে মজুরীতে কাজ করে নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দেয়। এক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'য়ে উম্মতের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদারাবা

---

[১০৮] আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল্-বাগ্বী, *শারহুস সুন্নাহ্ লিল্ ইমাম আল্-বাগ্বী*, ৮ম খণ্ড, দামেশক : আল্-মাক্তাব আল্-ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ১৭১

[১০৯] Government of the People's Republic of Bangladesh, *The Commodities Sale Act,1930*, Act No. iii of 1930, Rights of buyer, Section 37 & 38, Chapter iv, Performance of the Contract, (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-150.html, Retrieved on 10 February, 2021)

পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচলন করার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হতে পারে। এর ফলে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিও শক্তিশালী হবে। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুদারাবা (مُضَارَبَةٌ) পরিচিতি

হেদায়া গ্রন্থে এসেছে, المضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض؛ سمي بها لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله "মুদারাবা শব্দটি الضرب في الأرض বা 'পৃথিবীতে চলাফেরা করা' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর মুদারাবা নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, মুদারিব বা ব্যবসায় শ্রমদানকারী তার প্রচেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে লভ্যাংশের প্রাপক হয়ে থাকে"।[১১০] কামূসুল ফিক্হী গ্রন্থে বলা হয়েছে, نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي، والعمل من الطرف الآخر ويقال لصاحب رأس المال: رب المال، وللعامل مضارب অর্থাৎ এটি এক পক্ষের মূলধন এবং অন্য পক্ষের প্রচেষ্টা ও শ্রমের ভিত্তিতে এক ধরণের অংশীদারি কারবার। পুঁজির মালিককে বলা হয় 'রাব্বুল মাল' এবং শ্রমদাতাকে বলা হয় 'মুদারিব'।[১১১] ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা বা শ্রম বিনিয়োগকারী তার ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য চলাফেরা করেন বা তৎপর থাকেন বলে এর নামকরণ করা হয়েছে 'মুদারাবা'।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank)-এর প্রদত্ত মুদারাবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Mudaraba is a form of partnership where one party (Sahib al Maal/Rabbul Maal) provides the fund while the other provides the expartise and management. The latter is reffered to as the Mudarib (Manager). Any profit accrued is shared between two parties on a pre-agreed basis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital (Sahib al Maal)". অর্থাৎ মুদারাবা এক প্রকার (ব্যবসায়িক) অংশীদারিত্ব যেখানে এক পক্ষ (সাহিবুল মাল/রাব্বুল মাল) তহবিল যোগান দেয় এবং অপর পক্ষ তার দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত করে। পরবর্তী পক্ষকে মুদারিব বা পরিচালক হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যবসায়ের

---

[১১০]বুরহানুদ্দীন 'আলী ইব্ন আবু বকর আল্-মার্গীনানী, *আল্-হিদায়াহ্ ফী শার্হে বিদায়াহ্ আল্-মুব্তাদী*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি. পৃ. ৩৭৭

[১১১]ড. সা'দী আবু হাবীব, *আল্-কামূসুল ফিক্হী*, ১ম খণ্ড, দামেশক : দারুল ফিক্র, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ২২২

অর্জিত মুনাফা দুই পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত সম্মতিসূচক চুক্তির ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। মূলধনে লোকসান হলে তা শুধু মূলধন যোগানদাতা (সাহিবুল মাল) বহন করে।[১১২]

পবিত্র কুরআনে 'মুদারাবা' শব্দটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা না হলেও মুদারাবার প্রতি ইঙ্গিতসূচক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে, আর কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে নিয়োজিত হবে"।[১১৩] এখানে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করার অর্থ হলো, যারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সফর করে, আর এ ব্যবসার একটি ধরণ হলো মুদারাবা। এ আয়াতে যারা নিজের ও পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ, সৃষ্টির প্রতি ইহ্সান ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবসার মাধ্যমে হালাল জীবিকা উপার্জন করে তাদেরকে এবং আল্লাহ্র পথের মুজাহিদগণকে সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।[১১৪]

মহানবী (স.) ও সাহাবাগণ (রা.) মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন মর্মে বহু প্রমাণ সুন্নাহ্র মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সালেহ্ ইব্ন সুহাইব (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ والمُقَارَضَةُ واخْلاطُ الْبُرِّ بالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لا لِلْبَيْعِ "তিনটি জিনিসের মধ্যে বারাকাহ্ বা কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়, মুকারাদা (মুদারাবা) বা অংশীদারি ব্যবসা এবং পারিবারিক প্রয়োজনে গমের সাথে যব মিশানো, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়"।[১১৫] এ হাদীসের ব্যাখ্যা সাহাবাগণের (রা.) একটি বড় দল থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ইয়াতিমের মাল মুদারাবা কারবারে বিনিয়োগ করতেন। তাঁদের মধ্যে 'উমর, 'উসমান, 'আলী, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর, 'আয়িশা (রা.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সমসাময়িক কেউ এ কাজের বিরোধিতা করার বিষয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। এ কারণে মুদারাবা কারবারের বৈধতার উপর ইজমা' সংঘটিত হয়েছে।[১১৬]

---

[১১২]মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি. পৃ. ১৩৪-৩৫

[১১৩]সূরা আল্-মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২০

[১১৪]আবু ইসহাক আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সা'লাবী, *আল্-কাশ্ফুল বায়ান*, ১০ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./ ২০০২ খ্রি. পৃ. ৬৫

[১১৫]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল্-কায্ভীনী, *সুনান ইব্ন মাজাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল 'আলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ৩৯০

[১১৬]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন ফারকাদ আশ্-শাইবানী, *আল্-আসলু লিমুহাম্মদ ইব্নিল হাসান*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ১২০

ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদারাবা একটি শরী'আহ্সম্মত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটি আরবদেশে প্রাক্-ইসলামী যুগেও চালু ছিল। খাদীজাতুল কুব্রা (রা.)-সহ ধনবান 'আরবগণ মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। মহানবী (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনসহ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করেছেন এবং পরবর্তী প্রত্যেক যুগের ফকীহ্গণ এর উপর ইজমা' তথা ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ পদ্ধতিতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুইটি পক্ষের মধ্যে একপক্ষ মূলধন এবং অন্যপক্ষ মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। ব্যবসায়ে লাভ হলে উভয় পক্ষ পূর্বনির্ধারিত চুক্তির শর্তানুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টন করে নেয়। আধুনিক বিশ্বে সময়ের পরিক্রমায় উপার্জনের নিত্যনতুন কৌশল ও মাধ্যম তৈরি হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রে নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় গতিশীলতা এসেছে। নৈতিকতা বিবর্জিত পুঁজিবাদী শক্তি বর্তমান বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে তারা নিত্যনতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করছে এবং একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করছে। এমন কোন নৈতিক কার্যক্রমকে তারা প্রশ্রয় দিতে চায় না, যা তাদের অধিক মুনাফা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্সম্মত বাণিজ্যনীতির সর্বোত্তম ও ন্যায়সঙ্গত মুদারাবা পদ্ধতি ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিংসহ অর্থনৈতিক সকল শাখায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার ও প্রচলন করা হলে দেশের অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হবে।[১১৭]

৬.৭ ব্যবসা-বাণিজ্যে মুশারাকা পদ্ধতি

ইসলাম হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে হালাল উপার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম বাতলে দিয়েছে। ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত এ ধরণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে মুশারাকা বা যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি অন্যতম। ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকেই মুশারাকা বা যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত ছিল। এটি সহজসাধ্য হওয়ায় সমাজে বহুল প্রচলিত ব্যবসায়িক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত ছিল। মহানবী (স.) এ পদ্ধতিতে ন্যায়সঙ্গত বিধি-বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে এটিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে একটি বৈধ ব্যবসা পদ্ধতি হিসেবে বহাল রেখেছেন। জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদের অনুপ্রবেশ হতে জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক যুগে ইসলামী মূলনীতির অনুসরণে মুশারাকা পদ্ধতির ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবসায়িক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে এবং এ পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত, গতিশীল,

---

[১১৭]ড. মুহাঃ কামরুজ্জামান, "মুদারাবা কারবারের শরয়ী বিধান : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর প্রয়োগ", সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২৪, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৯৯-১০০

যুগোপযোগী ও স্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকা পদ্ধতির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন করেছে। মুশারাকা পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের কারণেই মূলত ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুশারাকা পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে।

মুশারাকা পরিচিতি

 اَلْمُشَارَكَةُ শব্দটি আরবী شِرْكَةٌ থেকে উৎসারিত হয়েছে। شِرْكَةٌ এর অর্থ অংশগ্রহণ করা বা মিশ্রিত হওয়া, পরস্পর সাদৃশ্য হওয়া, অংশীদারিত্ব লাভ করা, দুই বা তার অধিক জিনিসের একত্রে মিশ্রিত হওয়া, যা আলাদা করা অসম্ভব।[১১৮] শরী'আহ্‌র পরিভাষায়, الشركة: هي عقد بين اثنين فأكثر على أن يكون رأس المال والربح مشتركًا بينهم "দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ব্যবসায়িক মূলধন ও লভ্যাংশের মধ্যে পরস্পর অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে সম্পাদিত চুক্তিকে শিরকাত বা মুশারাকা বলা হয়"।[১১৯] বিদায়াতুল মুহতাজ গ্রন্থে বলা হয়েছে, وهي في اللغة: الاختلاط، وفي الشرع: ثبوت الحقِّ في الشيء الواحد لشخصين فصاعدًا على جهة الشيوع "শিরকাত এর আভিধানিক অর্থ মিলিত হওয়া। শরী'আহ্‌র পরিভাষায়, কোন একক বস্তুতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথভাবে অধিকার সাব্যস্ত হওয়াকে শিরকাত বা মুশারাকা বলা হয়"।[১২০]

ইংরেজিতে মুশারাকা অর্থে Partnership বা অংশীদারি কার্যক্রম বোঝায়।[১২১] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে, A form of Partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of Partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits. অর্থাৎ "মুশারাকা হল ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে এক ধরণের অংশীদারি কার্যক্রম যেখানে প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোন নতুন প্রকল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে কিংবা বর্তমান কোন

---

[১১৮]আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী আল্-ফাইউমী, *আল্-মিস্‌বাহুল মুনীর ফী গারীবিশ্ শার্‌হিল কাবীর*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্‌তাবাতুল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৩০৩

[১১৯]সাইফুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আশ্-শাশী, *হিল্‌য়াতুল 'উলামা ফী মা'রিফাতি মাযাহিবিল ফুকাহা*, ৫ম খণ্ড, ওম্মান : মাক্‌তাবাতুর রিসালাহ্ আল্-হাদীসাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ৯০

[১২০]বদরুদ্দীন আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর আল্-আসাদী, *বিদায়াতুল মুহ্‌তাজ ফী শার্‌হিল মিন্‌হাজ*, ২য় খণ্ড, জেদ্দা : দারুল মিন্‌হাজ লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি. পৃ. ২৩৯

[১২১]ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান, *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ২৬০

প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং তার প্রাপ্য লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয়”।[১২২]

সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, শির্কত বা মুশারাকা একটি অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তি যা ব্যবসার মূলধন গঠন, ব্যবসা পরিচালনা ও লভ্যাংশ অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রাপ্য অধিকার দাবী করার ক্ষেত্রে যেমন শির্কাত সাব্যস্ত হয় তেমনি কোন হক বা অধিকার প্রাপ্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও শির্কাত সাব্যস্ত হতে পারে।

শির্কাত বা মুশারাকার প্রামাণিকতা

পবিত্র কুরআনে শির্কাত তথা যৌথ কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদান করে মহান আল্লাহ্ বলেন, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ "অতঃপর তারা এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে"।[১২৩] এখানে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শির্কাত সাব্যস্ত হয়েছে। অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ "নিশ্চিতরূপে অধিকাংশ অংশীদার একে অপরের উপর অবিচার করে থাকে"।[১২৪] অর্থাৎ অংশীদারগণ পরস্পরের প্রতি যুল্ম করার উদ্দেশ্যে একে অপরের উপর সীমালঙ্ঘন করে থাকে। এখানে যুল্ম ও অবিচারের জন্য ভর্ৎসনা করা হলেও পরোক্ষভাবে অংশীদারি কার্যক্রমের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।[১২৫] হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, عَنْ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي "সায়িব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.)-কে বলেন, জাহিলী যুগে আপনি আমার ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন এবং সর্বোত্তম অংশীদার ছিলেন। আপনি কখনো আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এবং আমার সাথে বিবাদও করেননি"।[১২৬] অর্থাৎ أي لاتمانعني ولاتحاورني "আপনি আমাকে কোন কাজে বাধা প্রদান করেননি এবং কোন ব্যাপারে বিতর্ক বা মতবিরোধ করেননি।[১২৭] মহানবী (স.) স্বয়ং মুশারাকার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সাহাবীগণকেও এ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং হাদীস থেকেও মুশারাকা কারবারের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

---

[১২২]মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[১২৩]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১২

[১২৪]সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৪

[১২৫]আবুল হাসান মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান ইব্ন বশীর আল্-আযাদী আল্-বল্খী, *তাফসীরু মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়ায়িত্ তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি. পৃ. ৬৪১

[১২৬]আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল্-কায্ভীনী, *সুনান্ ইব্ন মাজাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা. বি. পৃ. ৭৮৬

[১২৭]ড. ওয়াহবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬৯

আশ্-শারহুল কাবীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, الشَّرِكَةُ: هي الاجْتِماعُ في اسْتِحْقاقٍ أو تَصَرُّفٍ. وهى ثَابِتَةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجْماعِ "কোন অধিকার দাবী করা অথবা কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করাই শির্কাত; আর এটি কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে"।[১২৮] মানুষের জ্ঞান ও বিবেচনা মুশারাকা পদ্ধতিতে বিভিন্ন কাজকর্ম করাকে সমর্থন করে। মুশারাকার বৈধতার বিবেকপ্রসূত প্রমাণ হল, মানুষ মুশারাকা পদ্ধতিতে কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রতি মুখাপেক্ষী। যদি এটা করা না যায় তাহলে মানুষ দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে। তাই ইসলাম মুশারাকা পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।[১২৯]

পারস্পরিক সম্মতি যদি অর্থ বিনিয়োগ বা মালামাল বা শারীরিক শ্রম প্রদানের ব্যাপারে হয়ে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে শরী'আহ্সম্মত শির্কাত বলে গণ্য হবে। অংশীদারদের প্রত্যেকের লাভ ও ক্ষতির ভাগের পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত পারস্পরিক সম্মতি বিবেচিত হবে না। যদি লাভ ও ক্ষতি মুশারাকা চুক্তিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ বা বিনিয়োগকৃত বস্তুর মূল্যের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, তাহলে সে অনুযায়ী লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য লাভের পরিমাণটি জানা আবশ্যক। যদি অর্থের পরিমাণের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও লাভের সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সকলের পারস্পরিক সম্মতি পাওয়া যায়, তাহলে এটি সম্পূর্ণরূপে জায়িয। যদিও তাদের কোন একজনের অর্থ খুবই সামান্য এবং অপরজনের অর্থ অনেক বেশি; এক্ষেত্রে শরী'আহ্র দৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, এটি পারস্পরিক সন্তুষ্টি, দয়া ও ক্ষমার বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটি ব্যবসা পদ্ধতি।[১৩০]

পৃথিবীতে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলাম যে সকল আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে মুশারাকা পদ্ধতি অন্যতম। কালের পরিক্রমায় এ ব্যবসায়িক পদ্ধতির প্রসার ঘটেছে। এ ব্যবসায় মূলধন অনুপাতে লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা থাকায় এতে লাভের পরিমাণ অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে অধিক। বিপুল সংখ্যক মানুষ যৌথভাবে মূলধন তহবিল গঠন করে মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে যে কোন বড় আকারের প্রকল্প বা ব্যবসার জন্য মূলধন তহবিল গঠন করা সহজতর হয়।

---

[১২৮] শামসুদ্দীন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন কুদামাহ্ আল্-মাক্দিসী, *আশ্-শারহুল কাবীর*, ১৪শ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : জামহুরিয়্যাহ্ মিসর আল্-'আরাবিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৫

[১২৯] ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আত-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-মূসা, *আল্-ফিক্হুল মুয়াস্সার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

[১৩০] মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আশ-শাওকানী, *আস্-সাইলুল জারার আল্-মুতাদাফফিকু 'আলা হাদায়িকিল আযহার*, দারু ইবন হাযম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি. পৃ. ৬৪০

সকল অংশীদারের উপর লোকসানের ঝুঁকি বহন করার বিধান থাকায় বৃহদাকারের ব্যবসা বা প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে কিংবা ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকে। মুশারাকা ব্যবসায়িক কারবারে স্বল্প বা অধিক মূলধনের অধিকারী, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত থাকায় প্রত্যেকেই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মূলধন, মেধা ও দক্ষতা বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারে। তাছাড়াও এ পদ্ধতিতে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকায় এবং এর শর্তাবলী নমনীয় হওয়ায় সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য এটি উপযোগী। এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অংশীদারগণের অবশ্যই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণ থাকা আবশ্যক। অংশীদারগণ সৎ ও ন্যায়পরায়ণ না হলে ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের প্রকৃত অবস্থাদি প্রকাশ না করে অন্যান্য অংশীদারগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ থেকে যায়। এ পদ্ধতিকে অধিকতর প্রসার ও জনপ্রিয় করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন বাস্তবধর্মী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসা আবশ্যক। এ পদ্ধতিটি সমাজে কর্যে হাসানার চেয়েও অধিক কার্যকরী হবে। কারণ, কর্যে হাসানার সুফল ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত থাকে, আর মুশারাকার সুফল সর্বজনীন তথা সমাজের প্রতিটি মানুষ ভোগ করতে পারবে। আবার সুদভিত্তিক ব্যবসায় অতি সামান্য পরিমাণে বিনিয়োগকারীদের হাতে পৌঁছে; আর বেশিরভাগ সম্পদ উপরের দিকের তথা ধনী লোকদের নিকট পুঞ্জীভুত হয়; কিন্তু মুশারাকা পদ্ধতিতে লাভের একটি যুক্তিসঙ্গত অংশ বিনিয়োগকারীদের হাতে আসবে। ফলে সম্পদ উপর থেকে নিচের দিকে বেশি ধাবিত হবে।

৬.৮ ব্যবসা-বাণিজ্যে ইজারা পদ্ধতি

ব্যবসা-বাণিজ্যে ইজারা একটি সুপ্রসিদ্ধ বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি প্রয়োগের দিক থেকে সুবিধাজনক, লাভজনক ও গ্রাহকবান্ধব। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃতি ও চাহিদা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে জীবনের বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য অর্থশাস্ত্রবিদগণ, ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। যার ফলশ্রুতিতে শরী'আহ্সম্মত ইজারা পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে উদ্ভাবন করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন 'সেবা ইজারা' পদ্ধতি। এটি মূলত ফিক্হশাস্ত্রে বহুল পরিচিত 'ইজারাতুল আ'মাল' বা 'ইজারাতুল আশ্খাস' এর আধুনিক রূপ। এর আলোকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাবর জায়গা-জমি, বাড়ি, দালান, দোকান, মার্কেট, কল-কারখানা ইত্যাদির পাশাপাশি ভবিষ্যতে অস্তিত্বে আসবে এমন কোন সেবাও ইজারা বা ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র, ইলেক্ট্রনিক পণ্য ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত সেবা, চিকিৎসা, ভ্রমণ, শিক্ষা,

বিবাহ, হাজ্জ, 'উমরাহ্, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, আইনী সহায়তা, আতিথেয়তা ইত্যাদি। সেবাসমূহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা কিংবা তাদের এজেন্টের মাধ্যমে গ্রাহককে প্রদান করা হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যে শরী'আহ্সম্মতভাবে ইজারা পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে মানুষের নিত্যনতুন চাহিদা পূরণ করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যে অভাবনীয় সফলতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ভিতও মজবুত হবে। নিম্নে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইজারা পদ্ধতির সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ইজারা পরিচিতি

ইজারা (الإِجَارَة) শব্দটি আরবী। এটি (الأَجْرُ) 'আল্-আজর' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে এবং (الأُجْرَة) 'উজরাত' বা পারিশ্রমিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৩১] الأجر ও الأجرة বলা হয়, عوض العمل والانتفاع والمهر পরিশ্রম ও উপকারের বিনিময় এবং স্ত্রীদের মাহর। الأجير বলা হয়, من يعمل بأجر যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দেয়।[১৩২] ইজারার পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো, هي عقد على منفعة مباحة معلومة "ইজারা হলো বৈধ ও জ্ঞাত উপকার ভোগের চুক্তি"।[১৩৩] আল্-বাহ্রুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে, هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم "ইজারা হচ্ছে, নির্দিষ্ট প্রতিদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট উপকার বা সুবিধা ক্রয়-বিক্রয় করা"।[১৩৪]

ইজারার সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে ব্যবহারিক দিক থেকে 'ইজারা' শব্দটি 'ভাড়া দেয়া' অর্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজারা হলো দু'টি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি, যার মধ্যে একপক্ষ অপরপক্ষকে ভাড়ার বিনিময়ে কোন জিনিসের উপকার বা সুবিধা বিক্রয় করেন।

বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, ইজারা অর্থ "ঠিকা; নির্দিষ্ট খাজনায় জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত; স্বত্ব দখল; একচেটিয়া অধিকার; এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস গ্রহণ"।[১৩৫] ইংরেজি অভিধানে বলা হয়েছে, A

---

[১২৩] আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল্-ফাইউমী, *আল্-মিস্বাহুল মুনীর ফী গারীবিশ্ শার্হিল কাবীর লির্ রাফিঈ*, বৈরুত : আল্-মাক্তাবাতুল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা.বি, পৃ. ৫।

[১৩২] ইব্রাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, রিয়াদ : দারুদ্ দা'ওয়াহ্, তা.বি. পৃ. ৭

[১৩৩] সালিহ ইব্ন গানীম আস্-সাদ্লান, *রিসালাতুন ফিল ফিক্হিল মুয়াস্সার*, ১ম খণ্ড, সৌদি আরব : ওয়াযারাতুশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্ ওয়াল আওকাফ ওয়াদ্ দা'ওয়াহ্ ওয়াল ইরশাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি. পৃ. ৯৪

[১৩৪] যাইনুদ্দীন ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নুযাইম আল্-হানাফী, *আল্-বাহ্রুর রায়েক শার্হে কানযুদ্ দাক্বায়েক্ব*, ১৭শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি. পৃ. ৩৭৪

[১৩৫] সম্পাদক আহমদ শরীফ, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৬১

lease, a contract, a monopoly, a farm. অর্থাৎ "চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, একটি চুক্তি, একচেটিয়া আধিপত্য, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদির জন্য ভূমি ব্যবহার করা"।[১৩৬] ইংরেজিতে ইজারা বলা হয়, Letting of land for a certain time for a stipulated money payment; a lease or a tenure hold by lease. অর্থাৎ "একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সম্বলিত অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া; চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া অথবা ভাড়ার মাধ্যমে ভোগদখল করা"।[১৩৭] আভিধানিক অর্থসমূহ পর্যালোচনা করে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইজারা শব্দটি দুইটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; আর তা হলো, ১. ভাড়ার বিনিময়ে কোন স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পদের উপকার গ্রহণ; ২. ভাড়ার বিনিময়ে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সেবা বা উপকার লাভ করা।

ইজারার প্রকারভেদ

ইমাম আল্-কাসানীর (মৃ. ৫৮৭ হি.) মতে ইজারা দুই প্রকার। যথা : এক. اجارة على المنافع উপকার লাভের উপর ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা। যেমন-ঘর, বসবাসের বাড়ি, দালান, কৃষিজমি, জীব-জন্তু, গাড়ি, পোশাক, অলংকার, পাত্র, মেশিন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বস্তু ইজারা দেওয়া। দুই. اجارة على الاعمال 'কোন কাজের জন্য কাউকে ভাড়া (নিয়োগ) করা', যেমন-বাড়ি-ঘর তৈরির জন্য কারিগর, দর্জি, কাঠমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি, ধোপা ইত্যাদি লোককে কাজের জন্য ভাড়া করা।[১৩৮] এটাকে Hiring of services under Ijarah বা 'ইজারা চুক্তির অধীনে সেবা ভাড়া করা' বলা হয়।

'ইজারা 'আলাল আ'মাল' (اجارة على الاعمال) বা 'ইজারাতুল আশখাস' (اجارة الاشخاص) তথা কাজের জন্য ব্যক্তি ভাড়া করার মাধ্যমে যে সেবা বা উপকার লাভ করা যায়, তারই ভিত্তিতে উদ্ভাবিত ইজারার একটি আধুনিক রূপ বা সংস্করণ হলো 'সেবা ইজারা' (Service Ijarah)। মূল বস্তু ক্রয়ের মাধ্যমে যেমন উহার উপকার গ্রহণ করা হয়, তেমনি ইজারার মাধ্যমেও একই উপকার গ্রহণ করা হয়। এ কারণে ফকীহ্গণ কোন বস্তুর উপকার ক্রয় করাকে ঐ মূল বস্তুর সমপর্যায়ের বলে গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে আল্-মুগ্নী গ্রন্থে বলা হয়েছে, وهي نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع المنافع والمنافع بمنزلة الأعيان "ইজারা হলো ক্রয়-বিক্রয়ের একটি প্রকার। কেননা, এটি হচ্ছে, দুইটি পক্ষের প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে কোন কিছুর মালিক বানিয়ে দেওয়া, আর তা হলো উপকার

---

[১৩৬]উইলিয়াম গোল্ডস্যাক, *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের ইংরেজী অভিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি. পৃ. ১০; ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান, *ব্যবসায় পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[১৩৭]Editors, *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 1st Edition, 1994, p. 66.

[১৩৮]ইমাম 'আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'ঊদ আল্-কাসানী, *বাদায়ে'উস্ সানায়ে' ফী তারতীবিশ্ শারায়ে'*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পাকিস্তান : আল্-মাক্তাবাতুল হাবীবিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ১৫

ক্রয়-বিক্রয় করা এবং উপকার মূল বস্তুসমূহের সমপর্যায়ের”।[১৩৯] বাদায়ে‘উস সানায়ে’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, وجعل المعقود عليه في أحد النوعين المنفعة وفي الآخر العمل وهي في الحقيقة نوع واحد لأنها بيع المنفعة فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعا “(ফকীহগণ) ইজারার দুই প্রকারের একটির মধ্যে চুক্তিকৃত বিষয় নির্ধারণ করেছেন ‘উপকার’ এবং অপরটিতে ‘আমল বা ‘কাজ’, আর উভয়টি প্রকৃতপক্ষে একই প্রকারভুক্ত। কেননা, ইজারা হলো উপকার ক্রয়-বিক্রয় করা; অতঃপর উভয় প্রকারের মধ্যে চুক্তিকৃত বিষয় তথা ‘উপকার’ একত্রে পাওয়া যায়”।[১৪০]

‘ইজারা ‘আলাল আ‘মাল’ বা ‘ইজারাতুল আশ্‌খাস’ এর ভিত্তিতে যে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ক. ‘আল্‌-আজিরুল খাস’ (الأجير الخاص) : আল্‌-আজিরুল খাস বলা হয় সে ব্যক্তিকে যিনি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রম কিংবা সেবাদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ঐ সময়ে তিনি অন্য কাউকে শ্রম দিতে পারবেন না। চুক্তিকৃত পূর্ণ সময়কাল নিয়োগকারীর কাজেই তাকে ন্যস্ত থাকতে হবে। যেমন মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী। খ. ‘আল্‌-আজিরুল মুশ্‌তারিক’ (الأجير المشترك) : আল্‌-আজিরুল মুশ্‌তারিক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি একই সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে শ্রম বা সেবাদান করে থাকেন। যেমন-চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, ইত্যাদি।[১৪১]

ইজারা ‘আলাল আ‘মাল বা ইজারাতুল আশ্‌খাস এর পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়, ইজারার মাধ্যমে যেমনিভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির সেবা ও উপকার গ্রহণ করা যায় তেমনিভাবে মানুষের বুদ্ধি, মেধা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের বিনিময়েও ভাড়া আয় করা যায়। যেমন নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন লোক নিযুক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষা, বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন, চিকিৎসা সেবা, আইনী পরামর্শ, নির্মাণকার্যের নীলনক্সা প্রণয়ন, ভ্রমণ সংক্রান্ত সেবা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, হাজ্জ ও ‘উমরাহ্‌ পালন সংক্রান্ত সেবা, ব্যক্তিগত অর্থায়ন সংক্রান্ত সেবা ইত্যাদি প্রদান ও প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ করা।

---

[১৩৯]‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন কুদামাহ্‌ আল্‌-মাক্‌দাসী আবু মুহাম্মাদ, *আল্‌-মুগ্‌নী ফী ফিক্‌হিল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল আশ্‌-শাইবানী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[১৪০]ইমাম ‘আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্‌ন মাস‘ঊদ আল্‌-কাসানী, *বাদায়ে‘উস্‌ সানায়ে’ ফী তার্‌তীবিশ্‌ শারায়ে’*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[১৪১]‘আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন কুদামাহ্‌ আল্‌-মাক্‌দাসী আবু মুহাম্মাদ, *আল্‌-মুগ্‌নী ফী ফিক্‌হিল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল আশ্‌-শাইবানী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

ইজারার প্রামাণিকতা

ইসলামে ইজারার বৈধতা সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা' ও মাসালিহ্ মুরসালাহ্র[১৪২] প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে ইজারার বৈধতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো :

কুরআন মাজীদে ইজারার পক্ষে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলো 'ইজারাতুল আ'মাল' বা 'ইজারাতুল আশ্খাস' তথা কোন কাজ বা সেবা প্রাপ্তির চুক্তি সম্পর্কিত ইজারা। মহান আল্লাহ্ বলেন, قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ "তাদের (শু'আইব আ. এর কন্যাদ্বয়ের) একজন বললো, হে পিতা! তুমি তাঁকে (মুসা আ.) শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত কর, কারণ তোমার শ্রমিক হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। তিনি (মূসা আ. কে) বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে"।[১৪৩] ইমাম কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) বলেন, এখানে প্রথম আয়াতে শ্রমিক ইজারার (ভাড়া করার) বিষয়টি তাঁদের (শু'আইব আ.) শরী'আহ্র একটি সুপরিজ্ঞাত দলীল। অনুরূপভাবে এটি প্রত্যেক উম্মতের নিকট শরী'আহ্সম্মত ছিল। এটি স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় এবং মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ ও মিলনের এক কল্যাণকর বিষয়। দ্বিতীয় আয়াত থেকে ইজারার (শ্রমের) বিনিময়ে নিকাহ্ সম্পন্ন হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এটি (ইজারা) এমন একটি বিষয়, যা বর্তমান শরী'আতেও বিধিবদ্ধ রয়েছে।[১৪৪]

মহানবী (স.)-এর হাদীস থেকেও ইজারা শরী'আহ্সম্মত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহ্ বুখারীর হাদীসে এসেছে, 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (স.) ও আবু বকর (রা.) বনী দীল গোত্রের এক ব্যক্তিকে, (যে পরবর্তীতে বনী 'আব্দ ইব্ন 'আদীর সদস্য হয়েছিল) ইজারা নিলেন। সে একজন দক্ষ পথপ্রদর্শক ছিল (খির্রিত হলো দক্ষ পথপ্রদর্শক)। সে 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের বংশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সে লোকটি কাফির কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা তাকে

---

[১৪২]মাসালিহ্ মুরসালাহ্ : মাসালিহ্ মুরসালাহ্ অর্থ হচ্ছে সাধারণ কল্যাণ বা শরী'আহ্র নস-এ বর্ণিত হয়নি এমন কল্যাণ। (ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, ১ম খণ্ড, দামেশক : দারুল ফিক্র, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৭৫৪) শরী'আহ্র পরিভাষায় "মাসালিহ্ মুরসালাহ্ হচ্ছে ইসলামী শরী'আহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন সব কল্যাণ যা বিবেচনা করা বা নাকচ করার ব্যাপারে শরী'আহ্র কোন মূলনীতি সাক্ষ্য প্রদান করে না"। (মুহাম্মাদ আবূ যাহ্রাহ, *উসূলুল্ ফিক্হ*, কায়রো : দারুল ফিক্র আল্ 'আরাবী, ২০০৬ খ্রি. পৃ. ২৬৯)

[১৪৩]সুরা আল্-কাসাস, আয়াত : ২৬-২৭

[১৪৪]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল্-কুর্তুবী, *আল্-জামি'উ লিআহ্কামিল কুরআন*, ১৩শ খণ্ড, রিয়াদ : দারু আ'লামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি., পৃ. ২৭১-৭৩

নিরাপদ মনে করলেন; তাই তারা তাকে তাদের বাহন দুইটি সোপর্দ করলেন এবং তাকে তিন রাত পরে সাওর পর্বতের দ্বারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অঙ্গীকার নিলেন। সে তাঁদের দুই বাহন নিয়ে তাঁদের নিকট তিন রাত পরে ভোরবেলা উপস্থিত হলো। যখন তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন, তখন তাঁদের সাথে 'আমির ইব্ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথ প্রদর্শকও চলল। সে তাঁদের নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি নদীর কিনারা দিয়ে যাত্রা করল"।[১৪৫] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ফাত্হুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে, জরুরী প্রয়োজনে বিশ্বস্ত মুশরিক বা কাফিরকেও কাজের জন্য ইজারা বা ভাড়া করা যাবে এবং একাধিক ব্যক্তি একজনকে ইজারা নিতে পারবে। অনুরূপভাবে তিন দিন, এক মাস কিংবা এক বছর পরে কাজ করার জন্য অগ্রিম শ্রমিক ভাড়া করা যাবে।[১৪৬] এ হাদীস থেকে ইজারার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

মহানবী (স.) যখন প্রেরিত হয়েছেন তখন লোকেরা মজুরি করতো এবং করাতো। মহানবী (স.) তা অপছন্দ করেননি। তাই এটা মজুরির পক্ষে সম্মতি বা স্বীকৃতিস্বরূপ। আর সম্মতি সুন্নাহ্র একটি প্রকারও বটে। আর এর উপর উম্মতের ইজমা' সংঘটিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে ইজারার বৈধতার মাধ্যমে ভাড়াদাতা, ভাড়াগ্রহীতা ও সমাজ প্রত্যেকেই উপকৃত হয়। ফলে এটি শরী'আহ্সম্মত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পক্ষান্তরে এর বৈধতা না থাকলে মানুষ নানা ধরনের অসুবিধায় পতিত হয়, যা শরী'আহ্র অন্যতম সামগ্রিক নীতির পরিপন্থি। যেমন-আল্লাহ্র বাণী, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং কঠোরতা চান না"।[১৪৭] তাফসীর আহ্কামুল কুরআনে বলা হয়েছে, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ দীন ইসলাম ও শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে সকল সংকীর্ণতা, দুঃখ-কষ্টের বোঝা ও কাঠিণ্য দূরীভূত করে দিয়েছেন।[১৪৮] মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি"।[১৪৯] এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ তাঁর দীনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা রাখেননি বরং বিধি-বিধানকে সহজভাবে পালনীয় করে দিয়েছেন। এ সহজ-সরল ও উদার দীন নিয়ে মুহাম্মদ (স.) পৃথিবীতে আবির্ভূত

---

[১৪৫] আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু তাওকীন্ নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি. পৃ. ৮৯; আবু বকর আহমাদ ইব্নুল হুসাইন আল্-বায়হাকী, *সুনানুল বায়হাকী আল্-কুবরা*, ৬ষ্ট খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[১৪৬] আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার আবুল ফযল আল্-'আসকালানী, *ফাত্হুল বারী*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি. পৃ. ৪৪২-৪৩

[১৪৭] সুরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ১৮৫

[১৪৮] আহমাদ ইব্ন 'আলী আর্-রাজী আল্-জাস্সাস আবু বকর, *আহ্কামুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি. পৃ. ১২৭

[১৪৯] সুরা আল্-হাজ্জ, আয়াত : ৭৮

হয়েছিলেন, যা পূর্ববর্তী উম্মতগণের ক্ষেত্রে ছিল না।[১৫০] মানুষ তার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর মালিক হতে পারে না। এ জন্য সে অন্যের সম্পদ বা পরিশ্রমের মুখাপেক্ষী। ইজারা তার এ মুখাপেক্ষিতা পূরণ করতে পারে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ইজারা পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক

ইজারা ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারার মধ্যে পার্থক্য হলো, ক্রয়-বিক্রয়ে মূল বস্তুটি বিক্রি করা হয়, আর ইজারায় মূল বস্তুটি বিক্রি করা হয় না; বরং বস্তুর উপকারিতা বিক্রয় করা হয়। ক্রয়-বিক্রয় ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুলের (সম্মতি) সাথে সাথে কার্যকর হয়, আর ইজারা তাৎক্ষণিকভাবে যেমন কার্যকর হয় তেমনি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কার্যকর হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত বস্তু সম্পূর্ণ একত্রে হস্তগত ও মালিকানা লাভ করা যায়, আর ইজারার ক্ষেত্রে মূল বস্তুর ক্রয়কৃত উপকারিতা একত্রে লাভ করা যায় না বরং পর্যায়ক্রমে লাভ করা যায়। যে বস্তুর ইজারা চুক্তি বৈধ সে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নাও হতে পারে। যেমন একজন স্বাধীন মানুষকে ইজারা বা ভাড়ায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা যায়, কিন্তু স্বাধীন মানুষ বিক্রয়যোগ্য বস্তু না হওয়ায় মানুষটিকে বিক্রি করা যায় না। কারণ এখানে তার শ্রমের উপকারিতাই ক্রয় করা হয়।[১৫১] অতএব, এ ধরনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় শরী'আতে বৈধ হওয়ার দাবি রাখে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ইজারা পদ্ধতি প্রয়োগ

ইজারা পদ্ধতির বাণিজ্যিক প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু মানুষের জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের (اَلْاِجَارَةُ بِالْبَيْعِ) ইজারা বিল বায়'[১৫২] বা ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া, হায়ার পারচেজ আন্ডার শির্কাতুল মিল্ক[১৫৩] (الاجارة بالبيع تحت شِركة الملك) বা

---

[১৫০]মুহাম্মদ আল্-আমীন ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুখ্তার, *আয্ওয়াউল বয়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল্ কুরআন*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৩০০

[১৫১]আবু 'উমর দুব্ইয়ান ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দুব্ইয়ান, *আল্-মু'আমালাতুল মালিয়্যাহ্ ইসালাতুন ওয়া মু'আসারাহ্*, ৯ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল মালিক ফাহাদ আল্-ওয়াতানিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪৩২হি. পৃ. ২০; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬ খ্রি. পৃ.৫২৮-২৯

[১৫২]ইজারা বিল বায়' : ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ পদ্ধতিতে নিজস্ব অর্থায়নে গ্রাহকের আবেদন অনুসারে কোন পণ্য বা সম্পদ ক্রয় করে এবং তা গ্রাহকের নিকট ভাড়ায় প্রদান করে। গ্রাহক কিস্তিতে পণ্যের মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে মেয়াদ শেষে পণ্য বা সম্পদটির মালিকানা লাভ করে থাকে। সম্পদের মূল্য পরিপূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে ভাড়া প্রাপ্য হয়। (শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২য় প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি. পৃ. ৩৮-৩৯)

[১৫৩]হায়ার পারচেজ আন্ডার শির্কাতুল মিল্ক : এটি মালিকানায় অংশীদারিত্ব, ইজারা ও বিক্রয়-এ তিন চুক্তির সমন্বিত রূপ। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সম্পদ বা পণ্য (ভূমি, ভবন, এপার্টমেন্ট, গাড়ি, যন্ত্রপাতি) ক্রয় করার আগ্রহ জানিয়ে ব্যাংকে আবেদন করে। ব্যাংকের অনুমোদন লাভের পর গ্রাহক তার অংশের পুঁজি ব্যাংকে জমা করে। গ্রাহকের পুঁজির সাথে ব্যাংক নিজ অংশের টাকা যুক্ত করে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে উক্ত সম্পদ বা পণ্য ক্রয় করে নেয়। এ সম্পদ বা পণ্য ক্রয়ের পূর্বে এর প্রকৃত মূল্য, ব্যাংকের অংশের মূল্য, মাসিক ভাড়া, কিস্তির পরিমাণ, পরিশোধের মেয়াদ এবং জামানতের প্রকৃতি ইত্যাদি নির্ধারণ করার মাধ্যমে উভয় পক্ষের (ব্যাংক ও গ্রাহক) মধ্যে চুক্তি

ভাড়ায় ক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানায় অংশীদারিত্ব ইত্যাদি বহুল প্রচলিত ইজারা পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[১৫৪] ইজারাকৃত বস্তু হস্তগত করার পর পুনরায় ইজারা প্রদান এবং ইজারাকৃত বস্তু বেশি মূল্যে অন্যত্র ইজারা প্রদান বৈধ হওয়ায় এটিও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[১৫৫]

বর্তমানে বিদ্যমান বা উপস্থিত নেই এমন বস্তু বা সেবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে ইজারা প্রদান করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিকে ফিক্হশাস্ত্রের পরিভাষায় (الإجارة على الذمة) 'ইজারা 'আলাজ জিম্মাহ্' বা (الإجارة الموصوفة في الذمة) 'ইজারা মাওসূফাহ্ ফীজ জিম্মাহ্' বলা হয়। 'ইজারা মাওসূফাহ্ ফীজ জিম্মাহ্' বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকল মায্হাবের ফকীহ্গণ একমত হয়েছেন। যদি ইজারাদাতার বিবরণের ভিত্তিতে এমন কোন সম্পদ বা সেবা ভাড়া করা হয়, যা বর্তমানে বিদ্যমান নেই কিংবা প্রক্রিয়াধীন এবং তা সরবরাহ করার দায়িত্ব ইজারাদাতার উপর ন্যস্ত থাকে তাকে 'ইজারা মাওসুফাহ্ ফীজ জিম্মাহ্' বলে। যেমন কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রকৃতির একটি পশু বা যানবাহন ইজারাদাতার নিকট থেকে যদি ইজারা নিতে চায় এবং ইজারাদাতা এতে সম্মত হয়, তাহলে এ ধরণের ইজারাকে 'ইজারা মাওসূফাহ্ ফীজ জিম্মাহ্' বলা হয়। কেননা উক্ত প্রকৃতির পশু বা যানবাহন সরবরাহ করা ইজারাদাতার জিম্মায় বা দায়িত্বে থাকে।[১৫৬] এ পদ্ধতিতে যানবাহন ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ বহু প্রয়োজনীয় বস্তু ইজারা প্রদান ও গ্রহণের ব্যাপক প্রচলন থাকায় এর মাধ্যমে বহু মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও কর্মসংস্থান সম্ভব হচ্ছে।

ইজারা ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় একটি শরী'আহ্সম্মত লেন-দেন পদ্ধতি। ক্রয়-বিক্রয়ে মূল বস্তুটি বিক্রির মাধ্যমে মালিকানা একসঙ্গে হস্তান্তরিত হয়, আর ইজারায় শুধুমাত্র মূল বস্তুটির উপকার বিক্রয় করা হয় এবং তা সময়ের পরিক্রমায় পর্যায়ক্রমে লাভ করা যায়। ইজারার উভয় প্রকারের বৈধতা ও প্রচলন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই ছিল। বর্তমানে ইজারার দ্বিতীয় প্রকার 'ইজারা 'আলাল আ'মাল' এর আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকায়নের মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতির

সম্পাদন করা হয়। এরপর ব্যাংক যৌথমালিকানাধীন এ সম্পদের নিজস্ব অংশটি গ্রাহকের নিকট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভাড়া দেয়। গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করতে থাকে। এর ফলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ হ্রাস পেতে থাকে এবং গ্রাহকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ আনুপাতিক হারে হ্রাস পেতে থাকে। সম্পদে ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে গেলে গ্রাহক এ সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা লাভ করেন। (ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১১৬-১১৭)

[১৫৪]শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

[১৫৫]'আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন কুদামাহ্ আল্-মাক্দাসী আবু মুহাম্মাদ, *আল্-মুগ্নী ফী ফিক্হিল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল আশ্-শাইবানী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[১৫৬]সম্পাদনা মুন্যিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী জেদ্দা, *মুজাল্লাতু মাজমা'ঈল ফিক্হিল ইসলামী*, ১২শ খণ্ড, জেদ্দা : মুন্যিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী, তা. বি. পৃ. ২৫২

পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় কিছু সেবা ও উপকারের প্যাকেজ পণ্য উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ইসলামী বিধানের অতি পরিচিত পরিভাষা ইজারা, 'বায় মুরাবাহা' ও 'বায় সালাম' এর বিধানানুসারে উদ্ভাবিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের অনুকরণে ভ্রমণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহ, হাজ্জ, উমরাহ্, ব্যক্তিগত অর্থায়ন ইত্যাদি চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোরও ইজারা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে ব্যবসা করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এতে মানুষের নিত্যনতুন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হবে।

ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা শুরু করার পূর্বে এ সকল জ্ঞান অর্জন করা ইসলামে অপরিহার্য। কেননা, যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন না করে ব্যবসায় লিপ্ত হলে ব্যক্তি যে কোন সময় হারাম কার্যে লিপ্ত হতে পারে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী, হুক্ম, প্রকারভেদ ইত্যাদি সবিস্তারে অবগত হওয়া মুসলিম ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর আবশ্যকীয়। এছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল পণ্য ও হারাম পণ্য, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ইসলামে ক্রেতা-বিক্রেতার বিভিন্ন প্রকারের খিয়ার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়েও সুস্পষ্ট ও ব্যবহারিক জ্ঞান রাখা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর একান্ত অপরিহার্য। ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে বহুল প্রচলিত তিনটি পদ্ধতি তথা মুদারাবা, মুশারাকা ও ইজারা পদ্ধতি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তথা বাজারে প্রতিনিয়ত উল্লিখিত আলোচিত বিষয়সমূহের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং এসব বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে ব্যক্তি মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার ব্যবস্থাপনার কাজ করতে থাকবে। এতে ব্যবসায়ী যেমন পাপে লিপ্ত হবে তেমনি ক্রেতাসাধারণও বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের ক্রয়-বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নীতিমালা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা

৭.১ ব্যবসায় শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ ২৯৪

৭.২ ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও ফযীলত ৩০১

৭.৩ ইসলামে সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা ৩০৩

৭.৪ বাংলাদেশে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও সুপারিশমালা ৩০৫

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি ও উন্নয়ন ব্যতীত অর্থনৈতিকভাবে কোন জাতি শক্তিশালী হতে পারে না। তাই ইসলামে অন্যান্য পেশার তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বে। পেশাগত দিক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন মর্যাদাসম্পন্ন তেমনিভাবে একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী মহান আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত। মুসলিম সমাজে একজন সৎ ব্যবসায়ীর যেরূপ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তেমনি ব্যবসায়ীদেরও নৈতিকতা মেনে ব্যবসা করাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় ‘আরবদেশে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। নবুওয়াতের পর তিনি এসব ব্যবসার কতিপয় পদ্ধতিকে অনুমোদন দেন এবং কতিপয় পদ্ধতিকে অনুমোদন দেননি। তাঁর অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতিগুলো ইসলামে হালাল বা বৈধ ব্যবসা হিসেবে স্বীকৃত এবং অননুমোদিত পদ্ধতিগুলো হারাম বা অবৈধ ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত। মদীনায় হিজরত করার পর মহানবী (স.) মুসলমানদের আর্থিক সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং ইহুদীদের কবল থেকে মদীনার ব্যবসা-বাণিজ্যকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত মুসলিমদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বড় বড় ব্যবসায়ী সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম সমাজের উন্নয়নে তাঁরা ব্যাপক অবদান রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ব্যবসা-বাণিজ্যের যে আদর্শিক নীতিমালা প্রদান করেছেন, তা অনুসরণ ও পালন করেই তাঁরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। চলমান অধ্যায়ে ইসলামে ব্যবসায়ের পরিচয়, ব্যবসায়ের বৈধতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব, সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা এবং ব্যবসায়ীদের অসৎ পন্থাবলম্বনের কারণসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৭.১ ব্যবসায় শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ

‘আরবী تِجَارَةٌ শব্দের অর্থ ব্যবসায়, পেশা, বৃত্তি ইত্যাদি।[১] اَلْبَيْعُ وَ الشِّرَاءُ لِغَرَضِ الرِّبْحِ অর্থাৎ লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা।[২] পরিভাষিক অর্থে تِجَارَةٌ বলা হয়, التّجارة هي تقليب العروض بقصد الإرباح। “মুনাফা বা লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ বা পণ্যের বিনিময় করাকে ব্যবসায় বলা হয়”।[৩] বাংলা ভাষায় ‘ব্যবসা’ বা ‘ব্যবসায়’ অর্থ জীবিকা, পেশা, বৃত্তি, কারবার, বাণিজ্য, অনুসন্ধান, অভিপ্রায়, আচরণ ইত্যাদি।[৪] ইংরেজিতে Business অর্থ ব্যবসায়, বাণিজ্য, কারবার, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন, পেশা ইত্যাদি।[৫] এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Business is about creating value for someone (a customer) and in delivering that value, creating value for yourself. অর্থাৎ “ব্যবসা হলো কারো জন্য (একজন গ্রাহক) মূল্যমান তৈরি করা এবং সে মূল্যমান সরবরাহ করা, নিজের জন্য মূল্যমান তৈরি করা”।[৬]

অপর এক সংজ্ঞায় এসেছে, Business may be defined as human activity directed toward producing or acquiring wealth through buying or selling goods. অর্থাৎ “উৎপাদনের প্রতি পরিচালিত মানবীয় কার্যক্রম হিসেবে ব্যবসাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় অথবা পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনকে ব্যবসা বলা হয়”।[৭] পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে اَلْبَيْعُ ও الشِّرَاءُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সবগুলো পার্থিব জগতের ক্রয়-বিক্রয় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কতিপয় আয়াতে বান্দার ‘আমলের মাধ্যমে পরকালীন লাভ-ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। ইমাম সারাখ্সী (মৃ. ৪৮৩ হি.) বলেন, وَمَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي بَعْضِ الآيَاتِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ وَالْكَسْبَ بَلْ الْمُرَادُ تِجَارَةَ الْعَبْدِ مَعَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِبَذْلِ النَّفْسِ فِي طَاعَتِهِ وَالِاشْتِغَالِ بِعِبَادَتِهِ “পবিত্র

---

[১]আবুল ফয্ল মাওলানা ‘আব্দুল হাফিয বালয়াভী, অনুবাদ ও সম্পাদনা হাবীবুর রহমান মুনীর নদ্ভী, *মিস্বাহুল্ লুগাত*, ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৬৪

[২]নাসির সাইয়েদ আহ্মাদ ও অন্যান্য, *আল মু‘জামুল ওয়াসীত*, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল ‘আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ১১৪

[৩]ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্, *আল্-মাউসূ‘আতুল ফিক্হিয়্যাহ্ কুয়েতিয়্যাহ্*, ৩৬শ খন্ড, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি. পৃ. ৬৪

[৪]সম্পাদক আহমদ শরীফ, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৪২৬

[৫]Editor Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, 1st Edition, Dhaka : Bangla Academy, 1993, p. 106; এস. এম. মাহফুজুর রহমান, *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ৬১

[৬]Robert E. Johnston, Jr. J. Douglas Bate, *The Power of Strategy Innovation : A New Way of Linking Creativity and Strategic Planning to Discover Great Business Opportunities*, New York : AMACOM American Management Association, 2003, p. 182

[৭]Lewis H. Haney, Ph.D, *Business Organization and Combination : An Analysis of the Evolution and Nature of Business Organization in the United States and A Tentative Solution of the Corporation and Trust Problems*, Texas : Batoche Books Kitchener, Revised edition 2003, p. 8

কুরআনে কতিপয় আয়াতে ক্রয় ও বিক্রয়ের উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ মাল বা পণ্যদ্রব্যের লেনদেন বা বিনিময় এবং উপার্জন উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ বান্দা তার ব্যক্তিগত শ্রম-সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে তার প্রতিপালকের সাথে ব্যবসা করা উদ্দেশ্য।[৮] যেমন আল্লাহ্‌র বাণী : يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে"?[৯] ইমাম সারাখ্‌সী আরও বলেন, فَفِي بعض هَذِه الْآيَات تنصيص على الْحل وَفِي بَعْضهَا ندب إِلَى الِاشْتِغَال بِالتِّجَارَة فَمن يَقُول بحرمتها فَهُوَ مُخَالف لهَذِهِ النُّصُوص "অতঃপর কোন কোন আয়াতে ব্যবসার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে এবং কতিপয় আয়াতে ব্যবসায় জড়িত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম বা অবৈধ হওয়ার কথা বলে, সে এ প্রমাণসমূহের লঙ্ঘনকারী বিবেচিত হবে"।[১০]

নবুওয়াতের পূর্বে মহানবী (স.)-এর ব্যবসা-বাণিজ্য

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স.) নবুওয়াতের পূর্বে মক্কায় একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করেছেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। নবুওয়াতের পূর্বে মহানবী (স.) মাত্র নয় বছর বয়স হতে চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইয়ামেনে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। তিনি চাচা আবু তালিব ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথে বাজারে কর্মতৎপর ছিলেন। এখান থেকে মহানবী (স.) প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেন। যৌবনে উপনীত হয়ে তিনি ব্যবসাকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের পূর্বে একজন সৎ ও আদর্শ ব্যবসায়ী হিসেবে মহানবী (স.) তাঁর সমসাময়িক কালের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তারাও তাঁর নানা সদ্‌গুণের প্রশংসা করেছেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি ব্যবসার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা ও সততার পরিচয় দিয়ে সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। এ সময় খাদিজাতুল কুব্‌রা (রা.) নামে 'আরবের একজন ধনাঢ্য নারী ব্যবসায়ী মহানবী (স.)-এর ব্যবসায়িক সুনামের ব্যাপারে অবগত হয়ে তাঁকে সিরিয়ায় পণ্যসামগ্রীসহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মহানবী (স.) দক্ষতার সাথে ব্যবসা

---

[৮]মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবি সাহ্‌ল শামসুল আইম্মাহ্ আস্‌-সারাখ্‌সী, *আল্‌-মাব্‌সূত*, ৩০শ খণ্ড, মিসর : মাত্‌বা'আতুস্ সা'আদাহ্, তা. বি. পৃ. ২৪৭

[৯]সূরা আস্‌-সাফ্, আয়াত : ১০

[১০]মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান আশ্‌-শাইবানী, *আল্‌-কাস্‌ব বিশার্‌হি শামসুল আইম্মাহ্ আস্‌-সারাখ্‌সী*, দামেশ্‌ক : 'আব্দুল হাদী হারসূনী, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি. পৃ. ৩৯

করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে ফিরে আসেন। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে পরবর্তীতে খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১১]

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা

পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা' ও কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা প্রমাণিত। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যদি শরী'আহ্ অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে বৈধ হবে।[১২] মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য বিভিন্নভাবে হালাল জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন এবং হালাল জীবিকার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের স্বীকৃতিও দিয়েছেন। হালাল জীবিকা অর্জনের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বড় মাধ্যম। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৈধতা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"।[১৩] প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় তাতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রয় করা জায়িয। তবে রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে সকল বস্তুর ব্যবসাকে হারাম করে দিয়েছেন তা নিষিদ্ধ।[১৪]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তবে পাস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা"।[১৫] এ আয়াতে 'অন্যায়ভাবে ভক্ষণ' বলতে এমন সব পদ্ধতির কথা বোঝানো হয়েছে, যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক ও শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ। লেনদেন অর্থ হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন-ব্যবসা, শিল্প ও কারিগরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্য জনের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় প্রদান করে। এছাড়া 'পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য' বাক্যাংশটি সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্যবসার নামে যে সব ক্ষেত্রে অন্যায় ও অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সে সব পন্থায় সম্পদ অর্জন বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা হারাম ও বাতিল ব্যবসা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসার ক্ষেত্রে ও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের

---

[১১]আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মু'আফিরী (র.), সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত, *সীরাতুন নবী (সা.)*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি. পৃ. ১৭৭-৭৮

[১২]ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেশ্ক : দারুল ফিক্র, ৫ম খণ্ড, তা. বি. পৃ. ৩-৪

[১৩]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৭৫

[১৪]আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস ইব্‌নুল 'আব্বাস ইব্‌ন 'উসমান আশ্-শাফি'ঈ, *আল্-উম্ম লিশ্ শাফি'ঈ*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি. পৃ. ৩৬

[১৫]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ২৯

আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম বলে বিবেচিত হবে। ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যকে কলুষিতকারী বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সততা ও ন্যায়ভাবে পরিচালনা করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১৬]

মহান আল্লাহ্ বলেন, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই"।[১৭] জাহিলিয়া যুগে লোকেরা হাজ্জের সময় ব্যবসা করত। ইসলাম গ্রহণের পর তারা নবী (স.)-এর নিকট হাজ্জের সময় ব্যবসা করা বৈধ হবে কিনা জানতে চাইলে এ আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ্ হাজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করেন।[১৮] এ আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করার পাশাপাশি এটিকে বান্দার জন্য মহান আল্লাহ্‌র একটি অনুগ্রহ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৯]

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা থেকে এবং আমি যা ভূমি হতে উৎপাদন করে দেই তা থেকে ব্যয় কর"।[২০] এখানে ব্যবসার মাধ্যমে যে উত্তম উপার্জন করা হয় তা থেকে এবং ভূমি থেকে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট ফসল থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কারণ মানুষের মধ্যে একটি গোষ্ঠী নিকৃষ্ট সম্পদ ও ফসল থেকে দান করে থাকে।[২১] মুসলমানগণ ব্যবসা বৈধ হওয়ার বিষয়ে ইজমা' বা ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কিয়াসের চাহিদাও হল ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ হওয়ার অনুকূলে। মানব জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যবসার বৈধতা কামনা করে। মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা তার সঙ্গীর নিকট যা আছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তার সঙ্গী বিনিময় ব্যতীত তা প্রদান করবে না। ব্যবসা শরী'আহ্সম্মত হওয়ার পন্থা হলো প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও চাহিদা পূর্ণ করা। মানুষ স্বভাবতই অন্যের মুখাপেক্ষী। অন্যদের সহযোগিতা ছাড়া তার পক্ষে জীবন যাপন করা

---

[১৬]আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল বয়ান 'আন তা'বিলি আয়িল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্‌রামাহ্ : দারুত্ তার্‌বিয়্যাহ্ ওয়াত্ তুরাস, তা. বি. পৃ. ২১৬

[১৭]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ১৯৮

[১৮]আবু বকর 'আব্দুর রায্‌যাক ইব্‌ন হুমাম ইব্‌ন নাফি' আল্-হিম্‌য়ারী আস্-সানা'আনী, *তাফসীরু 'আব্দুর রায্‌যাক*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি. পৃ. ৩২৫

[১৯]আবু বকর আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আর্-রাযী আল্-জাস্‌সাস, *আহ্‌কামুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি. পৃ. ১৩১

[২০]সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৬৭

[২১]ইব্‌রাহীম ইব্‌নুস্ সুররী ইব্‌ন সাহ্‌ল আবু ইসহাক আয্-যুজায, *মা'আনিউল কুরআন ওয়া ই'রাবুহু*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ৩৪৯

সম্ভব নয়।[২২] ব্যবসায় বৈধ না হলে জিনিসপত্রের লেনদেন সম্ভব হত না, আর লেনদেন না থাকলে পার্থিব কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ত এবং মানুষের জীবন ধারণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ত। এটি কখনো কাম্য হতে পারে না। তাই ইসলামী শরী'আতে উপার্জনের পেশা হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ হওয়াই যথার্থ।[২৩]

সাহাবীগণের (রা.) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ

সাহাবীগণের (রা.) মধ্যে অধিকাংশই কারো দান বা অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁরা বাজারে বৈধ ব্যবসা করার মাধ্যমে উপার্জনের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَدَلُّوهُ، فَانْطَلَقَ، فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ... "আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা.) মদীনায় আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর মধ্যে ও সা'দ ইবনে রবী' আনসারী (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। অতঃপর সা'দ (রা.) বললেন, আমার সম্পদ আপনাকে অর্ধেক ভাগ করে দিব এবং আমার দুইজন স্ত্রী আছে, আমি তাদের একজনকে তালাক দিব, অতঃপর সে 'ইদ্দত পূর্ণ করলে আপনি তাকে বিবাহ করবেন। অতঃপর 'আব্দুর রহমান (রা.) বললেন, আপনাকে আপনার ধন-সম্পদে ও পরিবার-পরিজনে আল্লাহ্ বারাকাহ্ দান করুন! আপনারা আমাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন। তাঁরা তাঁকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বাজার হতে (ব্যবসার মাধ্যমে) লাভস্বরূপ কিছু পনির ও ঘি নিয়ে ফিরে আসেন..."।[২৪] এ হাদীসটি সাহাবীগণের একাংশের ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার দলীল এবং এতে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সম্মতি ছিল। 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা.) মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনের পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তিনি সা'দ ইবনে রবী' (রা.)-এর দান গ্রহণ করেননি; বরং নিজেই ব্যবসা করে

---

[২২] ড. ওয়াহাবাহ্ আয়-যুহাইলী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; আবু মালিক কামাল ইব্নিস্ সায়্যিদ সালিম, *সহীহ্ ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : আল্-মাক্তাবাহ্ আত্-তাওফীকিয়্যাহ্, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৫৩

[২৩] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন কুদামাহ্ আল্-মাক্দাসী আবু মুহাম্মদ, *আল্-মুগ্নী ফী ফিক্হিল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল আশ্-শাইবানী*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি. পৃ. ৩; শামসুদ্দীন আবুল ফারাজ 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন কুদামাহ্ আল্-মাক্দাসী, *আশ্-শারহুল কাবীর*, ৮ম খন্ড, আল্-কাহিরাহ্ : জামহুরিয়্যাহ্ মিসর আল্-'আরাবিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১১

[২৪] আল্-ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, *মুস্নাদুল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ২৯১-৯২

প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পদের একটি বড় অংশ আল্লাহ্র পথে দান করেছিলেন।[২৫]

বাজারে কাজ করে অনেক সাহাবী আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করেছিলেন। আবু মাস'উদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَتَحَامَلَ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ " রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে যখন সাদাকাহ্ করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেতেন এবং বোঝা বহন করে এক মুদ (৫১০ গ্রাম প্রায়) খাদ্য মজুরি হিসেবে প্রাপ্ত হতেন (অতঃপর সেখান থেকে দান করতেন), বর্তমানে তাদের কারো কারো লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত রয়েছে"।[২৬] এখানে সাহাবীগণের বাজারে কাজ করার প্রতি আগ্রহ এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় দান করার প্রতি উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে। আর সাদাকাহ্ করার কারণে তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।[২৭]

বাজারের ব্যস্ততার কারণে সাহাবীদের অনেকেই মহানবী (স.)-এর নিকট হতে খুব বেশি হাদীস আয়ত্ত করতে পারেননি। 'উবাইদ ইবনে 'উমাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু মূসা আশ'আরী (রা.) 'উমর (রা.)-এর নিকট এসে প্রবেশানুমতি চাইলেন, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। 'উমর (রা.) হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আবু মূসা (রা.) ফিরে গেলেন। 'উমর (রা.) অবসর হয়ে বলেন, আমি কি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কায়েসের (আবু মূসার নাম) আওয়াজ শুনিনি? তোমরা তাঁকে আসার অনুমতি দাও। বলা হলো, তিনি ফিরে গিয়েছেন। 'উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। (ফিরে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে) আবু মূসা (রা.) বললেন, আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অনুমতি না মিললে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। 'উমর (রা.) বললেন, আপনি আমার কাছে এর অনুকূলে প্রমাণ পেশ করুন। অতঃপর তিনি আনসারদের মজলিসে এসে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা বলেন, আমাদের মধ্যকার কনিষ্ঠতর আবু সা'ঈদ আল্-খুদ্রী (রা.)-ই এর অনুকূলে সাক্ষ্য দিবেন। অতঃপর তিনি আবু সা'ঈদ (রা.)-কে নিয়ে 'উমর (রা.)-এর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করালেন। তারপর 'উমর (রা.) বলেন, أَخَفِيَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ "রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর একটি নির্দেশ আমার

---

[২৫]ড. জাওয়াদ আলী, *আল্-মুফাস্সাল ফী তারীখিল 'আরব কাব্লাল ইসলাম*, ১৩শ খণ্ড, বৈরুত : দারুস্ সাকী, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ৩১০

[২৬]আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইবন কাসীর, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ৫১৪

[২৭]ইব্ন বাত্তাল আবুল হাসান 'আলী ইব্ন খাল্ফ ইব্ন 'আব্দুল মালিক, *শরহে সহীহিল বুখারী লিইব্ন বাত্তাল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ৩৯৯

কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল? বাজারের ব্যবসা-ই আমাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাইরে যাতায়াত"।[২৮]

সাহাবাগণের (রা.) বাজারের ব্যস্ততা সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, وَأَنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، "আমার মুহাজির ভ্রাতাগণ বাজারসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং আনসার ভ্রাতাগণ তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ছিলাম সুফ্ফার দরিদ্রদের মধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি। আমি আমার উদর পূর্তির বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর খিদমতে উপস্থিত থাকতাম"।[২৯] এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ে সাহাবীদের একাংশ তথা মুহাজিরগণ বাজারের এবং অপর অংশ তথা আনসারগণ ক্ষেতে-খামারে কাজ করতেন। মূলত মুহাজির ও আনসারদের মাধ্যমেই পরবর্তীতে বৃহত্তর ইসলামী সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবিকার্জনের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা ছিল।

সাহাবীগণের কেউ কেউ বাজারকে সওয়াব অর্জনের মাধ্যম হিসেবেও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) কেবল মুসলিম ভাইদের সালাম প্রদানের মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করার জন্য বাজারে যাতায়াত করতেন। এ প্রসঙ্গে তুফাইল ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ فَقَالَ لِي: عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السلام على من لقينا "তিনি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমরের (রা.) নিকট যাতায়াত করতেন এবং তাঁর সাথে বাজারে যেতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বাজারে যাওয়ার পথে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.)-এর সাথে সর্বসাধারণ, দোকানদার, ফকীর-মিস্কীন, বা অন্য যে কোন লোকের সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে সালাম দিতেন। তুফাইল (রা.) বলেন, একদিন আমি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমরের (রা.) নিকট আসলাম। তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনি বাজারে গিয়ে কী করবেন? না আপনি কেনাকাটা করেন, না কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, না

---

[২৮]আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৭

[২৯]আবু 'আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন্-নাসায়ী, *আস্-সুনানুল কুব্রা*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ৩৭২

দরদাম করেন, আর না বাজারের কোন মজলিসে বসেন; বরং আমাদের নিয়ে এখানেই বসুন, কিছু আলাপ-আলোচনা করি। ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (রা.) আমাকে বলেন, হে ভুঁড়িওয়ালা! (তাঁর পেট বড় ছিল) আমরা তো বাজারে যাই যাকে সামনে পাই তাকে সালাম দেওয়ার জন্য”।[৩০] এ হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীগণ তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম ও সওয়াব অর্জনের জন্য বাজারগুলোকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এগুলো নিঃসন্দেহে বৈধ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ (রা.) বাজারের এসব কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিলেন। আর এতে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলে তা সাহাবীগণ (রা.) কখনোই করতেন না।

৭.২ ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও ফযীলত

ব্যবসা-বাণিজ্য হলো মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর অন্যতম আবশ্যকীয় মাধ্যম। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন পূর্ণ হয় অপরদিকে এ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও অনেকাংশে নির্ভর করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশি মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতি তত বেশি সাফল্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। আর এ ক্ষেত্রে যে জাতির আগ্রহ নেই তারা সর্বদাই অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক প্রাধান্য ও অগ্রগতির অন্তর্নিহিত রহস্য সবচেয়ে বেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রয়েছে। এ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরেই এক জাতি অন্য জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি এমনকি ধর্মের উপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তবে জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করা মু'মিনের কর্তব্য।[৩১] মক্কার কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে আল্লাহ্ বলেন, لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ- إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ “যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম (ব্যবসায়িক) সফরের”। আয়াতদ্বয়ে কুরাইশদের শীতকালে ইয়ামেন ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফর এবং এর মাধ্যমে তাদের সাফল্য ও কল্যাণ লাভের দিকটি উম্মোচিত হয়েছে। কেননা, এ ব্যবসা-বাণিজ্যের সফলতার কারণে

---

[৩০] আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল্-বুখারী আল্-জু‘ফী, *আল্-আদাবুল মুফ্রাদ*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি. পৃ. ৩৪৮

[৩১] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. পৃ. ৫৩-৫৪

তাদের পৃথিবীতে নিরাপদ ও সচ্ছলভাবে টিকে থাকা এবং 'আরবের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্মানের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়েছে।[৩২]

হাদীসে ব্যবসাকে অতীব কল্যাণকর পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নু'আইম ইব্ন 'আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ والعُشْرُ فِي المَوَاشِي "জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে এবং দশম ভাগ রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে"।[৩৩] অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ী তার যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবসা থেকে তার জীবিকা গ্রহণ করার অধিকার রাখে। এখান থেকে সে দান ও সঞ্চয় করতে পারে এবং নিজের খাদ্য, পানীয় ও পোশাকাদির জন্য প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করার অধিকার তার রয়েছে।[৩৪]

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, الرِّزْقُ عِشْرُونَ بَابًا ، فَتِسْعَةَ عَشَرَ بَابًا لِلتَّاجِرِ وَبَابٌ لِلصَّانِعِ بِيَدِهِ "রিযক বা জীবিকার বিশটি দ্বার রয়েছে, তন্মধ্যে ঊনিশটিই রয়েছে ব্যবসায়ীর জন্য এবং অবশিষ্ট একটি রয়েছে নিজ হাতে কাজ সম্পাদনকারী কারিগরের জন্য"।[৩৫] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, يا معشر قريش لا يغلبنّكم هذه الموالي على التجارة وإنّ البركة في التجارة وصاحبها لا يفتقر إلّا تاجر حلّاف مهين "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এ আযাদকৃত ক্রীতদাসগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে যেন তোমাদেরকে পরাজিত করতে না পারে, নিশ্চয়ই ব্যবসা ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বারাকাহ্ রয়েছে। নিকৃষ্ট মিথ্যা শপথকারী ব্যবসায়ী ব্যতীত কেউ দরিদ্র হবে না"।[৩৬]

ব্যবসায়ীদের দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত কল্যাণ লাভ হয়। দুনিয়াতে ব্যবসায়ের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ"।[৩৭] অর্থ-সম্পদ পার্থিব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থ-সম্পদ ছাড়া মানুষ দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে পারে না। তাই

---

[৩২]মুহাম্মদ আল্-আমীন ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুখ্তার, *আয্ওয়াউল বয়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল্ কুরআন*, ৯ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশ্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১০৯

[৩৩]জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর আস্-সুয়ূতী, *আল্-ফাত্হুল কাবীর ফী দাম্মিয্ যিয়াদাহ্ ইলাল্ জামি'ঈস্ সাগীর*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ২৬

[৩৪]'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন কুদামাহ্ আল্-মাক্দাসী আবু মুহাম্মদ, *আল্-মুগ্নী ফী ফিক্হিল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল আশ্-শাইবানী*, ১৪শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

[৩৫]আবু বকর 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উবাইদ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন কায়েস ইব্ন আবিদ্ দুনিয়া, *ইসলাহুল মাল*, ৭৩শ খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুল কুতুবিস্ সাকাফিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ২১৪

[৩৬]আবু সা'ঈদ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন বাশার ইব্নুল আ'রাবী, *মু'জামু ইব্নিল আ'রাবী*, ২য় খণ্ড, সা'উদিয়্যাহ্ : দারু ইব্নিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৬৩৬

[৩৭]সূরা আল্-কাহ্ফ, আয়াত : ৪৬

যতটুকু সম্পদ সাধারণভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন, ততটুকু সম্পদ অর্জনে কোন অপরাধ নেই।[৩৮] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا "তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ নিতে ভুলে যেও না"।[৩৯] অর্থাৎ এ পৃথিবী হতে তোমার জন্য নির্ধারিত অংশ এবং হালাল জীবিকা অনুসন্ধান করা ছেড়ে দিও না।[৪০]

ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে। অন্যান্য পেশার ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়ের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসাকে সাধ্যমত বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। সীমাবদ্ধ আয়ের মাধ্যমে মানুষ তার অনেক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাই একজন ব্যবসায়ী তার চাহিদামতো উপার্জন করার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।[৪১]

৭.৩ ইসলামে সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা

মহান আল্লাহ্ বিভিন্নভাবে মানুষের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকেন। হালাল জীবিকা অর্জনের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে এ মর্যাদা লাভ করা তখনই সম্ভব হবে যখন তিনি ব্যবসায়ের সকল নিষিদ্ধ উপায় পরিত্যাগ করবেন এবং ব্যবসায়ের সকল শিষ্টাচার ও নীতি-নৈতিকতা মান্য করবেন।[৪২] 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ "নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি পবিত্রতম যা কিছু ভক্ষণ করে, তা হলো তার নিজ হাতের উপার্জন এবং নিশ্চয়ই তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত"।[৪৩] পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'কাসাব' বা উপার্জন বলতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৪৪] অর্থাৎ বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন সবচেয়ে উত্তম ও পবিত্র উপার্জন হিসেবে বিবেচিত। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

---

[৩৮]মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্নুল হাসান ইব্ন বাশার আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হাকীম আত্-তিরমিযী, *রিয়াযাতুন নাফ্স*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ৪৭

[৩৯]সূরা আল্-কাসাস, আয়াত : ৭৭

[৪০]আবু 'উবায়দাহ্ মা'মার ইব্নুল মুসান্না আত্-তাইমী আল্-বস্‌রী, *মাযাজুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : মাক্তাবাতুল খানিজী, ১৩৮১ হি. পৃ. ১১১

[৪১]রফিক ইসা বীকুন, অনবাদ : মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি. পৃ. ১৫

[৪২]মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[৪৩]যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ 'আব্দুর রঊফ ইব্ন তাজুল 'আরিফীন ইব্ন 'আলী ইব্ন যাইনুল 'আবিদীন আল্-মানাভী, *ফায়যুল কাদীর শর্হুল জামি'উস সাগীর*, ২য় খণ্ড, মিসর : আল্-মাক্তাবাতুত্ তিজারিয়্যাহ্ আল্-কুব্‌রা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি. পৃ. ৪২৫

[৪৪]'আব্দুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আবু মান্সূর আস্-সা'আলাবী, *আল্-লাতাইফ ওয়াজ্ জারাইফ*, বৈরুত : দারুল মানাহিল, তা. বি. পৃ. ৭০

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ "হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন উপার্জন সবচেয়ে পবিত্র ও উত্তম? রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন"।[৪৫] হাদীসে যাবতীয় হস্তশিল্পের কার্যক্রমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নিশ্চয়ই হস্তশিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবসার উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। আর মানুষের প্রয়োজনীয় সকল হস্তশিল্প ইসলামে বৈধ। অনুরূপভাবে সকল হালাল পণ্যের ব্যবসাও বৈধ।[৪৬] আর বায়' মাবরূর হল, যে ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক কল্যাণ ও সহমর্মিতা নিহিত থাকে। অর্থাৎ যে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা, আত্মসাৎ, মওজুদদারী, অধিক মুনাফাখোরী, ভেজাল, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি আল্লাহ্র অবাধ্যতা না থাকে।[৪৭]

আবু সা'ঈদ খুদ্রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, اَلتَّاجِرُ الْأَمِيْنُ الصَّدُوْقُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ- "পরম বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যবসায়ী (আখিরাতে) নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে"।[৪৮] ব্যবসায়ীর মধ্যে চারটি গুণ থাকলে তার উপার্জন পবিত্র ও বৈধ হবে। তা হলো : যখন সে ক্রয় করে তখন তার নিন্দা করা হয় না; যখন সে বিক্রি করে তখন তার প্রশংসা করা হয় না, যে ব্যবসার মধ্যে প্রতারণা করে না এবং ব্যবসার মধ্যস্থিত কোন বিষয়ে শপথ করে না।[৪৯] এ ধরণের ব্যবসায়ীদের পুনরুত্থান সম্পর্কে ইসমা'ঈল ইব্ন 'উবাইদ ইব্ন রিফা'আহ্ (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা রিফা'আহ্ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ، وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: "إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ" "আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে বের হলাম, তখন লোকেরা সকাল বেলা ক্রয়-বিক্রয় করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে আহ্বান করলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! অতঃপর যখন লোকেরা তাদের দৃষ্টি উপরে উঠাল এবং ঘাড় উঁচু করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন পাপী হিসেবে উপস্থিত

---

[৪৫]আবু বকর 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উবাইদ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন কায়েস ইব্ন আবিদ দুনিয়া, *ইস্লাহুল মাল*, ৯৪শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

[৪৬]হুসামুদ্দীন ইব্ন মূসা মুহাম্মদ ইব্ন 'আফানাহ্, *ফিক্হুত্ তাজিরিল মুসলিম*, আল্-কুদ্স : আল্-মাক্তাবাতুল 'ইল্মিয়্যাহ্ ওয়া দারুত্ তায়্যিব লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশ্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ১৮

[৪৭]ড. ওয়াহবাহ্ আয্-যুহায়লী, *আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫; আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল্-মাওয়াদী, *আল্-হাবীউল কাবীর ফী ফিক্হি মাযহাবিল ইমাম আশ্-শাফিঈ*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১২

[৪৮]মাজ্দুদ্দীন আবুস্ সা'দাত আল্-মুবারাক ইব্ন মুহাম্মদ আল্-জাযারী ইব্নুল আসীর, *জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, ১ম খণ্ড, কুয়েত : মাক্তাবাহ্ দারুল বায়ান, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রি. পৃ. ৪৩১

[৪৯]শিরুওয়াইহ্ ইব্ন শহ্রদার ইব্ন শিরুওয়াইহ্ ইব্ন ফানাখসরু আবু শুজা' আদ্-দাইলামী আল্-হামদানী, *আল্-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৭৯

করা হবে। তবে যে তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সত্য কথা বলে, তাকে ব্যতীত”।[৫০]

ব্যবসায়ের মাধ্যমে আখিরাতেও উত্তম পুরস্কার লাভ করা যাবে। ব্যবসা আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণের অন্যতম উপায়। ব্যবসা-বাণিজ্য তাক্ওয়া অনুশীলনের একটি শক্তিশালী অবলম্বন। হারাম-হালাল মেনে নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করা তাকওয়ার এক কঠিন অনুশীলন বটে।[৫১] সালাতের আযান হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মসজিদে গমন আল্লাহ্র আনুগত্যের এক অনন্য নিদর্শন। আল্লাহ্ বলেন, إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ “নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, অতএব আমার ‘ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর”।[৫২] সালাত যেমন একটি বিশেষ উপলক্ষ্য, যার মাধ্যমে বান্দা তার অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য অনুশোচনা করে; আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের নবায়ন করে; আল্লাহ্র খাঁটি ও প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে; হিদায়াত, তাকওয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করে; অন্যদিকে ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী হালাল ব্যবসা করাও শর‘ঈ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ‘ইবাদাতের শামিল।[৫৩]

৭.৪ বাংলাদেশে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ :

বাংলাদেশে সুষ্ঠু, নিয়মতান্ত্রিক, সুশৃঙ্খল, জনবান্ধব ও কল্যাণকর বাজার ব্যবস্থাপনা চালু করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি

বাংলাদেশে দুই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একটি মাদ্রাসা শিক্ষা অন্যটি আধুনিক শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষায় কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হলেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ, আধুনিক বিশ্বের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান চর্চার সুযোগ খুব বেশি নেই। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কে কোন ধারণা ছাড়াই শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ফলে তারা ইসলামী শিক্ষা থেকে

---

[৫০]আবু ‘আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল্-কায্ভীনী, *সুনানে ইব্ন মাজাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল ‘আলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি. পৃ. ২৭৭

[৫১]মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৫২]সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১০৩

[৫৩]গ্রন্থনা-সম্পাদনা মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন, *খোলাফায়ে রাশেদীন জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১৩৮

বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। তাদের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলাও দুরূহ ব্যাপার। মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচিতে ফিক্‌হগ্রন্থে বাজার ব্যবস্থাপনার বিধি-বিধান ও নীতিমালা থাকলেও আধুনিক পদ্ধতিতে তা সুনির্দিষ্টভাবে একত্রে সন্নিবেশিত না থাকায় এ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানার্জন সম্ভব হচ্ছে না। তাই সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি একটি বড় অন্তরায়।

রাজনৈতিক মতানৈক্য

বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বহু দল বিদ্যমান। এ সকল রাজনৈতিক দলের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছে। এ কারণে বাজারের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া বছরের অধিকাংশ সময় বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতে দেখা যায়। এতে স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় এবং বিভিন্নমুখী সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মতভেদ একটি বড় বাধা।

ধর্মীয় 'আলিমদের অনৈক্য

বাংলাদেশের 'আলিমগণের পারস্পরিক অনৈক্য ও মতভেদের কারণে বাজার ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছেন না। 'আলিমদের অনৈক্য ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়

বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে বাস করলেও সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় লক্ষণীয়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশেরই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। মূলত যারা বাজার পরিচালনা, তদারকি ও আইন প্রয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের অধিকাংশের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা, তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি, পরকালীন শাস্তি ও জবাবদিহিতার অনুভূতি না থাকায় সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নৈতিক শিক্ষার অভাব

পৃথিবীতে ইসলামসহ সকল ধর্মের মানুষের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনৈতিক হয়ে উঠার প্রধান কারণ হলো, নৈতিক শিক্ষার অভাব। বর্তমান ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই নৈতিক শিক্ষা নেই। একমাত্র নৈতিক শিক্ষাই মানুষকে সৎ, দীনদার, আমানতদার ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। যেমন-মহান আল্লাহ্ লুকমান (আ.) কর্তৃক তাঁর শিশু সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে বলেন, يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ "হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নিচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ"।[৫৪] এটি সন্তানের প্রতি লুকমান (আ.)-এর অন্যতম উপদেশ, যা নৈতিকতা অর্জনের চরম শিক্ষা। পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বস্তু ও কর্ম কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মীযানে বা দাঁড়িপাল্লায় উপস্থিত করবেন। একথা বলার মাধ্যমে তিনি শিশুপুত্রকে সকল কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার জন্য সতর্ক করেছেন।[৫৫]

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে বিশ্বাস ও আচরণে মানুষ পরিশীলিত হবে এটাই মানুষের কাছে মহান আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার। প্রত্যেক মানুষও অন্যের নিকট থেকে এটাই প্রত্যাশা করে। মানুষের বিবেকবোধ তার মধ্যে সর্বদা সৎ পথে চলার স্পৃহা জাগায়। একজন ব্যবসায়ী যখন লোভ-লালসা পরিহার করে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে ব্যবসা করে তখন তার মধ্যে আত্মিক পরিশুদ্ধি ও নির্মল মানসিক সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।[৫৬] মহান আল্লাহ্ বলেন, قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ "অবশ্যই সে ব্যক্তি সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে"।[৫৭]

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় মেনে চলা বা কল্যাণকর বিষয়কে গ্রহণ ও মন্দ বিষয়কে বর্জন করে চলাই হলো ব্যবসায়ের নৈতিকতা। সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ব্যবসায়ী যদি ন্যায়-অন্যায় মেনে না চলে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ভুলে যায়, তখন ঐ সমাজে ব্যবসায় নামক পেশার সম্মান ও মর্যাদা যেমন ক্ষুন্ন হয়, তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতারিত হতে হতে জনসাধারণের ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের পার্থক্যজ্ঞান

---

[৫৪]সূরা লুকমান, আয়াত : ১৬-১৭

[৫৫]আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মদ আল্-মাওয়ার্দী, *তাফসীরুল মাওয়ার্দী আন্-নুকাতু ওয়াল 'উয়ূন*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৩৩৮

[৫৬]ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব, অনুবাদ : এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ৭ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি. পৃ. ১৪

[৫৭]সূরা আ'লা, আয়াত : ১৪

হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রভাবে সমাজে অনৈতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। তাই ব্যবসা পরিচালনায় ব্যক্তিকে কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হবে।[৫৮]

একজন ব্যবসায়ীর কর্তব্য হল সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে পণ্য ও সেবা সরবরাহের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা। এ কাজগুলো মূল্যবোধ থেকে সম্পাদন করা না হলে সেখানে সমস্যা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। আইন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ মানুষকে নৈতিকতার পথে চলতে বাধ্য করে ঠিকই তবে তার মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করা তাকওয়া ও পরকালীন জবাবদিহিতা সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। তাই সমাজে সুশিক্ষার বিস্তার, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি, কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি রাজনীতিকদের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।[৫৯]

ব্যবসায়ী ব্যক্তির ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দ্বারা সমাজের মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। দূষিত ও ক্ষতিকর খাদ্যপণ্য স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ভয়ংকর তা সর্বজনবিদিত। অবৈধ অস্ত্র বিক্রয় মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। অনুরূপভাবে মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই ব্যবসায়ীদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমাজের মানুষকে সুরক্ষা দিতে পারে।[৬০]

একজন ব্যবসায়ী যখন গ্রাহককে ঠকায় তখন স্বভাবতই ঐ ব্যবসায়ীর প্রতি গ্রাহকের বিরূপ ধারণা জন্মে। কোন সমাজের বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী যখন এ অন্যায় কাজটি করে তখন সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিই মানুষের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীরা যদি নৈতিকতা মেনে চলে, কাউকে না ঠকায়, কথা ও কাজে মিল রেখে চলে তখন গ্রাহকরা নির্দ্বিধায় ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করতে পারে। এতে সমাজে একটা সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়।[৬১]

ব্যবসায়ে দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অনুসরণ আবশ্যক। অসৎ ব্যবসায়ী সীমিত সময়ের জন্য আর্থিকভাবে লাভবান হলেও দীর্ঘমেয়াদে তার পক্ষে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয় না। এ ধরণের ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র নিজেদেরই ক্ষতি করে না; বরং দেশের ব্যবসার অগ্রগতিকেও বাধাগ্রস্ত করে। অথচ যদি দেশের ব্যবসায়ীরা সৎ হয়, নীতি-নৈতিকতার অনুসরণ করে তবে দীর্ঘমেয়াদে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক ব্যবসায়িক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর এ

---

[৫৮]রফিক ইসা বীকুন, *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

[৫৯]ড. মারওয়ান ইব্রাহীম আল-কায়সি, অনুবাদ : শেখ এনামুল হক, *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০ খ্রি. পৃ. ১৬-২০

[৬০]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[৬১]ড. মারওয়ান ইব্রাহীম আল-কায়সি, *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

ধরণের নৈতিক শিক্ষা ও অনুভূতির অভাব থাকার কারণে তারা ব্যবসায়ে অসৎ পন্থা অবলম্বন করে থাকে। এ কারণে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী জ্ঞানের অভাব

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি কাজ শুরু করার পূর্বে তার সম্পর্কে পর্যাপ্ত 'ইল্ম বা জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ "যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?"[৬২] অর্থাৎ তারা সমান নয়। যেমন ব্যবসা শুরু করার পূর্বে ব্যবসা সম্পর্কিত লেন-দেন, বেচা-কেনা, হালাল-হারাম, পণ্যের আদান-প্রদান, মিথ্যা ও প্রতারণার কুফল ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। কেবল টাকা থাকলেই কোন 'ইল্ম ও অভিজ্ঞতা অর্জন না করে যে কোন ব্যবসায় লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। কেউ যদি ড্রাইভিং না শিখে রাস্তায় গাড়ি চালায়, তাহলে সে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। ফলে সে নিজে যেমন মারা যেতে বা আহত হতে পারে তেমনি অন্যদেরকেও মারতে বা আহত করতে পারে। ঠিক তেমনি ব্যবসার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন না করে ব্যবসা করলে নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তেমনি ক্রেতাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় ব্যবসা সম্পর্কিত ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে ব্যবসায়ীদের অন্যায় পন্থাবলম্বন করার বিষয়টি বেশ লক্ষণীয়। এটিও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

তাকওয়ার অভাব

মুসলিমদের সকল কাজে তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতি থাকা আবশ্যক। মহান আল্লাহ্ বান্দার সকল কর্মের খবর রাখেন এবং তিনি সবকিছু দেখেন ও শুনেন। আল্-কুরআনের বাণী: وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ " তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, জেনে রাখ, সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ"।[৬৩] অধিকাংশ ব্যবসায়ীর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় না থাকার কারণে তারা অসৎপন্থা অবলম্বন করে ব্যবসা করছে। তাই তাক্ওয়া বা আল্লাহ্র ভয়ই ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাকওয়ার অভাব থাকার কারণে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

---

[৬২] সূরা আয্-যুমার, আয়াত : ৮

[৬৩] সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত : ২৩৩

জবাবদিহিতার অনুভূতির অভাব

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো, মহান আল্লাহ্‌র নিকট সকল কাজের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করা। বেশির ভাগ ব্যবসায়ীর এ শিক্ষা না থাকার কারণে ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও অনৈতিক কাজ চলমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ "সেদিন (হাশর) তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে"।[৬৪] মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি না হওয়ায় বাজারের অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা করা যাচ্ছে না।

হালাল-হারাম সম্পর্কে অনুভূতির অভাব

মহান আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন কোন কাজ হালাল আবার কোন কোন কাজ হারাম করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কোন কোন কাজ হালাল আবার কোন কোনটি হারাম রয়েছে। এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তা মেনে চলা একজন মুসলিম ব্যবসায়ী জন্য ফরয। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ "মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে"।[৬৫] বর্তমান সময়ের কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ হাদীসের বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়। এটাও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসেবে বিবেচিত।

অন্যের সম্পদ গ্রাস করার প্রবণতা

ইসলামে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا "আর মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার কারণে তাদের মধ্যকার অবিশ্বাসীদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি"।[৬৬] বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় আয়াতে উল্লিখিত শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ ব্যবসায়ীর মধ্যে অসৎ ও অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ গ্রাস করার প্রবণতা দেখা যায়। মহান আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় অন্তরে থাকলে কেউ এ কাজ করতে পারে না। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় এটাও বাধাস্বরূপ।

---

[৬৪] সূরা আন্-নূর, আয়াত : ২৪

[৬৫] আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৬

[৬৬] সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১৬১

পার্থিব জীবন ও সম্পদের প্রতি মোহ

কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী পার্থিব জীবন ও সম্পদের প্রতি মোহের কারণে পরকালের শাস্তির বিষয়টি ভুলে গিয়েছে। অতি দ্রুত ধনী হওয়ার আশায় সমাজের এসব ব্যবসায়ী ন্যায়-অন্যায় বোধ বিস্মৃত হয়ে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। এটাও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় অন্তরায় সৃষ্টি করছে। আল্-কুরআনের বাণী : إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا "নিশ্চয়ই তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে (কিয়ামত) উপেক্ষা করে চলে"।[৬৭] মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا "আর তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবেসে থাক"।[৬৮]

রাষ্ট্রীয় আইনের দুর্বলতা ও শাস্তি প্রয়োগে শৈথিল্য

বাংলাদেশে অধিকাংশ আইন ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত হয়েছে। এ আইনসমূহের কিছু ভালো দিক থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় অনেক ধারা বর্তমান সময়ে প্রয়োগের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আবার কিছু আইনের নেতিবাচক দিকও রয়েছে। আবার যা আছে তাও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। এমনকি বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শৈথিল্য কিংবা পক্ষপাতিত্ব করতে দেখা যায়। ফলে এ সুযোগে বাজারে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রবেশের পথ ক্রমাগত প্রশস্ত হচ্ছে। বাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম অন্তরায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যাবতীয় অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে বিভিন্ন উপদেশ, পরকালীন শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের পাশাপাশি বাজারসমূহে কঠোর নযরদারি এবং পার্থিব শাস্তি হিসেবে তা'যীর বা বিবেচনামূলক শাস্তি প্রয়োগের বিধান রয়েছে। পরকালীন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন, কঠোর নযরদারি ও পার্থিব তা'যীর প্রয়োগের কারণে পূর্ববর্তী মুসলিম খলীফা ও শাসকদের যুগে বাজার ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির পরিমাণ শূণ্যের কোঠায় ছিল। বর্তমান সময়েও অনেক মুসলিম দেশে কঠোর বিধি-বিধান প্রয়োগের কারণে বাজার ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত আইন ও নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও তা যথাযথ প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানে শৈথিল্যের কারণে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না; বরং দিন দিন তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৬৯]

---

[৬৭]সূরা আদ্-দাহ্র, আয়াত : ২৭

[৬৮]সূরা আল্-ফজর, আয়াত : ২০

[৬৯]ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, *ইসলামে ভোক্তা অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

বাংলাদেশে সুষ্ঠু, নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সুপারিশমালা

বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, জনবান্ধব, নিয়মতান্ত্রিক ও আদর্শ বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব হবে না। তাই এ লক্ষ্য অর্জনে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামী শরী'আহ্ ও প্রচলিত আইনের সমন্বয়ে কতিপয় সুপারিশমালা পেশ করা হলো।

১. ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহ বিভিন্ন ফিক্হ গ্রন্থে আধুনিক পদ্ধতিতে একত্রে সন্নিবেশিত অবস্থায় নেই। তাই এ সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান শিক্ষাদান করার লক্ষ্যে বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্রিত করতে হবে এবং বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে আরও যুগোপযোগী করতে হবে। যেহেতু দেশের প্রতিটি মানুষ কোন না কোনভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে জড়িত, সেহেতু মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বিধিমালা ও বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. যারা ব্যবসা করতে আগ্রহী বা ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধান এবং প্রচলিত আইন-কানুন ও দণ্ডবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রশিক্ষণ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সন্তোষজনকভাবে এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না করে কেউ যেন ব্যবসা করতে না পারে সে ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে। যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য সবসময় চলবে এবং নতুন নতুন লোকজন ব্যবসার সাথে প্রতিনিয়ত সম্পৃক্ত হতে থাকবে, তাই এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে চালু রাখতে হবে।

৪. সততার সাথে বাজারের কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান এবং বাজারে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য মসজিদের ইমাম, খতীব, ওয়ায়েয বা ইসলাম প্রচারকদেরকে সরকারীভাবে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। তাঁরা বাজারের লোকদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবেন, তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সচেতনতা ও আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করবেন।

৫. ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনার অনুরূপ 'মুহতাসিব' বা বাজার পরিদর্শক হিসেবে দীনি জ্ঞান ও ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত, তাকওয়াবান, ফকীহ্ ও নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করে বাজার

ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মুহ্তাসিব নিজের কার্যের সুবিধার জন্য প্রয়োজনে ইসলামী যুগের অনুকরণে তার অধীনে কিছু সহযোগী ও কর্মচারী নিয়োগ করবেন, যারা দীনদার, সৎ ও নিষ্ঠাবান হবেন।

৬. বাজার প্রশাসন ও তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি দায়িত্বে অবহেলা করে বা কারো কাছ থেকে ঘুষ, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি গ্রহণ করার মাধ্যমে তাকে অন্যায় সুবিধা প্রদান করে অথবা পক্ষপাতিত্ব করে অথবা শাস্তি প্রয়োগে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং তা প্রমাণিত হয় তাহলে তাদেরকেও বিচারের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। প্রচলিত আইনে এ প্রবিধান সংযোজন করতে হবে। অন্যথায় বাজারের অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিপূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হবে না।

৭. বাজারের শৃঙ্খলা রক্ষা ও ক্রেতাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পেশাগত কারিগর ও একই ধরণের পণ্যের ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক পৃথক স্থানে তাদের পেশাগত কাজ ও পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। বাজার পরিদর্শক প্রয়োজনে প্রতিটি পেশার লোকদের তদারকি ও প্রত্যেক সমজাতীয় পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম তদারকির জন্য পৃথক পৃথক অভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত করবেন। বাজারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে পরিচালনার সুবিধার্থে একজন ঘোষক ও একজন প্রদর্শক নিয়োগ করা যেতে পারে।

৮. বাজারের যাবতীয় তথ্য, যেমন পণ্যের উপস্থিতি, পণ্যের মূল্য, বাজারের পরিবেশ ও অবস্থা ইত্যাদি অবগত হওয়ার জন্য বাজার প্রশাসন কর্তৃক সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিয়োগ করা যেতে পারে।

৯. বাজারে ময়লা আবর্জনা, কাদা, জমাট পানি ইত্যাদি সর্বদা পরিষ্কার করা, শিল্পের চুল্লী হতে নির্গত ধোঁয়া, বর্জ্য, দুর্গন্ধ ইত্যাদি যাতে জনগণের ক্ষতি করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. বাজারে ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ও অন্যান্য কাজ-কর্মে সব ধরণের প্রতারণা, জালিয়াতি, ধোঁকাবাজি, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, পণ্য নকল করা, পণ্যে কৃত্রিম রং ও ক্ষতিকর দ্রব্য বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিতকরণ নিষিদ্ধ করা এবং ভেজাল পণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, সহযোগী, সরবরাহকারী সকলের প্রতি আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও শাস্তি নিশ্চিত করা।

১১. ভেজালকারীরা যাতে স্থান পরিবর্তন করে পুনরায় ভেজাল পণ্যের ব্যবসা করতে না পারে সে জন্য তাদেরকে কঠোর নযরদারিতে রাখা। ভেজাল পণ্য, ঔষধ ইত্যাদি প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রামাঞ্চল ও

শহরের অলিগলিতে অবস্থিত বাজারগুলোতে বেশি বিক্রয় হয়ে থাকে। তাই ভেজাল বিরোধী অভিযান সারা বছর ধরে দেশের সর্বত্র চালু রাখতে হবে।

১২. ওযন ও মাপে যারা কারচুপি করে তাদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য সব ধরণের ওযন স্কেল নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা এবং এ অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৩. কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধি বা মুনাফাখোরীর উদ্দেশ্যে খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র মওজুদ বা সিন্ডিকেট করে অধিক মুনাফা অর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুদ কিংবা যোগান বন্ধ করে দিয়ে মূল্য বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, যাতে কেউ পরবর্তীতে এ ধরণের অপকর্ম করার দুঃসাহস না দেখায়।

১৪. নাজাশ ও তালাক্কীসহ বিভিন্ন প্রকার প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় যাতে চলতে না পারে সেজন্য নিয়মিত বাজার তদারকির ব্যবস্থা করা। ক্রয়-বিক্রয়ে ইসলামে হারাম পদ্ধতিসমূহের অনুশীলন নিষিদ্ধ করতে হবে এবং বাজারে কোন হারাম পণ্যের অনুপ্রবেশ ও ক্রয়-বিক্রয় যেন না হয় সে ব্যাপারে কঠোর নযরদারী অব্যাহত রাখতে হবে। যেমন-মৃত প্রাণী, শূকর, মাদকদ্রব্য, জুয়া ও লটারীর সামগ্রী ইত্যাদি।

১৫. হোটেল-রেস্তোঁরাসমূহে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশন নিশ্চিত করা। খাদ্যদ্রব্য ও মিষ্টিদ্রব্য ভালোভাবে ঢেকে রাখা, যাতে ধুলাবালি ও মাছি পড়তে না পারে এবং খাদ্যদ্রব্যে যাতে ভেজাল করা না হয় তা কঠোরভাবে তদারক করা।

১৬. প্রচার মাধ্যমে যেন অনুমোদনহীন কোন পণ্য কিংবা ভেজাল পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার না হয় এবং বিজ্ঞাপনে যেন কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করা না হয়, তা নিশ্চিত করা।

১৭. কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রীতে পচন রোধে যাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা না হয় সেজন্য রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, আমদানী-রপ্তানি ও ক্রয়-বিক্রয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

১৮. বাজারে সুদভিত্তিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করা।

১৯. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সংকটকালীন সময় জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য প্রতিটি এলাকায় সরকারীভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মওজুদ রাখা। প্রয়োজনের সময় এসব পণ্যের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

২০. বাজারে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে পণ্য পরিবহন ও ক্রয়-বিক্রয়ে সব ধরণের চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং চাঁদাবাজদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

২১. ঔষধ তৈরি, সরবরাহ, সংরক্ষণ ও বিক্রির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রক দ্বারা কঠোর নযরদারী, পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা। কোনরূপ অনিয়ম ও ভেজালের প্রমাণ পাওয়া গেলে চিরতরে কারখানা বন্ধ করাসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।

২২. বিভিন্ন ধরণের পানীয়, জুস, শিশুখাদ্য, প্রসাধনী, আতর, পারফিউম, তেল ইত্যাদি ভেজালমুক্ত রাখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এসব ভেজালকারীদের উপর দ্রুততম সময়ে শাস্তি প্রয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

২৩. নিত্য প্রয়োজনীয় মুদি মালামাল বিক্রিতে বেশি অনিয়ম হয়ে থাকে। কারণ মুদি মালামাল অসংখ্য প্রকারের হয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ এবং তদারকি জোরদার করতে হবে।

২৪. কোন পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহে ঘাটতির আশংকা দেখা দিলে আমদানী উৎসাহিত করতে সরকার কর্তৃক শুল্ক হ্রাস কিংবা মওকুফ করা। জনগণের প্রয়োজনীয় মৌলিক পণ্যসামগ্রী বেশি পরিমাণে উৎপাদন কিংবা আমদানীর ব্যবস্থা করা।

২৫. অকারণে বা অযৌক্তিকভাবে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির আশংকা দেখা দিলে সরকার কর্তৃক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া। এ লক্ষ্যে একটি জাতীয় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা এবং এ কমিটির অধীনে দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে সাব-কমিটি গঠন করা। পণ্যমূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

২৬. কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় আকারের সংরক্ষণাগার গড়ে তুলতে হবে। যাতে উৎপাদনকারীগণ ন্যায্যমূল্য প্রাপ্ত হন এবং পণ্যের মৌসুম ছাড়াও যেন সারা বছর মূল্য স্থির থাকে।

২৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহে এলসি (Letter of credit) বা ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধের সময়সীমা হ্রাস করে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমদানীকারকরা পণ্য মওজুদ কিংবা সিন্ডিকেট করার সময় পাবে না এবং আমদানীর সাথে সাথে আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য বাজারে চলে যাবে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে।

২৮. সীমান্ত এলাকায় কঠোর নযরদারী করতে হবে যাতে জনগণের জরুরী পণ্যসামগ্রী পাচার হতে না পারে।

২৯. উৎপাদনকারীদের প্রয়োজনীয় পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান করা এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করা।

৩০. মাংস বিক্রেতা বা কসাইগণ যাতে ইসলামী শরী'আহ্ মেনে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পশু যবেহ্ করে, মাংসে ভেজাল না করে এবং মৃত ও রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাংস বিক্রি না করে তা কঠোরভাবে তদারক করা।

৩১. মাছ বিক্রেতাগণ যাতে পঁচা, বাসী মাছ বিক্রি না করে তা নিশ্চিত করা এবং মাছ বিক্রির পাত্র ও স্থান জীবানুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দেশ দেওয়া। মাছে ফরমালিন প্রয়োগের ব্যাপারে কঠোর নযরদারি করতে হবে।

৩২. বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বাজারে অপরিপক্ক বা ব্যবহারের অনুপযোগী খাদ্যশস্য ও ফলমূল ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং এ ব্যাপারে তদারকি জোরদার করা।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিটি মানব সমাজের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ইসলামী শরী'আতের তথা কুরআন, সুন্নাহ্, ফিক্হ ও উসূল শাস্ত্রের এক বিরাট অংশ জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান বিধৃত রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য মূলত বাজারসমূহকে কেন্দ্র করেই চলমান রয়েছে। ব্যবসার মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু জীবিকার্জন ও মুনাফা করে না, বরং মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ও সেবাও প্রদান করে থাকে। তাই ব্যবসা একটি সেবাধর্মী কাজও বটে। ব্যবসায়ী যদি ভাল পণ্যসামগ্রী যুক্তিসঙ্গত লাভে বিক্রয় করে এবং ক্রেতাদের ক্ষতি না করে, তাহলে তা মানব সমাজের জন্য একটি মহৎ কাজ ও বড় ধরণের সহায়তা করা হয়। সমাজের মানুষ যখন সহায়তা ও সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট হবে তখন ব্যবসায়ীও মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করবেন। ব্যবসায়ী ও গ্রাহক পরস্পর থেকে উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, যা একটি আদর্শ ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাই উপস্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও আদর্শ বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার

ইসলামী জীবন বিধানে বাজার ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত ও স্বীকৃত। আবহমানকাল থেকেই মানুষ পণ্য বিনিময় ও লেনদেনে বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ নবী-রাসূল, সাহাবী ও ইসলামী মনীষী বৈধভাবে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন মর্মে কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস থেকে জানা যায়। বাজারে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, খাঁটি পণ্য, ঔষধ ও ব্যবহারিক সামগ্রী প্রাপ্তির উপর মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা অনেকাংশে নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো বাজার কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য। বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা অর্জন করে থাকে।

ইসলামে প্রতিটি কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তথা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তাগিদ রয়েছে। এ কারণে ইসলাম প্রাথমিক যুগ থেকেই সুষ্ঠুভাবে বাজার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বিশেষভাবে দৃষ্টি প্রদান করেছে। মহানবী (স.)-এর যুগে, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে এমনকি প্রায় সকল মুসলিম শাসকের সময়ে জনস্বার্থে বাজার ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। মহানবী (স.) স্বয়ং এবং খলীফাগণের অনেকে নিজেরাই বাজার পরিদর্শন করতেন। তাই ইসলামের খলীফা ও শাসকদের যুগে বাজার ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাত্রা খুবই কম ছিল।

ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বাজারে তাকওয়াবান, সৎ , ফকীহ্, সাহসী, শক্তিশালী প্রভৃতি গুণাবলী ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন মুহ্তাসিব বা পরিদর্শক নিয়োগ করা হতো। প্রত্যেক শ্রেণির পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন করে সৎ ও অভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনায় মুহ্তাসিব বাজারের ব্যবস্থাপক হয়ে থাকেন। তিনি কোন ঘুষ, উপহার কিংবা হাদিয়া গ্রহণ করতে পারেন না। তার পক্ষে অন্যায় কাজে সহযোগিতা কিংবা ন্যায় বিচারে পক্ষপাতিত্ব করা সম্ভব নয়। তিনি সার্বক্ষণিক বাজারে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি বেত্র হাতে বর্ম বা লাইফ জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় তার সাহায্যকারী নিয়ন্ত্রকদের নিয়ে বাজারে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। এতে অসৎ বিক্রেতাদের মধ্যে এক কঠোর ও ভীতিকর অনুভূতি তৈরি হয়। ফলে তারা অনিয়ম, দুর্নীতি ও ভেজাল কর্মের সাহস হারিয়ে ফেলে। রাষ্টের নিযুক্ত মুহ্তাসিব বা বাজার পরিদর্শক সততা ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা বাজার তদারক করবেন, ব্যবসায়ীদের সদুপদেশ প্রদান করবেন এবং কেউ অনিয়ম ও দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে

তাকে ইসলামী তা'যীর বা বিবেচনামূলক শাস্তি প্রয়োগ করবেন। এ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব, দীর্ঘসূত্রিতা ও যুল্মের আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। এ পদ্ধতিতে বাজার ব্যবস্থাপনা করার ফলে মুসলিম খলীফা ও শাসকদের যুগে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ বাজার ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, আমদানীকারক ও সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে অসততা, অবিশ্বস্ততা, অনিয়ম ও দুর্নীতিপ্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাজারে প্রতারণামূলক ব্যবসা, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল কর্মকাণ্ড, পণ্য নকল করা, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, সুদভিত্তিক ব্যবসা, হারাম পণ্যের ব্যবসা, জুয়া, লটারী, মওজুদদারী, সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অবাধে চলছে।

দুইটি কারণে বাজার ব্যবস্থাপনায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র ভয়, পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়, নৈতিক চরিত্র, দীনি শিক্ষা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ইত্যাদির অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রশাসন কর্তৃক সার্বক্ষণিক বাজার পরিদর্শন না করা এবং অপরাধীদের উপর আইন ও শাস্তির যথাযথ প্রয়োগ না থাকা। যে কর্মকর্তারা বা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজার পরিদর্শন বা ব্যবস্থাপনা করেন তাদেরকে উল্লিখিত মুহ্‌তাসিবদের অনুরূপ গুণাবলীর ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান বা নির্বাচন করা হয় না। তাই তাদের পক্ষে সুষ্ঠু, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণকরভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে প্রতিটি বাজারে পরিদর্শক এবং প্রত্যেক শ্রেণির পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। এখানে থানা বা উপজেলা পর্যায়ে একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিয়োজিত থাকলেও তার পক্ষে থানা বা উপজেলার সকল বাজার সার্বক্ষণিক পরিদর্শন ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে অভিযান পরিচালনা করলেও নিরবচ্ছিন্ন নযরদারির অভাবে অভিযানের পর পরই বাজারের অবস্থা পূর্বের মতোই থেকে যায়। আর তাদের কাছে সমগ্র বাংলাদেশের বাজারসমূহে অভিযান পরিচালনার জন্য যথেষ্ট জনবলও নেই। অতএব এক্ষেত্রে বাজার তদারকি, আইন ও শাস্তি প্রয়োগে শিথিলতা সর্বজনবিদিত। তাই মুসলিম ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সততা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্ববোধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যবস্থা সারা বছর ধরে চালু রাখতে হবে। তারপরও কেউ অনিয়মে জড়িত হলে আইনের মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

এ গবেষণাকর্মে ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিত, বাজার ও ব্যবস্থাপনা পরিচিতি, বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনা, ইসলামে বাজার ব্যবস্থাপনার স্বরূপ, ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা, ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সবশেষে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের ফলে প্রচলিত ও ইসলামী বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তুলনামূলক পার্থক্যজ্ঞান অর্জিত হবে এবং একটি সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা লাভ করা যাবে। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থাপনার ফলে সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতাদের পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির মনোভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তাই ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউ কারো ক্ষতি করতে কিংবা পরস্পরের স্বার্থ বিনষ্ট করতে পারবে না। অতএব প্রচলিত আইনের সাথে ইসলামী আইন ও নীতিমালার সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা করা হলে বাজারের অনিয়ম ও দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক, কার্যকর, আদর্শ ও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী গ্রন্থাবলী :

১. আল্-কুরআনুল কারীম

২. আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী আল্-জু'ফী : *সহীহুল বুখারী*, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন কাসীর, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

৩. ঐ : *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, মিসর : আস্-সুলতানিয়্যাহ্ বিল্ মাত্বা'আতিল কুব্রা আল্-আমীরিয়্যাহ্, তা. বি.

৪. ঐ : *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু তাওকীন্ নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.

৫. ঐ : *আল্-আদাবুল মুফরাদ*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ্, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.

৬. আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবি বকর ইব্ন আইয়ূব ইব্নুল কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ্ : *ই'লামুল মুকি'ঈন 'আন্ রাব্বিল 'আলামীন*, ৩য় খণ্ড, আল্-মুম্লাকাতুল 'আরাবিয়্যাতুস্ সা'উদিয়্যাহ্ : দারু ইব্নুল জাওযী লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.

৭. ঐ : *আহকামু আহলিয্ যিম্মাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

৮. ঐ : *আত্-তুরুকুল হুক্মিয়্যাহ্ ফিস্-সিয়াসাতিশ্ শার'ঈয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্‌রামাহ্ : দারু 'আলিম আল্-ফাওয়ায়িদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি.

৯. ঐ : *মিফ্তাহু দারিস সা'আদাহ্ ওয়া মান্শুরু বিলায়াতিল্ 'ইলমি ওয়াল ইরাদাহ্*, ৩য় খণ্ড, রিয়াদ : দারু 'ইতা'আতিল 'ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.

১০. আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল্-কুর্‌তুবী : *আল্-জামি'উ লিআহ্কামিল কুরআন*, ২য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৩শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৮শ খণ্ড, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.

১১. আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্নুল 'আব্বাস ইব্ন 'উসমান আশ্-শাফি'ঈ : *আহ্কামুল কুরআন লিশ্-শাফি'ঈ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৪০০ হি.

১২. ঐ : *তাফসীরুল ইমাম আশ্-শাফি'ঈ*, ৩য় খণ্ড, আল্-মুম্লাকাতুল 'আরাবিয়্যাহ্ আস্-সা'উদিয়্যাহ্ : দারুত্ তাদ্মীরিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৬ খ্রি.

১৩. ঐ : *আল্-উম্ম লিশ্ শাফি'ঈ*, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.

১৪.	আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান ইব্ন ফার্কাদ আশ্-শাইবানী	: *আল্-আস্লু লিমুহাম্মদ ইব্নিল হাসান*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.
১৫.	আবু ইসহাক আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সা'লাবী	: *আল্-কাশ্ফু ওয়াল বয়ান*, ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১০ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./ ২০০২ খ্রি.
১৬.	ঐ	: *আল্-কাশ্ফু ওয়াল বায়ান 'আন তাফসীরিল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, জেদ্দা : দারুত্ তাফসীর, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.
১৭.	আবু ইয়া'লা আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্নুল মুসান্না ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীমী	: *মুসনাদে আবি ইয়া'লা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দামেশ্ক : দারুল মা'মূন লিত্তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.
১৮.	আবু 'উবায়দাহ্ মা'মার ইব্নুল মুসান্না আত্-তাইমী আল্-বস্‌রী	: *মাযাজুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : মাক্তাবাতুল খানিজী, ১৩৮১ হি.
১৯.	আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ আত্-তাবারী	: *জামি'উল বয়ান 'আন তা'বিলি আয়িল কুরআন*, ৮ম, ১৫শ ও ২১শ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্‌রামাহ্ : দারুত্ তারবিয়্যাহ্ ওয়াত্ তুরাস, তা.বি.
২০.	ঐ	: *জামি'উল বয়ান ফী তা'বিলিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.
২১.	আবু বকর 'আব্দুর রায্যাক ইব্ন হুমাম ইব্ন নাফি' আল্-হিম্য়ারী আস্-সানা'আনী	: *তাফসীরু 'আব্দুর রায্যাক*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
২২.	আবু বকর 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবি শাইবাহ্ আল্-কুফী	: *আল্-কিতাবুল মুসান্নিফ ফিল্ আহাদীসি ওয়াল আসার*, ৪র্থ খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.
২৩.	আবু বকর আহ্মাদ ইব্নুল হুসাইন ইব্ন 'আলী আল্-বায়হাকী	: *সুনানুল বায়হাকী আল্-কুব্‌রা*, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকার্‌রামাহ্ : মাক্তাবাতু দারুল বায্, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.
২৪.	ঐ	: *আস্-সুনানুল কুব্‌রা ওয়া ফী যায়লিহী আল্-জাওহারুন্ নকী*, ৫ম খণ্ড, হায়দরাবাদ : মাজ্লিসু দায়িরাতিল্ মা'আরিফ আন্-নিযামিয়্যাতুল্ কায়িনাতু ফিল্ হিন্দ, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৪ হি.
২৫.	ঐ	: *আস্-সুনানুল কুব্‌রা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.
২৬.	আবু দাঊদ সুলাইমান ইব্নুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী	: *সুনান আবি দাঊদ*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.
২৭.	ঐ	: *সুনান আবি দাঊদ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবাহ্ আল্-'আসরিয়্যাহ্, তা. বি.
২৮.	ঐ	: *সুনানে আবি দাঊদ*, ১ম. ৩য় ও ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল 'আলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.

২৯. আবু মালিক কামাল ইব্‌নিস্ সায়্যিদ সালিম : *সহীহ্ ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ্*, ৪র্থ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : আল্-মাক্‌তাবাহ্ আত্-তাওফীকিয়্যাহ্, ২০০৩ খ্রি.

৩০. 'আব্দুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আবু মান্‌সূর আস্-সা'আলাবী : *আল্-লাতাইফ ওয়াজ্ জারাইফ*, বৈরুত : দারুল মানাহিল, তা. বি.

৩১. আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ্ আল্-মাক্‌দাসী : *আল্-মুগ্‌নী ফী ফিক্‌হিল ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল আশ্-শাইবানী*, ৪র্থ, ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.

৩২. ঐ : *আশ্-শারহুল কাবীর*, ৮ম, ১৪শ খন্ড, আল্-কাহিরাহ্ : জামহুরিয়্যাহ্ মিসর আল্-'আরাবিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.

৩৩. আবু যাকারিয়্যা মুহিউদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন শর্‌ফ আন্-নববী : *রাওদাতুত্ তালিবীন ওয়া 'উম্‌দাতুল মুফ্‌তিয়্যিন*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্‌তাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.

৩৪. ঐ : *আল্-মিন্‌হাজ শর্‌হে সহীহ্ মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.

৩৫. আবু যাকারিয়্যা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মানযূর আদ্-দাইলামী : *মা'আনিউল কুরআন*, ১ম খণ্ড, মিসর : দারুল মিস্‌রিয়্যাহ্ লিত্তালিফ ওয়াত্ তারজুমাহ্, ১ম প্রকাশ, তা. বি.

৩৬. আবু হাফ্‌স 'উমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আদিল আদ্-দিমাশ্‌কী আল্-হাম্বলী : *আল্-লুবাব ফী 'উলূমিল কিতাব*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.

৩৭. আবুল ওয়ালীদ সুলাইমান ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আইয়ূব আল্-কুরতুবী : *আল্-মুন্‌তাকা শরহুল্ মুয়াত্তা*, ৫ম খণ্ড, মিসর : মাত্‌বা'আহ্ আস্-সা'আদাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৩৩২ হি.

৩৮. আবুল কাসিম আল্-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুফায্‌যাল আর্-রাগিব আল্-ইস্পাহানী : *মুফ্‌রাদাতু আল্‌ফাজিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, দামেশ্‌ক : দারুল কলম, তা. বি.

৩৯. ঐ : *মুহাদারাতুল উদাবা ওয়া মুহাওয়ারাতুশ্ শু'আরা ওয়াল বুলাগা*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : শির্‌কাতু দারিল আর্‌কাম ইব্‌ন আবিল আর্‌কাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.

৪০. আবুল কাসিম সুলাইমান ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আইয়ুব ইব্‌ন মুতায়্যির আল্-লাখ্‌মী আত্-তাবারানী : *আল্-মু'জামুস্ সাগীর লিত্তাবারানী*, ১ম খন্ড, বৈরুত : আল্-মাক্‌তাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.

৪১. ঐ : *আল্-মু'জামুল কাবীর*, ১৮শ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : মাক্‌তাবাহ্ ইব্‌ন তাইমিয়া, ২য় প্রকাশ, তা. বি.

৪২.	ঐ	: *আল্-মু'জামুল আওসাত*, ১ম ও ২য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.
৪৩.	আবুল হাসান মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান ইব্ন বশীর আল্-আযাদী আল্-বল্খী	: *তাফসীরু মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান*, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়ায়িত্ তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
৪৪.	আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল্-মাওয়ার্দী	: *তাফসীরুল মাওয়ার্দী আন্-নুকাতু ওয়াল 'উয়ূন*, ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি.
৪৫.	ঐ	: *আল্-আহ্কামুস্ সুলতানিয়্যাহ্*, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হাদীস, তা. বি.
৪৬.	আবুল হাসান 'আলী ইব্ন খালফ ইব্ন 'আব্দুল মালিক ইব্ন বাত্তাল	: *শর্হে সহীহিল বুখারী লিইব্ন বাত্তাল*, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.
৪৭.	আবুল হুসাইন আহ্মাদ ইব্ন ফারিস ইব্ন যাকারিয়্যা আল্-কায্ভীনী আর্-রাযী	: *মু'জামু মাকায়ীসিল্ লুগাহ্*, ২য় ও ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.
৪৮.	আবুল ফাত্হ নাসিরুদ্দীন ইব্ন আব্দুস সাইয়েদ ইব্ন 'আলী	: *আল্-মাগ্রিব ফী তারতীবিল মু'রাব*, ১ম খণ্ড, হালব : মাক্তাবাহ্ উসামা ইব্ন যায়েদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯ খ্রি.
৪৯.	আবুল লাইস্ নাস্র ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আস্-সমরকন্দী	: *তাম্বিহুল গাফিলীন বিআহাদীসি সায়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন লিস্-সমরকন্দী*, দামেশ্ক : দারু ইব্ন কাসীর, ৩য় প্রকাশ, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি.
৫০.	আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমর ইব্ন কাসীর আদ্-দিমাশ্কী	: *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৫ম খণ্ড, রিয়াদ : দারু তায়্যিবাতিন লিন্নাশ্রি ওয়াত্-তাওজী' ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.
৫১.	আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল্-ফাইউমী	: *আল্-মিস্বাহুল মুনীর ফী গারীবিশ্ শার্হিল কাবীর*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবাতুল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি.
৫২.	আবুল ফয্ল মাওলানা 'আব্দুল হাফিয বালয়াভী, অনুবাদ ও সম্পাদনা হাবীবুর রহমান মুনীর নদ্ভী	: *মিস্বাহুল্ লুগাত*, ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.
৫৩.	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী আন্-নাইসাপুরী	: *সহীহ্ মুসলিম*, ১ম, ৩য় ও ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল্ ওয়া দারুল আফাক আল্-জাদীদাহ্, তা. বি.
৫৪.	ঐ	: *সহীহ্ মুসলিম*, ৮ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা. বি.
৫৫.	ঐ	: *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : মাত্বা'আহ্ 'ঈসা আল্-বাবী আল্-হালাবী ওয়া শুরাকাহু, ১৩৭৪ হি./১৯৫৫ খ্রি.
৫৬.	ঐ	: *সহীহ্ মুসলিম*, ১ম ও ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.

৫৭.	আবুল হাসান নূরুদ্দীন ‘আলী ইব্ন আবু বকর ইব্ন সুলাইমান আল্-হায়সামী	: *গায়াতুল মাক্সাদ ফী যাওয়াইদিল মুসনাদ*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.
৫৮.	আল্-হুসাইন ইব্ন মাস‘উদ আল্-বাগবী	: *শারহুস সুন্নাহ্ লিল্ ইমাম আল্-বাগবী*, ৮ম খণ্ড, দামেশক : আল্-মাক্তাব আল্-ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.
৫৯.	‘আলাউদ্দিন ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-বাগদাদী আল্-খাজেন	: *লুবাবুত্ তা’বীল ফী মা‘আনিত তানযিল*, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.
৬০.	ঐ	: *তাফসীরুল খাজেন আল্-মুসাম্মাহ্ লুবাবুত্ তা’বীল ফী মা‘আনিত তানযিল*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
৬১.	‘আলী ইব্ন আহ্মাদ আল্-মিস্রী	: *আল্-মু‘ঈনু ‘আলা তাফাহ্হুমিল আরবা‘ঈন*, কুয়েত : মাক্তাবাহ্ আহ্লিল আসার লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী‘, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.
৬২.	আহ্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাবির ইব্ন দাউদ আল্-বালাযুরী	: *ফুতুহুল বুল্দান*, বৈরুত : দারুন ওয়া মাক্তাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮ খ্রি.
৬৩.	আহ্মাদ ইব্ন সা‘ঈদ আল্-মুজাইলিদী	: *আত্-তাইসীর ফী আহ্কাম আত্-তাস‘ঈর*, আল্-জাযাইর : আশ্-শির্কাতুল্ ওয়াতানিয়্যাহ্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী‘, তা. বি.
৬৪.	আহ্মাদ ইব্ন শু‘আইব আবু ‘আব্দুর রহমান আন্-নাসাঈ	: *আস্-সুনান্ আল্-কুব্রা*, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.
৬৫.	ঐ	: *সুনান আন্-নাসাঈ আল্-কুব্রা*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.
৬৬.	‘আব্দুর রহমান ইব্ন ‘আলী আল্-জাওযী	: *যাদুল মাসীর ফী ‘ইল্মিত তাফসীর*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাব আল্-ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি.
৬৭.	আশ্-শাইখ মুহাম্মদ আত্-তাহির ইব্ন আ‘শুর	: *আত্-তাহ্রীর ওয়াত্ তানভীর*, ৩য় খণ্ড, তিউনিশ : দারু সাহ্নূন লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী‘, ১৯৯৭ খ্রি.
৬৮.	আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন হাজর আল্-হাইতামী আল্-আনসারী	: *আল্-ফাত্হুল মুবীন বিশার্হিল আরবা‘ঈন*, জেদ্দা : দারুল মিন্হাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৮ খ্রি.
৬৯.	আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ বদরুদ্দীন আল্-‘আইনী	: *শরহে সুনান আবু দাঊদ*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুর রুশ্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.
৭০.	আবু মুহাম্মদ ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবাহ্ আদ্-দাইনূরী	: *তা’বিলু মুশ্কিলিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি.
৭১.	‘আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর আবুল ফয্ল আস্-সুয়ূতী	: *শরহুস্ সুয়ূতী লিসুনান আন্-নাসাঈ*, ৮ম খণ্ড, হালব (সিরিয়া) : মাক্তাবাতুল মাতবু‘আতিল ইসলামিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

৭২. আবু বকর ইব্ন মুহাম্মদ আল্-ফাওযী : *আল্-হুকমু মিনাল মু'আমালাত ওয়াল মাওয়ারিস ওয়ান্ নিকাহ্ ওয়াল আত'ইমাহ্ ফী আয়াতিল কুরআনিল কারীম*, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : মাজিস্তির আল্-জামি'আহ্ আল্-ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৮ হি.

৭৩. আবু জা'ফর আন্-নুহাস আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ : *মা'আনিউল কুরআন লিন্নুহাস*, ২য় খণ্ড, মক্কা মুকাররামাহ্ : জামি'আতু উম্মুল কুরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.

৭৪. আবু জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন 'আব্দুল মালিক আত্-তাহাবী : *মুখ্তাসারু ইখ্তিলাফিল 'উলামা*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি.

৭৫. আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল মাহ্দী ইব্ন 'আজীবাহ্ আল্-হাসানী আল্-ইদ্রীসী : *আল্-বাহ্রুল মাদীদ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

৭৬. 'আব্দুল হক ইব্ন সাইফুদ্দীন দেহলভী হানাফী : *লুম'আতুত্ তান্কীহ্ ফী শরহে মিশ্কাতিল মাসাবীহ্*, ৫ম খণ্ড, দামেশক : দারুন্ নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.

৭৭. আল্-হুসাইন ইব্ন মাহমুদ ইব্নুল হাসান মাযহারুদ্দীন আয্-যায়দানী আল্-মুয্হিরী : *আল্-মাফাতীহু ফী শর্হিল মাসাবীহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

৭৮. আল্-ইমাম আল্-হাফিয যাইনুদ্দীন 'আব্দুর রঊফ আল্-মানাভী : *আত্-তাইসির বিশার্হিল জামি'ইস সাগীর*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

৭৯. আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী ইব্নিল জারূদ আবু মুহাম্মদ আন্-নাইসাপুরী : *আল্-মুন্তাকা মিনাস্ সুনান আল্-মুস্নাদাহ্*, ১ম খন্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুল কিতাব আস্-সাকাফিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

৮০. ঐ : *আল্-মুন্তাকা মিনাস্ সুনানিল মুস্নাদাহ্ 'আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, আল্-কাহিরাহ্ : দারুত্ তাক্ওয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.

৮১. আল্-কাযী মুহাম্মদ তাকী আল্-'উসমানী ইব্নুশ্ শাইখ্ আল্-মুফতী মুহাম্মদ শফী' : *বুহুসুন ফী কাযায়া ফিক্হিয়্যাহ্ মু'আসারাহ্*, দামেশক : দারুল কলম, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

৮২. আহ্মাদ মুস্তাফা আল্-মারাগী : *আল্-হিস্বাহ্ ফিল্ ইসলাম*, মিসর : আল্-জাযীরাহ্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী', ২০০৫ খ্রি.

৮৩. 'আব্দুর রহমান ইব্ন নাস্র আশ্-শাইযারী : *নিহায়াতুর রুত্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, আল্-কাহিরাহ্ : মাত্বা'আতু লাজ্নাতিত্ তা'লীফি ওয়াত্ তারজুমাহ্ ওয়ান্ নাশ্র, ১৩৬৫ হি./১৯৪৬ খ্রি.

৮৪. 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আয্-যাইনুশ্ শরীফ আল্-জুরজানী : *কিতাবুত্ তা'রীফাত*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.

৮৫. 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আল্-জাযীরী : *আল্-ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

৮৬.	আবু 'আব্দুর রহমান 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন সালিহ্ আত্-তামীমী	: *তাওযীহুল আহ্কাম মিন্ বুলুগিল মারাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মক্কা আল্-মুকাররামাহ্ : মাক্তাবাতুল আসাদী, ৫ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.
৮৭.	আবু বকর আহ্মাদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দাইনূরী আল্-কাযী	: *আল্-মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরিল 'ইল্ম*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.
৮৮.	আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহ্মাদ আল্-ফাযারী	: *সুব্হুল আ'শা ফী সানা'আতিল ইন্শা*, ১০ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, তা. বি.
৮৯.	'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আবুল হাসান নূরুদ্দীন আল্-মোল্লা আল্-কারী	: *মিরকাতুল মাফাতীহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.
৯০.	আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল মুন'ইম ইব্ন 'আব্দুর রহীম ইব্নুল ফারাস আল্-উন্দুলুসী	: *আহ্কামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.
৯১.	আবু আহ্মাদ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ আল্-আ'যমী আল্-মা'রূফু বিয্-যিয়া	: *আল্-জামি'উল কামিল ফিল্ হাদীসিস্ সহীহ্ আশ্-শামিলুল্ মুরাত্তাবু 'আলা আবওয়াবিল ফিক্হ*, ৫ম খণ্ড, রিয়াদ : দারুস্ সালাম লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১২ খ্রি.
৯২.	আশ্-শাইখ খলীল আহ্মাদ আস্-সাহারানপুরী	: *বায্লুল মাজহুদ ফী হাল্লি সুনানি আবি দাঊদ*, ১১শ খণ্ড, আল্-হিন্দ : মারকাযুশ্ শাইখ আবুল হাসান আন্-নদ্ভী লিল্ বুহুস ওয়াদ্ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.
৯৩.	আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউনুস আত্-তামীমী	: *আল্-জামি'উ লিমাসায়িলিল মুদাওয়ানাহ্*, ১৪শ ও ২৪শ খণ্ড, জামি'আহ্ উম্মুল কুরা : মা'হাদুল বুহুসিল 'ইল্মিয়্যাহ্ ওয়া ইহ্য়াইত্ তুরাসিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.
৯৪.	আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহ্মাদ বদরুদ্দীন আল্-'আইনী	: *'উম্দাতুল কারী শর্হে সহীহিল বুখারী*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.
৯৫.	আবু 'আওয়ানাহ্ ই'য়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আন্-নাইসাপুরী	: *মুস্তাখ্রাজ আবি 'আওয়ানাহ্*, ১ম ও ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.
৯৬.	আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবা আদ্-দাইনূরী	: *গারীবুল হাদীস*, ১ম খণ্ড, বাগদাদ : মাত্বা'আতুল 'আনী, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি.
৯৭.	আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল হক ইব্ন 'আব্দুর রহমান আল্-আশ্বিলী	: *আল্-জাম'উ বাইনাস্ সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল মুহাক্কিক লিন্নাশ্রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.
৯৮.	আবু সুলাইমান হাম্দ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-খাত্তাবী	: *ই'লামুল হাদীস শর্হে সহীহিল বুখারী*, ১ম ও ২য় খণ্ড, মক্কা : জামি'আতু উম্মুল কুরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.
৯৯.	আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সারওয়াহ্ ইব্ন মূসা আত্-তিরমিযী	: *আল্-জামি'উল কাবীর সুনানুত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল গুরবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.

১০০.	ঐ	: *সুনান্ আত্-তিরমিযী*, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, মিসর : শির্কাতু মাক্তাবাহ্ ওয়া মাত্বা'আহ্ মুস্তাফা আল্-বাবী আল্-হালাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫ খ্রি.
১০১.	'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-বাহিলী আবু 'উসমান আল্-বস্রী	: *আহাদীসি 'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম*, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হাদীস, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.
১০২.	'আয়ায ইব্ন মূসা ইব্ন 'আয়ায ইব্ন 'ইমরূন আল্-বুস্তী আবুল ফযল	: *ইক্মালুল মু'লিম বিফাওয়াইদি মুসলিম*, ১ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, মিসর : দারুল ওয়াফা লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.
১০৩.	আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান আশ্-শাইবানী	: *আল্-হুজ্জাতু 'আলা আহ্লিল মাদীনাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি.
১০৪.	ঐ	: *আল্-কাস্ব বিশারহি শামসুল আইম্মাহ্ আস্-সারাখ্সী*, দামেশ্ক : 'আব্দুল হাদী হারসূনী, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.
১০৫.	ঐ	: *শর্হে মুসলিম লিন্নববী*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.
১০৬.	আল্-লাজ্নাহ্ আদ্-দায়িমাহ্ লিল্ বুহুসিল্ 'ইল্মিয়্যাহ্ ওয়াল ইফ্তা	: *ফাতাওয়া আল্-লাজ্নাহ্ আদ্-দায়িমাহ্-আল্-মাজ্মু'আতুল উলা*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুস্ আল্-'ইল্মিয়্যাহ্ ওয়াল ইফ্তা, তা. বি.
১০৭.	আবু ইব্রাহীম ইসমা'ঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল্-মুযানী	: *মুখ্তাসারুল মুযানী*, ৮ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.
১০৮.	মুহিউস্ সুন্নাহ্ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ ইব্নুল ফার্রা আল্-বাগ্বী	: *শরহুস সুন্নাহ্*, ৮ম খণ্ড, দামেশক : আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.
১০৯.	ঐ	: *মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্*, ২য় ও ৯ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্ লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.
১১০.	আবু 'উমর ইব্ন 'আব্দুল বর্ আন্-নাম্রী আল্-কুর্তুবী	: *আত্-তাম্হীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ ফী হাদীসি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, ২য় ও ৮ম খণ্ড, লন্ডন : মুআস্সাসাতুল ফুর্কান লিত্তুরাসিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৭ খ্রি.
১১১.	আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্নুল মুন্যির আন্-নাইসাপুরী	: *আল্-ইশ্রাফ 'আলা মাযাহিবিল 'উলামা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আল্-ইমারাতুল 'আরাবিয়্যাতুল মুত্তাহিদাহ্ : মাক্তাবাহ্ মক্কা আস্-সাকাফিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.
১১২.	আবু সুফিয়ান ওকী' ইব্নুল জার্রাহ্ ইব্ন মুলাইহ্ ইব্ন 'আদী আর্-রাওয়াসী	: *নুস্খাতু ওকী' 'আনিল আ'মাশ*, কুয়েত : আদ্-দারুস্ সালাফিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
১১৩.	আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান	: *আল্-কাস্ব*, দামেশ্ক : 'আব্দুল হাদী হারসুনী, ১ম প্রকাশ,

	ইব্ন ফার্কাদ আশ্-শাইবানী	১৪০০ হি.
১১৪.	আশ্-শাইখ খলীল আহ্মাদ আস্-সাহারানপুরী	: *বায্লুল মাজ্হুদ ফী হাল্লি সুনান্ আবি দাঊদ*, ১১শ খণ্ড, আল্-হিন্দ : মারকাযুশ্ শাইখ আবুল হাসান আন্-নদ্ভী লিল বুহুস ওয়াদ্ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.
১১৫.	আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মাদ আত্-তামীমী	: *আত্-তাকাসীমু ওয়াল আনওয়া'উ-সহীহ ইব্ন হিব্বান*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.
১১৬.	আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল্-কায্ভীনী	: *সুনান্ ইব্ন মাজাহ্*, ১ম ও ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুর রিসালাতিল 'আলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.
১১৭.	আবু দাঊদ আত্-তায়ালিসী সুলাইমান ইব্ন দাঊদ ইব্নুল জারূদ	: *মুসনাদ আবি দাঊদ আত্-তায়ালিসী*, ২য় খণ্ড, মিসর : দারু হিজ্র, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.
১১৮.	আবু বকর 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবীদ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন আবিদ্ দুনিয়া	: *ইস্লাহুল মাল*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুল কুতুব আস্-সাকাফিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.
১১৯.	আল্-কাযী নাসিরুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর আল্-বাইযাভী	: *তুহ্ফাতুল আব্রার শর্হে মাসাবীহিস্ সুন্নাহ্*, ৩য় খণ্ড, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুঊনিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.
১২০.	আবু 'আব্দুল্লাহ্ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন হিলাল আশ্-শাইবানী	: *আয্-যুহ্দ*, ৯ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.
১২১.	ঐ	: *মুসনাদে আহ্মাদ*, ৩য়, ১১শ, ১৪শ ও ২৬শ খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.
১২২.	ঐ	: *মুসনাদুল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল*, ২য় ও ৭ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.
১২৩.	'আলী ইব্ন হুসামুদ্দীন আল্-মুত্তাকী আল্-হিন্দী	: *কানযুল 'উম্মাল ফী সুনানিল আক্ওয়াল্ ওয়াল আফ'আল্*, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.
১২৪.	আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মুনী' আল্-বাগ্দাদী	: *আত্-তাবাকাতুল কুব্রা*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.
১২৫.	আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্দুল কাদির তকীউদ্দীন আল্-মাক্রিযী	: *আল্-মাওয়া'ইযু ওয়াল ই'তিবারু বিযিক্রিল খুতাতি ওয়াল আসার*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
১২৬.	আবু 'উমর ইউসুফ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল বর্ আল্-কুরতুবী	: *আল্-ইস্তিয্কার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.
১২৭.	ঐ	: *আল্-ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতিল আস্হাব*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.

১২৮. আহ্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'উসমান ইব্ন মুহাম্মদ আল্-কাওরানী : *আল্-কাউসার আল্-জারী ইলা রিয়াদি আহাদীসিল বুখারী*, ১০ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.

১২৯. 'আলাউদ্দীন আবু বকর ইব্ন মাস'উদ আল্-কাসানী : *বাদায়ে'উস্ সানায়ে' ফী তারতীবিশ্ শারায়ে'*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

১৩০. ঐ : *বাদায়ে'উস্ সানায়ে' ফী তারতীবিশ্ শারায়ে'*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পাকিস্তান : আল্-মাকতাবাতুল হাবীবিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.

১৩১. 'আলী হায়দার খাজা আমীন আফিন্দী, : *দুরারুল হুক্কাম ফী শর্হে মাজাল্লাতিল আহ্কাম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.

১৩২. আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার আল্-মাক্কী আল্-হায়তামী : *আল্-ফাতাওয়া আল্-কুব্রা আল্-ফিক্হিয়্যাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.

১৩৩. ঐ : *আল্-ফাত্হুল মুবীন বিশার্হিল আরবা'ঈন*, জেদ্দা : দারুল মিনহাজ, ১৪২৮ হি./২০০৮ খ্রি.

১৩৪. আবু 'উমর দুব্ইয়ান ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দুব্ইয়ান : *আল্-মু'আমালাতুল মালিয়্যাহ্ ইসালাতুন ওয়া মু'আসারাহ্*, ২য়, ৯ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল মালিক ফাহাদ আল্-ওয়াতানিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪৩২ হি.

১৩৫. আবু নাস্র ইসমা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ আল্-জাওহারী আল্-ফারাবী : *আস্-সিহাহ্ তাজুল্ লুগাহ্ ওয়া সিহাহুল 'আরাবিয়্যাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল 'ইল্ম লিল্মালায়ীন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

১৩৬. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মাদ আত্-তামীমী : *আত্-তাকাসীমু ওয়াল আন্ওয়া'উ-সহীহ্ ইব্ন হিব্বান*, ৩য় ও ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

১৩৭. 'আব্দুল 'আযীম ইব্ন 'আব্দুল কাভী ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ যকীউদ্দীন আল্-মুনযিরী : *আত্-তার্গীব ওয়াত্ তার্হীব মিনাল হাদীসিশ্ শরীফ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.

১৩৮. ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল ফয্ল ইব্ন 'আলী আল্-কুরাশী আল্-ইস্পাহানী : *আত্-তার্গীব ওয়াত্ তার্হীব*, ১ম খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.

১৩৯. আল্-কাযী মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আবু বকর ইব্নুল 'আরাবী আল্-মু'আফিরী আল্-মালিকী : *আহ্কামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

১৪০. আবু হেলাল আল্-হাসান ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সা'ঈদ আল্-'আসকারী : *মু'জামুল ফুরূকিল্ লুগাবিয়্যাহ্*, দামেশক : মুআস্সাসাতুন্ নাশ্রিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.

১৪১. আবু মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহ্হাব ইব্ন 'আলী : *'উয়ূনুল মাসাইল*, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ১ম প্রকাশ,

ইব্ন নাস্র আস্-সা'লাবী আল্-বাগদাদী ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.

১৪২. আবু বকর ইব্ন আবি শাইবাহ্ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল্-'আবাসী : *মুসনাদ ইব্ন আবি শাইবাহ্*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.

১৪৩. আহ্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার আবুল ফয্ল আল্-'আসকালানী : *ফাত্হুল বারী*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৭৯ হি.

১৪৪. 'আব্দুল 'আযীম ইব্ন বদ্বী ইব্ন মুহাম্মদ : *আল্-ওয়াযীয্ ফী ফিক্হিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল কিতাবিল 'আযীয*, মিসর : দারু ইব্ন রজব, ৩য় প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

১৪৫. আহ্মাদ ইব্ন 'আলী আর্-রাজী আল্-জাস্সাস আবু বকর : *আহকামুল কুরআন*, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি.

১৪৬. আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন শাকির আল্-খারায়িতী : *মাকারিমুল আখ্লাক ওয়া মা'আলীহা ওয়া মাহমূদু তরায়িকিহা*, ৩৭শ খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল আফাকিল 'আরাবিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.

১৪৭. আবু সুলাইমান হামদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্নুল খাত্তাব আল্-বুস্তী আল্-খাত্তাবী : *মা'আলিমুস্ সুনান শরহে সুনান আবি দাঊদ*, ১ম ও ৪র্থ খণ্ড, হালব : আল্-মাত্বা'আতুল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৩৫১ হি./১৯৩২ খ্রি.

১৪৮. আবু সা'ঈদ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন বাশার ইব্নুল আ'রাবী : *মু'জামু ইব্নিল আ'রাবী*, ২য় খণ্ড, সা'উদিয়্যাহ্ : দারু ইব্নিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

১৪৯. 'আব্দুল হক ইব্ন সাইফুদ্দীন দেহলভী হানাফী : *লুম'আতুত্ তানকীহ্ ফী শর্হে মিশকাতিল মাসাবীহ্*, ৫ম খণ্ড, দামেশ্ক : দারুন্ নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.

১৫০. ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন "আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ আবু ইসহাক আয্-যুহ্রী : *নুস্খাতু ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

১৫১. ইব্রাহীম ইব্নুস্ সুর্রী ইব্ন সাহ্ল আবু ইসহাক আয্-যুজায : *মা'আনিউল কুরআন ওয়া ই'রাবুহু*, ১ম ও ২য় ও ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ৩৪৯

১৫২. ইব্রাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য : *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : দারুদ্ দা'ওয়াহ্, তা. বি. পৃ. ৪৬৪-৬৫

১৫৩. ইমাম আবুল হোসাইন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আহ্মাদ বাগদাদী আল্-কুদূরী *আল্-মুখ্তাসারুল কুদূরী*, সম্পাদনা মাওলানা মুহাম্মদ গোলামুন্নবী, ঢাকা : নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৯ খ্রি.

১৫৪. ইসহাক ইব্ন মান্সূর ইব্ন বাহ্রাম আবু ই'য়াকুব আল্-মারূযী : *মাসায়িলুল ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ওয়া ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ্*, ৮ম খণ্ড, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : 'ইমাদাতুল বাহ্সিল 'ইল্মী আল্-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ্ বিল্ মদীনাতিল মুনাওয়ারাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০২ খ্রি.

১৫৫. ইব্‌নুল মুল্‌কিন সিরাজুদ্দীন আবু হাফ্‌স 'উমর ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল্‌-মিস্‌রী : *আল্‌-মুঈনু 'আলা তাফাহ্‌হুমিল আরবা'ঈন*, কুয়েত : মাক্‌তাবাহ্‌ আহ্‌লিল আসার লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্‌ তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

১৫৬. ইমাম আবুল বারাকাত 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ আন্‌-নাসাফী : *আল্‌-বাহ্‌রুর রায়েক শর্‌হে কানযুদ্‌ দাকায়েক*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্‌ ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

১৫৭. ইমাম 'আল্লামা আবুল ফয্‌ল জামালুদ্দীন ইব্‌ন মান্‌যুর আল্‌-ইফ্‌রীকী আল্‌-মিসরী : *লিসানুল 'আরব*, ৭ম খণ্ড, ইরান : নশরু আদব আল্‌-হাউযাহ্‌ কুম, ১৪০৫ হি.

১৫৮. ইমাম হাফিয যাইনুদ্দীন 'আব্দুর রঊফ আল্‌-মানাভী : *আত্‌-তাইসীর বিশার্‌হিল জামি'ইস্‌ সাগীর*, ১ম খণ্ড, রিয়াদ : মাক্‌তাবাতুল ইমাম আশ্‌-শাফি'ঈ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

১৫৯. ইব্‌ন 'আবিদীন মুহাম্মদ আমীন ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযীয 'আবিদীন আদ্‌-দিমাশ্‌কী : *রাদ্দুল মুহ্‌তার 'আলাদ্‌ দুর্‌রিল মুখ্‌তার*, ৪র্থ খণ্ড, মিসর : শির্‌কাতু মাক্‌তাবাহ্‌ ওয়া মাত্‌বা'আতি মুস্তাফা আল্‌-বাবী আল্‌-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.

১৬০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন আবি সা'লাবাহ্‌ আত্‌-তাইমী বিল্‌ ওয়ালা : *তাফসীরু ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালাম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.

১৬১. 'উসমান ইব্‌ন 'আলী আয্‌-যায়লা'ঈ : *তাব্‌য়ীনুল হাকায়েক শর্‌হে কান্‌যুদ্‌ দাকায়েক ওয়া হাশিয়াতিশ্‌ শিল্‌বী*, ৩য় খণ্ড, আল্‌-কাহিরাহ্‌ : আল্‌-মাত্‌বা'আতুল কুবরা আল্‌-আমীরিয়্যাহ্‌, ১ম প্রকাশ, ১৩১৪ হি.

১৬২. ওয়াজীহুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আলী আশ্‌-শাইবানী : *বাগ্‌য়াতুল ইর্‌বাহ্‌ ফী মা'রিফাতি আহ্‌কামিল হিস্‌বাহ্‌*, মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌ : মা'হাদুল বুহূসিল 'ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

১৬৩. ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্‌ শুঊনিল ইসলামিয়্যাহ্‌ : *আল্‌-মাউসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ্‌ আল্‌-কুয়েতিয়্যাহ্‌*, ৯ম, ১১শ, ১৯শ ও ৩৬শ খণ্ড, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্‌ শুঊনিল ইসলামিয়্যাহ্‌, ২য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

১৬৪. কাসিম ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমীর 'আলী আল্‌-কাওনাবী : *আনীসুল ফুকাহা ফী তা'রীফাতিল আল্‌ফাযিল মুতাদাওলাতি বাইনাল ফুকাহা*, ১ম খণ্ড, জেদ্দা : দারুল ওয়াফা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.

১৬৫. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর আস্‌-সুয়ূতী : *আল্‌-ফাত্‌হুল কাবীর ফী দাম্মিয্‌ যিয়াদাহ্‌ ইলাল্‌ জামি'ঈস্‌ সাগীর*, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.

১৬৬. ঐ : *কুতুল্‌ মুগ্‌তাযী 'আলা জামি'ঈত্‌ তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌ : জামি'আহ্‌ উম্মুল কুরা, ১৪২৪ হি.

১৬৭. ঐ : *আল্‌-জামি'উল কবীর*, ১৮শ খণ্ড, আল্‌-কাহিরাহ্‌ : আল্‌-আয্‌হার আশ্‌-শরীফ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.

১৬৮. জাবির ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন 'আব্দুল কাদির : *আইসারুত্‌ তাফাসীর লিকালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর*, ২য়,

	ইব্‌ন জাবির আবু বকর আল্-জাযায়েরী	৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ : মাক্তাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ৫ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.
১৬৯.	জামালুদ্দীন 'আব্দুর রহীম আল্-আস্‌নাবী	: *আল্-মুহিম্মাতু ফী শর্‌হির রাওদাতি ওয়ার্ রাফি'ঈ*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.
১৭০.	জামালুদ্দীন আবুল ফরজ 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আলী আল্-জাওযী	: *আল্-মুন্‌তাযিমু ফী তারীখিল উমাম্ ওয়াল মুলুক*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.
১৭১.	ড. 'আব্দুল্লাহ্ খিদির হামদ্	: *আল্-কিফায়াহ্ ফিত্ তাফসীর বিল্ মা'সূর ওয়াদ্ দিরায়াহ্*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.
১৭২.	ড. আহমাদ 'ঈসা	: *তারীখুল বীমারিস্তানাত ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারুর রায়িদ আল্-'আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৪০২ হি./১৯৮১ খ্রি.
১৭৩.	ড. ওয়াহাবাহ্ আয্-যুহাইলী	: *আল্-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম খণ্ড, দামেশক : দারুল ফিকর, তা. বি.
১৭৪.	ঐ	: *আল্-ওয়াযীয ফী উসূলিল্ ফিক্‌হ*, দামেশক : দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.
১৭৫.	ঐ	: *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, ১ম খণ্ড, দামেশক : দারুল ফিক্‌র, ১৯৮৬ খ্রি.
১৭৬.	ড. উসামা ইব্‌ন সা'ঈদ আল্-কাহ্‌তানী ও অন্যান্য	: *মাউসূ'আতুল ইজমা' ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, ৫ম ও ৯ম খণ্ড, রিয়াদ : দারুল ফযীলাহ্ লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.
১৭৭.	ড. 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন সালিহ্ আল্-'আব্দুল লতীফ	: *আল্-কাওয়া'ইদ ওয়ায্ যাওয়াবিত্ আল্-ফিক্‌হিয়্যাহ্ আল্-মুতাদাম্মানাহ্ লিত্তাইসীর*, ২য় খণ্ড, মদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ্ : 'ইমাদাতুল বাহ্‌সিল 'ইল্‌মী বিল্ জামি'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.
১৭৮.	ড. মুস্‌তাফা হুস্‌নী আস্-সুবায়ী	: *ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ্*, এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৪১৮
১৭৯.	ড. সা'দী আবু জাইব	: *আল্-কামূসুল ফিক্‌হী লুগাতান ওয়া ইস্‌তিলাহান*, দামেশক : দারুল ফিক্‌র, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.
১৮০.	ড. ইউসুফ আল্-কারাদাভী	: *আল্-হালালু ওয়াল হারামু ফিল্ ইসলাম*, আল্-কাহিরাহ্ : মাক্‌তাবা ওয়াহাবাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.
১৮১.	ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আত্-তাইয়্যার, ড. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-মুতলাক ও ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল্-মূসা	: *আল্-ফিক্‌হুল মুয়াস্‌সার*, ৬ষ্ঠ ও ১০ম খণ্ড, রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান লিন্নাশ্‌র, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

১৮২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.

১৮৩. ড. জাওয়াদ আলী : *আল্-মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল 'আরব কাব্‌লাল ইসলাম*, ১৩শ খণ্ড, বৈরুত : দারুস্ সাকী, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.

১৮৪. তাকীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আব্দুল হালীম ইব্‌ন তাইমিয়া আদ্-দিমাশ্‌কী : *আল্-ইখ্‌তিয়ারাতুল ফিক্‌হিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৯৭ হি./১৯৭৮ খ্রি.

১৮৫. ঐ : *আল্-হিস্‌বাহ্ ফিল ইসলাম আও ওয়াযীফাতিল হুকুমাতিল ইসলামিয়্যাহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ,তা. বি.

১৮৬. তাকী উদ্দীন আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ওহাব ইব্‌ন দাকীকুল 'ঈদ : *আল্-ইল্‌মাম বিআহাদীসিল আহ্‌কাম*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল মি'রাজ আদ্-দাওলিয়্যাহ্, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

১৮৭. নাসির সাইয়েদ আহ্‌মাদ ও অন্যান্য : *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.

১৮৮. নুখবাতুম্ মিন আসাতিযাতিত্ তাফসীর : *আত্-তাফসীরুল মুয়াস্‌সার*, ১ম খণ্ড, আস্-সা'উদিয়্যাহ্ : মাজমা'উল মালিক ফাহাদ লিতাবা'আতিল মাস্‌হাফিশ্ শরীফ, ২য় প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.

১৮৯. ফয়সল ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন ফয়সল ইব্‌ন হাম্‌দ আল্-মুবারক আন্-নাজ্‌দী : *বুস্‌তানুল আহ্‌বার মুখ্‌তাসার নায়লুল আওতার*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারু ইশ্‌বিলিয়া লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.

১৯০. বদরুদ্দীন আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর আল্-আসাদী : *বিদায়াতুল মুহ্‌তাজ ফী শার্‌হিল মিন্‌হাজ*, ২য় খণ্ড, জেদ্দা : দারুল মিন্‌হাজ লিন্নাশ্‌রি ওয়াত্তাওজী', ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.

১৯১. বুরহানুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবু বকর আল্-মার্‌গীনানী : *আল্-হিদায়াহ্ ফী শার্‌হি বিদায়াহ্ আল্-মুব্‌তাদী*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়ায়িত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.

১৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌নুল আয্‌হারী আল্-হারাবী আবু মান্‌সূর : *তাহ্‌যীবুল্ লুগাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ২০০১ হি.

১৯৩. মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই ইব্‌ন 'আব্দুল কবীর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্-হাসানী আল্-কাত্তানী : *আত্-তারাতীবুল ইদারিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল আর্‌কাম, ৩য় প্রকাশ, তা. বি.

১৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল হাদী আত্-তাত্‌বী আবুল হাসান নূরুদ্দীন আস্-সিন্দী : *হাশিয়াতুস্ সিন্দী 'আলা সুনান ইব্‌ন মাজাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল জীল, তা. বি.

১৯৫. মালিক ইব্‌ন আনাস আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-আস্‌বাহী : *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.

১৯৬. ঐ : *মুয়াত্তা আল্-ইমাম মালিক*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.

১৯৭.	ঐ	: *মুয়াত্তা আল্-ইমাম মালিক*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত : মুআস্সাসাতু যায়েদ ইব্ন সুলতান আল-নাহিয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.
১৯৮.	মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি আহ্মাদ আবু বকর 'আলাউদ্দীন আস্-সমরকন্দী	: *তুহ্ফাতুল ফুকাহা*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.
১৯৯.	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আশ-শাওকানী	: *আস্-সাইলুল জারার আল্-মুতাদাফফিকু 'আলা হাদায়িকিল আযহার*, দারু ইবন হাযম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.
২০০.	মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি যায়েদ আল্-কুরাশী যিয়াউদ্দীন	: *মা'আলিমুল কুর্বাহ্ ফী তালাবিল হিস্বাহ্*, ইস্তাম্বুল : দারুল ফনূন, তা. বি.
২০১.	মুহাম্মদ ইব্ন ফুতুহ্ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ফুতুহ্ ইব্ন হামীদ আল্-আযাদী আল্-হুমাইদী	: *আল্-জাম'উ বাইনাস্ সহীহাইন আল্-বুখারী ওয়া মুসলিম*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারু ইব্ন হায্ম, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.
২০২.	মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আবু 'আব্দুল্লাহ আল্-কায্ভীনী	: *সুনান্ ইব্ন মাজাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা. বি.
২০৩.	মুহিউস্ সুন্নাহ্ আবু মুহাম্মদ আল্-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ বাগবী	: *মা'আলিমুত তানযীল*, ২য় ও ৩য় খণ্ড, রিয়াদ : দারু তায়্যিবাতিন্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী', ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.
২০৪.	মুহাম্মাদ আবূ যাহ্রাহ	: *উসূলুল্ ফিক্হ*, কায়রো : দারুল ফিক্র আল্ 'আরাবী, ২০০৬ খ্রি.
২০৫.	ঐ	: *যাহ্রাতুত্ তাফাসীর*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্রিল 'আরাবী, তা. বি.
২০৬.	মুহাম্মদ আল্-আমীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল মুখ্তার আশ্-শান্কীতী	: *আয্ওয়াউল বয়ান ফী ইযাহীল কুরআন বিল্ কুরআন*, ২য়, ৩য়, ৫ম ৭ম ও ৯ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিক্র লিত্তাবা'আতি ওয়ান্-নাশ্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.
২০৭.	মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান ইব্ন ফাওরাক আল্-আনসারী আল্-ইস্পাহানী	: *মুশ্কিলুল হাদীস ওয়া বয়ানুহু*, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি.
২০৮.	মানাহিজু জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্	: *আল্-হিস্বাহ্*, মদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ্ : জামি'আতিল মাদীনাহ্ আল্-'আলামিয়্যাহ্, তা. বি.
২০৯.	মাজদুদ্দীন আবুস্ সা'আদাত আল্-মুবারাক ইব্ন মুহাম্মদ আশ্-শাইবানী ইব্নুল আসীর	: *আন্-নিহায়াহ্ ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আসার*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবাহ্ আল্-'ইল্মিয়্যাহ্, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.
২১০.	ঐ	: *জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, ১ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, রিয়াদ : মাক্তাবাতুল হালাওয়ানী, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রি.
২১১.	মুন্যিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী জেদ্দা	: *মাজাল্লাতু মাজমা'ঈল ফিক্হিল ইসলামী*, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও

১২শ খণ্ড, জেদ্দা : মুন্‌যিমাতুল মু'তামিরিল ইসলামী, তা.বি.

২১২. মুহাম্মদ 'আমীমুল ইহসান আল্-মুজাদ্দেদী আল্-বারাকাতী : *আত্-তা'রিফাতুল ফিক্‌হিয়্যাহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

২১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুক্‌রিম ইব্‌ন 'আলী আবুল ফয্‌ল ইব্‌ন মান্‌যূর আল্-ইফ্‌রীকী : *লিসানুল 'আরব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরুত : দারু সাদির, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি.

২১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌নুল আয্‌হারী আল্-হারাবী আবু মানসূর : *তাহ্‌যীবুল লুগাহ্*, ১১শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.

২১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন বুসাম আল্-মুহ্‌তাসিব : *নিহায়াতুর রুত্‌বাহ্ ফী তালাবিল হিস্‌বাহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

২১৬. মুহাম্মদ আত্-তাহির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আশুর আত্-তিউনিসী : *আত্-তাহ্‌রীর ওয়াত তানভীর*, ১ম খণ্ড, তিউনিস : দারুত্ তিউনিসিয়্যাহ্ লিন্নাশ্‌র, ১৯৮৪ খ্রি.

২১৭. মুহিব্বুদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল্-মাক্‌দাসী : *বায্‌লুন নাসায়িহুশ্ শার'ঈয়্যাহ্ ফীমা 'আলাস সুলতান ওয়া উলাতুল উমূরি ওয়া সায়িরুর রা'ঈয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'উদ আল্-ইসলামিয়্যাহ্, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.

২১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ আবু মান্‌সূর আল্-মাতুরিদী : *তাফসীরুল মাতুরিদী তা'বিলাতি আহ্‌লিস্ সুন্নাহ্*, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১০ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.

২১৯. মুহাম্মদ না'ঈম মুহাম্মদ হানী সা'ঈ : *মাওসূ'আতু মাসাইলিল জামহুর ফিল্ ফিক্‌হিল ইসলামী*, ১ম খণ্ড, মিসর : দারুস সালাম লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী' ওয়াত্ তারজুমাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.

২২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবি মূসা আশ্-শরীফ আল্-হাশিমী আল্-বাগদাদী : *আল্-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর্ রিসালাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.

২২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হাকীম আন্-নাইসাপুরী : *আল্-মুস্‌তাদরাক আ'লাস্ সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্‌মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./ ১৯৯০ খ্রি.

২২২. মুহাম্মদ 'আলী আস্-সাবুনী : *সাফ্‌ওয়াতুত্ তাফাসীর*, ১ম ও ৩য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুস্ সাবুনী লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশরি ওয়াত্তাওজী' ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.

২২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ইয্‌যিদ্দীন 'আব্দুল লতীফ ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযীয ইব্‌ন আমীনুদ্দীন আল্-কির্‌মানী আল্-হানাফী : *শরহু মাসাবীহিস্ সুন্নাহ্ লিল্ ইমাম আল্-বাগ্‌বী*, ৩য় খণ্ড, কুয়েত : ইদারাতুস্ সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

২২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আদম ইব্‌ন মূসা আল্-আস্‌য়ূবী : *যাখীরাতুল 'উক্‌বা ফী শার্‌হিল মুজ্‌তাবা*, ২৩শ খণ্ড, রিয়াদ : দারুল মি'রাজ আদ্-দাওলিয়্যাহ্ লিন্নাশর, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

২২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আত্-তুওয়াইজিরী : *মাউসূ'আতুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, রিয়াদ : বাইতুল ইফ্‌কার আদ্-দাওলাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./ ২০০৯ খ্রি.

২২৬.	মুস্তাফা ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আবদুহু আস্-সুয়ূতী আদ্-দিমাশ্কী	: *মাতালিবু উলিন্ নুহা ফী শরহে গায়াতিল্ মুন্তাহা*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.
২২৭.	মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবি সাহ্ল শামসুল আইম্মাহ্ আস্-সারাখ্সী	: *আল্-মাব্সূত*, ১১শ ও ৩০শ খণ্ড, মিসর : মাত্বা'আতুস সা'আদাহ্, তা. বি.
২২৮.	মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ আবু আব্দুল্লাহ্ আল্-কাযভীনী	: *সুনান ইবনু মাজাহ্*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.
২২৯.	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আতিয়্যাহ্ আল্-হারিসী আবু তালিব আল্-মাক্কী	: *কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহ্বূব ওয়া ওয়াসফু তারীকিল মুরীদ ইলা মাকামিত্ তাওহীদ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ২য় প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.
২৩০.	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্নুল হাসান ইব্ন বাশার আবু 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হাকীম আত্-তিরমিযী	: *রিয়াযাতুন নাফ্স*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.
২৩১.	যয়নুদ্দীন মুহাম্মদ 'আব্দুর রঊফ ইব্ন তাজুল 'আরিফীন ইব্ন 'আলী ইব্ন যাইনুল 'আবিদীন আল্-মানাভী	: *ফায়যুল কাদীর শরহুল জামি'উস সাগীর*, ২য় খণ্ড, মিসর : আল্-মাক্তাবাতুত্ তিজারিয়্যাহ্ আল্-কুব্রা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি.
২৩২.	ঐ	: *আত্-তাওকীফু 'আলা মুহিম্মাতিত্ তা'রীফ*, আল্-কাহিরাহ্ : 'আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.
২৩৩.	যাইনুদ্দীন ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নুযাইম আল্-হানাফী	: *আল্-বাহরুর রায়েক শারহে কানযুদ্ দাকায়েক*, ১৭শ খণ্ড, বৈরুত : দারু ইহয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.
২৩৪.	বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান ইব্রাহীম ইব্ন 'উমর আল্-বাকা'ঈ	: *নাজমুদ্ দুরার ফী তানাসিবিল আয়াত ওয়াস্ সুয়ার*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.
২৩৫.	বুরহানুদ্দীন আবুল মা'আলী মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ আল্-হানাফী	: *আল্-মুহীতুল বুরহানী ফিল ফিক্হিন্ নু'মানী*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.
২৩৬.	যাকারিয়্যা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়্যা আল্-আনসারী যাইনুদ্দীন আবু ইয়াহ্ইয়া	: *আসনাল মাতালিব ফী শরহে রাওদিত্ তালিব*, ২য় খণ্ড, আল্-কাহিরাহ্ : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি.
২৩৭.	শামসুদ্দীন আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আয্-যাহাবী	: *তায্কিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.
২৩৮.	শিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী আল্-মাক্দাসী আশ্-শাফি'ঈ	: *শরহে সুনান আবি দাঊদ*, ১৪শ খণ্ড, আল্-ফাইয়ূম (মিসর) : দারুল ফালাহ্ লিল্ বাহ্সিল 'ইল্মী ওয়া তাহ্কীকুত্ তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.
২৩৯.	শাইখ মানসূর ইব্ন ইউনুস আল্-বাহুতী আল্-হাম্বলী	: *কাশ্শাফুল কিনা'*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

২৪০. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আল্-হুসাইনী আল্-আলূসী : *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস্ সাব'ইল মাসানী*, ৭ম খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.

২৪১. শিরুওয়াইহ্ ইব্ন শহরদার ইব্ন শিরুওয়াইহ্ ইব্ন ফানাখসরু আবু শুজা' আদ্-দাইলামী আল্-হামদানী : *আল্-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

২৪২. শামসুদ্দীন আল্-বিরমাভী আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুদ্ দায়িম ইব্ন মূসা আল্-'আসকালানী : *আল্-লামি'উস্ সাবীহ্ বিশারহিল জামি'ঈস্ সহীহ্*, ১৫শ খণ্ড, সিরিয়া : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

২৪৩. সাইফুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আশ্-শাশী : *হিল্য়াতুল 'উলামা ফী মা'রিফাতি মাযাহিবিল ফুকাহা*, ৫ম খণ্ড, ওম্মান : মাক্তাবাতুর রিসালাহ্ আল্-হাদীসাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.

২৪৪. সিরাজুদ্দীন আবু হাফ্স 'উমর ইব্ন 'আলী ইব্ন আহ্মাদ আল্-আনসারী : *আত্-তাওযীহ্ লিশারহিল জামি'ঈস সহীহ্*, ১৪শ খণ্ড, দামেশক : দারুন্ নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.

২৪৫. সালিহ্ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হামীদ ইমাম ওয়া খতীবুল হারাম আল্-মাক্কী : *নাদ্রাতুন না'ঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*, ২য় খণ্ড, জেদ্দা : দারুল ওয়াসীলাহ্ লিন্নাশ্রি ওয়াত্ তাওজী', ৪র্থ প্রকাশ,তা. বি.

২৪৬. সালিহ্ ইব্ন ফাওযান ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আল্-ফাওযান : *আল্-মুখাল্লাস্ আল্-ফিক্হী*, ২য় খণ্ড, রিয়াদ : দারুল 'আসিমাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.

২৪৭. সায়্যিদ সাবিক : *ফিক্হুস সুন্নাহ্*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.

২৪৮. সালিহ্ ইব্ন গানীম আস্-সাদলান : *রিসালাতুন ফিল ফিক্হিল মুয়াস্সার*, ১ম খণ্ড, সৌদি আরব : ওয়াযারাতুশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ্ ওয়াল আওকাফ ওয়াদ্ দা'ওয়াহ্ ওয়াল ইরশাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.

২৪৯. হুসামুদ্দীন ইব্ন মূসা মুহাম্মদ ইব্ন 'আফানাহ্ : *ফিক্হুত্ তাজিরিল মুসলিম*, আল্-কুদ্স : আল্-মাক্তাবাতুল 'ইল্মিয়্যাহ্ ওয়া দারুত্ তায়্যিব লিত্তাবা'আতি ওয়ান্নাশ্র, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.

বাংলা গ্রন্থাবলী :

২৫০. অধ্যাপক এ. এম. ফয়েজ আহ্মদ চৌধুরী, এম. এ. সংকলিত : *বাংলা-উর্দূ অভিধান*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫ খ্রি.

২৫১. অধ্যাপক মুহাম্মদ আকরাম খান, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা : *মহানবীর (সা.) অর্থনৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.

২৫২. অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান : *বাজারজাতকরণ দর্শন ও প্রযুক্তির অব্যবসায়িক প্রয়োগ*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি.

২৫৩. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া : *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*, ঢাকা : আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রি.

২৫৪. আবুল ফযল মাওলানা 'আব্দুল হাফিয বালয়াভী (রহঃ) : *মিসবাহুল লুগাত*, অনুবাদ হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ২০০৩ খ্রি.

২৫৫. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল মালিক ইব্ন হিশাম মু'আফিরী (র.), সম্পাদনা পরিষদ অনূদিত ও সম্পাদিত : *সীরাতুন নবী (সা.)*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.

২৫৬. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) : *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৮তম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.

২৫৭. আসকার ইবনে শাইখ : *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.

২৫৮. আহমেদ আশরাফ : *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গুণীজন*, ঢাকা : সাহিত্যমালা, ১৯৯৭ খ্রি.

২৫৯. উইলিয়াম গোল্ডস্যাক : *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের ইংরেজী অভিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.

২৬০. এস. এম মাহফুজুর রহমান : *ব্যবসায় পরিভাষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.

২৬১. এ. কে. এম. নাজির আহমাদ : *'উসমানী খিলাফতের ইতিকথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.

২৬২. এম আকরাম খান ও এম রকিবুজ জামান, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন : *ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.

২৬৩. এ. জেড. এম শামসুল আলম : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.

২৬৪. এ. কে. এম. আবদুল আলীম : *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.

২৬৫. ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৩ খ্রি.

২৬৬. গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত : *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.

২৬৭. গ্রন্থনা-সম্পাদনা মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন : *খোলাফায়ে রাশেদীন জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.

২৬৮. গাজী শামছুর রহমান : *বাণিজ্যিক আইনের ভাষ্য*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৬ খ্রি.

২৬৯. জাবেদ মুহাম্মাদ : *আল্লাহর হক মানুষের হক*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.

২৭০. জিয়াউদ্দিন বারানী, অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরায়শী : *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮২ খ্রি.

২৭১. ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ : *ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রি.

২৭২. ড. আবদুলহামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান, অনুবাদ : ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর ও মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন আল-আযহারী : *মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৯ খ্রি.

২৭৩. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, অনুবাদ : আবদুল কাদের : *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*, ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৯১ খ্রি.

২৭৪. ড. এম ওমর চাপড়া, ভাষান্তর : ড. মাহমুদ আহমাদ : *ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.

২৭৫. ড. এম উমর চাপরা, অনুবাদ : ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও অন্যান্য : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১১ খ্রি.

২৭৬. ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী : *ভারতের ইতিহাসকথা (প্রাচীনকাল হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ)*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.

২৭৭. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ : *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.

২৭৮. ড. মোঃ নজরুল ইসলাম : *ইসলামে ভোক্তা অধিকার*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪৪০ হি./২০১৮ খ্রি.

২৭৯. ড. এম ওমর চাপরা, ভাষান্তর : ড. মাহমুদ আহমাদ : *ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪৩২ হি./ ২০১১

খ্রি.

২৮০. ড. মারওয়ান ইব্‌রাহীম আল-কায়সি, অনুবাদ : শেখ এনামুল হক : *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০ খ্রি.

২৮১. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ঢাকা ও বরিশাল : গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.

২৮২. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, মুহাম্মদ আবদুল মতীন জালালাবাদী অনূদিত : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.

২৮৩. ড. মুস্তফা সুবায়ী : *ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন*, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

২৮৪. ড. মো. গোলাম মহিউদ্দীন : *ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.

২৮৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন : *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

২৮৬. ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন : *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.

২৮৭. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন : *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি. পৃ. ৪১৩-৪১৪

২৮৮. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আতাহার : *ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস*, চট্টগ্রাম : নকশা পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.

২৮৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী : *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ১০৪-১০৫

২৯০. প্রধান সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০ খ্রি.

২৯১. প্রধান সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম : *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.

২৯২. প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ও অন্যান্য : *ইসলাম পরিচিতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.

২৯৩. ফিলিপ কে. হিট্টি, অনুবাদ : প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ : *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা : জ্ঞান বিতরণী, ২য় প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.

২৯৪. ফিলিপ কে. হিট্টি, অনুবাদ : জয়ন্ত সিংহ, সেঁজুতি ভট্টাচার্য ও সৌমিত্র সেনগুপ্ত : *আরব জাতির ইতিহাস*, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.

২৯৫. ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব, অনুবাদ : এ এন এম সিরাজুল ইসলাম : *ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ৭ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.

২৯৬. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, : *আল্লাহ্‌র হক বান্দার হক*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.

২৯৭. ঐ : *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.

২৯৮. ঐ : *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.

২৯৯. ঐ : *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

৩০০. মাওলানা আবদুর রশীদ ও মাওলানা আবদুস সোবহান : *ইসলামী জীবন দর্শন বা ইসলামী জীবনাদর্শ*, (ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ২য় অধ্যায়) ঢাকা : কোর-আন মহল, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.

৩০১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী : *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.

৩০২. মাস'উদ ইব্ন 'উমর ইব্ন 'আবদুল্লাহ তাফ্‌তাজানী : *শরহে 'আকা'ইদ লিন্নাসাফী*, সম্পাদনা মাওলানা মুহাম্মদ গোলামুন্নবী, ঢাকা : নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯০

৩০৩. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *সুদ, সমাজ, অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্স ব্যুরো, ১৯৯২ খ্রি.

৩০৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনু: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ : *ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা*, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি.

৩০৫. মাওলানা হিফজুর রহমান, অনু: মাওলানা : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আব্দুল আউয়াল বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.

৩০৬. মোঃ মোশারফ হোসেন : *প্রত্নতত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি.

৩০৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.

৩০৮. রফিক ইসা বীকুন, অনুবাদ : মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম : *ব্যবসায় ইসলামি নৈতিকতা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.

৩০৯. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২য় প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.

৩১০. শাহ আবদুল হান্নান : *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.

৩১১. শ্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় : *চীনের ইতিহাস*, কলিকাতা : শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, ১৮৬৫ খ্রি.

৩১২. সম্পাদক আহমাদ শরীফ : *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি.

৩১৩. সরদার ফজলুল করিম : *প্লেটোর রিপাবলিক*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি,

৩১৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ১ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.

৩১৫. সম্পাদনা পরিষদ : *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.

৩১৬. সম্পাদনা পরিষদ : *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.

৩১৭. সম্পাদনা পরিষদ : *ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.

৩১৮. সম্পাদনা পরিষদ : *যাকাত ও সাদাকার মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি.

৩১৯. সম্পাদক জামিল চৌধুরী : *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পরিবর্ধিত ও

পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৬ খ্রি.

৩২০. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬ খ্রি.

৩২১. সংকলক সিরাজ রব্বানী : *ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী (জদীদ) উর্দূ-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ৮ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.

৩২২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রথম খণ্ড, অনুবাদ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, লণ্ডন : আল কোরআন একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রি.

৩২৩. সৈয়দ আমীর আলী : *আরব জাতির ইতিহাস [হিস্ট্রি অফ সারাসিনস]*, শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ অনূদিত মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪ খ্রি.

৩২৪. হযরত ইমাম গায্যালী : *সৌভাগ্যের পরশমণি, প্রথম খন্ড : দর্শন ও ইবাদত*, আবদুল খালেক অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.

৩২৫. হাসনা বেগম : *এরিস্টটলের নিকোমেকিয়ান এথিক্স*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬ খ্রি.

ইংরেজি গ্রন্থাবলী :

326. Abraham H. Maslow : *The Father Reaches of Human Nature*, New York : Penguin Group (USA) Inc., 1971

327. Al Sandine : *Deadly Baggage What Cortes Brought to Mexico and How It Destroyed the Aztec Civilization*, Jefferson : McFarland & Company, Inc.,1938,

328. Alexandre Moret : *The Nile and Egyptian Civilization*, London : Routledge & Kegan Paul Ltd, 1st published, 1927

329. Andrew J. Newman : *Safavid Iran Rebirth of a Persian Empire*, London : I. B. Tauris & Co Ltd, Paperback edition published in 2009

330. Arang Keshsvarzian : *Bazaar and State in Iran The Politics of the Tehran Marketplace*, New York : Cambridge University Press, 2007

331. A. S. Hornby & Jonathan Crowther : *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current*

English, 5th edition, Oxford : Oxford University Press, 1995

332. A S Hornby : *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English*, 8th edition, New York : Oxford University Press, 2010

333. A S Hornby with A P Cowie & A C Gimson : *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 3rd edition, New York : Oxford University Press, 1974

334. Boris Stoicheff : *Gerhard Herzberg An Illustrious Life in Science*, Montreal & Kingston : McGill-Queen's University Press, 2002

335. Bruce Collier and James MacLachlan : *Charles Babbage and the Engines of Perfection*, New York : Oxford University Press, 1998

336. Burjor Avari : *India : The Ancient Past-A History of the Indian-Subcontinent from 7000 BC to AD 1200*, London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 1st published, 2007

337. Charles G. Koch : *The Science of Success How Market-Based Management Built the World's Largest Private Company*, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc. 2007

338. Christian Bierwirth : *Adaptive Search and the Management of Logistics Systems*, New York : Springer Science+Business Media, 2000

339. Collected by The Philological Society : *The Oxford English Dictionary*, Voll-iv, London : Oxford University Press, 1933

340. Conrad Phillip Kottak : *Mirror of Humanity A Concise Introduction to Cultural Anthropology*, New York : McGraw Hill Higher Education, 2007

341. David A. DeCenzo & Stephen P. Robbins : *Fundamentals of Human Resource Management*, 8th edition, Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2005

342. David E. Hawkins and Shan Rajagopal : *Sun Tzu and The Project Battleground-Creating Project Strategy form 'The Art of War'*, New York : Palgrave Macmillan, 2005

343. David Graeber : *Toward An Anthropological Theory of Value The False Coin of Our Own Dreams*, New York : Palgrave, 2001

344. Dilip Hiro : *Inside Central Asia A Political and Cultural History of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey and Iran*, New York : Overlook Duckworth, Peter Mayer Publishers, Inc., 2009

345.	David Philip Miller	: *James Watt, Chemist : Understanding the Origins of the Steam Age*, London : Pickering & Chatto Ltd., 2009
346.	Douglas McGregor	: *The Human Side of Enterprise*, New York : Mcgraw-Hill Book Company, Inc.,1960
347.	Do	: *The Human Side of Enterprise*, updated and with a new commentary by Joel Cutcher-Gershenfeld, Annotated edition, New York : Mcgraw-Hill, 2006
348.	Edited by Daniel Nelson	: *A Mental Revolution Scientific Management Since Taylor*, Ohio : Ohio State University Press, 1992
349.	Edited by David Herlihy	: *The History of Feudalism*, London : Macmillan and Co. Ltd, 1970
350.	Edited by Fahd al-Semmari	: *A History of the Arabian Peninsula*, London : I. B. Tauris & Co Ltd, 2010
351.	Edited by I. E. S. Edwards, The Late C. J. Gadd and N. G. L. Hammond	: *The Cambridge Ancient History*, 3rd edition, vol. 1, part 2, United Kingdom : Cambridge University Press, 2008
352.	Edited by J. C. Spender & Hugo J. Kijne	: *Scientific Management Frederick Winslow Taylor's Gift to the World?*, Boston : Kluwer Academic Publishers, 1996
353.	Edited by Jalal Huma'i & H. D. Isaacs	: *Ghazali's Book of Counsel for Kings (Nasihat Al-Muluk)*, Translated by F. R. C. Bagley, London : Oxford University Press, 1964
354.	Edited by Jerrold S. Cooper	: *Mesopotemian Civilization*, Indiana : Eisenbrauns Winona Lake, 1999
355.	Edited by John Curtis and St John Simpson	: *The World of Achaemenid Persia*, London : I. B. Tauris Co Ltd, 2010
356.	Edited by Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson	: *Trade and Market in the Early Empires Economics in History and Theory*, Illinois : The Falcon's Wing Press, 1957
357.	Edited by Mohammad Gharipour	: *The Bazaar in the Islamic City : Design, Culture and History,* Cairo : The American University in Cairo Press, 2012
358.	Edited by Noel Thompson and Chris Williams	: *Robert Owen and his Legacy*, Cardiff : University of Wales Press, 2011
359.	Edited by Paul A. Rahe	: *Machiavelli's Liberal Republican Legacy*, New York : Cambridge University Press, 2006

360. Edited by W. B. Fisher : *The Cambridge History of Iran*, Cambridge : The Press Syndicate of the University of Cambridge, vol. 1 The Land of Iran, 1968

361. Editor G. Mokhtar : *General History of Africa. II Ancient Civilizations of Africa*, Abridged Edition, Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1st published, 1990

362. Editors Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman & Jahangir Tareque : *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, 1st Edition, Dhaka : Bangla Academy, 1994

363. Editor Zillur Rahman Siddiqui : *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, 1st Edition, Dhaka : Bangla Academy, 1993

364. Do : *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, Revised & Enlarged Third Edition, Dhaka : Bangla Academy Dhaka, January 2002

365. Editors : *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 1st Edition, 1994

366. Edward B. Tylor : *Anthropology An Introduction to the Study of Man and Civilization*, New York : D. Appleton and Company, 1806

367. Edited, rearranged, translated and introduced by L. N. Rangaranjan : *Kautilya The Arthashastra*, New Delhi : Penguin Books India, 1st published, 1992

368. Editorial Board : *The New Encyclopedia Britannica,*USA : Encyclopedia Britannica Inc. vol. 16, 1982

369. Elizabeth Bowen : *The Bazaar and Other Stories*, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2008

370. Elizabeth Kummerow & Neil Kirby : *Organisational Culture Concept, Context and Measurement*, vol. I, New Jersey : Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2014

371. Ervand Abrahamian : *A History of Modern Iran*, Cambridge : Cambridge University Press, 1st published, 2008

372. Gavin Kennedy : *Adam Smith A Moral Philosopher and His Political Economy*, 2nd edition, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2010

373. G. B. Niebuhr : *The History of Rome*, vol. 1, Philadelphia : Thomas Wardle, 1st American from the London edition, 1835

374. General Editor Eric Cline, Ph.D : *The Ancient World Civilization of Africa*, vol. 1, New

York : M. E. Sharpe Reference, Inc. 2007

375. George Grote : *History of Greece*, Vol. 1, 2nd London edition, Boston : John P. Jewett & Company, 1851

376. General Editor Gordon Johnson : The New Cambridge History of India, New York : Cambridge University Press, 1st published, 1992

377. Giorgio Israel & Ana Millan Gasca : *The World as a Mathematical Game John Von Neumann and Twentieth Century Science*, Boston : Birkhauser Verlag AG, 2009

378. Hamid Haji : *Founding the Fatimid State The Rise of an Early Islamic Empire*, London : I. B. Tauris Publishers, 2006

379. Heinz Weihrich & Harlod Koontz : *Management : A global Perspective*, 11th edition, New Delhi : Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2005

380. Henri Fayol : *Industrial and general administration,* Translated by J. A. Coubrough, London: Sir Isaac Pitman & Sons, 1930

381. Ian Richard Netton : *Al-Farabi and His School*, London and New York : Routledge Chapman and Hall Inc. 1st published, 1992

382. James Bradfield : *Introduction to the Economics of Financial Markets*, New York : Oxford University Press, 2007

383. James Keir : *Memoir of Matthew Boulton*, Birmingham : City of Birmingham School of Printing, 1947

384. James L. Outman and Elisabeth M. Outman : *Industrial Revolution Almanac*, New York : Thomson Gale, 2003

385. Jamil M. Abun-Nasr : *A History of the Maghrib in the Islamic Period*, New York : Cambridge University Press, 1st published, 1987

386. Jeremy Jones and Nicholas Ridout : *A History of Modern Oman*, New York : Cambridge University Press, 1st published, 2015

387. John McK. Camp II : *The Athenian Agora a Short Guide to the Excavations*, Vol. xvi, Packard Humanities Institute : American School of Classical Studies at Athens, 2003

388. John McMillam : *Reinventing the Bazaar A Natural History of Markets*, New York : W. W. Norton & Company, 2002

389. Karl Polanyi : *The Great Transformation : The Politicat and Economic Origins of Our Time*, 2nd edition, Boston : Beacon Press 2001

390. Kishori Sharan Lal : *History of the Khaljis (1290-1320)*, Allahabad : The Indian Press Ltd, 1950

391. K.K. Dewett : *Modern Economic Theory*, New Delhi : Shyam Lal Charitable Trust, 1st edition, 2005

392. Leslie Rue and LIoyd L. Byars : *Management : Theory and application,* Homewood : Richard D. Irwin, 1983

393. Lewis H. Haney, Ph.D : *Business Organization and Combination : An Analysis of the Evolution and Nature of Business Organization in the United States and A Tentative Solution of the Corporation and Trust Problems*, Texas : Batoche Books Kitchener, Revised edition 2003

394. Marc Mancini : *Time Management*, New York : The McGraw-Hill Companies, Inc. 2003

395. Marshall Sahlins : *Stone Age Economics*, Chicago & New York : Aldine-Atherton, Inc. 1972

396. Michael Brett : *The Fatimid Empire*, London : Edinburgh University Press, 2017

397. Michael Burgan : *Great Empires of the Past Empires of Ancient Persia*,New York : Chelsea House Publishers, 2010

398. Michael H.Fisher : *A Short History of The Mughal Empire*, London : I. B. Tauris & Co. Ltd, 2016

399. Michael Parkin : *Microeconomics*, United States of America : Pearson Education Inc. 11th edition, 2014

400. Muhammad Nurul Hoque : *Arab Relations With Bangladesh,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1st Edition, 2001.

401. Murat Gul : *Architecture and the Turkish City An Urban History of Istanbul since Ottomans*, New York : I. B. Tauris & Co. Ltd, 2017

402. Niccolo Machiavelli : *History of Florence and of The Affairs of Italy*, Pennsylvania : Pennsylvania State University, 2007

403. Paul Rainbird : *The Archaeology of Micronesia*, New York : Cambridge University Press, 1st Published, 2004

404. Peter D. Mauch : *Quality Management Theory and Application*, New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2010

405. Peter F. Drucker : *Managing in a Time of Great Change*, Boston : Harvard Business School Publishing Corporation, 2009

406. Do : *Management Tasks, Responsibilities,Practices*, New York : Truman Talley Books, 2007

407. Philip Kotler & Kevin Lane Keller : *Marketing Management*, 14th edition, New Jersey : Pearson Education, Inc., 2012

408. Philip Kotler : *Marketing Management*, Millenium Edition, New Jersey : Prentice-Hall, Inc. A Pearson Education Company, 2001

409. Philip Kotler & Others : *Principles of Marketing*, 7th European edition, Edinburgh : Pearson Education Limited, 2017

410. Piotr Steinkeller : *History, Texts and Art in Early Babylonia*, Vol. 15, Boston/Berlin : Walter de Gruyter Inc., 2017

411. Purdue University Libraries Archives and Special Collections : *Finding Aid to the Gilbreth Library of Management Papers*, Indiana : Purdue University Libraries, March 2021

412. Robert E. Johnston, Jr. J. Douglas Bate : *The Power of Strategy Innovation : A New Way of Linking Creativity and Strategic Planning to Discover Great Business Opportunities*, New York : AMACOM American Management Association, 2003

413. Roger Martin : *Tree-Kangaroos of Australia and New Guinea*, Collingwood : CSIRO Publishing, 2005

414. Richard J. Plant : *Arabic Coins and how to read them*, 2nd edition, London : Seaby Publications Ltd, 1980

415. Richard M. Eaton : *The Rise of Islam and The Bengal Frontier 1204-1760,* New Delhi : Oxford India Paperbacks, 1997

416. Roger Best : *Market-Based Management*, Edinburgh : Pearson Education Limited, 6th edition, 2014

417. S. Anil Kumar & N. Suresh : *Production and Operations Management (with Skill Development, Caselets and Cases)*, 2nd edition, New Delhi : New Age International (P) Limited, Publishers, 2008

418. Samuel Fleischacker : *On Adam Smith's Wealth of Nations A Philosophical Companion*, London : Princeton University Press, 2004

419. Stephen P. Robbins : *Essentials of Organizational Behavior*, 7th edition, New Jersey : Pearson Education, Inc., 2003

420. Stefano Bianca : *Urban Form in the Arab World Past and Present*, London : Thames & Hudson Ltd, 1st published, 2000

421. Tayeb El-Hibri : *Civilization Reinterpreting Islamic Historiography*

Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate, London : Cambridge University Press, 2004

422. Thomas More : *Utopia*, *Webster's Spanish Thesaurus edition*, San Diego : Icon Group International Inc., 2005

423. UmmeSalma Mujtaba Husein : *Management in Islamic Countries : Principles and Practice*, New York : Business Expert Press, LLC, 1st published, 2014

424. W. Ivanow : *Nasir-I Khusraw and Ismailism*, Holland : E. J. Brill, 1948

পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও মিডিয়া :

৪২৫. *অগ্রপথিক* : ড. মাওলানা মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, "ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য", ৩৩ বর্ষ সংখ্যা ১, ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারী ২০১৮ খ্রি.

৪২৬. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* : মোঃ মাসুদ আলম, "ইসলামে নারীর মর্যাদা ও বাংলাদেশের নারী সমাজ", ৪৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.

৪২৭. ঐ : ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, "ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থব্যবস্থার দিক নির্দেশনা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", ৫৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪

৪২৮. ঐ : ড. মোঃ মুহসিন উদ্দিন, "সুদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও তার জবাব", ৫৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

৪২৯. ঐ : ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, "সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের বিধান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ", ৪৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

৪৩০. ঐ : ড. মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, "আল-কুরআনে মধ্যমপন্থী উম্মত : কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে একটি পর্যালোচনা", ৫৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৭

৪৩১. ঐ : মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, "দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামী প্রেক্ষিত", ৪৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯ পৃ. ১০৪

৪৩২. *ইসলামী আইন ও বিচার* : প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, "মুনাফাখোরী মজুদদারী

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ", বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২১, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, জানুয়ারী-মার্চ ২০১০

৪৩৩. ঐ : ড. মুহাঃ কামরুজ্জামান, "মুদারাবা কারবারের শরয়ী বিধান : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর প্রয়োগ", বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০

৪৩৪. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, : ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, "নৈতিক সংকট উত্তরণে ইসলামের নির্দেশনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ", সংখ্যা ১০-১১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী-জুন ২০১৫, প্রকাশকাল : জুন ২০১৬

৪৩৫. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* : মোঃ জাকির হোসেন ভূঁইয়া, মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী ও মোঃ আফজাল হোসেন, "ক্রেতা-বিক্রেতার দৃষ্টিতে পণ্যের লেভেলিং : একটি সমীক্ষা" সংখ্যা : ৭৪, অক্টোবর ২০০২

৪৩৬. ঐ : মোঃ রফিকুল ইসলাম ও সমীর কুমার শীল, "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আঞ্চলিক বাজার : একটি পর্যালোচনা", সংখ্যা : ৭৯, জুন ২০০৪

৪৩৭. ঐ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা", ৯১-৯৩ সংখ্যা, জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৪, প্রকাশকাল জুন ২০১৫

৪৩৮. *প্রবন্ধাবলী সেমিনার প্রবন্ধাবলীর সংকলিত সাময়িকী* : মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, "ইসলামে বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি : একটি পর্যালোচনা", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, খণ্ড ৬, আগস্ট-২০১০ খ্রি.

৪৩৯. *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* : আবুল কাসেম ফজলুল হক, "উন্নতি ও উন্নয়নে রাজনীতির ভূমিকা", ৫ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০০৭ খ্রি.

৪৪০. *মাসিক মদীনা* : কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, "ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য", ৪০ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, রমযান ১৪২৫ হি, নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.

৪৪১. ঐ : ড. হামিদুল্লাহ্, অনুবাদ : ইলিয়াস আমিনী, "রাসূল (সা.)-এর যুগে ইসলাম প্রচার এবং অমুসলমানদের সাথে আচরণ", ৪২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হি. এপ্রিল ২০০৬ খ্রি.

৪৪২. ঐ : *মাসিক মদীনা*, মুহাম্মদ আবদুল মুনতাকিম, "ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য", ৪০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, শাওয়াল ১৪২৫ হি. ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.

৪৪৩. *Dhaka University Journal of Business Studies* : Mohammed Masud Rahman & Muhammad Mohiuddin, World Trade Organization : Implications for Bangladesh, Volume XXI No. 2, University of Dhala : Faculty of Business Studies, December 2000

৪৪৪. C. P. Uzuegbu and C. O. Nnadozie : Henri Fayol's 14 Principles of Management : Implications for Libraries and Information Centres, *Journal of Information Science Theory and Practice*, Umudike : Michael Okpara University of Agriculture, June 2015

৪৪৫. *দৈনিক ইত্তেফাক* : ৬৯তম বর্ষ, ১১৩তম সংখ্যা, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি.

৪৪৬. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ৩০১তম সংখ্যা, ৩১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.

৪৪৭. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ২৫০তম সংখ্যা, ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৪৮. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ৩২৯তম সংখ্যা, ২৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৪৯. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ১৮৫তম সংখ্যা, ঢাকা, ২ জুলাই, ২০২২ খ্রি.

৪৫০. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ১৬০তম সংখ্যা, ঢাকা, ৭ জুন, ২০২২ খ্রি.

৪৫১. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ৩২১তম সংখ্যা, ঢাকা, ২০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৫২. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ২৯৫তম সংখ্যা, ঢাকা, ২৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.

৪৫৩. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ৩১৭তম সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৫৪. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ৩৩১তম সংখ্যা, ৩০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৫৫. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ৩১৫তম সংখ্যা, ১৪ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৫৬. ঐ : ৬৯তম বর্ষ, ৩৩৬তম সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৫৭. *দৈনিক যুগান্তর* : ২য় সংস্করণ, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ২৭৮, ১৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

৪৫৮. *বাংলাদেশ প্রতিদিন* : ২য় সংস্করণ, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩৩, ঢাকা, ১৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি.

৪৫৯. ঐ : বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৭৩, ১ জুন ২০২২ খ্রি.

৪৬০. ঐ : বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১০৩, ঢাকা, ১ জুলাই, ২০২২ খ্রি.

৪৬১. ঐ : বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৬৩, ২২ মে, ২০২২ খ্রি.

৪৬২. *ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন* : রিপোর্ট : ইসরাত সোমা, বাংলাদেশ সময় রাত ৯.০০ ঘটিকার সংবাদ, শনিবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৩ খ্রি.

৪৬৩. *যমুনা টেলিভিশন* : রিপোর্ট : আকরামুল ইসলাম, বাংলাদেশ সময় বেলা ২.০০ ঘটিকার সংবাদ, ২২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

প্রচলিত আইন ও নীতিমালা :

৪৬৪ *নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩* : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.

৪৬৫ *প্রতিযোগিতা আইন-২০১২* : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ২১ জুন, ২০১২ খ্রি.

৪৬৬. প্রস্তাবিত খসড়া *'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন'* ২০১৮ *এবং প্রস্তাবিত 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা'* ২০১৮ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা : ভূমি মন্ত্রণালয় সায়রাত শাখা-২, স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৮.০৭১.১৫-১৩৩, ০১ জুলাই ২০১৮ খ্রি.

৪৬৭. *ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯* : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, এপ্রিল ৬, ২০০৯ খ্রি.

৪৬৮. *সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা-*২০১৩ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্মারক নং-৫৩/১২(সিএমপিসি)-১০৫, তারিখ : ০১/০৯/২০১৩ খ্রি.

৪৬৯. *সরকার হাট-বাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ / পৌরসভা / সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন সম্পর্কে নীতিমালা* : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রজেই-২, ২০ জুলাই, ২০০২ খ্রি.

৪৭০. *The Special Powers Act, 1974* : Act no. XIV of 1974, Government of the People's Republic of Bangladesh, 9 February, 1974

৪৭১. *The Sale of Goods Act, 1930* : Act No. III of 1930, Government of the People's

Republic of Bangladesh, 15 March, 1930

ওয়েব সাইট :

472 http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-11.html?lang=bn, (Retrived on 21 October, 2022

473 http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-150.html, (Retrieved on 10 February, 2021

474 http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-462/section-11095.html, Retrived on 30.06.2022

পরিশিষ্ট-ক

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা-১

বাজারের ক্রেতাদের নিবিড় সাক্ষাৎকার

বাজারের নাম : জেলা :

ক্রেতার নাম ও ঠিকানা :

অংশ 'ক' : ক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্য

১। পেশা/পদবী :

২। বয়স :

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম / ৮ম / এসএসসি / এইচএসসি / বিএ / অনার্স / এমএ / দাখিল / 'আলিম / ফাযিল / কামিল / অন্যান্য.....

অংশ 'খ' : বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য/মতামত

১। আপনি বাংলাদেশের 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' সম্পর্কে জানেন কি? :

ক. পরিপূর্ণ জানি খ. আংশিক জানি গ. জানি না ঘ. মন্তব্য নেই

২। বাজারে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কখনো অধিক মূল্যে কোন পণ্য/ঔষধ/সেবা ক্রয় করতে হয় কি? :

ক. সবসময় খ. মাঝে মাঝে গ. পণ্যের সংকট দেখা দিলে

ঘ. কোন দুর্যোগকালে ঙ. কখনো অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয় না চ. মন্তব্য নেই

৩। প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কখনো কম ওজনে পণ্য বিক্রয় করা হয় কিনা/ওজনে কম দেওয়া হয় কিনা? :

ক. সবসময় খ. মাঝে মাঝে গ. কখনো ওজনে কম দেওয়া হয় না ঘ. মন্তব্য নেই

৪। কখনো সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় কিনা? :

ক. সবসময় খ. মাঝে মাঝে গ. সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করা হয় না ঘ. মন্তব্য নেই

৫। কোন নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় হয় কিনা? :

ক. বিক্রয় হয় খ. বিক্রয় হয় না গ. কেউ কেউ বিক্রি করেন ঘ. মন্তব্য নেই

৬। পণ্য/সেবা ক্রয় করে প্রতারিত হলে ক্রেতাদের পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার/ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় কিনা? :

ক. প্রদান করা হয় খ. প্রদান করা হয় না গ. কেউ কেউ প্রদান করেন ঘ. মন্তব্য নেই

৭। বাজারে পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয় কিনা? :

ক. প্রদান করা হয় খ. প্রদান করা হয় না গ. কেউ কেউ প্রদান করেন ঘ. মন্তব্য নেই

৮। বাজারে পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় কিনা? :

ক. টাঙানো হয় খ. টাঙানো হয় না গ. কেউ কেউ টাঙান ঘ. মাঝে মাঝে টাঙানো হয় ঙ. মন্তব্য নেই

৯। আপনি পণ্য ক্রয় করে প্রতারিত হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? :

ক. বিক্রেতার নিকট অভিযোগ করি খ. পণ্য ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করি গ. বাজার সভাপতির নিকট বিচার চাই ঘ. ক্ষতিপূরণ দাবী করি ঙ. বিক্রেতাকে বর্জন করি চ. কিছুই করি না

১০। হঠাৎ কোন নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? :

ক. বেশি করে পণ্যটি ক্রয় করে রাখি খ. পরিমাণ কমিয়ে ক্রয় করি গ. প্রয়োজনমত ক্রয় করি ঘ. সাময়িকভাবে ক্রয় থেকে বিরত থাকি ঙ. মন্তব্য নেই

১১। বাজারের পরিবেশ কেমন বলে মনে করেন ? :

ক. পরিচ্ছন্ন খ. নোংরা গ. মন্তব্য নেই

১২। বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীরূপ বলে মনে করেন? :

ক. পর্যাপ্ত খ. অপর্যাপ্ত গ. একেবারে নেই ঘ. মন্তব্য নেই

১৩। বাজারের কর্মীদের সার্বিক নৈতিকতা ও গুণাবলী সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন :

ক. সন্তুষ্ট খ. অসন্তুষ্ট গ. নিরপেক্ষ ঘ. মন্তব্য নেই

১৪। আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান বলে মনে করেন? আপনার মতামত :

বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান?	টিক (✓) দিন
ক. ওজন ও মাপে কম প্রদান	
খ. মূল্য তালিকা না টাঙানো	
গ. অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা	
ঘ. নোংরা পরিবেশ	
ঙ. মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি	
চ. বিক্রেতাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ/প্রতারণা	
ছ. নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়	
জ. ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা	

১৫। বাজার ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনে নিম্নোক্ত কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক-এ ব্যাপারে আপনার মতামত :

উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনে কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক?	টিক (✓) দিন
ক. ওজন ও মাপ সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিত করা	
খ. পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো নিশ্চিত করা	
গ. পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	
ঘ. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা	
ঙ. মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা	
চ. বিক্রেতাদের সৌজন্যমূলক আচরণ নিশ্চিত করা/প্রতারণা বন্ধ করা	
ছ. নকল ও ভেজালমুক্ত/মেয়াদযুক্ত পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করা	
জ. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা	

স্বাক্ষর :---------

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা-২

বিক্রেতাদের নিবিড় সাক্ষাৎকার

বাজারের নাম : জেলা :

বিক্রেতার নাম : দোকানের নাম :

অংশ 'ক' : বিক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্য

১। বয়স :

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম / ৮ম / এসএসসি / এইচএসসি / বিএ / অনার্স / এমএ / দাখিল / 'আলিম / ফাযিল / কামিল / অন্যান্য.....

৩। ব্যবসার ধরণ : মুদি/কাঁচামাল/ইলেকট্রনিক/হার্ডওয়্যার/ফলের দোকান/ঔষধ/কসমেটিক/কাপড়/অন্যান্য-

৪। এ বাজারে আপনি কতদিন যাবৎ ব্যবসা করেন? : ---------বছর।

অংশ 'খ' : বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য/মতামত

১। ক. নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করেন কিনা? ক. হ্যাঁ খ. না গ. মন্তব্য নেই

খ. প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনের পণ্য বিক্রয় করেন কিনা? ক. হ্যাঁ খ. না গ. মন্তব্য নেই

গ. কোন ধরণের নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি হয় কিনা? ক. হ্যাঁ খ. না গ. মন্তব্য নেই

ঘ. ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার/ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় কিনা? :

ক. হ্যাঁ খ. না গ. মন্তব্য নেই

ঙ. পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কিনা? : ক. হ্যাঁ খ. না গ. মন্তব্য নেই

চ. এ বাজারে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় কিনা? ক. হ্যাঁ খ. না গ. মন্তব্য নেই

ছ. পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় কিনা? : ক. হ্যাঁ খ. না গ. মন্তব্য নেই

২। আপনার বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য আপনি কোন কৌশল অবলম্বন করেন? :

ক. ক্রেতাদের সাথে ভাল ব্যবহার খ. পণ্যের প্রশংসা করি গ. মানসম্পন্ন পণ্য বিক্রি ঘ. পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার প্রদান ঙ. পণ্য বাসায় পৌঁছে দেওয়া চ. ক্রেতাদের আপ্যায়ন ছ. মন্তব্য নেই

৩। হঠাৎ কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে আপনি ক্রেতাদের কীভাবে আশ্বস্ত করেন? :

ক. ক্রেতাদের কাছে মূল্যবৃদ্ধির যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা করি খ. মওজুদ পণ্য পূর্বের দামে বিক্রি করি গ. পণ্যটির আমদানী কমিয়ে দেই ঘ. পণ্যটি বিক্রি বন্ধ করে দেই ঙ. মন্তব্য নেই

৪। আপনি 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'- সম্পর্কে জানেন কিনা? :

ক. পরিপূর্ণ জানি খ. আংশিক জানি গ. জানি না ঘ. মন্তব্য নেই

৫। আপনি 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০' সম্পর্কে জেনে থাকলে কতটা মেনে চলেন? :

ক. পরিপূর্ণ খ. আংশিক গ. জানা ও মানার চেষ্টা করি ঘ. মন্তব্য নেই

৬। আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান বলে মনে করেন ? আপনার মতামত :

বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান?	টিক (✓) দিন
ক. ওজন ও মাপে কম প্রদান	
খ. পণ্যের মূল্য তালিকা না টাঙানো	
গ. নোংরা পরিবেশ	
ঘ. অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা	
ঙ. বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ	
চ. অপর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ	
ছ. চাঁদাবাজি	
জ. মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি	
ঝ. ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা	

৭। বাজার ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনে নিম্নোক্ত কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক-এ ব্যাপারে আপনার মতামত :

সমস্যাগুলো নিরসনে কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক?	টিক (✓) দিন
ক. ওজন ও মাপ সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিত করা	
খ. পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো নিশ্চিত করা	
গ. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা	
ঘ. পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	
ঙ. বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক নকল ও ভেজালমুক্ত/মেয়াদযুক্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	
চ. পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	
ছ. চাঁদাবাজি বন্ধ করা	
জ. মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা	
ঝ. ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা	

স্বাক্ষর :-------

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা-৩

বাজারের সভাপতিগণের নিবিড় সাক্ষাৎকার

বাজারের নাম ও ঠিকানা : বাজারের প্রতিষ্ঠাকাল :

বাজারের প্রতিষ্ঠাতার নাম (যদি থাকে) : বর্তমান সভাপতির নাম :

অংশ 'ক' : বাজারের সভাপতির ব্যক্তিগত তথ্য

১। বয়স :

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম / ৮ম / এসএসসি / এইচএসসি / বিএ / অনার্স / এমএ / দাখিল / 'আলিম / ফাযিল / কামিল / অন্যান্য--

৩। আপনি কত বছর যাবৎ ব্যবসা করেন ? : ....বছর।

অংশ 'খ' : বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য/মতামত

১। ক. বাজারে অগ্নি নির্বাপণের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে কিনা ? : ক. হ্যাঁ খ. না

খ. বাজারে মানসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কিনা ? : ক. হ্যাঁ খ. না

গ. বাজারে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা ? : ক. হ্যাঁ খ. না

ঘ. বাজারে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা ? : ক. হ্যাঁ খ. না

ঙ. বাজারে উপাসনালয়ের ব্যবস্থা আছে কিনা ? : ক. হ্যাঁ খ. না

২। বাজারে ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো হয় কিনা ? :

ক. টাঙানো হয় খ. টাঙানো হয় না গ. কেউ কেউ টাঙান

ঘ. মাঝে মাঝে টাঙানো হয় ঘ. মন্তব্য নেই

৩। বাজারে ব্যবসায়ীগণ আইন অনুযায়ী ক্যাশ মেমো ও রেজিস্টার রাখেন কিনা ? :

ক. রাখেন খ. রাখেন না গ. কেউ কেউ রাখেন ঘ. মন্তব্য নেই

৪। ক্রেতা-বিক্রেতাকে পণ্য আদান-প্রদানে কোন প্রকার অবৈধ চাঁদা দিতে হয় কিনা ? :

ক. দিতে হয় খ. দিতে হয় না গ. মাঝে মাঝে দিতে হয় ঘ. মন্তব্য নেই

৫। কোন প্রকার ভেজাল/নকল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি হয় কিনা ? :

ক. বিক্রি হয় খ. বিক্রি হয় না গ. মাঝে মাঝে বিক্রি হয় ঘ. মন্তব্য নেই

৬। কোন কোম্পানী/উৎপাদনকারী কর্তৃক ভেজাল/নকল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ সরবরাহ করা হয় কিনা? :

ক. সরবরাহ করা হয় খ. সরবরাহ করা হয় না গ. মাঝে মাঝে সরবরাহ করা হয় ঘ. মন্তব্য নেই

৭। এ বাজারে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয় কিনা ? :

ক. করা হয় খ. করা হয় না গ. মাঝে মাঝে করা হয় ঘ. মন্তব্য নেই

৮। আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে কারা দেশে সিন্ডিকেট/মওজুদদারী করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে থাকেন ? :

ক. কতিপয় বড় কোম্পানী/ব্যবসায়ী খ. কতিপয় উৎপাদনকারী গ. কতিপয় এজেন্ট

ঘ. কতিপয় আমদানীকারক ঙ. মন্তব্য নেই

৯। আপনি 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০'-সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা ? :

ক. পরিপূর্ণ অবগত খ. আংশিক অবগত গ. অবগত নই ঘ. মন্তব্য নেই

১০। আপনি 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন-১৯৩০' সম্পর্কে জেনে থাকলে বাজারে কতটা বাস্তবায়ন করেন? :

ক. পরিপূর্ণ খ. আংশিক গ. চেষ্টা করি ঘ. মন্তব্য নেই

১১। বিক্রেতা কর্তৃক কোন ক্রেতা প্রতারিত হলে তার অভিযোগের ভিত্তিতে আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? :

ক. পণ্যের মূল্য ফেরত প্রদান খ. পণ্য পরিবর্তন করে দেওয়া গ. বিক্রেতাকে জরিমানা করা

ঘ. ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ঙ. কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না চ. মন্তব্য নেই

১২। আপনার বাজারের কর্মীদের কোন নীতির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় ?

ক. শিক্ষাগত যোগ্যতা খ. চরিত্র গ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘ. পূর্ব অভিজ্ঞতা ঙ. পরিচয়সূত্রে চ. মন্তব্য নেই

১৩। বাজারের খাবারের দোকান ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে আপনার নির্দেশনা কী? :

ক. পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষা করা খ. ভেজাল/নষ্ট/পঁচা/বাসি খাবার বিক্রি না করা

গ. বিশুদ্ধ খাবার পরিবেশন করা ঘ. কোন নির্দেশনা নেই

১৪। আপনার বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে রক্ষা করা হয়? :

ক. নৈশপ্রহরীর মাধ্যমে খ. নিরাপত্তাকর্মীর মাধ্যমে গ. স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ঘ. ব্যবস্থা নেই

১৫। বাজারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো রয়েছে কিনা? :

বাজারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে কিনা	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
ক. ডাস্টবিন ব্যবহার করা			
খ. পরিচ্ছন্ন কমী নিয়োজিত রাখা			
গ. জীবানু নাশক ব্যবহার			
ঘ. ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা			
ঙ. প্রত্যেকে স্ব স্ব উদ্যোগে পরিচ্ছন্ন রাখে			

১৬। আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কোন কোন সমস্যা বিদ্যমান বলে মনে করেন ? এ ব্যাপারে আপনার মতামত :

বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোন কোন সমস্যাগুলো বিদ্যমান ?	টিক (✓) দিন
ক. ওজন ও মাপে কম প্রদান	
খ. পণ্যের মূল্য তালিকা না টাঙানো	
গ. নোংরা পরিবেশ	
ঘ. অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা	
ঙ. বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক নকল/ভেজাল/মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ	
চ. অপর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ	
ছ. চাঁদাবাজি	
জ. মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি	
ঝ. বিক্রেতাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ/প্রতারণা	
ঞ. ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা	

১৭। বাজার ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনে নিম্নোক্ত কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক-এ ব্যাপারে আপনার মতামত :

বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর নিরসন সম্পর্কে মতামত :	টিক (✓) দিন
ক. ওজন ও মাপ সঠিকভাবে প্রদান নিশ্চিত করা	
খ. পণ্যের মূল্য তালিকা টাঙানো নিশ্চিত করা	
গ. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা	
ঘ. পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	
ঙ. বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক নকল ও ভেজালমুক্ত/মেয়াদযুক্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	
চ. পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	
ছ. চাঁদাবাজি বন্ধ করা	
জ. মওজুদদারী/সিন্ডিকেট করে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা	
ঝ. বিক্রেতাদের সৌজন্যমূলক আচরণ নিশ্চিত করা/প্রতারণা বন্ধ করা	
ঙ. ভোক্তা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা	

স্বাক্ষর :-------

পরিশিষ্ট-খ

বাজার সমীক্ষায় সংগৃহীত বাংলাদেশের নির্বাচিত বিশটি জেলার বিশটি বাজারের আংশিক ছবি

ছবি-১. আইসড়া বাজার, আইসড়া, উপজেলা-বাসাইল, জেলা-টাঙ্গাইল। প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯২১ খ্রি.
ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ০৭/০৭/২০২২ খ্রি.

ছবি-২. আলমডাঙ্গা বাজার, গ্রাম-আলমডাঙ্গা, উপজেলা-শৈলকূপা, জেলা-ঝিনাইদহ-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৭২ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ: ৩০/০৪/২০২২ খ্রি.

ছবি-৩. কাওরান বাজার, থানা-তেজগাঁও, জেলা-ঢাকা। প্রতিষ্ঠাকাল : ১৭০০ খ্রি.
ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১৮/০৮/২০২২ খ্রি.

ছবি-৪. কাপাসিয়া বাজার, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর-এর একাংশ। প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৯ খ্রি.
ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ০৯/০৮/২০২২ খ্রি.

ছবি-৫. খাতুনগঞ্জ বাজার, খাতুনগঞ্জ, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৮৮৩ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ২২/০৭/২০২২ খ্রি.

ছবি-৬. চালাকচর বাজার, চালাকচর, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯০৮ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ০৬/০৭/২০২২ খ্রি.

ছবি-৭. জাকসিন বাজার, জাকসিন, উপজেলা-লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা-লক্ষ্মীপুর-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৪৭ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ২৪/০৬/২০২২ খ্রি.

ছবি-৮. ঠেনঠেনিয়া বাজার, উপজেলা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর-এর একাংশ। প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৬৫ খ্রি.
ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ০৩/০৬/২০২২ খ্রি.

ছবি-৯. দয়ামীর বাজার, দয়ামীর, থানা-ওসমানীনগর, জেলা-সিলেট-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৫০ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১৮/০৩/২০২২ খ্রি.

ছবি-১০. দুরছড়ি বাজার, দুরছড়ি, উপজেলা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৬০ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১৮/০২/২০২২ খ্রি.

ছবি-১১. নারায়ণপুর বাজার, নারায়ণপুর, উপজেলা-মতলব দক্ষিণ, জেলা-চাঁদপুর-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৮৫৮ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১২/০৭/২০২২ খ্রি.

ছবি-১২. বাংলা বাজার, আলেকান্দা, শহীদ নজরুল সড়ক, আলেকান্দা, জেলা-বরিশাল-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৪০ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১৯/১১/২০২২ খ্রি.

ছবি-১৩. মধুপুর বাজার, মধুপুর, উপজেলা-সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি-এর একাংশ। প্রতিষ্ঠাকাল-১৯৮০ খ্রি.
ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ২৮/০১/২০২২ খ্রি.

ছবি-১৪. ময়নামতি বাজার, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৫৪ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ২১/০২/২০২২ খ্রি.

ছবি-১৫. মালুমঘাট বাজার, ডুলাহাজারা, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৭২ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১৫/০৪/২০২২ খ্রি.

ছবি-১৬. মোল্লাহাট বাজার, গারফা, উপজেলা-মোল্লাহাট, জেলা-বাগেরহাট-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৮৬৭ খ্রি. ছবি সংগৃহীত : ০১/০৫/২০২২ খ্রি.

ছবি-১৭. লামা বাজার, লামা, উপজেলা-লামা, জেলা-বান্দরবান-এর একাংশ। প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৭০ খ্রি.
ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১৬/০৪/২০২২ খ্রি.

ছবি-১৮. শাহবাজপুর বড় বাজার, শাহবাজপুর, উপজেলা-সরাইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৮ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ০৭/০৫/২০২২ খ্রি.

ছবি-১৯. সফিগঞ্জ বাজার, পশ্চিম চরমটুয়া, উপজেলা-সদর, জেলা-নোয়াখালী-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৬০ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ১৫/০৫/২০২২ খ্রি.

ছবি-২০. হোসেনপুর বাজার, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর একাংশ।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৩২ খ্রি. ছবি গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : ২০/০৫/২০২২ খ্রি.

পরিশিষ্ট-গ

গবেষণাকর্মে উল্লিখিত সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নির্বাচিত বিশটি বাজারের ক্রেতা, বিক্রেতা ও সভাপতিগণের নাম, ঠিকানা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ

ক্রেতাদের নাম, ঠিকানা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :

ক্রম	নাম	ঠিকানা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ
১	সাইফুল ইসলাম রিপন	গ্রাম-আইসড়া, উপজেলা-বাসাইল, জেলা-টাঙ্গাইল	০৭/০৭/২০২২ খ্রি.
২	বাবলুর রহমান	ঐ	ঐ
৩	মো: আলিম মিয়া	ঐ	ঐ
৪	মো: রায়েজ উদ্দিন সরকার	ঐ	ঐ
৫	মো: সুরুজ মিয়া	ঐ	ঐ
৬	মো: মাসুদ রানা	গ্রাম-গোলক নগর, উপজেলা-শৈলকূপা, জেলা-ঝিনাইদহ	৩০/০৪/২০২২ খ্রি.
৭	মো: সামসুল আলম	ঐ	ঐ
৮	সোনিয়া খাতুন	ঐ	ঐ
৯	জোস্না খাতুন	ঐ	ঐ
১০	আসলাম মণ্ডল	ঐ	ঐ
১১	মো: মোশারফ হোসেন	চ-৮৫, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২	১৮/০৮/২০২২ খ্রি.
১২	মাওলানা মো: কবির হোসেন	গ-৮৮, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২	ঐ
১৩	মো: আবুল কাশেম	কাঁঠালবাগান, থানা-নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫	ঐ
১৪	মো: তাজুল ইসলাম	পশ্চিম রামপুরা, থানা-রামপুরা, ঢাকা-১২১৯	ঐ
১৫	মো: রিয়াজ উদ্দিন সরদার	শান্তিনগর, থানা-পল্টন, ঢাকা-১২১৭	ঐ
১৬	দবির আহাম্মেদ	গ্রাম-দোসরাঞ্জাব, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর	০৯/০৮/২০২২ খ্রি.
১৭	গোলাম মোস্তফা	গ্রাম-লাহুরী, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর	ঐ
১৮	ফরহাদ আহম্মদ	গ্রাম-জামিরাচর, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর	ঐ
১৯	কামরুল ইসলাম	গ্রাম-নবীপুর, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর	ঐ
২০	নাঈম খাঁন	গ্রাম-উত্তর খামের, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর	ঐ
২১	মো: দিদার	গ্রাম-সোনাকানিয়া, উপজেলা-সাতকানিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম	২২/০৭/২০২২ খ্রি.
২২	মো: ফেরদৌস হোসেন	গ্রাম-দুরছড়ি, উপজেলা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি	ঐ
২৩	মো: বাবুল মিয়া	গ্রাম-বেতাগী, উপজেলা-রাঙ্গুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম	ঐ
২৪	মো: আলমগীর	গ্রাম-গোমদণ্ডী, উপজেলা-বোয়ালখালী, জেলা-চট্টগ্রাম	ঐ

২৫	মো: মুজিবুর রহমান	গ্রাম-গহিরা, থানা-রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম	ঐ
২৬	মো: আব্দুল মালেক	গ্রাম-পঃ চালাকচর, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী	০৬/০৭/২০২২ খ্রি.
২৭	মো: জজ মিয়া	গ্রাম-চেঙ্গাইন, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী	ঐ
২৮	মো: আব্দুল খালেক	গ্রাম-হাফিজপুর, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী	ঐ
২৯	মো: আল আমিন	গ্রাম-চুঙ্গিবিল, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী	ঐ
৩০	মো: রুবেল আকন্দ	গ্রাম-পূর্বচালাকচর, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী	ঐ
৩১	মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্	গ্রাম-হোগল ডহরী, উপজেলা-সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর	২৪/০৬/২০২২ খ্রি.
৩২	হাফেজ রফিক উল্লাহ্	গ্রাম-পূর্ব হোগল ডহরী, উপজেলা-সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর	ঐ
৩৩	ডা. আলমগীর	গ্রাম-অভিরখিল, উপজেলা-সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর	ঐ
৩৪	বেল্লাল হোসেন	গ্রাম-হোগল ডহরী, উপজেলা-সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর	ঐ
৩৫	আনোয়ার উল্লাহ্ (আমিন)	গ্রাম-হোগল ডহরী, উপজেলা-সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর	ঐ
৩৬	নজরুল মোল্যা	গ্রাম-ইসাইল, উপজেলা-কৈজুরী, জেলা-ফরিদপুর	০৩/০৬/২০২২ খ্রি.
৩৭	মো: জোবায়ের হোসেন	গ্রাম-ঠেনঠেনিয়া, উপজেলা-সালথা, জেলা ফরিদপুর	ঐ
৩৮	মো: মিলন	গ্রাম-আড়ুয়াকান্দি, উপজেলা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর	ঐ
৩৯	তোফাজ্জেল মোল্যা	গ্রাম-ভাবুকদিয়া, উপজেলা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর	ঐ
৪০	আলেম মাতুব্বর	গ্রাম-আড়ুয়াকান্দি, উপজেলা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর	ঐ
৪১	আব্দুল মালেক চৌং	গ্রাম-রহিকদাড়া, উপজেলা-ওসমানীনগর, জেলা-সিলেট	১৮/০৩/২০২২ খ্রি.
৪২	সুহেব আহম্মদ	গ্রাম-ঘোষগাঁও, উপজেলা-ওসমানীনগর, জেলা-সিলেট	ঐ
৪৩	মো: আব্দুল মালেক	গ্রাম-আতাউল্লাহ, উপজেলা-ওসমানীনগর, জেলা-সিলেট	ঐ
৪৪	মো: এমদাদ উল্লাহ	ঐ	ঐ
৪৫	মো: ইয়াহইয়া	গ্রাম-দয়ামীর, উপজেলা-ওসমানীনগর, জেলা-সিলেট	ঐ
৪৬	মো: আবু সাঈদ	গ্রাম-দুরছড়ি, উপজেলা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি	১৮/০২/২০২২ খ্রি.
৪৭	মো: বাবুল মিয়া	ঐ	ঐ
৪৮	মিন্টু নাথ	ঐ	ঐ
৪৯	লিটন দে	ঐ	ঐ
৫০	মো: জনাব আলী	ঐ	ঐ
৫১	মোহাম্মদ শহিদ উল্যাহ	গ্রাম-বেলুতী, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা চাঁদপুর	১২/০৭/২০২২ খ্রি.
৫২	মো: শাহজাহান হোসেন	গ্রাম-পুটিয়া, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা চাঁদপুর	ঐ
৫৩	মো: জহির উল্যাহ	গ্রাম বেলুতী, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা চাঁদপুর	ঐ
৫৪	মো: মজিবুর রহমান	ঐ	ঐ
৫৫	মো: কামাল হোসেন	গ্রাম-পুটিয়া, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা চাঁদপুর	ঐ
৫৬	মো: সিরাজুল ইসলাম	পুলিশ লাইন, বরিশাল সদর, বরিশাল	১৯/১১/২০২২ খ্রি.

৫৭	মো: রাজিব হুমায়ুন	শহীদ নজরুল সড়ক, আলেকান্দা, বরিশাল	ঐ
৫৮	অলোক কুমার সরকার	এন, হোসেন গলি, পুলিশ লাইন, বরিশাল সদর, বরিশাল	ঐ
৫৯	এ এস এম ইকবাল	ব্যাপ্টিস্ট মিশন রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল	ঐ
৬০	মো: রেজাউল করিম খান	পুলিশ লাইন, বরিশাল সদর, বরিশাল	ঐ
৬১	লক্ষণ দেবনাথ	গ্রাম-মধুপুর, উপজেলা-সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি	২৮/০১/২০২২ খ্রি.
৬২	সাহিন আলম	ঐ	ঐ
৬৩	মো: আলমগীর	ঐ	ঐ
৬৪	তুষার দে	ঐ	ঐ
৬৫	টুন্টু চাকমা	ঐ	ঐ
৬৬	মো: কামাল হোসেন	গ্রাম-মুন্সিবাড়ী, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা	২১/০২/২০২২ খ্রি.
৬৭	মো: মোবারক হোসেন	গ্রাম-আমতলী, আদর্শ সদর, জেলা-কুমিল্লা	ঐ
৬৮	কামরুল হাসান মুন্সি	গ্রাম-নিশ্চিন্তপুর, আদর্শ সদর, জেলা-কুমিল্লা	ঐ
৬৯	কাজী মোহাম্মদ আলী	গ্রাম-নিমসার, আদর্শ সদর, জেলা-কুমিল্লা	ঐ
৭০	মো: আকতারুজ্জামান	গ্রাম-আলেখার চর, আদর্শ সদর, জেলা-কুমিল্লা	ঐ
৭১	মো: নূরুল আমিন	গ্রাম-মালুমঘাট, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	১৫/০৪/২০২২ খ্রি.
৭২	মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ	গ্রাম-পহরচাঁদা, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	ঐ
৭৩	ডা. মোহাম্মদ আলী আকবর	গ্রাম-ডুলাহাজারা, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	ঐ
৭৪	মো: সাইফুল ইসলাম	গ্রাম-মিঠাছড়ি, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	ঐ
৭৫	রহমত উল্লাহ	গ্রাম-কাটাখালী, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	ঐ
৭৬	মো: সাইফুল শিকদার	গ্রাম-বড়বাগ, উপজেলা-মোল্লাহাট, জেলা-বাগেরহাট	০১/০৫/২০২২ খ্রি.
৭৭	মোছা: রেনুকা খাতুন	গ্রাম-মাস্টারপাড়া, উপজেলা-মোল্লাহাট, জেলা-বাগেরহাট	ঐ
৭৮	মো: সাবু বিন ইসলাম	গ্রাম-গারফা, উপজেলা-মোল্লাহাট, জেলা-বাগেরহাট	ঐ
৭৯	আসনার মোল্লা	ঐ	ঐ
৮০	রেজোয়ান মুন্সি	ঐ	ঐ
৮১	মুহাম্মদ মনিরুল আলম	আলী আকবর ডেইল, উপজেলা-লামা, জেলা-বান্দরবান	১৬/০৪/২০২২ খ্রি.
৮২	মো: বারেক উল্লাহ	গ্রাম-খুটাখালী, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	ঐ
৮৩	নাজেম উদ্দিন আনোয়ারী	পূর্ব হায়দরবাঁশী, উপজেলা-লামা, জেলা-বান্দরবান	ঐ
৮৪	মো: নাজিম উদ্দিন রাশেদ	গ্রাম-মালুমঘাট, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	ঐ
৮৫	মো: নূরুল ইসলাম	ঐ	ঐ
৮৬	হিমেল মিয়া	গ্রাম-শাহবাজপুর, উপজেলা-সরাইল, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৭/০৫/২০২২ খ্রি.
৮৭	মোফাজ্জল মিয়া	ঐ	ঐ
৮৮	সুমন মিয়া	ঐ	ঐ

৮৯	নুরুজ্জামান	ঐ	ঐ
৯০	সায়েম হোসেন	ঐ	ঐ
৯১	মো: মাকছুদুর রহমান	গ্রাম-পূর্ব চরমটুয়া, উপজেলা-সদর, জেলা-নোয়াখালী	১৫/০৫/২০২২ খ্রি.
৯২	মুফতি মো: হেলাল উদ্দিন	ঐ	ঐ
৯৩	মো: মারফত উল্যা	ঐ	ঐ
৯৪	সালিমুর রহমান	ঐ	ঐ
৯৫	আবু তাহের	ঐ	ঐ
৯৬	মো: সুজন	হোসেনপুর, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ	২০/০৫/২০২২ খ্রি.
৯৭	মোসা: ফাতেমা	ঐ	ঐ
৯৮	মো: বাবুল	ঐ	ঐ
৯৯	মো: কাদির	ঐ	ঐ
১০০	স্বপন মিয়া	ঐ	ঐ

বিক্রেতাদের নাম, ঠিকানা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :

ক্রম	নাম	ঠিকানা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ
১	মো: হান্নান সিকদার	গ্রাম-আইসড়া, উপজেলা-বাসাইল, জেলা-টাঙ্গাইল	০৭/০৭/২০২২ খ্রি.
২	মো: দেলোয়ার হোসেন	ঐ	ঐ
৩	শ্রী নিতাই চন্দ্র সরকার	ঐ	ঐ
৪	মো: শাহাদত হোসেন	ঐ	ঐ
৫	মো: সেলিম তালুকদার	ঐ	ঐ
৬	আব্দুল মজিদ	গ্রাম-আলমডাঙ্গা, উপজেলা-শৈলকূপা, জেলা-ঝিনাইদহ	৩০/০৪/২০২২ খ্রি.
৭	লাবু আহমেদ	ঐ	ঐ
৮	মো: সাইফুল ইসলাম	ঐ	ঐ
৯	মো: সাত্তার মণ্ডল	ঐ	ঐ
১০	মো: তিতুমীর হোসেন	ঐ	ঐ
১১	মো: আলমগীর হোসেন খান	কাওরান বাজার, থানা-তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	১৮/০৮/২০২২ খ্রি.
১২	মো: মহসিন	ঐ	ঐ
১৩	মো: সেলিম হোসেন	ঐ	ঐ
১৪	মো: খোকন বেপারী	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৫	মো: সেলিম হাওলাদার	ঐ	ঐ
১৬	রাখাল চন্দ্র বর্মন	কাপাসিয়া বাজার, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর	০৯/০৮/২০২২ খ্রি.
১৭	শাহীনুল আলম রিপন	ঐ	ঐ
১৮	সাইফুল ইসলাম	ঐ	ঐ
১৯	মো: পনির হোসেন	ঐ	ঐ
২০	মাহবুব আলম	ঐ	ঐ
২১	মো: আবচার	খাতুনগঞ্জ বাজার, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম	২২/০৭/২০২২ খ্রি.
২২	মো: খোকন	ঐ	ঐ
২৩	মো: আবুল মনসুর	ঐ	ঐ
২৪	মো: নূরুল ইসলাম	ঐ	ঐ
২৫	মো: জাহাঙ্গীর আলম	ঐ	ঐ
২৬	সোহেল মিয়া	চালাকচর বাজার, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী	০৬/০৭/২০২২ খ্রি.
২৭	মো: উজ্জ্বল মিয়া	ঐ	ঐ
২৮	মো: আবুল হাশিম	ঐ	ঐ
২৯	সফিক মিয়া	ঐ	ঐ
৩০	ইমরান হোসেন	ঐ	ঐ
৩১	শিব্বির আহম্মদ	জাকসিন বাজার, উপজেলা-সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর	২৪/০৬/২০২২ খ্রি.
৩২	সোহেল পাটোয়ারী	ঐ	ঐ
৩৩	মো: আব্দুল হালিম	ঐ	ঐ
৩৪	মাওলানা আব্দুল করিম	ঐ	ঐ
৩৫	নূরুল আমিন	ঐ	ঐ
৩৬	আলতাফ মাতুব্বর	ঠেনঠেনিয়া বাজার, উপজেলা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর	০৩/০৬/২০২২ খ্রি.
৩৭	ফজলুল হক মোল্যা	ঐ	ঐ
৩৮	জাহিদ মোল্যা	ঐ	ঐ
৩৯	মজনু হাওলাদার	ঐ	ঐ
৪০	রুবেল শেখ	ঐ	ঐ
৪১	মো: আলাউদ্দিন	দয়ামীর বাজার, উপজেলা-ওসমানীনগর, জেলা-সিলেট	১৮/০৩/২০২২ খ্রি.
৪২	শ্রী নিখিল লাল শিব	ঐ	ঐ
৪৩	মো: হেলাল আহমদ	ঐ	ঐ
৪৪	দীজেন্দ্র দেবনাথ	ঐ	ঐ
৪৫	ডা. মো: সাহেদ মিয়া	ঐ	ঐ
৪৬	বিকাশ কান্তি দে	দুরছড়ি বাজার, উপজেলা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি	১৮/০২/২০২২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৪৭	মো: শরিফুল ইসলাম	ঐ	ঐ
৪৮	বিদ্যাসাগর নাথ	ঐ	ঐ
৪৯	সুজিত কান্তি চাকমা	ঐ	ঐ
৫০	জুয়েল রায়	ঐ	ঐ
৫১	সালেহ উদ্দিন	নারায়নপুর বাজার, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা চাঁদপুর	১২/০৭/২০২২ খ্রি.
৫২	মো: শফিকুল ইসলাম ঢালী	ঐ	ঐ
৫৩	মো: জসিম উদ্দিন	ঐ	ঐ
৫৪	মো: আরিফ	ঐ	ঐ
৫৫	মো: মিরাজ হোসেন	ঐ	ঐ
৫৬	মো: আমিনুল ইসলাম	বাংলা বাজার, শহীদ নজরুল সড়ক, আলেকান্দা, বরিশাল	১৯/১১/২০২২ খ্রি.
৫৭	মো: তাসলিম ইসলাম	ঐ	ঐ
৫৮	গিয়াস উদ্দিন	ঐ	ঐ
৫৯	আয়ুব আলী	ঐ	ঐ
৬০	মো: আল আমিন	ঐ	ঐ
৬১	প্রয়াশ চাকমা	মধুপুর বাজার, উপজেলা-সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি	২৮/০১/২০২২ খ্রি.
৬২	নূর মোহাম্মদ	ঐ	ঐ
৬৩	সন্তোষ দত্ত	ঐ	ঐ
৬৪	মো: নয়ন	ঐ	ঐ
৬৫	রূপন দাশ	ঐ	ঐ
৬৬	মো: আব্দুর রাজ্জাক	ময়নামতি বাজার, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা	২১/০২/২০২২ খ্রি.
৬৭	জালাল মিয়া	ঐ	ঐ
৬৮	মো: আবুল কালাম	ঐ	ঐ
৬৯	মো: মীর হোসেন	ঐ	ঐ
৭০	মো: জাকির হোসেন	ঐ	ঐ
৭১	মো: রেজাউল করিম সওদাগর	মালুমঘাট বাজার, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	১৫/০৪/২০২২ খ্রি.
৭২	মো: ইদ্রিস আলম কুতুবী	ঐ	ঐ
৭৩	এহছানুল হক	ঐ	ঐ
৭৪	মো: তুহিন	ঐ	ঐ
৭৫	মো: খুরশিদ আলম	ঐ	ঐ
৭৬	এনামুল সরদার	মোল্লাহাট বাজার, উপজেলা-মোল্লাহাট, জেলা-বাগেরহাট	০১/০৫/২০২২ খ্রি.
৭৭	মো: মফিদুল ইসলাম	ঐ	ঐ
৭৮	মো: বুলবুল শেখ	ঐ	ঐ
৭৯	মো: শহিদুল ইসলাম	ঐ	ঐ
৮০	ডা. শেখ সবুজ আহাম্মেদ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮১	মোহাম্মদ পিয়ারুল আলম	লামা বাজার, উপজেলা-লামা, জেলা-বান্দরবান	১৬/০৪/২০২২ খ্রি.
৮২	আবু তালেব	ঐ	ঐ
৮৩	মো: হেলাল উদ্দিন	ঐ	ঐ
৮৪	মো: মিজানুর রহমান	ঐ	ঐ
৮৫	জিয়াবুল করিম	ঐ	ঐ
৮৬	সাদ্দাম হোসেন	শাহবাজপুর বড় বাজার, সরাইল, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৭/০৫/২০২২ খ্রি.
৮৭	রৌনক খান	ঐ	ঐ
৮৮	মো: মুমিন	ঐ	ঐ
৮৯	মো: মাহাবুব	ঐ	ঐ
৯০	নজরুল ইসলাম	ঐ	ঐ
৯১	মো: নাজিম উদ্দিন	সফিগঞ্জ বাজার, উপজেলা-সদর, জেলা-নোয়াখালী	১৫/০৫/২০২২ খ্রি.
৯২	মো: সেলিম	ঐ	ঐ
৯৩	মো: মানিক	ঐ	ঐ
৯৪	মো: ইসমাঈল	ঐ	ঐ
৯৫	মো: সোহেল	ঐ	ঐ
৯৬	মো: সবুর শ্যামল	হোসেনপুর বাজার, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ	২০/০৫/২০২২ খ্রি.
৯৭	মো: হেলাল উদ্দিন	ঐ	ঐ
৯৮	মো: রাজু	ঐ	ঐ
৯৯	আলী আকবর হোসেন	ঐ	ঐ
১০০	কাঞ্চন মিয়া	ঐ	ঐ

সভাপতিগণের নাম ও ঠিকানা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :

ক্রম	নাম	ঠিকানা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ
১	মো: তোফাজ্জল সরকার	গ্রাম-আইসড়া, উপজেলা-বাসাইল, জেলা-টাঙ্গাইল	০৭/০৭/২০২২ খ্রি.
২	মো: সিতাব উদ্দিন	গ্রাম-আলমডাঙ্গা, উপজেলা-শৈলকূপা, জেলা-ঝিনাইদহ	৩০/০৪/২০২২ খ্রি.
৩	হাজী মো: লোকমান হোসেন	কাওরান বাজার, থানা-তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	১৮/০৮/২০২২ খ্রি.
৪	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বদু	কাপাসিয়া বাজার, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর	০৯/০৮/২০২২ খ্রি.
৫	মো: আফসার আলম	খাতুনগঞ্জ বাজার, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম	২২/০৭/২০২২ খ্রি.
৬	মো: আবুল কালাম	চালাকচর বাজার, উপজেলা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী	০৬/০৭/২০২২ খ্রি.
৭	মো: আখতারুজ্জামান	জাকসিন বাজার, উপজেলা-সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর	২৪/০৬/২০২২ খ্রি.
৮	সালাম মোল্যা	ঠেনঠেনিয়া বাজার, উপজেলা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর	০৩/০৬/২০২২ খ্রি.
৯	মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ	দয়ামীর বাজার, উপজেলা-ওসমানীনগর, জেলা-সিলেট	১৮/০৩/২০২২ খ্রি.
১০	মদন কান্তি দে	দুরছড়ি বাজার, উপজেলা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি	১৮/০২/২০২২ খ্রি.
১১	মো: সফিকুল ইসলাম মজুমদার	নারায়নপুর বাজার, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা চাঁদপুর	১২/০৭/২০২২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১২	আকরাম আলী খান	বাংলা বাজার, শহীদ নজরুল সড়ক, আলেকান্দা, বরিশাল	১৯/১১/২০২২ খ্রি.
১৩	দ্বিপক মল্লিক	মধুপুর বাজার, উপজেলা-সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি	২৮/০১/২০২২ খ্রি.
১৪	মোহাম্মদ আবদুর রব	ময়নামতি বাজার, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা	২১/০২/২০২২ খ্রি.
১৫	রুস্তম গণি মাহমুদ	মালুমঘাট বাজার, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার	১৫/০৪/২০২২ খ্রি.
১৬	কবির আহম্মেদ রাঙ্গা	মোল্লাহাট বাজার, উপজেলা-মোল্লাহাট, জেলা-বাগেরহাট	০১/০৫/২০২২ খ্রি.
১৭	মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন	লামা বাজার, উপজেলা-লামা, জেলা-বান্দরবান	১৬/০৪/২০২২ খ্রি.
১৮	মন্টু মিয়া	শাহবাজপুর বড় বাজার, সরাইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৭/০৫/২০২২ খ্রি.
১৯	আলহাজ্জ ফয়সল বারী চৌধুরী	সফিগঞ্জ বাজার, উপজেলা-সদর, জেলা-নোয়াখালী	১৫/০৫/২০২২ খ্রি.
২০	মোহাম্মদ আবদুল হালিম	হোসেনপুর বাজার, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ	২০/০৫/২০২২ খ্রি.